প্যারী কমিউন

অমলেন্দু সেনগুপ্ত

PARIS COMMUNE
by AMALENDU SENGUPTA

প্রকাশক
দিলীপ বসু
মণীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩-বি বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

মুদ্রক
ফণিভূষণ হাজরা
৩৭/৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-

প্রচ্ছদ
খালেদ চৌধুরী

কমরেড নৃপেন চক্রবর্তী
-কে

মুখবন্ধ

১৮৭১ সালের মার্চ মাসে প্যারিসের মেহনতী মানুষের অবিস্মরণীয় অভ্যুত্থান আর ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত একেবারে অভূতপূর্ব লোকতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অসমসাহস প্রয়াসের পর থেকে একশো দশ বৎসর কেটেছে। এই উপলক্ষে প্যারিস 'কম্যুন্' বিষয়ে সযত্নে অনেক বইপত্র ঘেঁটে এই সুখপাঠ্য গ্রন্থটি রচনা করে লেখক প্রকৃতই একটা দামী কাজ করেছেন। বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা সেদিনের ঘটনামালা পাঠকদের চোখের সামনে ধরার চেষ্টা তিনি করেছেন। কার্ল মার্কস-এর ভাষায় যারা "স্বর্গে ঝড় তুলেছিল" আর মানুষের ইতিহাসে প্রথম শোষিত জনসাধারণের নিজস্ব রাষ্ট্রকর্তৃত্ব স্থাপনের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের সংকেতকে সুস্পষ্ট করেছিল, তাদের চির-অপরিম্লান স্মৃতিকে অভিবাদন করা বিশ্ববাসী সকলেরই কর্তব্য।

১৯১৭ সালের নভেম্বর থেকে দুনিয়ার বিপ্লবী ও বিপ্লবকামীদের কাছে লেনিনগ্রাদ-মস্কোর কদর প্যারিসের চেয়ে বেড়ে গেছে। বিপ্লবের বিশ্ব-পরিক্রমায় আরও বিভিন্ন তীর্থের সন্ধান মানুষ পেয়েছে। কিন্তু তাতে ফ্রান্সের বিপ্লব-পরম্পরার মহিমা ম্লান হবার কথা নয়। বিপ্লবের ঐতিহ্য-গৌরবে প্যারিস পৃথিবীর পুরোধাদের মধ্যে গণ্য হতে থাকবে।

ফ্রান্সের ইতিহাসে বারবার অকুতোভয় দেশভক্তদের মনের কথা যেন ফুটে উঠেছে আমাদেরই কবির ভাষায়—

হায়, সে কি সুখ, এ-গহন ত্যজি
হাতে লয়ে জয়তূরী
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে,
রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে,
অত্যাচারীর বক্ষে বসিয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি!

১৭৮৯-৯৪ সালের মহান্ ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ, অনুপ্রেরণা ও কার্যক্রম সমগ্র মানবজাতিরই এক পরম সম্পদ। কেবল তত্ত্ব নয়, কর্মের ক্ষেত্রেও জনগণের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে রুশবিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত ফ্রান্স বিশ্বের নেতৃত্ব নিয়ে এসেছে। জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলের সম্পূর্ণ সমান অধিকারের বারতা ফ্রান্সেরই কম্বুকণ্ঠ থেকে ঘোষিত হয়েছে স্বার্থসর্বস্ব সমাজপতিদের বিলোপ সাধনে ফ্রান্স কুণ্ঠিত হয়নি।

সাম্যবাদী আন্দোলনে ফ্রান্সের অবদান মহামূল্য। যখন সাম্যবাদের নীতি ছিল অনেকটা কল্পনাশ্রয়ী, যখন বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগপদ্ধতি

ছিল অপরিজ্ঞাত, তখন ফরাসী চিন্তানায়করা এ বিষয়ে প্রভূত অনুশীলন করেছিলেন, গভীর অন্তর্দৃষ্টিরও পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রথম ফরাসী বিপ্লব যখন স্বার্থসন্ধ নেতাদের কবলে পড়ে পথভ্রষ্ট হল, তখন বাব্যফ্ (Babeuf) প্যারিসে সাম্যবাদী জন-অভ্যুত্থান পরিচালনায় নেমেছিলেন। তৎকালীন পরিস্থিতিতে বাব্যফ্ ও তাঁর সাথীরা অনিবার্য ব্যর্থতার মধ্যে পড়েছিলেন, কিন্তু প্যারিস আজও তাঁদের ভুলতে পারে নি। অমলেন্দুবাবু বাব্যফ্ সম্বন্ধে মাত্র একবার একটু উল্লেখ করেছেন দেখে ক্ষুণ্ণ হলাম। সমাজবাদ-সাম্যবাদী চিন্তায় মাব্লি-মরেলি-র কথা দূরে থাক, স্যাঁ-সিমঁ, ফুরিয়ে সম্পর্কেও উল্লেখ নেই। কম্যুন্'-এর বৃত্তান্তে ব্লাঁকি-র উল্লেখ অবশ্য আছে, একান্ত অপরিহার্য বলেই আছে, কিন্তু ফ্রান্সের শ্রমজীবী মানসে কিঞ্চিৎ ক্ষতিকর হলেও প্রুধঁ ও তাঁর অনুগামীদেরও উল্লেখ নেই। সব কথা সব সময় বলা সম্ভব হয় না জানি, কিন্তু 'কম্যুন্'-এর উপক্রমণিকা-স্বরূপ ঘটনাগুলিকে অন্তত চুম্বকে দেখতে পেলে খুশী হতাম। লেখক যে সেদিকে নজর দেন নি, তা নয়; কিন্তু "নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের দিগন্তবিস্তৃত বালুরাশির মধ্যে হারিয়ে গেল ফরাসী বিপ্লবের কল্লোল" বলার মধ্যে আতিশয্য ও অসঙ্গতি আছে।

মনে রাখা উচিত যে, প্রথম নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনাতেই তৃতীয় নেপোলিয়নকে ভিক্তর্ হ্যুগো 'খুদে নেপোলিয়ন' আখ্যা দিয়েছিলেন। এই ক্ষুদ্র অথচ ক্ষমতালোলুপ ব্যক্তিটির বহু অপরাধের ফলস্বরূপ রাজ্যচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল এমন ঘটনাপরম্পরা, যার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হল অর্থগৃধ্নু বুর্জোয়া শ্রেণীর নীচ, শঠ, ক্রূর, লোভজর্জর চরিত্র। দেখা গেল, দেশপ্রেমের একচেটিয়া অধিকার দাবি করত যারা তাদেরই স্বার্থলালসাফলে সামগ্রিক অধঃপতন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, নবসমাজ নির্মাণ ও পরিচালনার ঐতিহাসিক দায়িত্ব কাঁধে তোলার জন্য আগুয়ান্ শ্রমিকশ্রেণীকে। ইতিহাসে সমাজশাসন ব্যাপারে পালাবদলের যে ছবি হল বর্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য, তারই উদাত্ত, ভাস্বর আভাস দেখা দিয়েছিল প্যারিস 'কম্যুন'-এর বীর কাহিনীতে।

প্রায় দু'শো পাতার এই বইয়ে পাঠক সেই বিবরণ পাবেন। অনেক পরিশ্রমে অথচ প্রায় সর্বদা বেশ স্বচ্ছ ভাষায়, স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে, মাঝে মাঝে ছবি আঁকার কায়দায় লেখক এই বিবরণ দিয়েছেন। গ্রন্থপঞ্জী থেকে পাঠকও বেশ সাহায্য পাবেন, নিজের চেষ্টায় গভীর অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হতে পারবেন। বর্ণনায় লেখকের একান্ত স্বাভাবিক, সঙ্গত সমব্যথিতা হল 'কম্যুন'-এর স্বপক্ষে—সঙ্গে সঙ্গে তথ্যনিষ্ঠারও পরিচয় ছত্রে ছত্রে। ইতিহাসের বাস্তবিকই এক চিত্তোন্মাদী অধ্যায়ের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় এই গ্রন্থ মারফত ঘটবে।

মার্কস্-এঙ্গেল্‌স্ 'প্রথম ইন্টারন্যাশনাল' নামে পরবর্তী কালে পরিচিত যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা গঠন করেছিলেন, প্যারিস 'কম্যুন'কে সেই ইন্টারন্যাশনাল-এরই "মানস-সন্তান" বলে স্বয়ং এঙ্গেল্‌স্ একবার বর্ণনা করেছিলেন। ফ্রান্সের বিপ্লবী বৈভবের কাছ থেকে মার্কস্-এঙ্গেল্‌স্-এর প্রত্যাশা ছিল প্রভূত; ফ্রান্সের শ্রমজীবী মানুষের প্রায় যেন বন্দনা আছে মার্কস্-এর কয়েকটি রচনায়; তৃতীয় নেপোলিয়নের কর্তৃত্বকালের পর্যালোচনায় মার্কস্-এর গভীর অথচ সতত সমুজ্জ্বল ইতিহাসবোধ যেন তুঙ্গে অবস্থান করেছে। মনে রাখা দরকার যে, মার্কস্ এবং 'ইন্টারন্যাশনালের' সাধারণ পরিষদের পক্ষ থেকে ফ্রান্সের তদানীন্তন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পরামর্শ দেওয়া হয় যে, বিপ্লবেরই ভবিষ্যতের স্বার্থে যেন অভ্যুত্থানে শ্রমিকজনতা অবিলম্বে নেমে না পড়ে। পরাজয়ের আশঙ্কা তখন সমধিক বলে যথাযোগ্য লগ্নের জন্য অপেক্ষা করারই পরামর্শ তখন আসে। কিন্তু যখন প্যারিসের মানুষ অভ্যুত্থান সম্বন্ধে কৃতসংকল্প হয়ে অসমসাহস সংগ্রামে লিপ্ত হতে চাইল, তখন মার্কস্-এঙ্গেল্‌স্ বাধা দেওয়া দূরে থাক, অভিনন্দন জানালেন ইতিহাসের এই প্রথম শ্রমিকশাসন প্রতিষ্ঠার প্রচণ্ড, প্রোজ্জ্বল প্রয়াসকে। এই একান্ত আন্তরিক সমর্থন, সহযোগিতা ও সহমর্মিতায় লেশমাত্র ছেদ কখনও পড়ে নি! মার্কস্-এঙ্গেল্‌স্-লেনিনের রচনায় তাই এই যুগান্তকারী অভ্যুত্থান নিয়ে বহু অমূল্য আলোচনা রয়েছে। ১৯১৭ সালে সোভিয়েত বিপ্লব যখন ঘটল আর গোটা দুনিয়ার বুর্জোয়া শক্তির সম্মিলিত শত্রুতাকে পরাজিত করে যখন জগতের এক-ষষ্ঠাংশ জুড়ে সমাজবাদী শাসন স্থাপিত হল, তখন যেন আপনা থেকেই সকলের মনে এল যে, ১৮৭১ সালে প্যারিসের মানুষ ঘটিয়েছিলেন এই সার্থক বিপ্লবের প্রথম ও প্রধান মহড়া। 'কম্যুন' দীর্ঘজীবী হোক বলে যে আওয়াজ স্বয়ং মার্কস্ তুলেছিলেন শত্রুহস্তে 'কম্যুন'-এর নৃশংস সংহারের মুহূর্তেই, তা যেন সগৌরবে সপ্রমাণ হল সোভিয়েত বিপ্লবের সাফল্যে।

এই গ্রন্থ থেকে ইতিহাসের এক বহ্নিমান অধ্যায়ের বিবরণ পাওয়া যাবে। কম্যুন-এর আয়ুষ্কাল ছিল অল্প, দু-মাসের একটু বেশি—কিন্তু প্রকৃতই যেন তখন, রবীন্দ্রনাথের অনুপম ভাষায়, "পিনাকেতে টঙ্কার" লেগেছিল—"বসুন্ধরার পঞ্জরতলে, কম্পন জাগে শঙ্কার"। শঙ্কা অবশ্য বসুন্ধরার নয়। এক্ষেত্রে শঙ্কা হল বিত্তবান্ ও তাদের অনুচরবৃন্দের মনে। তাই তৎকালীন পরিস্থিতিতে অভ্যুত্থান ব্যর্থ হতে বাধ্য হলেও দেখা গেল বুর্জোয়া শ্রেণীচরিত্রের অন্তর্নিহিত ক্লেদ আর কলুষ। দেশপ্রেমের বড়াই ছিল যাদের চূড়ান্ত, আর সাম্যবাদ-সমাজবাদের আন্তর্জাতিকতাবোধকে যারা উপহাস ও আক্রমণে অভ্যস্ত ছিল, তাদেরই দেখা গেল বিজয়ী

দর্পিত জার্মান বাহিনীর সঙ্গেই হাত মিলিয়ে, যুদ্ধে পরাজিত ফ্রান্সের দেশাভিমানী আত্মমর্যাদাকে অকাতরে নির্লজ্জভাবে বিসর্জন দিয়ে, 'কম্যুন'কে দমন ও সম্পূর্ণ নিষ্পেষণের কাজে নামতে। সন্দেহ নেই যে, প্যারিসের সেদিনকার বিরাট বৈপ্লবিক জাগৃতি ও সংগ্রামে বহুজনের অসম্ভব ক্লেশ ঘটেছিল, প্রচণ্ড যন্ত্রণার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সবাইকে যেতে হয়েছিল। বিপ্লবসময়ে অবশ্যম্ভাবিভাবেই বহু নিরপরাধেরও প্রাণ গিয়েছিল, দণ্ড পেতে হয়েছিল। কিন্তু ভের্সাই থেকে আক্রমণ চালিয়ে প্যারিস-কে দাবিয়ে দেবার সময় আর তার পরে বুর্জোয়া পলাতক কর্তৃপক্ষ যে নির্মম, জঘন্য দানবিকতার পরিচয় দিয়েছিল, সে তুলনায় 'কম্যুন'-এর তথাকথিত "আতিশয্য" একেবারে অকিঞ্চিৎকর। ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে যে "লাল সন্ত্রাস" (Red Terror) বলে বর্ণিত ও নিন্দিত, মতলববাজ প্রচার চারদিকে ছড়ানো হয়, অথচ বিপ্লব-শত্রুদের যে "শ্বেত সন্ত্রাস" (White Terror), যা চলতে থাকে সর্বদা আর চরম কদর্য চেহারা নিয়ে নামে বিপ্লবদমনের সময়, সে-সন্ত্রাসের জঘন্যতার তুলনা নেই। ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব প্রভৃতি যুগান্তকারী ঘটনার সময় যা প্রকট হয়েছিল, তারই প্রকাশ নানা পরিস্থিতিতেই স্পষ্ট। প্যারিস কম্যুন-এর স্মৃতি পর্যন্ত মুছে ফেলার যে বিকট পাশবিকতা ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী দেখিয়েছিল, তার কলঙ্ক ধুয়ে ফেলা সম্ভব নয়।

'কম্যুন'-এর নেতৃত্বে প্যারিসের সাধারণ মানুষ আর 'জাতীয় রক্ষী' প্রভৃতি শ্রমিকশ্রেণীর জীবনদর্শনে স্বভাবতই অনুপ্রেরণা পেয়েছিল, কিন্তু বিপ্লবের মতো মহাযজ্ঞের বাস্তব অভিজ্ঞতা তখনও স্বল্প। এজন্যই কতকগুলো ব্যাপারে তাদের ভুল যে হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। সংগত কারণেই 'কম্যুন্'-এর অধিকাংশ নেতা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন—কিন্তু দেখা গেল (আর এটাই হল সমাজবাদী, অর্থাৎ ধনতন্ত্রের মূলোৎপাটনকামী বিপ্লবের পক্ষে প্রধান এক শিক্ষা) যে রাষ্ট্রপরিচালনায় পূর্বাভ্যস্ত শাসন-ব্যবস্থাকে মেজে ঘষে শুধরে তুলে বিপ্লব ঘটানো যায় না—দরকার হয় আগেকার শাসনযন্ত্রকে চূর্ণ করে তার জায়গায় মেহনতী মানুষের প্রকৃত কর্তৃত্বের ব্যবস্থা করা। দেখা গেল যে, 'কম্যুন'-এর নেতৃত্ব শত্রুর বহুরূপী দানবিকতাকে পরাস্ত করার মতো চেতনা ও সংকল্প গ্রহণ করতে পারে নি। স্বয়ং লেনিন এবিষয়ে বলে গেছেন যে তখন সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্ব যেন বার বার মাঝপথে থেমেছিল, শত্রুর নিপাতসাধনে ক্রমাগত সংকোচবোধ করেছিল, তথাকথিত "ন্যায়বোধ" নিয়ে ভুল করেছিল, প্রয়োজনমতো নির্মম না হতে পেরে অহেতুক উদারতাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল, 'ব্যাঙ্ক অফ্ ফ্রান্স'-কে পর্যন্ত দখল করে নি। আর চূড়ান্ত ভুল করেছিল যখন আগুয়ান হয়ে ভের্সাই-য়ে জড়ো-হওয়া শত্রুসৈন্যকে প্রথমেই আক্রমণ না করে তাদেরই

দিক থেকে আক্রমণের আঘাত খেতে বাধ্য হল। সোভিয়েত বিপ্লবকালে এ-ধরনের ভুল এড়ানো গিয়েছিল। কিন্তু তা সম্ভব হয়েছিল কারণ 'কম্যুন'-এর অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে পেরেছিল লেনিনের বলশেভিক দল। 'কম্যুন'-এর কাছে সোভিয়েত বিপ্লবের ও ইতিহাসের ঋণ তাই অপরিসীম।

লেখক সুন্দরভাবে লেনিনের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এ বিষয়ে। সোভিয়েত রাষ্ট্র যেদিন প্যারিস 'কম্যুন'-এর আয়ুষ্কাল পার হয়ে টিকে রইল সেদিন লেনিন বললেন যে এটাই হল এক ঐতিহাসিক ঘটনা—আমরা এখন 'Commune plus one' যুগে পৌঁছেছি। 'কম্যুন্' প্রকৃতপক্ষে যেন এক নূতন অব্দের সূচনা, পুরোনো মনুর বদলে 'মন্বন্তর'-এর ঘোষণা—দুর্ভিক্ষ অর্থে 'মন্বন্তর' নয়—নূতন মনু আর নূতন অনুশাসন অর্থে।

একটা কথা, কারও কারও কাছে অপ্রিয় ঠেকলেও, এখানে না বলে পারছি না। বিদেশী ভাষার উচ্চারণ আমাদের ভাষায় নিখুঁত, অবিকল ভাবে প্রকাশ করা যায় না। অবশ্য নির্ভুল উচ্চারণ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলে বাংলা হরফে (আর বাংলা উচ্চারণ-রীতি মনে রেখে) যথাসম্ভব সঠিকভাবে বিদেশী বাক্য বা নাম লেখার চেষ্টা একটুও অসংগত নয়। কিন্তু আমার দুঃখ যে এই বিষয়ে আমরা উদাসীন, আর প্রায়ই দেখি একটুও যত্নশীল নই—এমন কি, একেবারে অহেতুক ভুলকে বেশ হজম করি, যেমন ঘটেছে 'রেনেসাঁ' নামে এক বহুপ্রচলিত অথচ ভ্রান্ত শব্দের ব্যবহারে। লেখক এই গ্রন্থে অনেক বিদেশী নাম উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছেন—সেখানে মাঝে মাঝে এড়ানো-যেতে-পারত এমন ভুল চোখে পড়েছে, একটু কটুও লেগেছে, বিশেষত যখন দেখি যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশ সঠিক উচ্চারণই তিনি দিয়েছেন। এ ছাড়া Paris শব্দটিকে ইংরেজরা যেভাবে উচ্চারণ করে, সেভাবে (যা আমাদের বেশ পরিচিত; কারণ আমরা এসব ব্যাপারে ইংরেজীর উপর নির্ভর করে থাকি) না করে ফরাসী উচ্চারণ যদি আমরা পছন্দ করি তো বলা উচিত 'পারী'। একবার আমি লিখেছিলাম প্যারিসকে ভালোবাসি ভেবে যদি 'প্যারী' ('রাজার নন্দিনী প্যারী, যা করেন তাই শোভা পায়') শব্দটি বাংলাভাষায় চালাতে কেউ চান তো আপত্তি করব না, বরং কিঞ্চিৎ পুলকিত বোধ করব। আশা করি আমার এই মন্তব্য নিয়ে কোনো ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে না। লেখকের এই রচনা পড়ে আনন্দ পেয়েছি বলেই এ কথা তুলতে সাহস পেলাম।

প্যারিস 'কম্যুন'-এর একশো দশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে প্রকাশিত এই গ্রন্থের সমাদর পাঠকরা করবেন ভরসা করছি। মনীষা গ্রন্থালয়কেও সাধুবাদ দিতে চাই।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নিজের কথা

মানুষের স্পর্ধিত বিকাশের অবিস্মরণীয় দিগন্ত-দুয়ার—প্যারী কমিউন। প্যারী কমিউন মনুষ্যত্বের প্রথম সঠিক উচ্চারণ। মার্কস-এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক ও দ্বন্দ্বমূলক বিশ্ববীক্ষায় কমিউনের মহান অস্তিত্ব বিধৃত। বিবেকী মানুষকেই মাথা নীচু করে শিখতে হবে প্যারী কমিউনের কাছে।

মুক্তির সন্ধানে মানুষ আজও পথে পথে ঘুরছে। কখনো সে হিংস্র আবেগে মরীয়া। কখনো পরাজয়ের গ্লানিতে সংকুচিত। কিন্তু বুকে ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে অপরাজিত ইচ্ছা। এই ইচ্ছার মুক্তি কবে হবে সে জানে না। আর জানে না বলেই বার বার তাকে ফিরতে হয় উৎসের সন্ধানে—যার নাম প্যারী কমিউন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা। আমি সহজবোধ্যতার খাতিরে প্যারী কমিউন নিয়ে কোনো নাটকীয় রম্যরচনা করতে চাইনি। ঠিক তেমনিভাবেই একে করে তুলতে চাইনি গুরুগম্ভীর গবেষণাগ্রন্থ—যেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। তথ্য ও তত্ত্বের জমির ওপর দাঁড়িয়ে অনুভব করতে চেয়েছি বিপ্লবের নায়কনায়িকাদের জীবনের আগ্নেয় স্পন্দন। দেখতে চেয়েছি ব্যারিকেডে ঝুঁকে-পড়া অগণিত ক্রোধোদ্দীপ্ত ও বঞ্চিত—ইতিহাসের মশালচীর মুখে অপরিমেয় মানবিক বিভা। ইতিহাসকে অনুভব করতে চেয়েছি সত্তার গভীরে। যদি সেই অনুভব একজন পাঠকের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়—সেই হবে আমার পরম প্রাপ্তি।

এই বই প্রকাশের মূলে রয়েছে বহু জনের অকৃত্রিম ও উদার সাহায্য। তাঁদের সকলের নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয় বলে সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁদের উদ্দেশে আমার নমস্কার জানাচ্ছি।

বিশেষভাবে নমস্কার জানাই নরহরি কবিরাজ, সুবাসসিঞ্চন রায়, দিলীপ বসু, কবি রাম বসু ও প্রবীণ সাহিত্যসমালোচক নারায়ণ চৌধুরীকে। বইটির কাঠামো রচনায় তাঁরা আমার স্নেহশীল অভিভাবক। আমার শ্রদ্ধেয় অগ্রজ অবন্তী সান্যাল প্রথম পরিশিষ্টে বিধৃত প্যারী কমিউনের ঐতিহাসিক দলিলটি মূল ফরাসী থেকে বাংলায় অনুবাদ করে গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধতর করেছেন। ফরাসী নামগুলির সঠিক উচ্চারণ ও বাংলা বানানের জন্য আমি আরতি গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে ঋণী। নানা দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা দিয়ে আমাকে দরাজভাবে সাহায্য করেছেন শিবুলাল বর্ধন, প্রভাস সিংহ এবং সুবোধ দাশগুপ্ত। আজ আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের স্মরণ করছি।

মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাইভেট) লিমিটেডের মণি সান্যাল ও অজিত সেনগুপ্তকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সম্পূর্ণ অপরিচিত আমাকে পরিচিত করানোর দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁরা। প্রচ্ছদ অলংকরণের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে বইটিকে শ্রীমণ্ডিত করেছেন শিল্পী খালেদ চৌধুরী; প্রেসের কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ আমাকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বই প্রকাশের ব্যবস্থা করে চিন্তামুক্ত করেছেন অশোক ঘোষ—তাঁদের দুজনকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। এই গ্রন্থভাবনার উন্মেষের কাল থেকে প্রকাশন অবধি যিনি প্রতিটি স্তরেই আমার সহমর্মী—তিনি আমার অনুজপ্রতিম বন্ধু পাঁশকুড়া বনমালী কলেজের অধ্যাপক সমর চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারি এমন ভাষা আমার নেই।

একটি মূল্যবান মুখবন্ধ লিখে দিয়ে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বইটির গৌরববৃদ্ধি করেছেন।

অমলেন্দু সেনগুপ্ত

দুটি গুরুতর মুদ্রণপ্রমাদ পাঠকেরা অনুগ্রহ করে সংশোধন করে নেবেন

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	মুদ্রিত	শুদ্ধপাঠ
৫৬	প্রথম	সাময়িক	সামরিক
৬২	তৃতীয়	সৈনিকের	সিনিকের

পরিচয়লিপি

অগাস্তি ব্লাঙ্কি	—	চরমপন্থী বিপ্লবী নেতা
চার্লস দেলেস্‌ক্লুজ	—	বিপ্লবী জ্যাকোবিন নেতা
গুস্তাভা ফ্লুরাঁ	—	প্রবীণ বামপন্থী নেতা
এমিল উ্যদ্	—	ব্লাঙ্কির শিষ্য
রেনভিয়ে	—	প্রবীণ কমিউন-নেতা
লিও ফ্রাঙ্কেল	—	আন্তর্জাতিকের অনুগামী শ্রমিকনেতা
ইউজিন ভারল্যাঁ	—	আন্তর্জাতিকের অনুগামী শ্রমিকনেতা
চার্লস বেলে	—	প্রবীণ কমিউন-নেতা
রাওল রিগঁ	—	ব্লাঙ্কির শিষ্য
থিওপিল ফের্	—	সন্ত্রাসবাদী নেতা
এডলফি অসি	—	প্রবীণ কমিউন-নেতা
ফেলিক্স পিয়ে	—	প্রবীণ কমিউন-নেতা
কামেলিনা	—	আন্তর্জাতিকের অনুগামী কমিউন-সদস্য
তক্‌ভিল্	—	ফরাসী ঐতিহাসিক
হেনরি দ্য রোশফোর	—	সাংবাদিক
গুস্তাভা কুর্বে	—	চিত্রশিল্পী
জুলে ভালে	—	সাংবাদিক
ইউজিন পতিয়ে	—	গীতিকার
ভেলাঁ	—	শিক্ষাবিদ
লুইজ মিশেল	—	কমিউন-নেত্রী
এলিজাবেথ ডিমিট্রিয়েফ	—	কমিউন-নেত্রী
অাঁদ্রে লিও	—	কমিউন-নেত্রী
লুই রোসেল	—	কমিউনের সেনানায়ক
দ্যুভাল	—	ঐ
দম্‌ব্রসকি	—	ঐ
রোবুল্যুস্কি	—	ঐ
ক্লুসার	—	ঐ

ষোল

বের্জরে	—	কমিউনের সেনানায়ক
লিসবন	—	ঐ
ব্রুনেল	—	ঐ
জুলিয়েৎ ল্যাম্বার্ট	—	বিদুষী নারী ও লেখিকা
রেভারেণ্ড গিবসন	—	মেথডিস্ট চার্চের ইংরেজ যাজক
ডা: পাওয়েল	—	ব্রিটিশ চিকিৎসক
এডুইন চাইল্ড	—	জুয়েলারি দোকানের ইংরেজ কর্মচারী
টমি বাওলেজ	—	ব্রিটিশ সাংবাদিক
ল্যাবুশিয়ের	—	ঐ
ওশীয়া	—	ঐ
উইক্‌হ্যাম হফম্যান	—	মার্কিন দূতাবাসের কর্মচারী
ইলিহু ওয়াশবার্ন	—	মার্কিন রাষ্ট্রদূত
ক্লেমাণ্ড	—	মোঁমার্ত্রের মেয়র
এডলফি তিয়ের	—	ভার্সাই সরকারের প্রধান
জুলে ফাভ্‌র্	—	ভার্সাই সরকারের মন্ত্রী
ত্রোশু	—	প্যারীর অস্থায়ী সামরিক প্রশাসক
ভিনয়	—	ভার্সাই সেনাপতি
ম্যাকমোহন	—	ভার্সাই সেনাপতি

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 388 LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ N° 388

COMMUNE DE PARIS

COMITÉ
DE SALUT PUBLIC

Que tous les bons citoyens se lèvent!
Aux barricades! L'ennemi est dans nos murs!
Pas d'hésitation!
En avant pour la République, pour la Commune et pour la Liberté!

AUX ARMES!

Paris, le 22 mai 1871.

Le Comité de Salut public,
ANT. ARNAUD, BILLIORAY, E. EUDES,
F. GAMBON, G. RANVIER.

2 IMPRIMERIE NATIONALE. — Mai 1871.

ফরাসী রিপাবলিক

নং ৩৮৮ স্বাধীনতা—সাম্য—সৌভ্রাত্র নং ৩৮৮

প্যারী কমিউন

জননিরাপত্তা কমিটি

সাচ্চা নাগরিকরা উঠে দাঁড়াও!

ব্যারিকেডে দাঁড়াও! শত্রু আমাদের আঙিনায়!

দ্বিধার স্থান নেই!

এগিয়ে চলো রিপাবলিকের জন্যে, কমিউনের জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে!

অস্ত্র হাতে নাও!

প্যারী, ২২ মে ১৮৭১

জননিরাপত্তা কমিটি
আরনো, বিইওরে, ই. উদ্‌,
এফ. গাঁব, জি. রেনভিয়ে

(অবন্তীকুমার সান্যালের সৌজন্যে)

ভাদোম স্কোয়ারে
জেনারেল হেডকোয়া-
টার্সে প্যারী কমিউনের
সেনাপতিরা
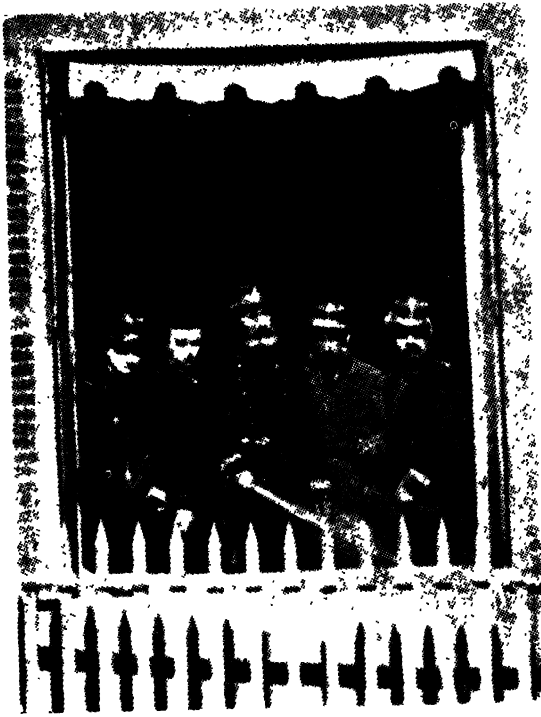
২৫ মে : ভার্সাই
সৈন্যবাহিনী
কমিউনার্ডদের
নির্বিচারে হত্যা
করছে

(অবন্তীকুমার সান্যালের সৌজন্যে)

প্রথম পর্ব

বিদ্রোহ করেছে ফরাসীর ফ্রান্স
ভয়ের দিনগুলোয় নতুন করে হও
৯৩-এর আগ্নেয়গিরি
প্রতিরোধ গড়ো প্যারী, গড়ো প্রতিরোধ।

—ইউজিন পতিয়ে

১

হুইট্ সানডে।

পের লাশেজের কবরখানার দিকে চলেছে শ্রমিকদের মিছিল—হাতে তাদের লাল পুষ্পস্তবক। ধীরে ধীরে এসে তারা থামল কবরখানার বুলেটে ঝাঁঝরা দেয়ালের কাছে। এই সেই জায়গা—যেখানে একশ দশ বছর আগে এক অসম্ভব স্বপ্নকে সম্ভব করার জন্যে প্যারীর শ্রমজীবী মানুষ প্রাণ দিয়েছে। খ্রীষ্টানদের এই পরবের দিনে তাই প্যারীর শ্রমিক প্রতি বছর আসে এই জায়গায়। শহীদ-স্মৃতিতর্পণের চেয়ে আর পুণ্য কর্ম কী হতে পারে?

লাল ফুল বিছিয়ে দিল তারা—সেই কয়েকশ শহীদের যৌথ সমাধি-ভূমিতে। তারপর আন্তর্জাতিক সংগীত গাইতে গাইতে তারা ফিরে যায়। ধীরে ধীরে সমাধিভূমিতে অন্ধকার নেমে আসে। ঘুমিয়ে থাকে চিরনিদ্রায় শায়িত বীর কমিউনার্ডরা—যারা অসময়ে ভোরের রক্তিম সূর্যোদয় দেখতে চেয়েছিল।

দূরে—বহুদূরে—ক্রেমলিন দুর্গের মাথার ওপর জ্বলছে তখন এক অতন্দ্র তারা। আর-একজন মানুষ ঘুমিয়ে আছেন—ক্রেমলিন দুর্গপ্রাকারের কাছে—যিনি কমিউনার্ডদের অসম্ভবের সাধনাকে সম্ভব করেছেন। শায়িত লেনিনের পাশে তাই কমিউনের লাল পতাকা।

শতাব্দীর ওপার থেকে ভেসে আসে শিল্পী রেনোয়ার কণ্ঠস্বর। পাগল—এরা বদ্ধ পাগল। কিন্তু কী মহৎ এই পাগলামি। এরা যে মর্ত্যভূমিতে স্বর্গ রচনা করতে চেয়েছিল। ফরাসী ঔপন্যাসিক এমিল জোলা সমস্ত গ্লানি আর লজ্জার অবসান এবং মনুষ্যত্বের পরম অভিষেক দেখেছিলেন কমিউনের মধ্যে। জোলার উপন্যাসের নায়ক মরিসকে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন: কেন বদমাইশদের দলে যোগ দিলে তুমি? কেন নিজের এই সর্বনাশ ডেকে আনলে? দ্বিধাহীন কণ্ঠে উত্তর দিল মরিস: এ ছাড়া আর উপায় কী বলো? শুনছ না পৃথিবী জুড়ে মানুষের কাতরানি? মানুষ কোথায় নেমে গেছে দেখছ না! এত অসাম্য—এত অবিচার চারদিকে!

মনুষ্যত্বের মহিমায় প্রোজ্জ্বল প্যারীর অধিবাসীদের স্বপ্নের স্থায়িত্বকাল মাত্র কয়েক সপ্তাহ। তারপরই নেমে এসেছিল বিভীষিকার রাজত্ব। ফ্রান্সের আতঙ্কিত বুর্জোয়াশ্রেণী সমস্ত উন্মত্ততা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল প্যারী শহরের উপর। রক্তস্রোতে ভেসে গেল শ্রমিকশ্রেণীর প্রিয়তম সম্পদ—

প্যারী কমিউন। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল তুইয়েরি রাজপ্রাসাদ—ওতেল-দ্য-ভিল—ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল ব্যারন হোস্‌মানের সাধের মহানগরী প্যারী। মৃতদেহের স্তূপের উপর আবার কায়েম হল বুর্জোয়ার রাজত্ব।

কিন্তু কমিউনার্ডদের হত্যা করে কমিউনকে ধ্বংস করা যায় না। বুর্জোয়া আদালতের বিচারকের মুখের উপর জবাব দিলেন লুইজ মিশেল, কমিউনের মহীয়সী নায়িকা: আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না। সাহস থাকে আমায় মৃত্যুদণ্ড দাও। আমরা আবার আসছি—আমরা বিপ্লব। কালসমুদ্রের গর্জন শোনা যায়। আর-একটি কণ্ঠস্বর বহু—বহু শতাব্দীর ওপার থেকে ভেসে আসছে। ব্যর্থ ক্রীতদাস অভ্যুত্থানের নায়ক স্পার্টাকাস আবার কথা বলছে—আমরা ফিরে আসব—লাখে লাখে—কোটিতে কোটিতে ফিরে আসব।

বিচারক ইতিহাস রায় দিয়েছে। আসামী লুইজ মিশেল নয়। আসামী ফরাসী বুর্জোয়াদের পাণ্ডা—সেই কদাকার বামন তিয়ের। আসামী সেনাপতি ম্যাকমোহন—কমিউনের ঘাতক। মার্কসের ভাষায়: সমস্ত বুর্জোয়া ব্যবস্থা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। ইতিহাসের বিচারে সমস্ত বুর্জোয়া ব্যবস্থা আজ অনন্ত নরকে নিক্ষিপ্ত। কোন যাজকের অবিশ্রান্ত প্রার্থনা তাকে আর সেখান থেকে উদ্ধার করতে পারবে না।

২

অনেক স্মৃতি, ঐতিহ্য আর অনুষঙ্গ কমিউন কথাটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। ১৭৯৩ সালের অভ্যুত্থানের মধ্যে প্রথম অঙ্কুরিত হয় প্যারী কমিউন—যেদিন নীচুতলার মানুষ প্যারীর বুকে কায়েম করেছিল গরিবের রাজত্ব। প্যারী কমিউন নিপীড়িত মানুষের মুক্তির দেউল—প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের ইশারা। সেই স্বপ্নালু দিনগুলি কবে হারিয়ে গেছে—কিন্তু অফুরান তার রেশ। ১৭৯৩ সালের পর কত পরিবর্তনই না ঘটে গেল। প্রথম প্রজাতন্ত্রের পতন, নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের উত্থান আর পতন, ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লব, ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লব, জুন-অভ্যুত্থান, দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের অপমৃত্যু, লুই বোনাপার্টের ক্ষমতা দখল, দ্বিতীয় সম্রাটতন্ত্রের উত্থান আর পতন, প্যারীর অবরোধ, কত যুদ্ধ, কত জয়-পরাজয়—ঘটনার পর ঘটনা উনিশ শতকের ইতিহাসের আঙিনা দিয়ে মিছিল করে চলে গেল। কিন্তু প্যারীর শ্রমিক প্রতিটি যুগসন্ধিতে বারে বারে স্মরণ করেছে ১৭৯৩ সালের দিনগুলিকে। কারণ, তার চোখে মুক্তির চাবিকাঠি কমিউন। কমিউনের স্বপ্ন তাই প্যারীর শ্রমিকের আজন্ম সঙ্গী এবং সেই স্বপ্নের সংক্রমণ ঘটেছে ফরাসী বিপ্লবের পর্ব থেকে পর্বান্তরে—একটি প্রজন্ম থেকে আর-একটি প্রজন্মে—পিতার স্বপ্নের শরিক হয়েছে পুত্র।

কার্লাইলের ভাষায়, অসংখ্য আটপৌরে মানুষের জীবনালেখ্যের সারমর্মই হচ্ছে ইতিহাস। ১৭৮৯ সাল থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত কালে ফরাসী-দেশের আটপৌরে মানুষ ইতিহাসের ধারাপথ বার বার বদলে দিয়েছে। ঐ যুগে ইউরোপের শ্রেণীসংঘাতের মর্মকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল ফ্রান্স। ইউরোপের আর কোন দেশ ফ্রান্সের মতন শ্রেণীসংগ্রামে এতখানি উদ্বেলিত হয় নি। ১৭৮৯ সাল থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত ফ্রান্স হয়েছে বার বার বিপ্লবের ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষিপ্ত। ফলে, নিরবচ্ছিন্ন অস্থিরতার টানে শ্রমিক কৃষক বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত স্থানচ্যুত হয়েছে—দল আর শিবির পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে বারংবার—তারই সঙ্গে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে আইনসভা, মন্ত্রিসভা আর অন্যান্য ইনস্টিটিউশন। ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম সমাজদেহের গভীরে দাঁত ফুটিয়েছে।

শ্রেণীসংগ্রাম ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের চলমান ইঞ্জিন।

১৭৮৯ সাল থেকে প্রতিটি বিপ্লবে শ্রমিকদের যোগদান ফরাসী-ইতিহাসের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। বুকের রক্ত দিয়ে শ্রমিকরা বিপ্লবকে জয়যুক্ত করেছে। ঐতিহাসিক টয়েনবি বলেন, সামন্ততন্ত্রকে উৎখাত করার জন্য বুর্জোয়ারা 'ব্যাটারিং র‍্যাম' হিসাবে শ্রমিকদের ব্যবহার করেছে। বিপ্লব জয়যুক্ত হবার পর ক্ষমতায় বসল বুর্জোয়ারা—কৃষকও জমি পেয়ে বিপ্লবের আঙিনা থেকে তিরোহিত হল। শ্রমিকের ভাগ্যে জুটল শুধু নিত্যনতুন প্রতারণা আর বঞ্চনা।

নৈরাজ্যবাদী তত্ত্বের অন্যতম উদ্গাতা বাকুনিন বলেন, প্যারীর শ্রমিকপল্লীতে দুমাস বসবাস করলে মনে হয়, মানবসভ্যতার মৃত্যু ঘটেছে। এই অসহনীয় পরিবেশের অভিজ্ঞতা পেলে যে কোন লিবারেল সোশ্যালিস্ট হতে বাধ্য। একজন শ্রমিকের রোজগারের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ চলে যেত রুটি কিনতে। স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়েরা সবাই মিলে খাটলে পরও বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি শ্রমিক-পরিবারকে দাতব্য ভাণ্ডারের অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে হত। ১৮৩০ সনে বুর্জোয়া নবজাতকের পরমায়ুর গড় যেখানে একত্রিশ বৎসর—সেক্ষেত্রে শ্রমিক-সন্তানের পরমায়ুর গড় চার বৎসরেরও কম। লুই ফিলিপের রাজত্বকালে শ্রমিক অঞ্চল থেকে আগত সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখাতে ইচ্ছুকদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় শারীরিক অক্ষমতার জন্য। প্যারীর শ্রমিকের গোটা জীবনটাই যেন এক দীর্ঘ শীতের রাত। তবুও আশায় বুক বেঁধে এক রক্তিম সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায় প্যারীর শ্রমিক কাটিয়ে দিত দুঃখের সুদীর্ঘ রাত্রি।

১৮৩০ সাল থেকে বিপ্লবের তরঙ্গশীর্ষে সশস্ত্র শ্রমিকদের আবির্ভাব কেড়ে নিয়েছিল বুর্জোয়াদের রাতের ঘুম। তাই এঙ্গেলস বলেন, প্রতিটি বিপ্লবের পর আতঙ্কগ্রস্ত বুর্জোয়াদের পহেলা ফর্মান হচ্ছে, শ্রমিকদের নিরস্ত্র করো। রক্তের বন্যা বইয়ে, আইন আর সংবিধানকে পদদলিত করে বুর্জোয়ারা শ্রমিকদের অবশেষে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করত। উনিশ শতক জুড়ে বিপ্লব আর প্রতিবিপ্লবের ধারাপথ ধরে ফরাসীদেশের ইতিহাস চলমান।

৩

১৭৮৯ সাল।

এক প্রবল বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল হাজার বছরের পুরনো ফরাসী সমাজ। জনশক্তির সবল আঘাত রাজা, সামন্ত আর মোহান্তদের প্রভুত্বের অবসান ঘটাল। মানবতার ইতিহাসে ভূমিষ্ঠ হল এক নতুন যুগ। এই যুগ মানবমুক্তির যুগ। সামন্ততন্ত্রের জোয়াল থেকে মুক্তি—মধ্যযুগীয় আচার-প্রথার গোঁড়ামি থেকে মুক্তি—গিল্ডের বাধা-নিষেধ থেকে মানুষের সৃজনী শক্তির মুক্তি—ধর্মের নামে জীবনবিমুখ সংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্তি। স্বীকৃত হল মানুষের স্বাধিকার এবং উন্মুক্ত হল মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথ। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে প্রতিষ্ঠিত হল প্রথম ফরাসী প্রজাতন্ত্র। মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির আশ্বাস উচ্চারণ করে নতুন যুগের সূচনা ঘটাল প্রথম ফরাসী বিপ্লব। ইতিহাসের পালে লাগল পরিবর্তনের হাওয়া—পরিবর্তিত হল ফরাসী সমাজ—পরিবর্তনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল ইউরোপের দেশে দেশে। লক্ষ মানুষের কলরবে ইতিহাসের আঙিনা হয়ে উঠল মুখরিত। শ্রমিক কারিগর বুর্জোয়া কৃষক—সবাই ছুটে এল ইতিহাসের নির্দেশ পালন করতে। দ্রুত পটপরিবর্তন ঘটতে লাগল ফরাসীদেশের ভিতরে আর বাইরে। বাধল সংঘর্ষ। একদিকে পরিবর্তনকামী জনশক্তি, অপর দিকে ফরাসীদেশ এবং ইউরোপের রক্ষণশীল রাজন্যবর্গের মধ্যে সংঘর্ষ। কিন্তু জয় হল জনগণের—জয় হল বিপ্লবের। নীচুতলার মানুষের ক্রমবর্ধমান যোগদানের ফলে দ্রুততর হল বিপ্লবের গতিবেগ। বিপ্লবের মঞ্চ থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নিল নরমপন্থী নায়কেরা—যাদের পক্ষে পরিবর্তনের বেগ সহ্যাতীত। তাদের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হল—নতুন যুগের উপযোগী নতুন নেতৃত্ব—সমাজের নিম্নবিত্ত আর অবহেলিত অংশ থেকে উঠে আসা সাহসী নেতৃত্ব। এক খরস্রোতা নদীর মতন ফরাসী বিপ্লব ছুটে চলল মোহনার দিকে। এক আমূল-পরিবর্তন-প্রয়াসী সামাজিক আর অর্থ নৈতিক কর্মসূচি নিয়ে ১৭৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হল প্যারী কমিউন—প্রথম গরিব মানুষের রাজত্ব।

ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে আততায়ীর মতো ইতিহাসের মঞ্চে আবির্ভূত হলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট—অতর্কিতে আঘাত হানলেন বিপ্লবের মর্মমূলে। ১৭৯৯ সালে নেপোলিয়নের জবরদস্তি ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটল প্রথম ফরাসী প্রজাতন্ত্রের—তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হল সম্রাটতন্ত্র। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের দিগন্তবিস্তৃত বালুরাশির মধ্যে হারিয়ে গেল ফরাসী বিপ্লবের কল্লোল। বিপ্লবের পর আসে প্রতিবিপ্লব—এ যেন ফরাসী ইতিহাসের নিয়তি। নেপোলিয়ন সদম্ভে ঘোষণা করলেন—আমি

বিপ্লবকে হত্যা করেছি, তার বিনিময়ে জাতিকে দিয়েছি এক বিশাল সাম্রাজ্য। নেপোলিয়নের রাজত্বে ফরাসীদেশের মানুষ হারাল স্বাধিকার এবং বহু জাতির কারাগারে পরিণত হল ফরাসী সাম্রাজ্য। কিন্তু ইউরোপের রাজন্যবর্গ এবং পদানত জনগণ একযোগে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাল। ওয়াটালু্ঁ যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করে নেপোলিয়নকে চলে যেতে হল সুদূর সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে চিরনির্বাসনে।

ইউরোপের রাজারা ফরাসী ভূমিতে আবার ফিরিয়ে আনল বুর্বোঁ রাজাদের। নতুন করে আবার চক্রান্ত শুরু হল—ফরাসীদেশে পুরাতন ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার চক্রান্ত—সামন্ততন্ত্রকে ফরাসী ভূমিতে আবার জীইয়ে তোলার চক্রান্ত। কিন্তু ইতিহাসের গতিকে সাময়িকভাবে মন্থর করা গেলেও—তার গতিমুখকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। বাতিল সমাজব্যবস্থাকে আবার ফিরিয়ে আনা যায় না। সুতরাং অনিবার্যভাবে ঘটল এক চকিত গণ-অভ্যুত্থান ১৮৩০ সালের জুলাই মাসে। ফরাসী ভূমি ত্যাগ করে চলে গেলেন শেষ বুর্বোঁ রাজা দশম চার্লস।

১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবের ফলে রাজবংশের পরিবর্তন ঘটল, কিন্তু টিকে গেল রাজতন্ত্র। নতুন রাজা লুই ফিলিপ বুর্বোঁদের আত্মীয় অর্লিয়ানিস্ট পরিবারের মানুষ। লুই ফিলিপ প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সের উদীয়মান বুর্জোয়াদের রাজা এবং মার্কসের ভাষায়: জুলাই রাজতন্ত্র আসলে ফ্রান্সের সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য যেন এক জয়েণ্ট কোম্পানি—যার অংশীদার গোটাকয়েক মন্ত্রী আর আইনসভার সদস্য। লুঠের ছিটেফোঁটা অবশ্য ভাগ্যবান আড়াই লক্ষ ভোটারের কপালেও জুটত।

কিন্তু রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার আয়ু মাত্র পনেরো বৎসর। ১৮৪৫ সালের পর থেকে এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সংকটের আবর্তে গোটা ফ্রান্স দিশেহারা। ১৮৪৫ আর ১৮৪৬ সালের আলুর মড়ক এবং অজন্মা গোটা ফ্রান্স জুড়ে আকাল ডেকে আনে। অনাবৃষ্টি আর ফসল নাশের ফলে কৃষকরা প্রচণ্ড মার খেল। তার উপর, ১৮৪৭ সালের ইউরোপব্যাপী বাণিজ্য-সংকট বড় ব্যাবসাদারদের বিদেশের বাজার থেকে তাড়িয়ে ঘরে পাঠিয়ে দিল। তারা পত্তন করল বড় বড় বিপণি এবং তাদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় ঢালাওভাবে সর্বস্বান্ত হল অসংখ্য ক্ষুদে মুদি আর দোকানদার। প্যারিসের বুর্জোয়াদের এক বড় অংশ দেউলিয়া হয়ে গেল। সেজন্যে ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দুর্বল আর মাঝারি পত্তনের বুর্জোয়াদের বৈপ্লবিক তৎপরতা। লিঁয়, মার্সাই আর গোটা দক্ষিণ ফ্রান্স জুড়ে শুরু হল শ্রমিক-ধর্মঘট। এককথায়, ফরাসী সমাজের বৃহত্তম অংশের অনাস্থা ঘোষিত হল লুই ফিলিপের সরকারের বিরুদ্ধে। এই পটভূমিতে শাসনক্ষমতাবহির্ভূত বুর্জোয়া গোষ্ঠী সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি তুলল।

১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বুর্জোয়াশ্রেণীর সংস্কারকামী আন্দোলন শ্রমিকের ব্যাপক যোগদানের ফলে সর্বাত্মক বিপ্লবে পরিণত হল। ২৪শে ফেব্রুয়ারি সকালে যে আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ভোটাধিকারের সম্প্রসারণ—২৫শে ফেব্রুয়ারি সে আন্দোলনের সমাপ্তি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়। শ্রমিক-শ্রেণীর বৈপ্লবিক মেজাজ অনিচ্ছুক বুর্জোয়াশ্রেণীকে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করেছে।

এই প্রথম নিজস্ব দাবি নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক আঙিনায় উপস্থিতি। শ্রমিকশ্রেণীর সবল অস্তিত্বের এই ঘটনা বুর্জোয়া শাসনের স্থায়িত্বের পক্ষে বিপজ্জনক। ভবিষ্যতে বুর্জোয়াশ্রেণীর তাই প্রধান কাজ শ্রমিকদের বৈপ্লবিক শক্তিকে চূর্ণ করা। সুতরাং, ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ১৮৫১ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রতিবিপ্লবে অবসিত। আলোচ্য পর্বের একপ্রান্তে শ্রমিকশ্রেণীর আংশিক ক্ষমতার্জনের প্রতীক সোস্যাল রিপাবলিকের অস্তিত্ব, এবং শেষপ্রান্তে লুই নেপোলিয়নের বে-আইনীভাবে ক্ষমতা দখল। ১৮৪৮ থেকে ১৮৫১—এই চার বৎসর বহু ঘটনায় সমাকীর্ণ—বহু মানুষের কলরবে মুখরিত ফরাসীদেশের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শ্রমিক কৃষক পেটিবুর্জোয়া—সমস্ত মানুষকে রাজনীতির আঙিনায় টেনে এনেছে। পরবর্তী কালের ঘটনাস্রোত ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে সবাইকে এবং সবকিছুকে। এই চার বৎসর ধরে ফরাসী ইতিহাসের মঞ্চে যেন এক রুদ্ধশ্বাস নাটক অভিনীত হল।

৪

১৮৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি জন্ম নিল দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র—গঠিত হল অস্থায়ী সরকার, শ্রমিকদের ভাষায় সোশ্যাল রিপাবলিক। শ্রমিকরা এখন অস্ত্রধারণের অধিকার পেয়েছে। ন্যাশানাল গার্ডে যোগদানের বাধাও আর নেই। 'সৌভ্রাতৃত্বে'র আদর্শে গঠিত এই সরকার 'শ্রেণীনিরপেক্ষতা'র প্রতীক। সৌভ্রাতৃত্বের কল্পলোকে শ্রমিকরা আশ্রয় নিয়েছে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব আসলে শ্রমিকদের দিয়েছিল কনসেশন—সরকারের মধ্যে দুজন শ্রমিক প্রতিনিধি। শ্রমিকরা আদায় করেছিল 'জীবিকার অধিকার' এবং তার বিকল্প বেকার-ভাতা। বেকার শ্রমিকদের কাজ দেবার জন্য গঠিত হল ন্যাশনাল ওয়ার্কশপ। ন্যাশনাল ওয়ার্কশপের রেজিস্টারে বেকার শ্রমিকদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান:

১৮৪৮ মার্চ : ৬১০০ জন শ্রমিক
এপ্রিল : ২৩,০০০ ,, ,,
মে : ৮৭,০০০ ,, ,,
জুন : ১ লক্ষ ,, ,,

এই বিপুল শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করার উপায় কী? দেশের আর্থিক বাজারে মন্দা চলছে। বিত্তবানরা শিল্পের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত। অতএব এই বেকার বাহিনী ন্যাশনাল ওয়ার্কশপের খাতায় নাম লিখিয়ে দিনের পর দিন রাস্তা বানাতে লাগল, গাছ পুঁতল, আর খানাখন্দগুলি বুজিয়েও যখন সময় আর কাটে না—তখন আড্ডা দিতে লাগল। উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের কাজ দেবার তাগিদে অবশেষে ন্যাশনাল ওয়ার্কশপের পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার টমাস একটা অভিনব কাজে হাত দিলেন। তিনি বারো হাজার লোককে লাগিয়ে একটা ছোটখাট পাহাড়কে সমতল করে দিলেন—তার উপর পরবর্তী কালে বুলভার মোঁপারনাস তৈরি হয়েছে।

রাজনৈতিক চেতনায় অপরিণত শ্রমিকের দৃষ্টিতে এই সরকার তার নিজের। তাই বুর্জোয়াদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য যে পুলিস—সেই বাহিনীতেও সে যোগ দিল। কল্পবাদী সমাজতন্ত্রী নেতা লুই ব্লাঙ্কের কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল শ্রমিক আর মালিকের বিবাদে মধ্যস্থতা করা। শ্রমিকশ্রেণীর আর-একটি দুর্বলতা হচ্ছে—প্যারী শহরের বাইরে তারা সংখ্যায় নিতান্ত নগণ্য—অজস্র খুদে মালিক আর কৃষকে বেষ্টিত দ্বীপের মতন।

অস্থায়ী সরকারের আর্থিক অবস্থা ক্রমাবনতির দিকে গড়িয়ে চলল। দু মাসে সরকারী ঋণপত্রের দাম ১১৬ ফ্রাঁ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৫০ ফ্রাঁতে। ফলে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক বড় অংশ যারা সরকারী বণ্ড কিনেছিল, তারা সর্বস্বান্ত হল। ক্রমবর্ধমান ঘাটতি রোধ করার জন্য সরকার নতুন কর চাপাতে বাধ্য হল। চারটি প্রত্যক্ষ করের উপর ফ্রাঁ-পিছু ৪৫ সাঁতিম অতিরিক্ত ট্যাক্স বসল। এর আঘাতটা সবথেকে বেশি পড়ল কৃষকসমাজের উপর—অর্থাৎ ফরাসী জাতির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ব্যয় বহন করতে হল কৃষকদের, এবং তাদের মধ্যেই প্রতিবিপ্লব পেল তার প্রধান ভিত। সেই মুহূর্তে ফরাসী কৃষকের কাছে প্রজাতন্ত্রের অর্থ হল ৪৫ সাঁতিম ট্যাক্স। ১৭৮৯ সালের বিপ্লব যেখানে জয়যুক্ত হয়েছিল কৃষকদের ঘাড় থেকে সমস্ত বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, সেখানে ১৮৪৮-এর বিপ্লব গ্রামীণ জনতার কাছে আত্মঘোষণা করল নতুন কর বসিয়ে। যাতে মূলধন বিপন্ন না হয় এবং মূলধনের পাহারাদার রাষ্ট্রযন্ত্র যাতে চালু থাকতে পারে।

এই পরিবেশে ৪ঠা মে সংবিধান পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল, এবং নির্বাচকমণ্ডলী শ্রমিক-প্রতিনিধিদের প্রত্যাখ্যান করল। শ্রমিকরা এতদিন বুঝতে পারেনি, ফেব্রুয়ারি বিপ্লব আসলে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের জন্মদাতা—শ্রেণীনিরপেক্ষ সোশ্যাল রিপাবলিকের নয়। বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থে 'জুলাই রাজতন্ত্রের' বিরুদ্ধে লড়াই করে শ্রমিকশ্রেণী কায়েম করেছে—'সমগ্র বুর্জোয়া-শ্রেণী'র রাজত্ব; যেমন তারা ইতিপূর্বে ১৮৩০ সালের জুলাই মাসে প্রাণ দিয়েছিল 'বুর্জোয়া রাজতন্ত্র'কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

নবনির্বাচিত জাতীয় সংবিধান-কক্ষ পরিণত হল প্যারীর প্রোলিতারিয়েতের বিচারসভায়। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কনসেশনগুলি শ্রমিক একের পর এক হারাল। 'এক্সিকিউটিভ কমিশন' থেকে লুই ব্লাঙ্ক আর অ্যালবার্ট বাদ পড়লেন—বাতিল হল শ্রমদপ্তর গঠনের প্রস্তাব। লেবার কমিটির ভাষায়: ন্যাশনাল ওয়ার্কশপের অপর নাম সংগঠিত ধর্মঘটের পাকা বন্দোবস্ত। এই সংস্থা বিপজ্জনক আন্দোলনের এক সক্রিয় ঘাঁটি। সুতরাং করণীয় হচ্ছে ন্যাশনাল ওয়ার্কশপের দরজা অবিলম্বে বন্ধ করা। যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে বলপ্রয়োগ করতে হবে। ন্যাশনাল গার্ডকে এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। নতুন সরকারের মন্ত্রী ত্রে°লা ঘোষণা করলেন; এখন কাজ হচ্ছে শ্রমিককে সাবেকী অবস্থায় ফিরিয়ে আনা।

এ কাজটা করতে হলে শ্রমিককে পরাজিত করতে হবে রাস্তায় নামিয়ে—কারণ শ্রমিক রাস্তায় লড়ে বুর্জোয়াকে ফেব্রুয়ারিতে জিতিয়েছিল।

১৫ই মে শ্রমিকশ্রেণীর এক বেপরোয়া অংশ হানা দিল জাতীয় সভাগৃহে। এভাবে বৈপ্লবিক ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় তারা নিজেদের সাহসী আর তেজীয়ান নেতাদের বুর্জোয়াদের জেলখানায় পাঠিয়ে দিল। বুর্জোয়ার পক্ষ থেকে সর্বশেষ প্ররোচনা এল—ন্যাশনাল ওয়ার্কশপ উঠিয়ে দিয়ে। বেকার শ্রমিকদের সামনে তুলে ধরা হল দুটি বিকল্প—হয় সেনাবাহিনীতে যোগ দাও, নয়তো মফঃস্বলে রাস্তা তৈরির কাজ নাও। শ্রমিকদের সামনেও দুটি রাস্তা: অনশনে মৃত্যু, অথবা লড়াই।

২২শে জুন বিরাট অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তারা বুর্জোয়ার আক্রমণের জবাব দিল।

৫

ঐতিহাসিক তকভিল জুন মাসের মাঝামাঝি প্যারীতে ফিরে এসে এক অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখলেন: রাজধানীতে একলক্ষ ক্ষুধার্ত শ্রমিক সশস্ত্র হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—চোখে তাদের স্বপ্ন—মন তাদের অসম্ভবের কল্পনায় ভরা। শ্রমিকের স্বপ্ন এমনকি বড়লোকের ভৃত্যমহলকেও চঞ্চল করে তুলেছে। তারাও দিবাস্বপ্নে বিভোর। তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে শুনলেন—আসন্ন অভ্যুত্থানের সংবাদ শুনে উল্লসিত ঘরের চাকর বলছে—সামনের রোববার থেকে আমরাই আস্ত মুর্গী খাব—বাবুরা নয়। ঘরের ঝি বলছে, আমরাই সুন্দর সুন্দর সিল্কের পোশাক পরব, বাবুদের গিন্নীরা নয়।

শ্রেণীবিদ্বেষের বিষে জর্জর প্যারীর সমাজ। কোথাও দয়ামায়ার লেশমাত্র নেই। একদিকে সর্বহারা সবকিছু পাবার লোভে ঐক্যবদ্ধ—অপর দিকে মালিকরা সবকিছু হারাবার আতঙ্কে ঐক্যবদ্ধ। সমাজ দু-ভাগ হয়ে

গেছে। এক ভয়াবহ সংঘাত আসন্ন। আসন্ন শ্রেণীযুদ্ধে নিরপেক্ষতার স্থান কোথায় ?

তক্‌ভিল বলছেন, গত ষাট বছর ধরে যেসব অভ্যুত্থানের সঙ্গে আমরা পরিচিত—এর সঙ্গে তার কোন মিল নেই। এরা শুধু সরকার বদল করতে চাইছে না—এরা চাইছে সমাজব্যবস্থার বদল। যদি জুন অভ্যুত্থান সর্বাত্মক শ্রেণীসংগ্রামের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ না করত, তাহলে অধিকাংশ বুর্জোয়া ঘর ছেড়ে সেদিন পথে বেরুত না। ধরা যাক সাতুব্রিঁয়ার কথা। পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী সাতুব্রিঁয়া ফেব্রুয়ারি মাসে যখন শুনলেন লুই ফিলিপের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান শুরু হয়েছে—বললেন, বেশ হয়েছে। জুন মাসে আবার কোলাহল—আবার বিস্ফোরণের শব্দ। শুয়ে শুয়ে সাতুব্রিঁয়া জিজ্ঞাসা করলেন—এত গোলমাল কিসের? উত্তর পেলেন—শ্রমিকরা আবার বিদ্রোহ শুরু করেছে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন তিনি—চীৎকার করে বললেন : আমার বন্দুক নিয়ে আয়—আমি এক্ষুনি বেরুব।

অবাধ্য শ্রমিকদের শায়েস্তা করার জন্য সেদিন শুধু সাতুব্রিঁয়ারাই পথে নামে নি—তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছিল গ্রামের বড়লোকরাও। কারণ, আজ সকলের অস্তিত্বের প্রশ্ন। তকৃভিল দেখছেন, গ্রামে-গঞ্জে পড়ে থাকা বিস্মৃতপ্রায় জমিদার বংশের বংশধররা—ধনী চাষী, প্যারী আর প্যারীর বাইরের শহুরে বুর্জোয়ারা আজ সব একজোট। তারা চিরদিনের জন্যে শ্রমিকশ্রেণীর সমাজ বদলাবার শখ মিটিয়ে দিতে চায়। ঘৃণা। ঘৃণার আগুনে পুড়িয়ে মারো ছোটলোকের বাচ্চাদের—যারা নাকি সমাজের রাজা হতে চায়।

সমাজের শত্রু প্রোলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে সম্পত্তি, পরিবার, ধর্ম, শৃঙ্খলা বাঁচানোর জন্য সেদিন সমস্ত বুর্জোয়া ঐক্যবদ্ধ হল 'শৃঙ্খলা পার্টি'তে।

২১শে জুন ন্যাশনাল ওয়ার্কশপের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। শেষবারের মতো বেকার শ্রমিকদের বলা হল প্যারী ছেড়ে মফঃস্বলে চলে যেতে। ২২শে জুন দলে দলে শ্রমিক পথে পথে শ্লোগান দিয়ে ফিরল—আমরা যাব না! যাব না!!

শুরু হল অভ্যুত্থান। আধুনিক সমাজের প্রধান বৈরিতামূলক দ্বন্দ্ব—শ্রম বনাম মূলধন—প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আত্মপ্রকাশ করল। তারই সঙ্গে প্রজাতন্ত্রের শ্রেণীনিরপেক্ষতার মুখোশ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল।

তকৃভিলের চোখের সামনে ইতিহাসের বৃহত্তম এবং অদ্ভুততম লড়াই চলছে। লক্ষাধিক লোক মরীয়া হয়ে লড়ছে। বিদ্রোহীদের হাতে পাঁচজন জেনারেল নিহত। নেতা নেই—পতাকা নেই—অথচ যুদ্ধ চলছে। প্রাচীন রোম নগরীর দাসবিদ্রোহের মতো হিংস্র, আপোসহীন, সর্বাত্মক এই লড়াই। সমাজের এক অংশ অপর অংশের সঙ্গে লড়ছে। শ্রমিকদের মধ্যে

শুধু পুরুষরা নয়—তাদের পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েরাও লড়ছে। মেয়েরা আরও মরীয়া, আপোসহীন লড়িয়ে।

গৃহযুদ্ধ সবসময় হৃদয়হীন বে-দরদী ঘটনা। কিন্তু জুনের অভ্যুত্থান যে নির্মমতায় তুলনারহিত। বেদনায় অধীর ভিক্টর হুগো দেখলেন—প্যারী শহরে এক রক্তের নদী বয়ে চলেছে। তার একদিকে দাঁড়িয়ে অভাবে দারিদ্র্যে উন্মাদ আর বেপরোয়া সর্বহারা, অপর পাড়ে রয়েছে প্রতিহিংসায় উন্মত্ত আর আতঙ্কে বিহ্বল সমাজপ্রভুরা।

চারদিনের লড়াইয়ে দশহাজার শ্রমিক প্রাণ দিল রাস্তায়—আরও ছ হাজার বন্দী অবস্থায় নিহত। শ্রমিক-অভ্যুত্থান হল পরাজিত। জুনের লড়াইয়ে শ্রমিকদের যাঁরা হয়তো জয়যুক্ত করতে পারতেন—তাঁরা জেলখানার চারদেয়ালের মধ্য থেকে শুধু বাইরের কোলাহল শুনেছেন। প্যারীর সর্বহারাদের নেতা ব্লাঙ্কি আর তাঁর সহকর্মীরা ১৫ই মে-র ব্যর্থ অভ্যুত্থানে নিজেদের জড়িয়ে ধরা পড়ে গেছেন। শ্রমিক বিদ্রোহের আগুনে 'সৌভ্রাতৃত্ব' পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ২৫শে জুন বুর্জোয়ার প্যারী যখন আলোকমালায় সজ্জিত আর উল্লাসে মাতোয়ারা—সর্বহারার প্যারী তখন দগ্ধ, রক্তাক্ত। কিন্তু জুনের পরাজয় ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণীকে করল ইউরোপের শ্রমিকবিপ্লবের নেতৃত্বে উন্নীত আর শ্রমিকের রক্তে লাল হয়ে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা পরিণত হল বিপ্লবের লাল পতাকায়।

কার্ল মার্কসের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে—আমরাও বলি : বিপ্লবের মৃত্যু ঘটেছে। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।।

বিশ্ব-ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে বিখ্যাত ঘটনা এবং ব্যক্তিদের আবির্ভাব দুবার ঘটে—অবশ্য প্রথম বারের আবির্ভাব বিয়োগান্ত নাটকের আকারে, এবং দ্বিতীয় বার ধরে প্রহসনের রূপ। মার্কস এই মন্তব্যটি করেন ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখে লুই নেপোলিয়নের 'কুদেতা' বা বে-আইনী ক্ষমতা-দখল উপলক্ষে। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের অবসান যেভাবে ঘটে, ১৮৪৮ সালের ফরাসী বিপ্লবের পরিণামও তাই। প্রথম বারের বিপ্লবের ঘাতক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট আবার ভ্রাতুষ্পুত্রের আকৃতিতে ১৮৪৮-এর ডিসেম্বর মাসে ফরাসী জাতির জীবনে উপস্থিত। দুই নেপোলিয়নের মধ্যে অবশ্য আকাশ-পাতাল ফারাক।' ৪৮ সালের নেপোলিয়ন এক বোহেমিয়ান ভাগ্যান্বেষী, একটি 'জমকালো ভাঁড়' এবং সাম্রাজ্যের এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী দাবিদার। সাম্রাজ্য ফিরিয়ে আনতে হবে যে করেই হোক—এই চিন্তা তাঁর অনুক্ষণের সাথী।

ফরাসী জাতির নেপোলিয়ন পরিবারের কাছে যেন ঋণের শেষ নেই—

চরম মূল্য দিয়ে সেই ঋণ তারা শোধ করল ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর—এই দু-নম্বর নেপোলিয়নের হাতে সর্বস্ব তুলে দিয়ে।

তিন কোটি ৬০ লক্ষ লোকের জাতিকে কেমন করে তিনজন জুয়াচোর অতর্কিতে বেঁধে ফেলতে পারল?

বলা হয়ে থাকে, জাতির অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগ নিয়ে এই কাজটি করা হয়েছিল। কিন্তু কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে কোন দুর্বৃত্ত এসে যদি কোন নারীর শ্লীলতাহানি করে যায়—তার জন্য কোন নারী মার্জনা পায় কি?

এই প্রসঙ্গে এঙ্গেলস বলেন, সমগ্র জাতিকে শাসন করার যোগ্যতা যখন বুর্জোয়ারা হারিয়ে ফেলে এবং শ্রমিকশ্রেণী শাসনক্ষমতায় আসার মতো শক্তি তখনও অর্জন করে উঠতে পারে নি—এহেন পরিস্থিতিতেই ঘটে সমাজের পরিত্রাতারূপে নেপোলিয়নদের আবির্ভাব।

১৮৪৮ সালের জুন-অভ্যুত্থানের পরাজয়ের ফলে সাময়িকভাবে শ্রমিক-শ্রেণী রাজনৈতিক আঙিনা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। অপর দিকে, বুর্জোয়াদের শিবির প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত। জুন-অভ্যুত্থান বুর্জোয়াদের দুইটি উপদল—লেজিটিমিস্ট আর অর্লিয়ানিস্ট এবং পেটিবুর্জোয়াদের এক মঞ্চে টেনে এনেছিল। শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক শক্তি পরাভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রী পেটিবুর্জোয়াদের শক্তিও নিঃশেষিত। যৎসামান্য বিত্তের মালিকানা তাদের সম্পত্তির অহংকারে আচ্ছন্ন করে—আবার সেই বিত্তের পরিমাণ এতই অকিঞ্চিৎকর যে তার দ্বারা প্রকৃত বিত্তবানদের সমাজে আসন পাওয়া যায় না। সম্পত্তির অহংকার নিয়ে জুন মাসে তারা প্রোলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণীর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মঞ্চ থেকে শ্রমিকশ্রেণী অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে দেখল, যে বাড়ি তার নিজের বলে মনে করত, সেটা তার নিজের নয়; তার দোকান তার নয়—সেটাও মহাজনের কাছে বাঁধা। আসলে, বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে তার প্রকৃত সম্পর্ক মহাজন আর খাতকের। শ্রমিকের মাথায় ডাণ্ডা মারার সঙ্গে সঙ্গে তারাও মহাজনের কবলে গিয়ে পড়েছে। অতএব পেটি-বুর্জোয়াদের সঙ্গে বুর্জোয়াদের বিচ্ছেদের দিন ঘনিয়ে এল।

এই পটভূমিতে গৃহীত হল নতুন সংবিধান। এই সংবিধান শুধু যে শ্রমিকদের প্রতারিত করল, তাই নয়—এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের শরীর থেকে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে নিঃশেষে মুছে দিল। নতুন সংবিধানে জীবিকার অধিকার অস্বীকৃত এবং প্রগতিশীল কর প্রবর্তনের নীতিও বাতিল। বঞ্চনা যে শুধু শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ, তা নয়—ছোট আর মাঝারি শ্রেণীর বুর্জোয়াদের স্বার্থও অবহেলিত। প্রগতিশীল কর প্রবর্তনই একমাত্র স্লোগান যা ছোট বুর্জোয়াদের প্রজাতন্ত্রের অনুগামী করে রাখতে পারত।

জুন মাসের শ্রমিক অভ্যুত্থানের পরাজয় ফরাসী দেশের রাজনৈতিক অবস্থাকে রীতিমত ঘোরালো করে তুলেছে। ব্যর্থ জুন অভ্যুত্থানের পর আতঙ্কগ্রস্ত সমাজপতিরা ক্রমশ সমাজের ত্রাণকর্তা লুই নেপোলিয়নের দিকে বেশি বেশি করে ঝুঁকতে লাগল। আইনসভার উপনির্বাচনে চারটি কেন্দ্র থেকে লুই নেপোলিয়ন নির্বাচিত হলেন। ক্রমশ ঝানু পেশাদার বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের চোখে নেপোলিয়ন হল তাদের বাজি-জেতার ঘোড়া। অর্লিয়ানিস্ট নেতা ওডিলোন বারো বলে বেড়াতে লাগলেন—নেপোলিয়ন খুব ভাল ছেলে। তিয়ের তাঁকে পরামর্শ দিলেন—গোঁফটা উড়িয়ে দাও—তাহলে তোমায় আরো ভাল দেখাবে। নেপোলিয়নের সম্পর্কে ভিক্টর হুগোরও একজাতীয় অনুরাগের ব্যাপার ছিল—যেহেতু, হুগোর বাবা প্রথম নেপোলিয়নকে সেবা করেছেন। ব্যাঙ্ক-মালিক ফুল্ডের নেতৃত্বে এক শ্রেণীর শিল্পপতিও নেপোলিয়নের চার পাশে জুটে গেল।

সুতরাং আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নেপোলিয়নের নির্বাচন প্রায় অবধারিত ঘটনা। শ্রেণীদ্বন্দ্বে জর্জরিত সেদিনের ফ্রান্সে লুই নেপোলিয়নই একমাত্র 'নিরপেক্ষ' ব্যক্তি। এমন কি, জুন বিপ্লবের ঘাতক জেনারেল ক্যাভেনিয়াককে পরাজিত করার জন্য শ্রমিকরাও নেপোলিয়নকে ভোট দিয়েছে। অপর দিকে নেপোলিয়নের জয়ের অর্থ পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর চোখে মহাজনের উপর খাতকের জয়। একজন বৃহৎ বুর্জোয়ার ধারণায়, নেপোলিয়ন সাধারণ-তন্ত্রীদের দূরে সরিয়ে রাখার অমোঘ অস্ত্র। অপরদিকে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকসম্প্রদায় 'লাল আতঙ্কে' ভুগছে—শ্রমিকরা ক্ষমতায় এলে জমি-জমা কেড়ে নেবে—সুতরাং তারা চায় একজন ত্রাতা। বারাস্তি বলছেন: কৃষকেরা চায় একজন জবরদস্ত শাসক। নেপোলিয়নের নামের সঙ্গে সেই শাসকের ছবি জড়ানো। অতএব লেড্রুরোলিনের আদর্শবাদ ব্যর্থ, আবার ক্যাভিয়াগ্-নাকের রক্ষণশীল চেহারাও ধিক্কার ছাড়া আর কিছু পেতে পারে না। ১৮৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর, লুই নেপোলিয়নের পক্ষে গ্রামে গ্রামে আবেগের বন্যা উথলে উঠল। কৃষকের উচ্ছ্বাসের হাওয়ায় পাল খাটিয়ে নেপোলিয়নের তরী তীরে এসে ভিড়ল—প্রতিপক্ষেরা হল বিধ্বস্ত। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটের ফলাফল:

লুই নেপোলিয়নের পক্ষে: ৫৪ লক্ষ ৩৪ হাজার ২২৬।
সাধারণতন্ত্রী বুর্জোয়া প্রার্থী:
জেনারেল ক্যাভিয়াগনাকের পক্ষে: ১৪ লক্ষ ৪৮ হাজার ১০৭।
সাধারণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়া প্রার্থী:
লেড্রু রোলিনের পক্ষে: ৩ লক্ষ ৭০ হাজার ১১৯।

ফরাসী জাতি যতদিন ধরে বিপ্লব করছে ততদিন ধরে নেপোলিয়ন তাদের ছায়াসঙ্গী। তার প্রমাণ, ৪৮ সালের নির্বাচন। বোনাপার্ট বংশের

একজনের নির্বাচিত হওয়ার অর্থ রাজসিংহাসনের দিকে আর-একটি পদক্ষেপ, বুর্বোঁরা জমিদারদের রাজবংশ, অর্লিয়ানিস্টরা শিল্পপতিদের, আর, বোনাপার্ট পরিবার কৃষকদের রাজপরিবার।

রিপাবলিকের আমদরবারে রাজসিংহাসনের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। ১৮৪৯ সালের মে মাসে আইনসভায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ৭৫০ জনের মধ্যে ৫০০ জনই রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বুর্জোয়াদের দলভুক্ত। অতএব, শুরু হল নেপোলিয়ান আর রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াদের যৌথ ডিক্টেটরশিপের যুগ।

কিন্তু একজন নেপোলিয়ন কখনো অন্যের সঙ্গে ক্ষমতার অংশীদারিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। কারণ, বোনাপার্টের মধ্যে বাস করে সাম্রাজ্যের এক দাবিদার বেপরোয়া ব্যক্তি। যেভাবেই হোক তাঁকে সাম্রাজ্য ফিরিয়ে আনতেই হবে। মার্কসের ভাষায়, বোনাপার্ট এক বোহেমীয়, এক লুম্পেন-প্রলেতারীয় নবাব ছিলেন বলেই একজন পাষণ্ড বুর্জোয়ার চেয়ে তাঁর এই সুবিধাটা ছিল যে তিনি ক্ষমতার জন্য লড়াইটা চালাতে পারতেন জঘন্য রীতিতে।

ফরাসী জনগণের চোখের সামনে হাজির হবার কোন সুযোগই নেপোলিয়ন হারাতেন না। শহরে যখন কলেরা, সবাই পালাচ্ছে, নেপোলিয়ান তখন হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নতুন রেলওয়ে বা নতুন বাজারের উদ্বোধনী সভায়—সর্বত্র নেপোলিয়ন।

ধীরে ধীরে গড়ে উঠল নেপোলিয়নের এক নয়া সামাজিক ভিত—ঋণে জর্জর উকিল সম্প্রদায়, সমাজতন্ত্রের দাপটে লাল আতঙ্কে কাহিল ব্যবসায়ীরা, বে-হিসাবী খরচের ধাক্কায় নাজেহাল সৈনিককুল—উদ্দাম ভাগ্যান্বেষীরা—সবাই মিলে এক মিশ্র জটলা, তার উপর, গড়ে উঠেছে ১০ই ডিসেম্বর সমিতি নামে একটি জনকল্যাণ সমিতি। আসলে, এটি প্যারীর লুম্পেন প্রলেতারিয়েত সম্প্রদায়ের একটি আড়ত। লম্পট, ভবঘুরে, কর্মচ্যুত সৈনিক, জেলফেরত কয়েদী, পলাতক নাবিক, ঠগ, জুয়াচোর, পকেটমার, ধোঁকাবাজ, জুয়াড়ি, বেশ্যালয়ের আড়কাঠি, মুটে, লেখক, অর্গান-বাজনদার, ন্যাকড়া-কুড়ুনী, ছুরিশানওয়ালা, ঝালাইকার, ভিখারী অর্থাৎ ইতস্তত উৎক্ষিপ্ত অনির্দিষ্ট ভাঙন-ধরা জনতার এক সমষ্টি এই ১০ই ডিসেম্বর সমিতি। এই সমিতির তারাই সদস্য যাদের জীবিকানির্বাহের উপায় এবং বংশপরিচয় সন্দেহজনক। বোনাপার্টের মতনই তাঁর শিষ্যরা শ্রমরত জাতির খরচে নিজেদের কল্যাণ-সাধনকেই অগ্রাধিকার দিত।

তাঁর সফরের সময় এরা রেলস্টেশন ভর্তি করে তুলত। তাদের কাজ ছিল তাঁর জন্য একটা 'জনসাধারণ' তৈরি করে দেওয়া আর গণ-উদ্দীপনার অভিনয় করা, 'সম্রাটের জয়' গর্জন তোলা, প্রজাতন্ত্রীদের অপমান আর প্রহার করা—অবশ্যই পুলিশ পাহারায়। প্যারীতে ফিরে এসে এদের কাজ

ছিল ঝটিকা বাহিনীর মতো এসে, পাল্টা শোভাযাত্রা আগে থাকতেই নিবারণ অথবা ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া।

যতদিন না রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারছেন—ততদিন ১০ই ডিসেম্বর সমিতি তাঁর নিজস্ব ফৌজ। অদৃষ্টবাদী হিসাবে তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে কয়েকটি ঊর্ধ্বতন শক্তি আছে যার বিরুদ্ধে মানুষ, বিশেষত সৈন্যরা, দাঁড়াতে পারে না। এইগুলির মধ্যে প্রধান আর প্রথম শক্তি হিসাবে তিনি গণ্য করলেন চুরুট আর শ্যাম্পেন মদ, ঠাণ্ডা পাখির মাংস আর রসুন সসেজ। সুতরাং তিনি এলিজিতে, তাঁর প্রাসাদে, চুরুট আর শ্যাম্পেন, ঠাণ্ডা পাখির মাংস আর রসুন সসেজ দিয়ে জেনারেল এবং কমিশনহীন অফিসারদের আপ্যায়ন করতেন।

নেপোলিয়ন সেনাবাহিনীতে তাঁর প্রধান প্রতিবন্ধক শাঙ্গার্নিয়ারকে ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসে বরখাস্ত করলেন এবং প্যারিসে ফিরিয়ে আনলেন আলজিরিয়া থেকে কলোনিয়াল জেনারেলদের—যাদের গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্রের প্রতি বিন্দুমাত্র দুর্বলতা ছিল না।

মর্নি, পার্সিনি এবং পুলিশের বড়কর্তা দ্য-মোপা প্রমুখ নেপোলিয়নচক্রের বিশিষ্ট সজ্জনরা মিলে এবার ক্ষমতা দখলের ছক তৈরি করতে বসল।

মার্কসের ভাষায়: আগমনের বহু পূর্বেই যদি কোন ঘটনার ছায়াভাস এসে থাকে, তবে তেমন ঘটনা হল নেপোলিয়নের কুদেতা…'বাবুদলে'র নারী-পুরুষদের নিয়ে বোনাপার্ট যে পানোৎসব চালাতেন তাতে মধ্যরাত্রি আসন্ন হলে পানপ্রাচুর্যে যখন রসনা বন্ধনমুক্ত এবং কল্পনাশক্তি প্রজ্বলিত হয়ে উঠত, তখন সর্বদাই কুদেতার তারিখ স্থির হত পরদিন প্রাতঃকালেই। আবার প্রত্যূষে কুদেতার প্রেত অদৃশ্য হয়ে যেত—প্যারিসের লোক অসংযত রমণী আর অসতর্ক বীরপুরুষদের উক্তি থেকে জানতে পারত কী ঘোর বিপদ থেকে তারা পুনর্বার রক্ষা পেয়েছে। সেপ্টেম্বর আর অক্টোবর মাসে কুদেতার গুজব শোনা যেতে লাগল বারংবার।

অবশেষে ওদিলন বারো মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে নেপোলিয়ন বুর্জোয়াশ্রেণীকে বুঝিয়ে দিল রাষ্ট্রপতিরূপী নেপোলিয়নই রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা। কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণী নির্বিকার। তারা জানে ১৮৫২ সালে নেপোলিয়নের মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে এবং সংবিধান একই ব্যক্তির পর পর দুবার রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হওয়ার পথে বাধা। ইতিমধ্যে ১৮৫০ সালের মার্চের উপনির্বাচনে তিরিশটি আসনের মধ্যে কুড়িটি আসনেই নির্বাচিত হয়েছেন গণতন্ত্রী-প্রজাতন্ত্রী প্রার্থীরা। প্যারীর তিনটি আসনেই নির্বাচিত হয়েছেন বামপন্থীরা—জুন অভ্যুত্থানের নায়ক দেফ্লোতে, কল্পবাদী সমাজতন্ত্রী ভিদল ও প্রজাতন্ত্রী পেটিবুর্জোয়া নেতা কার্বট। অতএব আইনসভার রক্ষণশীল ব্লকের 'লাল' আতঙ্ক আবার ফিরে এল। সমস্ত দমন-পীড়ন সত্ত্বেও 'জুন-বিপ্লব' এখনো

জীবিত। সার্বজনীন ভোটাধিকারের বর্শাফলক আজ বুর্জোয়াদের দিকে উদ্যত—সুতরাং এই ভোটাধিকারই সব বিপদের মূল। অতএব ১৮৫০-এর মে মাসে ৯৫ লক্ষের ভোটারের তালিকা থেকে ৩০ লক্ষ শ্রমজীবী ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হল। তিয়েরের ভাষায়, এই ইতর জনতাকে রাজনীতির আঙিনা থেকে বিদায় করা হল।

নেপোলিয়ন এই সুযোগে নিজেকে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী বলে জাহির করার সুযোগ পেলেন—এই আইনকে খারিজ করার জন্য তিনি ১৮৫০ সালের নভেম্বর মাসে প্রস্তাব আনলেন এবং তা ৩৫৫-৩৪৮ ভোটে নাকচ হয়ে গেল।

তিনি নিজের ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবিও আইনসভার কাছে রেখেছিলেন—তাও না-মঞ্জুর হল।

শুরু হল বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারি দলের সঙ্গে নেপোলিয়নের খোলাখুলি লড়াই। এই লড়াইয়ে কি সমস্ত বুর্জোয়া তাদের পার্লামেণ্টারি দলের সঙ্গে ছিল? না, তা ছিল না।

কারণ, ঠিক সেই সময় বাণিজ্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, কারখানাগুলি কর্মব্যস্ত, শস্যের দর কম, অঢেল খাদ্য, আর সঞ্চয়-ব্যাঙ্কে প্রতিদিন অর্থ জমা পড়ছে। বুর্জোয়াদের সেদিনের মনের অবস্থা মার্কসের ভাষায় বর্ণনা করলে এই দাঁড়ায়: ফরাসী বুর্জোয়াদের অবস্থাটা কল্পনা করে দেখুন—কীভাবে ব্যবসায়ী জগতের আতঙ্কের কবলে পড়া অবস্থা। কিভাবে তাদের বাণিজ্য-পাগল মস্তিষ্ক নিয়ত পীড়িত আর আলোড়িত হচ্ছে একটির পর একটি ঘটনায়। ক্ষমতা জবরদখল অথবা সর্বজনীন ভোটাধিকার পুনঃপ্রবর্তনের গুজব, পারলামেণ্ট এবং কার্যনির্বাহক সমিতির সংঘাত, অর্লিয়ানিস্ট ও লেজিটিমিস্টদের কুঁদুলে লড়াই, ফ্রান্সের দক্ষিণে কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র, নিয়েভ্র ও শের জেলাগুলিতে তথাকথিত কৃষকবিদ্রোহ, রাষ্ট্রপতিপদের বিভিন্ন প্রার্থীদের বিজ্ঞাপন, পত্রিকাগুলিতে খেলো সস্তা রণধ্বনি, প্রজাতন্ত্রীদের দিক থেকে অস্ত্রবলে সংবিধান এবং সর্বজনীন ভোটাধিকারকে রক্ষা করার হুমকি, ১৮৫২ সালের মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারে পৃথিবীর অবসান হবে বলে দৈববাণী—এই-সমস্ত ভেবে দেখলেই উপলব্ধি করবেন কেন এই সংমিলন, সংশোধন, স্থগিতকরণ, সংবিধান, ষড়যন্ত্র, জবরদখল এবং বিপ্লবের অবর্ণনীয় কর্ণবিদারী বিশৃঙ্খলার মধ্যে বুর্জোয়ারা উন্মত্তের মতো পারলামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের উদ্দেশ্যে ফুঁসে উঠেছিল: 'শেষহীন ত্রাসের চেয়ে বরং ত্রাসভরা শেষই ভাল!'

কুদেতার দিন ধার্য হল—১৮৫১-এর ২রা ডিসেম্বর—অস্টারলিজ্‌ যুদ্ধজয়ের উদ্‌যাপন দিবস। অতর্কিত হানা দিয়ে জনৈক আলজিরিয়া-ফেরত জেনারেলের নেতৃত্বে সৈন্যরা আইনসভা-গৃহ, সংবাদপত্র অফিস, ছাপাখানা, আর প্যারী শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো দখল করে নিল। গীর্জার ঘণ্টার ঘরে পাহারা বসানো হল এবং সমস্ত দামামা ভেঙে ফেলা হল।

প্রত্যুষে প্যারীবাসী শয্যা ত্যাগ করে দেখল—আইনসভা ভেঙে দেওয়া হয়েছে, নতুন নির্বাচন হবে এবং সার্বজনীন ভোটাধিকার আবার ফিরে এসেছে। প্যারী আর তার শহরতলীতে অবরোধ জারি করা হয়েছে। জনগণের উদ্দেশে প্রচারিত এক আবেদনপত্রে রাষ্ট্রপতি আইনসভাকে ষড়যন্ত্রকারীদের আড্ডাস্থল বলে নিন্দা করেছেন। আর-একটি ঘোষণায় সৈন্যদের উদ্দেশে বলা হয়েছে—সৈনিকবৃন্দ, আপনারা দেশকে বাঁচান। শুরু হল ধরপাকড়—আইনসভার ষোল জন সদস্য এবং তিয়ের আর ক্যাভাগনিয়াক্ সহ আশিজন বিরোধী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল। আইনসভার তিনশজন সদস্যকে সভাকক্ষে ঢুকতে দেওয়া হল না। প্যারী শহরের সব দেয়াল ভর্তি করে দেওয়া হল পোস্টারে পোস্টারে—দেশকে বাঁচাও! দেশকে বাঁচাও!! নেপোলিয়নকে সমর্থন করো। নেপোলিয়ানই সংকট-কবলিত দেশের একমাত্র পরিত্রাতা।

এই পোস্টার প্রথম চোখে পড়ল ভোরের শিফটে কারখানায় যাওয়া শ্রমিকদের। সাবাস্! দেখো, নেপোলিয়ন অ্যাসেমৃব্লিওয়ালাদের কেমন বোকা বানিয়েছে—আমরা এবার ভোট দিতে পারব। এটা শ্রমিকদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর প্রথম উচ্চারণ করলেন ভিক্টর হুগো। জনগণের উদ্দেশে ভিক্টর হুগো বললেন: লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বেইমান। সে সংবিধানকে অমান্য করেছে, সে তার শপথ লঙ্ঘন করেছে, সে আইনভঙ্গকারী। জনগণ তাদের কর্তব্য করুক। ৩রা ডিসেম্বর হুগোর নেতৃত্বে প্রজাতন্ত্রীদের এক বিক্ষোভ মিছিল বার হয়—কোন কোন রাস্তায় ব্যারিকেডও গড়ে উঠল। মজুরদের প্রশ্ন করা হয়—তোমরা কি লড়াই করবে না? তক্ষুনি জবাব এল—আমরা কি এত বোকা যে বুর্জোয়াদের জন্য লড়তে যাব? যারা দৈনিক ২৫ ফ্রাঁ রোজগার করে শুধুমাত্র আইনসভায় হাজিরা দিয়ে—তাদের জন্য আমরা কেন মরতে যাব?

আইনসভার সদস্য বঁদা এগিয়ে এলেন: তবে দেখো একজন কী করে ২৫ ফ্রাঁর জন্য মরতে পারে। ব্যারিকেডের উপর উঠে দাঁড়ালেন বঁদা। শুধু একটা গুলির আওয়াজ—মুহূর্তের মধ্যে বঁদার প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল।

সমাজবিরোধীদের সর্দার হল সমাজের পরিত্রাতার পদে অধিষ্ঠিত। শ্রমিকশ্রেণীকে ক্ষমতা-কেন্দ্র থেকে দূরে ঠেলে রাখার জন্য বুর্জোয়া সমাজ সমাজ-বিরোধীদের রাজার মাথায় পরিয়ে দিল রাজমুকুট। একদা ক্যাথলিক চার্চের অভ্যন্তরে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে বলে বিলাপ করেছিলেন কয়েকজন পিউরিটান যাজক। তার উত্তরে কার্ডিনাল পিয়ার বলেছিলেন—দেবদূতের আর প্রয়োজন নেই—এখন কেবল শয়তানই পারে ক্যাথলিক চার্চকে বাঁচাতে। ফ্রান্সের বুর্জোয়াশ্রেণীও চোরের উপর সম্পত্তি পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করে সমাজ-বিপ্লবের হাত থেকে পরিত্রাণ খুঁজে পেল।

৭

কুদেতা ছকমাফিক বেশ চাতুরীসহকারেই সম্পন্ন হল। লুই নেপোলিয়নের দাবি করার হক আছে—আমি বিপ্লবের যুগের অবসান ঘটিয়েছি।

কিন্তু বিনা বাধায় নয়। প্যারী শহরে সৈন্যদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে ১৬০ জন—তাদের অধিকাংশ শ্রমিক। ২৬০০ জন ধৃত এবং নির্বাসিত। দেলেসক্লুজ, লেদ্রু রোলিন, লুই ব্লাঙ্ক ও ফেলিক্স পিয়ে সহ বহু সোশ্যালিস্ট ডেপুটি ফ্রান্সের বাইরে নির্বাসিত হলেন। ভিক্টর হুগো ফ্রান্সের বাইরে বসে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য অশ্রান্তভাবে চালাতে লাগলেন। তিনি নেপোলিয়নের অন্তঃসারশূন্য মূর্তি আঁকলেন—তাঁর 'ক্ষুদে নেপোলিয়ন' বইখানিতে। কারাগার এসৃটাব্লিশমেণ্ট-বিরোধী বুদ্ধিজীবীতে পরিপূর্ণ। সমস্ত বৈপ্লবিক সংগীত আর বৈপ্লবিক ধ্বনি নিষিদ্ধ। সংবাদপত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু হল—রাজনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা সংক্রান্ত রচনা প্রকাশের পূর্বে সরকারী অনুমোদন অবশ্যই চাই।

প্রিন্স জেরোমির ভাষায়, সব প্রতিরোধের অবসান ঘটেছে—মফঃস্বলে আর কেউ মুখ খুলতে সাহস করে না—প্যারী শহরে আর কেউ মন খুলে লিখতে পারে না বা চায় না।

চিন্তার স্বাধীনতা, কথাবলার স্বাধীনতা আর শিল্পচর্চার স্বাধীনতা এদেশ ছেড়ে চলে গেছে। তার জায়গায় এসেছে পান-ভোজনের মহোৎসব—ঘন ঘন বল-নৃত্যের আসর আর সামরিক বাহিনীর চোখধাঁধানো কুচকাওয়াজ।

১৮৫২ সালের শরৎকালে লুই নেপোলিয়ন সম্রাটরূপে 'নির্বাচিত' হলেন এবং ফ্রান্সে আবার ফিরে এল দ্বিতীয় সম্রাটতন্ত্র। এই ব্যবস্থার পক্ষে সায় দিল ৭৮ লক্ষ ভোটার এবং সমস্ত বাধানিষেধ আর ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে আড়াই লক্ষ মানুষ ভোট দিয়ে জানাল—আমরা এই বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে।

শুরু হল দ্বিতীয় সাম্রাজ্য—এঙ্গেলসের ভাষায়: একদল রাজনৈতিক এবং আর্থিক ভাগ্যান্বেষীদের হাতে ফ্রান্সের শোষণ; কিন্তু সেই সঙ্গে শুরু হল অভূতপূর্ব হারে শিল্পের অগ্রগতি। শিল্পপ্রসারের জন্য এগিয়ে এলেন নতুন যুগের ধনকুবের—পেরেঈর ভাইরা আর অ্যাচিলি ফুল্ড। প্রধানত রেলপথ বিস্তারের ক্ষেত্রেই মূলধনের বিনিয়োগ বেশি পরিমাণে হল। ১৮৫১ সালের রেলপথের দৈর্ঘ্য তিন গুণ বেড়ে গিয়ে ১৮৫৯ সালে দাঁড়াল ছ হাজার মাইল। তাই পাশাপাশি শুরু হল কয়লা আর লৌহ-শিল্পের প্রসার। বৈদেশিক বাণিজ্য বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল ১৮৫১ সালের তুলনায় তিনগুণ। গ্রাম ছেড়ে ক্ষেতমজুর আর ভূমিহীন কৃষকরা শহরের দিকে পাড়ি জমাল। ১৮৪৬ সালে শহরে বসবাসকারীর সংখ্যা ছিল শতকরা চব্বিশ—সেটা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল

শতকরা একত্রিশ, শিল্পশ্রমিকের সংখ্যা ধাতব শিল্পে, রাসায়নিক শিল্পে আর বয়নশিল্পে বৃদ্ধি পেলেও—ফ্রান্সের অর্থনীতিতে কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রাধান্য থেকে গেল। ১৮৬৬ সালের সেন্সাসে দেখা যাচ্ছে, প্যারীতে বসবাসকারী ৪ লক্ষ ৪২ হাজার ৩১০ জন শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে শিল্পশ্রমিকের অনুপাত এক-অষ্টমাংশ। শ্রমজীবী মানুষের বাকি অংশ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে নিয়োজিত।

ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গে লুই নেপোলিয়ন প্যারী শহরের পুনর্বিন্যাসের কাজ হাতে নিলেন। মেন জেলার প্রিফেক্ট, নেপোলিয়ন চক্রের একজন বিশিষ্ট সদস্য ব্যারন হোস্‌মানের হাতে পড়ে পুরনো প্যারীকে আর চেনাই যায় না। পুরনো শহরকে ভাঙাচোরার পর যা দাঁড়াল—তা অবিশ্বাস্য। গাড়ি চলার মতো চওড়া প্রায় পঁচাশিটা নতুন রাস্তা বেরুল, রাস্তার দুধারে সারিসারি নতুন আবাসগৃহ আর নতুন অভিজাত বিপণি নিয়ে দ্বিতীয় সম্রাট-তন্ত্রের প্যারী। প্যারী শহরের পুনর্বিন্যাস-সাধন করতে গিয়ে কুড়ি হাজার পুরনো বাড়ি ভাঙা হল এবং তার জায়গায় চল্লিশ হাজার নতুন বাড়ি তৈরি হল। হোস্‌মানের প্যারী-পুনর্বিন্যাসের স্থায়ী ফল ফলেছে। শ্রমিকদের শহর থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এবং গড়ে উঠেছে শ্রমিকের কলুষিত-পরশ-মুক্ত বিশুদ্ধ বুর্জোয়া-পল্লী। মিশ্র-মহল্লা ভেঙে হালফ্যাশানের ফ্ল্যাট বাড়ি বানানো হয়েছে—যার ভাড়া দেওয়া শ্রমিকের সাধ্যাতীত। শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত বুর্জোয়া-পাড়া একটি দ্বীপের মতো—তার চারদিকে শ্রমিক মহল্লার বেষ্টনী।

'হোস্‌মানের নগর-উন্নয়ন চিন্তা সম্পর্কে লুই মামফোর্ডের খুব পরিষ্কার একটি সিদ্ধান্ত আছে। মামফোর্ড বলেছিলেন, অন্তর্বিপ্লবের সম্ভবত এই ছিল সর্বোৎকৃষ্ট আত্মরক্ষার ব্যবস্থা। সস্নেহ সম্মতি ছাড়া শুধুমাত্র দমননীতি দিয়ে রাজত্ব করতে গেলে এইরকম জবরদস্তি নাগরিক পরিবেশ তৈরি না করলে চলে না।'

কিন্তু প্যারীকে নতুন সাজে সজ্জিত করার আড়ালে যে গোপন অভিপ্রায় কাজ করছে তা চাপা থাকে নি, ফাঁস হয়ে গেছে ফ্লেঁমার গানে:

তিনি বানাচ্ছেন নতুন নতুন এলাকা
তীরের মতো সোজা।
সেদিন যখন তাঁর জহ্লাদরা
ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলবে,
দেখবে ওই সুন্দর এলাকায়
বুলেট ছুটছে একেবারে সোজা।

(মূল ফরা[illegible]কুমার সান্যালের অনুবাদ)

হোস্‌মান বিক্ষোভ-মহল্লা[illegible] উৎখাত [illegible] গিয়ে, আসলে নতুন করে সেগুলি সংগঠিত কর[illegible]মাত্র। আরো [illegible]জনক শ্রমজীবী আর
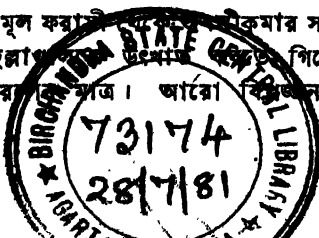
শ্রমিক-পল্লী গড়ে উঠল বুর্জোয়া-পল্লীকে ঘিরে—লাল অঞ্চল বলে খ্যাত বেলভিল মেনিলমঁত—যেখানে সাম্রাজ্যের শেষ দিনগুলিতে কোন পুলিশের চর দিনের বেলাতেও ঢুকতে সাহস পেত না।

এখন নেপোলিয়নের ভাগ্যাকাশের তারা উর্ধ্বলোক থেকে প্রসন্ন হাসি উপহার দিচ্ছে। ধীরে ধীরে মন্দাভাব কেটে গিয়ে ইউরোপের বাজার তেজী হয়ে উঠছে ক্রমশ। শেয়ারের দর বাড়ছে—ব্যাঙ্কের সুদের হার কমছে।

এই সময়ের চিত্র ঐতিহাসিক হ্যাজেনের (Hazen) ভাষায় বর্ণনা করলে দাঁড়ায় : তেজী ব্যবসায়-বাণিজ্য—স্টক-এক্সচেঞ্জে শেয়ারের দরের উর্ধ্বগতি—হৈ-চৈ চীৎকার—ধুপ-ধাপ শব্দ—এক কথায় কর্মযজ্ঞ। লোকের একমাত্র লক্ষ্য—দ্রুত বড়লোক হওয়া—সবাই ভুলে গেল যে তারা স্বাধীনতা হারিয়েছে। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, কখনো কখনো ব্যাবসায় মন্দাভাব—কোন কিছুই আর বিক্ষোভ বিদ্রোহ সৃষ্টি করে না।

বুর্জোয়াদের সম্রাট এই নেপোলিয়ন নতুন টাকাওয়ালাদের সর্দার—যাদের ক্লাসিকাল সংস্কৃতিচেতনা, জ্ঞানের গভীরতা বা ধর্মীয় তন্ময়তার বালাই নেই। ঐশ্বর্যের বেলেল্লাপনা আর আস্ফালন যাদের অহংবোধের একমাত্র উৎস—তারাই এখন সমাজের মাথা।

লুই ফিলিপের আমলের বুর্জোয়া মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে, ফরাসীরাজ পঞ্চদশ লুই-এর রাজকীয় জাঁক আর আড়ম্বর আবার ফিরে এল।

ফঁতেন-ব্লোর নন্দনকাননে পালক-দেওয়া টুপি আর লেস-সজ্জিতা সুন্দরী বিলাসিনীরা নাগর নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুখোশ পরে বলনৃত্যের আসরে সম্রাট স্বয়ং সপ্তদশ শতাব্দীর ভেনিসের অভিজাত প্রভুরূপে দেখা দিচ্ছেন। প্রতিটি নাচের আসর আগেরটার চেয়ে বেশি জমকালো আর ব্যয়বহুল। ১৮৬৬ সনে নৌ-বিভাগীয় মন্ত্রীর দৌলতে যে আসরে অনুষ্ঠিত হয়, তার খরচা পড়েছিল ৪০ লক্ষ ফ্রাঁ বা এক লক্ষ ষাট হাজার পাউণ্ড।

ভণ্ডামির ছাপ সর্বত্র। গোটা দ্বিতীয় সম্রাটতন্ত্রের সমগ্র ব্যবস্থা জুড়ে ভণ্ডামির রাজত্ব। কুরুচির দায়ে ফ্লোবেয়ার অভিযুক্ত হলেন ১৮৫৭ সালে 'মাদাম বোভারী' লেখার জন্যে এবং শিল্পী মানে-ও 'অলিম্পিয়া' ছবিটির জন্যে একই অভিযোগে অভিযুক্ত। গঁকুরের জিজ্ঞাসা: গোটা প্যারী শহর কি প্রেমচর্চায় মগ্ন? প্রেমের কেচ্ছা, প্রেম নিয়ে জল্পনা-কল্পনা সর্বত্র লোকের মুখে মুখে। বোহেমিয়ান শিল্পীরা বিবাহবন্ধনহীন অবাধ প্রেমের তত্ত্ব প্রচার করে বেড়াচ্ছে। ১৮৬৬ সালে প্যারীর পুলিসের হিসেবে, ২৩৪৪ জন স্ত্রী, স্বামী ত্যাগ করেছে—৪৪২৭ জন স্বামী, স্ত্রী ত্যাগ করেছে, আর রেজেস্ট্রি-করা বারবনিতার সংখ্যা ঐ বৎসর পাঁচ হাজার। প্যারীর নবজাতকদের এক-তৃতীয়াংশ পিতৃ-পরিচয়বিহীন।

ক্যাসটিলিয়ানের কাউনটেসকে তাঁর জনৈক প্রেমিক একটা মুক্তার

নেকলেস উপহার দিয়েছেন—চার লক্ষ বাইশ হাজার ফ্রাঁ যার দাম এবং ওই মহিলার জন্যে বরাদ্দ মাসোহারার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ। এক রাত্রির আনন্দের জন্য লর্ড হার্টফোর্ড ঐ মহিলাকে দশ লক্ষ ফ্রাঁ দক্ষিণা দিয়েছেন। প্যারী শহরে এক মাস থাকলে মিশরের শেখরাও ফতুর হতে বাধ্য। অপর দিকে, ১৮৬২ সালে ব্যারন হোস্‌মান বলছেন: প্যারী শহরের অর্ধেক লোক অনশন আর অর্ধাশনে দিন গুজরান করে।

সিফিলিস রোগে আক্রান্ত না হলে প্রতিভাবান বলে স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। মোঁপাসা, ডুমা, বোদলেয়ার, মানে, জুলে-গঁকুর—সবাই এই রোগে মারা গিয়েছেন। রেনোয়া একসময় সখেদে বলেন: আমি প্রকৃত প্রতিভাবান হতে পারি নি। কারণ, সিফিলিস-রোগ-মুক্ত রয়ে গেলাম আমি।

এই ফুর্তি আর আলোর রোশনাইয়ের অন্তরালে কিন্তু মৃত্যু ওত পেতে আছে। হায়, এই তো সময়। সর্বত্র অবক্ষয়, কুরুচি আর mediocrity-র ছাপ।

তবুও মাতালের অট্টহাসি ছাপিয়ে ওঠে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। রেনোয়া-পিসারো-মানে-দের ছবি সরকারী প্রদর্শনীমণ্ডপে জায়গা পেল না। শিল্পী কুর্বে লিজিয়ন-অব-অনার-এর খেতাব ছুঁড়ে ফেলে দিল। ক্লাশ-রুমে ছাত্ররা রাজভক্ত অধ্যাপকদের ব্যঙ্গবিদ্রূপে জর্জরিত করতে থাকে। নিস্তব্ধ প্যারী শহরে মাঝে মাঝে শোকযাত্রায় মিলিত হয় প্রজাতন্ত্র-প্রেমিক মানুষেরা—সদ্যমৃত কোন রিপাবলিকান নেতার কফিনের পিছু পিছু হাঁটতে থাকে।

শ্রমিক মহল্লার অন্ধকার ঘুপচিতে গড়ে ওঠে গুপ্ত সমিতি—মৌচাকের মতো ছেয়ে যায়—পুলিশের চর সেখানে ঢুকতে সাহস করে না।

না, মানুষ বেঁচে আছে—প্রতিরোধ জারি আছে। হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দ। সম্রাটের উদ্দেশ্যে কে বা কারা বোমা ছুঁড়েছে।

দ্বিতীয় সম্রাটতন্ত্রের এক দশক অতিবাহিত হবার পর ১৮৬১ সাল থেকে স্বৈরতন্ত্রের বজ্রমুষ্টি খানিকটা শিথিল। ১৮৫৯ সালে অ্যামনেস্টি ঘোষিত হল এবং নির্বাসিত রাজনীতিবিদরা একে একে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। জেল থেকেও মুক্তি পেলেন অনেকে। শ্রমিকরা পেলেন সংগঠন গড়ার আর ধর্মঘট করার অধিকার।

একদশকব্যাপী সুপ্ত বিরোধিতা ১৮৬১ সালে প্রথম প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করল; ১৮৬৮ সালের মধ্যে বিরোধী পক্ষ পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে।

জ্যাকোবিন, ব্লাঙ্কিপন্থী, নৈরাজ্যবাদী আর বুর্জোয়াদের প্রজাতন্ত্রী অংশ—সকলেরই এক শিবিরে অধিষ্ঠান।

বন্যায় বৈপ্লবিক পত্র-পত্রিকার ছড়াছড়ি। একটার পর একটা কর্তৃপক্ষ বাজেয়াপ্ত করে নিচ্ছে—আবার নতুন নামে নতুন সম্পাদনায় আর-একটা প্রকাশিত হচ্ছে। সাধারণ পাঠকদের মনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল হেনরি রোশফোরের কাগজ—'লা ল্যানটার্ন'। নিষিদ্ধ 'লা ল্যানটার্ন' কাগজ বেলজিয়মে মুদ্রিত হয়ে গোপনে ফ্রান্সে আসত—কখনো ছবির ফ্রেমের ভেতরে—কখনো বা আবক্ষমূর্তির মাধ্যমে। 'লা-ল্যানটার্নের' একখানা কপি অন্তত একশজন লোক ভাগাভাগি করে পড়ত।

সম্রাটশাহার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ শিবির র‍্যাডিকেল প্রজাতন্ত্রী মধ্যবিত্ত, 'নরমপন্থী' তিয়ের ও জুলে ফাভ্র্, ঝকঝকে তরুণ আইনজীবী গাম্বেতা, তেজীয়ান সাংবাদিক রোশফোর, ফেলিক্স পিয়ে, রাওল রিগঁ, জ্যাকোবিন নেতা দেলেসক্লুজ আর ব্লাঙ্কিকে মিলিয়ে একটা মিশ্র জটলায় পরিণত। এঁদের মধ্যে ব্লাঙ্কি আর দেলেসক্লুজ ফ্রান্সের প্রায় সব জেলখানায় আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। '৪৮ সালের পুরনো নাম—পুরনো মুখ—গ্রেভি—লুই ব্লাঙ্ক—ব্লাঙ্কির পাশাপাশি ভেসে উঠেছে নতুন কালের নতুন নাম আর নতুন মুখ—একই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে আর লোকের মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছে। বুদ্ধিজীবী মহলে নেপোলিয়ন-শাসন সম্বন্ধে বিরূপতা ক্রমবর্ধমান—কারণ, বুদ্ধিচর্চা আর শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের বাড়াবাড়ি।

ডাক্তার, উকিল, অধ্যাপক—যাঁরা স্বৈরতন্ত্রবিরোধী, সার্বজনীন ভোটাধিকার দাবি করেন, অথচ শ্রমিক আন্দোলন-শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা বিরূপ—তাঁরা তিয়ের আর তিনজুলে সাইমন, ফাভ্র ও গ্রেভির অনুগামী।

'তিয়ের, সরকার উলটে দিতে তোমার মতো আর কেউ পারে না'—তিয়েরের উদ্দেশ্যে প্যারীর পথে চলতি লোক একথা হামেশাই বলতে থাকে।

৪৮ সালের বিপ্লবী নায়ক দেলেসক্লুজের নেতৃত্বে জ্যাকোবিন মতবাদ আবার ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবী মহলে আসর জাঁকিয়ে বসেছে। ষাটের দশকের নয়া-জ্যাকোবিন মতবাদ রোমান্টিকতার কড়া ঝাঁঝ ছাড়া আর কিছু নয়। নয়া-জ্যাকোবিনতন্ত্র ১৭৯৩ সালের অবাস্তব পুনরাবৃত্তি মাত্র। সমাজবিপ্লবের বাস্তব কর্মসূচি নেই—শুধু ক্রোধ : চালু শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে অক্ষম ক্রোধ। উনিশ শতকের ষাটের দশকের জ্যাকোবিন আদর্শের সারমর্ম, কার্ল মার্কসের ভাষায়, পুরাতনের দিকে মুখ ফেরানো আর স্মৃতিসুরভিত প্রতীককে বিগ্রহের আসনে বসিয়ে আরাধনা।

নয়া-জ্যাকোবিন মতবাদের প্রেরণা-উৎস প্যারী শহরের নিজস্ব পরিবেশ। প্যারীর বৈপ্লবিক ঐতিহ্যই এই মতানুসারীদের প্রধান অবলম্বন। ১৭৯১ সাল

থেকে অন্তত আটবার রাজনৈতিক ওলটপালট ঘটেছে ফ্রান্সে, এবং প্যারী তার ঝটিকাকেন্দ্র। প্যারীর মানুষ মনে করে সে বিশিষ্ট—সে আলাদা। এই ভাবনায় শ্রমিকরাও ভাবিত—তারা নিজেদের প্রোলিতারিয়েত বলে ভাবে না—এই মহান শহরের নাগরিক : এই তাদের প্রকৃত পরিচয়।

প্যারীর স্বকীয়তা সম্বন্ধে হুগোও সচেতন। তিনি লিখছেন : প্যারী নিজের পথ কেটে চলতে থাকে। ফ্রান্স ক্ষুব্ধ, কিন্তু নিরুপায়—প্যারীকে সে অনুসরণ করতে বাধ্য। পতাকা উড়িয়ে এক যাত্রীবাহী শকট প্যারী থেকে আসছে—শকটের পতাকা আর নিছক পতাকা নয়—কখন সেটা যে মশালে রূপান্তরিত—কেউ তা জানে না। পুঞ্জীভূত বারুদ দপ করে জ্বলে ওঠে তার শিখার পরশ পেয়ে। আন্দোলিত হয় গোটা দেশের শরীর—প্যারী যার হৃদয়।

প্যারী ব্লাঙ্কিরও প্রিয় শহর। প্যারীর রাস্তায় ছুটির দিনে একজন নিখুঁত বুর্জোয়ার পোশাকে ব্লাঙ্কিকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। প্রায়ই দেখা যায়, হাতে একখানি সংবাদপত্র নিয়ে কোন একটা অভিজাত কাফেতে ব্লাঙ্কি তাঁর প্রিয় শিষ্য সাপিয়ার প্রতীক্ষায় বসে। ব্লাঙ্কির বয়স ১৮৭০ সনে পঁয়ষট্টি—তার মধ্যে আটাশ বছর অতিবাহিত জেলে জেলে। প্যারী ছেড়ে কখনো তিনি বাইরে যান নি। এমনকি জেলেও ব্লাঙ্কি সক্রিয়। সেখান থেকে নির্দেশ চলে আসত তাঁর অনুগামীদের কাছে। প্যারী শহরের বে-আইনী আন্দোলন আর সংগঠনের সঙ্গে ব্লাঙ্কির নাম প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে যুক্ত। তাঁর নাম, মতবাদ আর সক্রিয় ভূমিকা নেই—এরকম কোন অভ্যুত্থান প্যারী শহরে অকল্পনীয়। ব্লাঙ্কির ষড়যন্ত্রাশ্রয়ী সংগঠন বহু লোক নিয়ে কখনো গঠিত হতে পারে না। ১৮৭০ সালে তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগামীদের সংখ্যা আড়াই থেকে তিন হাজারে দাঁড়িয়েছে। তাঁর একটা প্রচার বিভাগও এমিল উ্যদের নেতৃত্বে সক্রিয়। ব্লাঙ্কির সশস্ত্র সংগঠন লোকচক্ষুর অন্তরালে —দশ জনের এক-একটি গ্রুপের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। গ্রুপ-নেতার সঙ্গে শুধু কেন্দ্রের যোগাযোগ—এক গ্রুপের সঙ্গে আর-এক গ্রুপের কোন সম্পর্ক নেই—একজন আর-একজনকে চেনে না। ছুটির দিনে ব্লাঙ্কির লোকজন ভিড়ের মাঝে মিশে গিয়ে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করত।

ধনতন্ত্রের বিকল্প কোন সমাজকল্পনা ব্লাঙ্কির নেই। তাঁর মোদ্দা কথা হল, আগে ক্ষমতা হাতে আসুক—তারপর আমরা সব ঠিক করে দেব। ক্ষমতা দখলের ওপারে ব্লাঙ্কি আর কিছু ভাবতে চান না। তাঁর একজন শিষ্য তাঁর মতবাদের সারাৎসার দু-কথায় শেষ করেছেন : প্রথমে নৈরাজ্যবাদ—তারপর সবই বিবর্তনের কৃপায় ছেড়ে দিতে হবে। জনগণের রাজনৈতিক চেতনা আর সংগ্রামী ক্ষমতা সম্পর্কে ব্লাঙ্কির গভীর অনাস্থা। তাঁর সঙ্গীরা প্রধানত বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী থেকে আগত। ব্লাঙ্কির মতে,

শ্রমিকশ্রেণীর না আছে রাজনৈতিক পরিপক্কতা—না আছে লড়াইয়ের বাস্তব বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা। অতএব শ্রেণীচ্যুত বুর্জোয়ারাই প্যারীর বিপ্লবের স্বাভাবিক নেতা—কারণ তারা বহু বিপ্লবে পোড়খাওয়া।

১৭৯৭ সালের বাবুফ ষড়যন্ত্রের একমাত্র জীবিত মানুষ বুওনারোত্তির উত্তরসাধক, বহু অপ্রকাশিত অর্থনৈতিক আর তাত্ত্বিক রচনার রচয়িতা ব্লাঙ্কি শেষ পর্যন্ত একজন গুপ্ত ষড়যন্ত্রী আর অভ্যুত্থানের বাস্তুকার রূপেই ইতিহাসে স্থান পেলেন। ব্লাঙ্কির সম্পর্কে লেনিন বলেন: তিনি নিঃসন্দেহে একজন বিপ্লবী ও সমাজতন্ত্রের একজন জোরদার সমর্থক। স্তালিনের মতে, এক ঝড়ো-সময়ের নেতা ব্লাঙ্কি—তত্ত্বে দুর্বল—কিন্তু বাস্তবজ্ঞানে অসামান্য। তিনি নিঃশেষে ত্যাগ করতে জানেন এবং সাহসী।

পুরাতন জ্যাকোবিন ঐতিহ্য আর আধুনিক বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রী চিন্তা-ধারার যোগসূত্র ব্লাঙ্কি।

মেনিলম্‌ঁত্‌, লাভিলেৎ, মোঁমার্ত আর বেলভিলের শ্রমপল্লীতে শ্রমিক সংগঠনগুলি ১৮৬৮ সাল নাগাদ আবার আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৬৭ সালে আন্তর্জাতিকের অনুগামী কামেলিনার নেতৃত্বে ধাতব শিল্পের শ্রমিকরা এক দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘটে জয়লাভ করলেও—শ্রমিকদের মধ্যে আন্তর্জাতিকের ফরাসী শাখার প্রভাব তখনো সামান্য। তাঁদের সদস্য-সংখ্যা ছ'শোর মতো এবং সদস্য-পিছু সপ্তাহে দশ সাঁতিম করে তুলে তাঁরা সবসুদ্ধ ৬৭ পাউণ্ড আন্তর্জাতিকের সদর দপ্তরে পাঠাতে পেরেছিলেন। ১৮৭০ সালে দেখা যাচ্ছে, আন্তর্জাতিকের ফরাসী শাখা মার্লঁ ও ভারলাঁর নেতৃত্বে প্যারীর শ্রমিকদের সাতভাগের এক ভাগ অর্থাৎ সত্তর হাজার শ্রমিককে সংগঠিত করতে পেরেছেন। এক ঘিঞ্জি পল্লীর সাজসজ্জাবিহীন প্রায়ান্ধকার ঘরে—৬নং প্লাস দ্য লা কর্দেরিতে তাঁদের ট্রেড ইউনিয়নের সদর দপ্তর। ঘরে আসবাব বলতে রয়েছে তিনখানি কাঠের টেবিল আর প্রচুর ধূম্রউদ্‌গীরণকারী একটি স্টোভ।

১৮৬৮ সালের গ্রীষ্মকালে প্রতিবাদের ধ্বনি উচ্চারিত হতে লাগল সব মহল থেকে। দীর্ঘ সতেরো বছর পর আবার রাজনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য রাজধানীর মানুষকে সচকিত করে তুলল। দৃশ্যান্তরে দেখা যাচ্ছে, ১৮৬৮ সালের কোন একটি দিনে ল্যাটিন মহল্লার মাদ্রিদ কাফেতে বসে এস্টাব্লিশমেন্ট-বিরোধীরা চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। এক নিঃশ্বাসে বলে চলেছে তারা রাজদ্রোহের কথা—তারই সঙ্গে সাহিত্য-মেয়েমানুষ-মদ এবং মাথামুণ্ডু নেই এমন সব কথা। কাছাকাছি এক টেবিলে বসে হতবাক পুলিশের চর খাতা পেন্সিল নিয়ে দ্রুত নোট করে চলেছে।

মদও খেতেন না, ধূমপানও করতেন না রোশফোর। তবুও যখনই সময় পেতেন রোশফোর এখানে এসে জুটতেন। প্রায়ই দেখা যেত তাঁর সঙ্গে

আড্ডা দিচ্ছেন আর-একজন এস্টাব্লিশমেণ্টবিরোধী সাংবাদিক জুলে ভালে। ঘোলাটে চাউনি আর অকারণ অট্টহাসি হচ্ছে ভালের বৈশিষ্ট্য। অনশন তাঁর নিত্যসঙ্গী, কারণ ভালের চাকরি কোথাও টিকত না। রচনার প্রতি প্যারাগ্রাফের নীচে একটা ক্ষুদে লাল পতাকার ব্লক বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাঁর এক প্রিয় ব্যসন।

যখন তখন ধরপাকড় চলেছে। সন্দেহজনক লোকদের তুলে নেওয়া হচ্ছে। গাড়ি-ভর্তি ছাত্ররা সানন্দে কয়েক মাসের জন্য স'ত পেলাগী জেলখানায় অন্তর্হিত হচ্ছে। সেখানে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছেন ব্লাঙ্কি।

ষাটের দশকের শেষভাগে পৌঁছে ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের শুধু একটাই লক্ষ্য—প্রজাতন্ত্র। লাল অথবা তেরঙ্গা যে মোড়কেই হোক না কেন—প্রজাতন্ত্র।

১৮৬৮ সালে ল্য সিএক্ল্ কাগজের পৃষ্ঠায় সাংবাদিক ত্যানো বঁদাকে স্মরণ করলেন। বঁদা নেপোলিয়ানের উদ্ধত বেয়নেটের ভ্রূকুটিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। তিনি সকলকে আবার বঁদার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন: সতেরো বছর ধরে মাটির তলায় বঁদা কাঁদছে। কাঁদো, ফরাসী দেশ—কাঁদো, বঁদার জন্য কাঁদো, বঁদাকে ভুলো না—বঁদাকে ভুলে যাওয়া পাপ—নিজের ঐতিহ্যকে ভুলে যাওয়া পাপ।

দেলেসক্লুজ এবং আর-একজন সাংবাদিক বঁদার স্মৃতি তহবিলের ডাক দিলেন তাঁদের পত্রিকায়। সরকার তাঁদের অভিযুক্ত করলেন। তাঁদের পক্ষ সমর্থন করতে উঠে তরুণ আইনজীবী গাম্বেত্তা ১৮৫১ সনের ২রা ডিসেম্বর তারিখের ক্ষমতা দখল-পর্বকে এক ঘৃণিত অপরাধ বলে আদালত-মঞ্চ থেকে নিন্দাবাদ জানালেন। ২রা ডিসেম্বর একদল স্বল্পবুদ্ধি অজ্ঞাতকুলশীল লোক জবরদস্তি ক্ষমতা দখল করেছে। ২রা ডিসেম্বর আমাদের শহীদ দিবস। যতদিন আমরা আবার সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শকে ফিরিয়ে আনতে না পারি—ততদিন ২রা ডিসেম্বর আমাদের শোকের দিন। কিন্তু তোমাদেরও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শের নামে।

৯

উৎসবের মরশুম শেষ, বেজে উঠেছে শেষ প্রহরের ঘণ্টা, এখন সবকিছুই যেন নেপোলিয়ন-শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে রত। অর্থনৈতিক প্রগতি—যা ছিল সম্রাটশাহীর মূল ভিত এবং নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তার উৎস—তাতে ধরল ভাঁটার টান। ষাটের দশকে বস্ত্রশিল্পে নিদারুণ সংকট দেখা দিল—আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলশ্রুতি, রেশমশিল্পেও শুরু হল রেশমকীটের মড়ক এবং আঙুরের বাগিচায় ফসল নষ্ট হল এক ধরনের পোকার আক্রমণে। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের অর্থনীতির সাবলীল স্রোত দ্রুত রূপান্তরিত হচ্ছে মরা সোঁতায়।

শিল্পের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অব্যাহত প্রবণতার উপর দ্বিতীয় সম্রাটতন্ত্রের সবল অস্তিত্ব অনেকখানি নির্ভরশীল। যুদ্ধ আসছে—এই রটনা বিনিয়োগ-কারীদের করে তুলল দ্বিধাগ্রস্ত। তারা টাকা ব্যাঙ্কেই ফেলে রাখল। লুই নেপোলিয়নের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক পেরেঈর ভাইদের সৌভাগ্যে এতদিন অন্যান্য ধনকুবেররা ঈর্ষান্বিত ছিল। তারা এখন দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল। পেরেঈর পরিবারের শেয়ারের দাম ১৯৮২ ফ্রাঁ থেকে নেমে ১৪০ ফ্রাঁতে দাঁড়াল।

একটা মামলায় উকিল বেরিয়ে বললেন: ক্রেডিট মোবিলিয়ার হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে কুখ্যাত জুয়ার আড্ডা।

ষাটের দশকের গোড়া থেকে আবার শ্রমিক-বিক্ষোভের ঢেউ সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে তুলল। প্যারী, লিঁয়, মার্সাই, ব্রেস্ট, রুঁয়ো—ফ্রান্সের সমস্ত শিল্পাঞ্চল জুড়ে আন্তর্জাতিকের ফরাসী শাখার নেতৃত্বে শ্রমিকরা পথে নেমেছে। ষাটের দশকের শেষভাগে গোটা ফ্রান্স জুড়ে ধর্মঘটের পর ধর্মঘট। ক্রমবর্ধমান শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে আতঙ্কিত নেপোলিয়নের সরকার নানা জায়গায় ধর্ম-ঘটীদের উপর গুলি চালাবার জন্যে সৈন্যবাহিনীকে তলব করল। ধর্মঘটীদের সপক্ষে ফ্রান্সে আর সুইজারল্যাণ্ডে চাঁদা তোলা হতে লাগল।

১৮৬৯ সালের প্রথম রিগিং-মুক্ত নির্বাচনে দেখা গেল, সরকার আর বিরোধী পক্ষের মধ্যে ভোটের ব্যবধান অনেকখানি কমে এসেছে, সরকারী পক্ষ পেয়েছে ৪৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ভোট, এবং বিরোধী পক্ষে জমা পড়েছে ৩৩ লক্ষ ৫৫ হাজার। স্বৈরতন্ত্রের ভ্রুকুটি যে মানুষকে কাবু করতে পারে না, তার আরো প্রমাণ পাওয়া গেল।

তরুণ জনপ্রিয় সাংবাদিক ভিক্টর নরকে নেপোলিয়নের আত্মীয় খুন করেছে। নর-এর শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে, ১৮৬৯ সালের ১১ই জানুয়ারি, ২ লক্ষ প্যারী-বাসী সমবেত হয়ে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ধিকার জানাল। তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। সেই বৃষ্টির মধ্যেও তারা দেলেসক্লুজ এবং রোশফোরের নেতৃত্বে রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ জানাল।

তাহলে, পালাবদল কি আসন্ন? না, তা নয়। সমস্ত প্রত্যাশাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে ১৮৭০ সালের এপ্রিলে নতুন সংবিধানের উপর গণভোটে আবার দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নেপোলিয়ন-শাসনের প্রতি আস্থা ঘোষণা করল। নতুন সংবিধানের পক্ষে ভোট পড়ল ৭৩ লক্ষ ৫৮ হাজার, বিপক্ষে ১৫ লক্ষ ৭২ হাজার, এবং ভোটদানে বিরত ১৮ লক্ষ ৯৪ হাজার জন। নেপোলিয়নের প্রতি আনুগত্য অধিকাংশ মানুষের তখনও অটুট।

কিন্তু নিয়তি এসে হানা দিল—অপ্রত্যাশিতভাবে, ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধের রূপ নিয়ে। আজন্ম জুয়াড়ি নেপোলিয়ন বারবার নিজের ভাগ্য নিয়ে জুয়া খেলেছেন। জুয়াড়ির শেষ দান—এই ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ।

কেন এই যুদ্ধ ? নেপোলিয়ন কি বার বার বলেন নি তাঁর সাম্রাজ্য যুদ্ধ ছাড়াই গড়ে উঠবে ? যদিও তিনি যুদ্ধের আওতা থেকে উপনিবেশ দখলের রক্তক্ষয়ী ইতিবৃত্তকে বাদ দিয়েছেন। তাই 'শান্তি'র যুগেও ফরাসী সেনা-বাহিনীর ক্ষয়-ক্ষতি বিপুল। ১৮২০ থেকে ১৮৬৯ সালের মধ্যে তিন লক্ষ ফরাসী সৈন্য প্রাণ হারিয়েছে—চীনে, আফ্রিকায়, স্পেনে, ইতালিতে, ক্রিমিয়ায় আর মেক্সিকোতে।

যে সাম্রাজ্যের অঙ্গীকার শান্তি—বিশ্বাসভঙ্গকারী সেই সাম্রাজ্যের উপর যুদ্ধের বেশে নিয়তির অমোঘ দণ্ড নেমে এল। এক আন্তর্জাতিক জটিলতার জালে নেপোলিয়নের নেতৃত্বে ফ্রান্স জড়িয়ে পড়ল। ধুরন্ধর বিসমার্কের হাতে নেপোলিয়ন আর তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্র্যামঁ কূটনীতির খেলায় চূড়ান্তভাবে অপদস্থ হলেন। ১৮৬৬ সালের অস্ট্রিয়া বনাম প্রাশিয়ার যুদ্ধে নেপোলিয়ন কোন এক অজ্ঞাত অনির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডের লোভে নিরপেক্ষ ছিলেন। স্যাডোয়ার যুদ্ধে প্রাশিয়ার বিপুল জয়—প্রাশিয়াকে ফ্রান্সের সমকক্ষ করে তুলল। জার্মানির ঐক্যের পথ এখন বাধামুক্ত। ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী জার্মানি ফ্রান্সের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। অতএব ইতিহাসের বিধান—এই যুদ্ধ—ফ্রান্স বনাম প্রাশিয়ার যুদ্ধ। নেপোলিয়ন নিরপেক্ষতার পুরস্কার দবি করলেন বিসমার্কের কাছে, ঐতিহাসিক কোবানের ভাষায় সিনিক বিসমার্ক হিংস্র-পশুকে বশ মানাবার কৌশল যার জানা আছে সার্কাসের এমন একজন চতুর ট্রেনারের মতো নেপোলিয়নের সঙ্গে আচরণ করতে লাগলেন। নেপোলিয়নের সীমাহীন লোভ আর নেপোলিয়নের নির্বুদ্ধিতা বিসমার্কের সঙ্গে কূটনীতির খেলায় বারবার সকলের কাছে প্রকট হয়ে উঠতে লাগল। অবশেষে স্পেনের শূন্য সিংহাসনকে কেন্দ্র করে প্রাশিয়ার সম্রাটের উপর চাপ সৃষ্টি করে, নেপোলিয়ন নিজের সম্ভ্রম উদ্ধার করতে চাইলেন। কিন্তু দেখা গেল, প্রাশিয়ার সম্রাটের মনোভাব নমনীয় হলেও তাঁর প্রধানমন্ত্রী বিসমার্ক অনমনীয়। বিসমার্কের ভাষায়, ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ ইতিহাসের বিধান এবং জার্মানির ঐক্যের পথে শেষ বাধা ফ্রান্স। অতএব ১৮৭০ সালের ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ।

বলা হয়ে থাকে, একটা অনিচ্ছুক দেশকে নেপোলিয়ন জোর করে যুদ্ধে টেনে নামিয়েছিলেন—কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। আইনসভার মঞ্চে তিয়ের আর গাম্‌বেতা যখন যুদ্ধের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দেন, দশজন ডেপুটি যুদ্ধোপলক্ষে অতিরিক্ত কর ধার্য করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন—তখন সমস্ত জাতি তাঁদের সঙ্গে ছিল না। কারণ, প্রাশিয়ার আগ্রাসী মতলবকে রোখার আগ্রহ ফ্রান্সের সব স্তরের মানুষের মনে বাসা বেঁধেছিল।

ফ্রান্স যথেষ্ট নাকাল হয়েছে—আর নয়। ফরাসী প্রধানমন্ত্রীর এই অভিমতের সঙ্গে অনেক সাধারণ মানুষ একমত। নেপোলিয়ন হয়তো

যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে চাননি—কিন্তু রাজসভার যুদ্ধবাজ পার্টির প্রাধান্য তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সম্রাজ্ঞী আর রাজদরবারের আমীরবৃন্দের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে রাস্তায় রাস্তায় সোচ্চার মিছিল। সৈনিকের কণ্ঠে—পথচারীর কণ্ঠে—শুধু, বার্লিন চলো! বার্লিন চলো!!—ধ্বনি, দোকানে দোকানে জার্মানির মানচিত্র বিক্রির হিড়িক। ফ্রান্সের ম্যাপ হয়তো আরো কাজে লাগত—কিন্তু এই সত্যটা সেদিন উচ্চারণ করাও পাপ—দেশদ্রোহিতার সামিল। ফ্রান্স ইউরোপের অন্যতম প্রধান সামরিক শক্তি। ফরাসী সৈন্য-বাহিনীর গুরুতর দুর্বলতার খবর সমর বিশেষজ্ঞদের অজানা না থাকলেও—যুদ্ধ-পাগল মানুষ তাতে প্রভাবিত হতে রাজী নয়।

প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে ১৮৭০ সালের ১৯শে জুলাই যুদ্ধ ঘোষিত হল।

বার্লিনে সেদিন লিব্‌নেক্ট আর বেবেল যুদ্ধ-প্রসঙ্গে ভোটাভুটিতে যোগ দেন নি—তাঁরা নেপোলিয়ন আর বিসমার্কের মধ্যে কাউকে সমর্থনযোগ্য বলে মনে করেন নি। যুদ্ধ-ঋণের পক্ষে ভোট না দেওয়ার জন্য বেবেল আর লিব্‌নেক্টের জেল হয়। জার্মানির এক সোশ্যালিস্ট কাগজে যুদ্ধের আসল স্বরূপের উদ্‌ঘাটন করা হয়। "জার্মান সাম্রাজ্যবাদ (caesarism) ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ (caesarism) নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মরুক। তাদের রসদ যোগাক্ ডিভিডেণ্ড-শিকারীরা। আমরা সর্বহারারা এই যুদ্ধের মধ্যে নেই।"

১০

প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ফ্রান্সকে যুদ্ধে নামতে হল। নেপোলিয়নের নির্বোধ বৈদেশিক নীতির এটা অবশ্যম্ভাবী ফল।

শুরু থেকেই সৈন্য-সংখ্যায়, মারণাস্ত্রে আর সামরিক কৌশলে প্রাশিয়ার কাছে ফ্রান্স বার বার নাকাল হতে থাকে। ফরাসী সৈন্যের সমাবেশ পদে পদে ব্যাহত। মূত্রাশয়ের জটিল ব্যাধিতে সম্রাট কহিল—পাণ্ডুর মুখে রক্তিমাভা ফুটিয়ে তোলার জন্য তাঁকে গালে রুজ মাখতে হল। ঘোড়ার উপর বসে থাকতেও তাঁর কষ্ট হয়। একদিকে জার্মানির সৈন্যবাহিনী যখন পূর্ণশক্তি নিয়ে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছে—তখন ফরাসী বাহিনীতে বিশৃঙ্খলার একশেষ। প্রাশিয়ায় বেশ কয়েক বছর ধরেই ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছ—প্রুশীয় যুদ্ধ দপ্তরের শুধু খোপ থেকে পরিকল্পনার ব্লুপ্রিণ্ট বার করা আর তাতে তারিখ বসানো বাকী।

অপর দিকে, অতুলনীয় বিশৃঙ্খলার কবলে ফ্রান্সের সামরিক বিভাগ। পূর্বাঞ্চলে অবস্থানকারী সৈন্যদের অস্ত্র আর ইউনিফর্মের জন্য যেতে হচ্ছে পশ্চিমে—সেগুলি সংগ্রহ করে আবার পূবে গিয়ে নিজবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হতে হচ্ছে। রেল-পরিবহণেও বিশৃঙ্খলা—সৈন্যদের ইতস্তত উদ্দেশ্যহীন চলাচল।

সেনাপতি মহলে সব কিছুরই অভাব। জেনারেল ফেইলী ১৯শে জুলাই জানাচ্ছেন: আমাদের কিছুই নেই। বেঝাইন ২১শে জুলাই তারবার্তায় জানাচ্ছেন: আমাদের সব কিছু পাঠাও। সৈন্যরা—এমনকি জেনারেলরাও এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। ২১শে জুলাই জেনারেল মিশেল জানাচ্ছেন: আমার ব্রিগেড খুঁজে পাচ্ছি না—আমার ডিভিশান-জেনারেলকে খুঁজে পাচ্ছি না—আমার রেজিমেন্টগুলো সব কোথায়?

আধুনিক যুদ্ধের ইতিহাসে এ ধরনের বৃত্তান্ত বোধ হয়—তুলনারহিত।

যুদ্ধরত জার্মান সৈন্যের সংখ্যা যেখানে সাড়ে চার লক্ষ—ফরাসী সৈন্যের সংখ্যা সেখানে তিন লক্ষ। প্রয়োজন পড়লে যুদ্ধে নামার জন্য আরো জার্মান সৈন্য রিজার্ভে রয়েছে। ফরাসী সম্রাট অসুস্থ আর অব্যবস্থচিত্ত—যুদ্ধ চলার সময় তিন সপ্তাহের মধ্যে রাইন ফ্রন্টের যুদ্ধপরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি তিনবার সিদ্ধান্ত পাল্টালেন। ২রা সেপ্টেম্বর জার্মান বাহিনী আলশাস আর লোরেন সীমান্ত অতিক্রম করল এবং ফরাসী বাহিনী জার্মান অগ্রগতিকে রোধ করতে পারল না। পরাজিত ফরাসী সেনাপতি ম্যাকমোহন প্যারীর পুব দিকে শালোঁর সরে এলেন।

অপরদিকে ফরাসী সেনাপতি বেঝাইন মেৎসে আটকা পড়লেন—জার্মানরা দুই সেনাপতিকে মিলতে দিল না। ২৭শে অগস্ট, যুদ্ধমন্ত্রী পালিকাও সেনাপতি ম্যাকমোহনকে নির্দেশ পাঠালেন—বেঝাইন মেৎস-দুর্গে অবরুদ্ধ। তুমি যদি তাকে মদত না দাও, তাহলে জেনো তার পরাজয় ঘটলে প্যারীতে বিপ্লব অনিবার্য। পালিকাও-এর ভুল নির্দেশ সেডানের বিপর্যয় ডেকে আনল। ২রা সেপ্টেম্বর সম্রাট নেপোলিয়ন ৮৪ হাজার সৈন্য, সাতাশ'শ অফিসার আর তিরিশ জন জেনারেল সহ সেডানের রণক্ষেত্রে জার্মান বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করল। প্রাশিয়ার রাজার কাছে নেপোলিয়ন বার্তা পাঠালেন: আমার সৈন্যদের সাথে একত্রে মৃত্যুবরণ করতে পারিনি বলে, আপনার কাছে আমার তরবারি সমর্পণ করলাম।

ইতি

আপনার বিশ্বস্ত ভাই

নেপোলিয়ন।

পরাজিত ফরাসী সৈন্যবাহিনীর অবস্থা অত্যন্ত করুণ। মোবাইল গার্ডদের শৃঙ্খলাবোধ লুপ্ত হয়ে গেছে—শালানের ভাটিখানা থেকে তাদের টেনে বার করতে হল। দলছুট শত শত সৈন্য পালাচ্ছে—লোকের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করছে—খাবার চাইছে। পলাতকদের মুখে কৃষকরা থুথু ছিটিয়ে দিচ্ছে—কাপুরুষের বাচ্চা, দরজার কাছে এলেই গুলি করব।

ফরাসী বাহিনীর বিপর্যয়ে সমগ্র বিশ্ব স্তম্ভিত। ফরাসী বাহিনীর আর অস্তিত্ব নেই—একদল সেডানে আত্মসমর্পণ করেছে—আর একদল মেৎসে আটক।

যুদ্ধ দপ্তর সাধারণ মানুষের কাছ থেকে যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা গোপন করে রেখেছিল। তাই যুদ্ধের ধারা সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী গুজবে প্যারীর বাতাস ভারী। এইমাত্র জয়ের খবর আসছে—সঙ্গে সঙ্গে আলোকসজ্জা-পতাকার সমারোহ। আবার উলটো খবর এল—সঙ্গে সঙ্গে সব উৎসব নিশ্চিহ্ন।

৭ই অগস্ট এডুইন চাইল্ড তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন: ফ্রন্ট থেকে বিপর্যয়ের খবর শুনে প্যারীর মানুষের উন্মত্তের মতো অবস্থা। তিন-চারজন জার্মানকে ধরে লোকেরা পেটাল। পুলিশ বাধা না দিলে তাদের মেরেই ফেলত।

গঁকুর লিখছেন: পক্ষাঘাতে অশক্ত মানুষের মতো সকলের অবস্থা, নির্বাক-ঘোলাটে চাউনি—পাঁশুটে-হলুদ-মুখ—একজন প্যারীর মানুষ।

১৮৭০, ৩রা সেপ্টেম্বর প্যারীতে নেপোলিয়নের সর্বশেষ বার্তা এসে পৌঁছাল—সেনাবাহিনী পরাজিত—আমি বন্দী। ৪ঠা সেপ্টেম্বর যুদ্ধমন্ত্রক সেডানের পরাজয়ের ঘটনা প্রকাশ করতে বাধ্য হল—তার সঙ্গে শুধু একটা লাইন জুড়ে দিল—সরকারের পতন ঘটেছে।

সেডানের পরাজয়ের খবর যখন প্যারীতে এল—তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার কথা গঁকুর জর্নালের পাতায় ধরে রাখতে ভোলেন নি। গঁকুর লিখছেন: দোকানীরা, বাড়ির পরিচারকরা নিজেদের মধ্যে নীচু স্বরে কথা বলছে। রাস্তার মোড়ে, টাউন হলের সামনে লোকের জটলা। হকারের কাছ থেকে লোকেরা কাগজ কেড়ে নিয়েছে—সংবাদের শিরোনামা পড়ে প্রথমে নির্বাক হতভম্ব—তারপর রাগে ফেটে পড়ছে। বড় রাস্তা ধরে এক বড় দঙ্গল শ্লোগান দিয়ে এগুচ্ছে, সম্রাটের রাজত্ব নিপাত যাক!

গঁকুরের মনে হল, এই পরাজিত জাতি, হয় খতম হবে—না হলে এক অসম্ভব উপায়ে বাঁচবে। বিপ্লবের সময় কি তাহলে এসে গেছে?

চারিদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ। প্রায় দুই দশকের তন্দ্রাচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠে প্যারীর মানুষ আবার রাস্তায়।

তারই সঙ্গে মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল দ্বিতীয় সম্রাটতন্ত্র।

১১

প্যারীর আকাশে ঝড়ের সংকেত।

সেডানের পরাজয়ের সংবাদ শুনে মানুষ স্তম্ভিত। প্যারীর সামরিক প্রশাসক ত্রোশুর সহকারীর ভাষায়: প্যারী যেন এক ক্রুদ্ধা নারী। সমস্ত শহর ক্রোধে গর্জন করে উঠল।

প্যারী যেন এক অপমানিতা নারী—কটাক্ষে তার বিদ্যুতের জ্বালা। পরাজয়ের এই গ্লানি সমস্ত স্তরের মানুষকে স্পর্শ করেছে। যারা এই

অপমানের জন্য দায়ী সেই প্রবঞ্চক সম্রাট আর তার অনুচরদের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষের কণ্ঠ সোচ্চারে ধিক্কার জানাতে লাগল।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৭০—স্বতঃস্ফূর্ত মিছিলে সারা শহর ছেয়ে গেল। বারংবার ধ্বনি উঠতে লাগল—সম্রাটতন্ত্র নিপাত যাক—প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক।

সামরিক প্রশাসনের আড়ালে সম্রাট-পক্ষীয়রাও সম্রাজ্ঞী ইউজিনকে ক্ষমতাসীন করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেই তৎপরতা ক্ষণিকের তরে মাত্র। অবিলম্বে সম্রাজ্ঞী ছদ্মবেশে ইংলণ্ডে পাড়ি দিলেন। এক বিক্ষুব্ধ জনপ্রবাহ রাজতন্ত্র ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

প্যালে বোঁর্বোর সামনে সৈন্যরা তখনো জনতাকে ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিল—কিন্তু ঘটনাস্থলে ন্যাশনাল গার্ডের আবির্ভাবের ফলে পরিস্থিতি একদম বদলে গেল। এডুইন-চাইল্ড চার্চ থেকে ফেরার সময়, প্যালে-দ্য-কঁকর্দ এর সামনে একদল ন্যাশনাল গার্ডকে দামামা বাজিয়ে নীরবে যেতে দেখেছিলেন। নিস্তব্ধতার বুক চিরে মাঝে মাঝে ধ্বনি উঠছে—প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক—সম্রাটতন্ত্র নিপাত যাক।

ন্যাশনাল গার্ডের সঙ্গে সঙ্গে চরমপন্থী নেতারাও আইনসভার হলঘরে ঢুকে পড়ল। জনতাও নেতাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল। শুরু হল প্রচণ্ড হট্টগোল, বিচক্ষণ জুলেফাভ্র্ সকলকে ওতেল-দ্য-ভিলের দিকে যেতে বললেন। সেখান থেকে আমরা নয়া সরকার ঘোষণা করব—তিনি জানালেন।

ওতেল-দ্য-ভিল, প্যারীর টাউন হল। এখান থেকেই ১৭৮৯ সালে প্যারীর প্রথম বিপ্লবী স্বায়ত্তশাসনের সরকার কায়েম হয়েছিল।

ইতিমধ্যে দেলেসক্লুজ, পিয়ে আর মিঙ্গিয়োর সবার আগে সেখানে পৌঁছে গেছেন, সরকার গঠনের কাজে তাঁরা অনেক দূর এগিয়ে গেছেন: অগ্নিস্রাবী বক্তা, নেতা আর উদ্‌ভ্রান্ত মানুষে ওতেল-দ্য-ভিল ভরে গেছে। এক-একটা কাগজের টুকরোয় নতুন সরকারের সদস্যদের নাম লিখে জানলা দিয়ে বাইরের অপেক্ষমাণ লোকদের কাছে ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে। বাতাসে কাগজ উড়ছে—লোকে ছুটে গিয়ে ধরেছে, জনপ্রিয় নেতার নাম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উল্লাস—ধরে নেওয়া হচ্ছে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিটি নির্বাচিত।

অস্থায়ী সরকার থেকে 'লাল' উগ্রপন্থীদের বাদ দেবায় একটা কায়দা জুলে ফাভ্র্ বার করলেন, তিনি প্রস্তাব করলেন, শুধু প্যারী থেকে নির্বাচিত আইনসভার সদস্যদের নিয়ে নতুন সরকার গঠন করা হোক। সেটাই গৃহীত হল। গঠিত হল জেনারেল ত্রোশুর নেতৃত্বে একটি আপৎকালীন অস্থায়ী সরকার।

এমন সময় ছুটতে ছুটতে এলেন রোশফোর, উদ্দাম একদল লোক নিয়ে গিয়ে

তাঁকে জেল থেকে মুক্ত করে এনেছেন। জয়োল্লাসে সবাই রোশফোরকে কাঁধে তুলে নাচতে লাগল। বিচক্ষণ ফাভ্‌র্‌ সঙ্গে সঙ্গে রোশফোরকেও অস্থায়ী সরকারে ঠাঁই দিলেন।

হায় ফ্রান্স! তোমায় কে বাঁচাবে?—লোকের জটলার মধ্যে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে বকলেন গঁকুর। সমবেত জনতার উদ্দেশে—বেশ নাটকীয় ভঙ্গীতে—গাম্‌বেত্তা ঘোষণা করলেন: আজ থেকে প্রজাতন্ত্র শুরু হল।

রাজার চির-বিশ্বস্ত মেরিমে, পানিৎঝিকে লিখলেন—সবকিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। রাজার বিশ্বস্ত অনুচরবৃন্দ ব্রাসেলসের দিকে পাড়ি দিল। হুগো ফিরছেন তখন সেখান থেকে। সেডানে বিধ্বস্ত বাহিনীর দলছুটদের পথে লক্ষ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে হুগো কেঁদে ফেললেন। এই দেখার চেয়ে আমার না ফেরাই ভাল ছিল—তিনি সঙ্গীকে বললেন।

তুইলেরি রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটকের গায়ে কে যেন লিখে রেখেছে—জনগণের সম্পত্তি। 'N' অক্ষরটা ছুরি আর বাটালি দিয়ে তুলে ফেলতে সবাই ব্যস্ত। বাজার বসে গেছে ভেতরে—একজন সৈনিক টুপি খুলে আহত সৈন্যদের জন্য চাঁদা চাইছে। এডুইন-চাইল্ড ৪ঠা সেপ্টেম্বরের বিকেল থেকে, সাধারণ লোক আর সৈন্যদের অবাধ মেলামেশা লক্ষ করছিলেন।

জুলিয়েৎ অ্যাডাম একজন উৎসাহী রিপাবলিকান। তাঁর চোখে আজ সবই চমৎকার। সম্রাট গেছে—আপদ বিদায় হয়েছে। এখন সব কিছু ঠিকঠাক চলবে।

একটা লাল ফেজ মাথায় দিয়ে একজন শ্রমিক একটানা তিন ঘণ্টা লা-মার্সাই গাইল। রোদে ঝলমল করছে চারদিক—ফোয়ারার জলে শেষ সূর্যালোকের ঝিকিমিকি। অঁভালিদের প্রাসাদের চূড়ায় সূর্যাস্তের রক্তিমাভা, জুলিয়েৎ অ্যাডামের চোখে আজ সবই সুন্দর।

কবি পল ভের্‌লেনের নবপরিণীতা ষোড়শী বধূরও মত তাই। স্বামীকে জিজ্ঞেস করল নববধূ: এখন থেকে সবই ঠিকভাবে চলবে—তাই নয়? তার মনে ১৭৯২ সালের উত্তাল দিনগুলির অনুরণন।

প্রুশীয়রা এবার প্যারী আক্রমণ করতে সাহস করবে না। একজন শ্রমিকের মুখে মাদাম ভের্‌লেনের কথার প্রতিধ্বনি। আমাদের সঙ্গে প্রুশীয়দের কী বিবাদ থাকতে পারে? আমরা তো সেই পাজি বোনাপার্টকে বিদায় করেছি।

উন্মত্ত আনন্দস্রোতে ভাসমান প্যারীর মানুষ জানতে পারল না যে—প্রুশিয়ার তৈলনিষিক্ত সুনিপুণ সমর-যন্ত্র প্যারীর বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সক্রিয়। জার্মান সৈন্যেরা প্যারীর ফটকের দিকে এগিয়ে আসছে—অনবরত এগিয়ে আসছে।

ধরা পড়ল। তিনি বলছেন, আমি অবাক হয়ে দেখছি, এই গরিব গার্ডরা কত নিষ্ঠাবান। তারা সত্যি সত্যি দেশের জন্য লড়তে চায়। অপরদিকে প্যারীর বিলাস-অঞ্চলের গার্ডদের পোশাকের বাহার, হালকা চালে চলাফেরা—নিষ্ঠার বড় অভাব।

'লাল' ব্যাটেলিয়ানে অফিসার নির্বাচনের রেওয়াজ। বাওলেজের সঙ্গে ক্লাবে একজন কাপ্তেনের দেখা হয়েছিল। কাপ্তেন ক্কোভের সঙ্গে বলেছিলেন, কী মুশকিল দেখুন তো—আমার বাড়ির চৌকিদার আমার সার্জেণ্ট—খেতে যাওয়ার সময় তাকে বলে যেতে হয়।

ল্যাবুশিয়ারের গাড়ির কোচোয়ানের ভাষায়: এদের হাতে বন্দুক দেওয়াও যা উলঙ্গ আদিবাসীদের হাতে ঘড়ি তুলে দেওয়াও তা।

শ্রমিক মহল্লার গার্ডদের হাতে বন্দুক—এটা অনেকেরই পক্ষে অস্বস্তি-দায়ক। প্রসপার মেরিমে বলছেন: 'প্যারী শান্ত—কিন্তু শ্রমিকদের হাতে অস্ত্র—তার মানে আর একটা প্রুশীয় বাহিনী আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। বুর্জোয়াদের অস্বস্তির খবর মার্কসও রাখতেন, তিনি বন্ধু কুগ্যালম্যানকে লেখেন: যুদ্ধ থেমে যাবে একদিন—কিন্তু যুদ্ধের দৌলতে ফরাসী প্রলেতারিয়েত যে হাতিয়ার ধরতে শিখল—সেটা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

গার্ডরা পানশালায় বেশির ভাগ অবসর সময় কাটিয়ে দিত। এত তেজী মদ সরকার-বিরোধিতাকে আরও উশকে দেবে না কি? গঁকুরের এটাই প্রধান ভাবনা। মদ ছাড়া 'লাল' ক্লাবে বসে জ্বালাময়ী ভাষণ শোনা প্রোলেতারীয় গার্ডদের আর-একটি ব্যসন। মঁমাত্রের ক্লাবের উদ্বোধনী সভা দেখে গঁকুরের মন্তব্য: কিভাবে এই লোকেরা নিজেদের সব বুদ্ধি বিবেচনা বিসর্জন দিয়ে শুধু ছাপার অক্ষর আর মুখের কথায় বিশ্বাস করে।

১৮৭০, ১৫ই সেপ্টেম্বর কুড়িটা মহল্লার প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হল ন্যাশনাল গার্ডের কেন্দ্রীয় কমিটি। তারা দাবি জানাল—পৌর নির্বাচন, সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতা, পৌরসভার হাতে ছেড়ে দিতে হবে ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশের নিয়ন্ত্রণভার।

এক সপ্তাহ পর, কেন্দ্রীয় কমিটি আরো দাবি জানাল: (১) শত্রুর কাছে কোন জায়গা ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করা চলবে না। (২) আত্মসমর্পণ করার চেয়ে গোটা শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হোক।

বামপন্থী শক্তির প্রধান উৎস ন্যাশনাল গার্ড।

১৩

শ্রমিকশ্রেণীর নেতারা তখনো ক্ষমতা দখলের কথা ভাবছিলেন না, দেশরক্ষাই তাঁদের প্রধান চিন্তা। এক ইশতাহারের মাধ্যমে ব্লাঙ্কি ঘোষণা করলেন:

"শত্রুর সামনে আর দলাদলি নয়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর যে সরকার গঠিত হয়েছে সেই সরকার বলেছেন তাঁরা দেশকে বাঁচাবেন। তাঁরা বলেছেন প্রজাতন্ত্র গড়ে তুলবেন। এই যথেষ্ট, জাতিকে বাঁচাবার জন্য সমস্ত বিরোধ আপাতত ভুলে গিয়ে সবাই এগিয়ে আসুন।"

কিন্তু প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আর প্রতিরোধের প্রশ্ন—দুই শ্রেণীর চোখে এক নয়। বিত্তবানরা নিরুপায়—অপমানিত ফাভ্‌র্ দুই শ্রেণীকে সাময়িক ভাবে একই জায়গায় এনে ফেলেছে। বিসমার্কের সীমাহীন দম্ভ শ্রমিক আর বুর্জোয়াদের মধ্যে সাময়িক আপোস রচনা করেছে মাত্র। বিত্তবানদের দৃষ্টিতে এই যুদ্ধ—আরো সম্পত্তি ক্ষয়। শ্রমিকদের আছে কী যে—ক্ষয় হবে?

অবরুদ্ধ শহরে বিত্তবান আর শ্রমিকদের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ ধীরে ধীরে ধূমায়িত। বামপন্থী শিবিরে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সোস্যালিষ্ট চিন্তাধারা ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করছে। বুর্জোয়াদের দোদুল্যমানতা, লড়াইয়ে গড়িমসিভাব দেশপ্রেমিক ফরাসীদের ক্রমশ বামপন্থী শিবিরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

দেলেসক্লুজ ঘোষণা করলেন, ১৮৭০ সনের ফরাসীরা প্রাচীন গল জাতির সন্তান। যুদ্ধ তাদের কাছে ছুটির দিনের আনন্দ। ব্লাঙ্কি ঘোষণা করলেন, জনগণ মৃত্যুপণ করে যুদ্ধ করছে—প্যারীর স্বাধীনতা যে-কোন মূল্যে রক্ষা করতে হবে।

কিন্তু ত্রোশুর সরকার আন্তরিকভাবে প্যারীকে অবরোধমুক্ত করার চেষ্টা করছে না।

৫ই অক্টোবর ফ্লুঁর্‌াঁ দশ হাজার গার্ডের একটা মিছিল নিয়ে এলেন টাউন হলে। আরও জোরালো কিছু করার দাবি জানালেন ফ্লুঁর্‌াঁ। ব্যাণ্ডে বেশ সতেজে লা-মার্সাই-এর সুর বাজানো হল।

মিছিলের দাবি ছিল দুটি—এক্ষুনি পালটা আক্রমণের ব্যবস্থা করা হোক আর মান্ধাতা আমলের বন্দুকের পরিবর্তে আধুনিক 'চেশপট' রাইফেল দেওয়া হোক গার্ডদের।

ফ্লুঁর্‌াঁকে ত্রোশু বললেন: আমি তোমার বাবার বয়সী—তোমার জায়গা এখানে নয়—যাও দুর্গ-প্রাকারের কাছে। ফ্লুঁর্‌াঁ বুঝলেন, এখনো দাবি আদায় করার মতো শক্তি সংগ্রহ করা হয় নি।

তিন দিন পর আরও সরব মিছিল চলল টাউন হলের দিকে। এবারের নেতা স্যাপিয়া ও ইউজিন ভারল্যাঁ, ১৩৯ নং ব্যাটেলিয়ানের কম্যাণ্ডার আর আন্তর্জাতিকের ফরাসী শাখার নেতা। এবারের মিছিলের মেজাজ আগেরটার চেয়ে বেশি চড়া। ত্রোশু আগে থাকতেই তৈরি ছিলেন—অনুগত বুর্জোয়া ব্যাটেলিয়ান এনে তিনি জড়ো করেছিলেন। ১৮৭০ সালের ৮ই অক্টোবর, দুই বিরুদ্ধ শ্রেণীর সশস্ত্র মানুষেরা পরস্পর মুখোমুখি—চোখের আগুনে একে অপরকে পোড়াচ্ছে। ভবিষ্যতের সংকেত।

ভবিষ্যৎ-বক্তার মতো ব্লাঙ্কি লিখলেন···এরপর জার্মান ভালমানুষের ছেলেরা ওত পেতে থাকবে সে দিনটির জন্যে—যেদিন আমাদের ময়দা আর গবাদিপশুর সঞ্চয় ফুরিয়ে যাবে। তখন এই সরকার গলা ফুলিয়ে বলবে—প্যারী বেশ বীরত্বের সঙ্গে লড়েছে—এখন আমাদের লড়াই থামাবার কথা চিন্তা করতে হবে।

ফ্লুঁর্যাঁ রোশফোরকে বললেন, আর তোমার বিশ্বাসঘাতকদের দলে থাকা উচিত নয়। স্যাপিয়াকে মাজা জেলখানায় ধরে রাখা হল। ত্রোশু ঠিক করেছিলেন স্যাপিয়ার কোর্টমার্শাল করা হবে। তিনি আরও চেয়েছিলেন ফ্লুঁর্যাঁ আর ব্লাঙ্কিকে গ্রেপ্তার করা হোক। কিন্তু পুলিশের বড়কর্তা আর বেশিদূর অগ্রসর হতে চান নি। তাঁর কোন লোকের বেলভিলে গিয়ে ওদের গ্রেপ্তার করার করার সাহস হবে না।

এই দুটি ঘটনা দেখে ল্যাবুশিয়ার বিষণ্ণচিত্তে মন্তব্য করলেন: এই দুটি প্রধান শক্তির সংঘাত ঘটলে—কী যে হবে তা বলা মুশকিল। অথচ দু দলই অবরোধের মধ্যে বন্দী।

১৪

সরকারের ধারণা ছিল, একমাসের বেশি অবরোধ চলতে পারে না। ইতিমধ্যে কিছু একটা ঘটবে—হয়, ফ্রান্সের অন্য অঞ্চল প্যারীকে মুক্ত করতে এগিয়ে আসবে—নয়, অন্য বৈদেশিক শক্তির হস্তক্ষেপের ফলে প্যারীর অবরোধের অবসান ঘটবে। সরকারের ধারণায়, আশি দিনের মতো খাদ্য আর জ্বালানি প্যারীতে মজুত রয়েছে। যদিও সঠিকভাবে কেউ জানত না কতজন লোককে কতদিন ধরে খাওয়াতে হবে। এটা নিশ্চয় করে কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি প্রুশীয়রা চার মাস ধরে প্যারী শহরকে অবরোধ করে বসে থাকবে।

খাদ্যদ্রব্যের দর যদিও বেঁধে দেওয়া হয়েছিল—আধুনিক রেশনিং ব্যবস্থার সঙ্গে কোন পরিচয় না থাকার জন্য—অনিবার্যভাবেই খাদ্য নিয়ে বিশৃঙ্খলা দুর্নীতি সবই চলেছিল। একটি গানের মধ্যে এই ছবিটা ফুটে ওঠে:

কত যে হিংস্র মানুষ আছে।
রক্ত গরম হয়ে ওঠে, ব্যবসায়ীরা
রক্ত শোষে গরিব লোকের,
পচা বাঁধাকপির দাম তুলেছে ৬ ফ্রাঁ ১০ স্যু।

মূল ফরাসী থেকে অবন্তীকুমার সান্যালের অনুবাদ)।

ন্যাশন্যাল গার্ডের দৈনিক বেতন ছিল ১'৫০ ফ্রাঁ, আর দাম উঠেছিল প্রতি কিলো চিজ ৬০ ফ্রাঁ, চর্বি ৪৪ ফ্রাঁ, ১টি ডিমের দাম ২-৭৫ ফ্রাঁ, ১টি শালগম ১'৫০ ফ্রাঁ।

এরকম যে হবে—এটা ব্লাঙ্কি গোড়া থেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং ১৪ই সেপ্টেম্বর ন্যাশন্যাল গার্ডের কেন্দ্রীয় কমিটি সরকারকে সমস্ত খাদ্যশস্য বাজেয়াপ্ত করে সমহারে বণ্টনের প্রস্তাব করেছিলেন।

'ডেইলি নিউজ' কাগজের বিশেষ প্রতিনিধি ল্যাবুশিয়ার বেশ সরলভাবেই কাগজে লিখলেন: আমার মনে হয় অবরোধ যদি আরও দীর্ঘস্থায়ী হয়—তাহলে কুকুর-বেড়ালরা ভয় পাবে। তিনি কি জানতেন তখন—তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী শিগগিরই ফলবে, মানুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য কুকুর-বেড়ালরা দৌড়ে পালাবে!

বিদেশী দূতাবাসের লোকজন এবং অন্যান্য বিদেশীদের অধিকাংশই শহর ছেড়ে চলে গেল। আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ওয়াশবার্ন রয়ে গেলেন। তা ছাড়া, বিনা কারণে শহর ত্যাগ নিষিদ্ধ ছিল।

'ডেইলি নিউজ' কাগজে এই আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনটি ছাপা হয়েছিল:

"যেসব ইংরেজ ভদ্রলোক অবরুদ্ধ শহরের টাটকা অভিজ্ঞতা পেতে চান—তাঁদের জন্য আরামদায়ক বাসস্থান ভাড়া দেওয়া হবে। গোলার আঘাতে কিছু হবে না, এ রকমের বাড়ি। যাঁরা সহজেই ঘাবড়ে যান—তাঁদের জন্য বাড়ির নীচে আশ্রয়স্থলেরও ভাল ব্যবস্থা রয়েছে।"

অতএব প্যারীর নিয়মিত অধিবাসী, পেশাদার সৈনিক, ন্যাশনাল গার্ড, বিদেশী—সবাই মিলে মোট কুড়ি লক্ষ লোকের দৈনিক খাবারের বন্দোবস্ত সরকারকে করতে হত। সরকারের হিসেবে ছিল পনেরো লক্ষ লোকের খাবার।

মাঝে মাঝে 'জার্মান গুপ্তচর' ধরা পড়ার সংবাদ অবরুদ্ধ শহরবাসীর একঘেয়ে জীবনে বিচিত্রের স্বাদ বয়ে আনত। শুধু বিদেশী কেন—যাদের পোশাকে আর উচ্চারণে একটু অস্বাভাবিকত্ব রয়েছে, তাদের বেশ মুশকিলে পড়তে হত। এ. এম. পত্তি ইংলণ্ডে তাঁর বন্ধুকে লিখলেন—আমাদের চারপাশে গুপ্তচর গিজগিজ করছে। 'মর্নিং পোস্টে'র করিৎকর্মা সাংবাদিক টমি বাওলেজকেও গুপ্তচর সন্দেহে ধরা হয়েছিল। বিদেশীদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। এক ইংরেজ ভদ্রলোক কাগজে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলেন: শ্রীযুক্ত ক্রুমেল প্রাশিয়াবাসী নন—তিনি চেলশিয়াতে জন্মেছেন। অবশেষে বিদেশীদের জন্যে বিশেষ পাসপোর্টের বন্দোবস্ত হল। অবরোধের শেষে একজন ইংরেজ ডাক্তার জানালেন—তিনি অন্তত বিয়াল্লিশ বার গ্রেপ্তার হয়েছেন।

প্যারীর লোকদের এটা কিছুতেই বিশ্বাস হত না যে পৃথিবীর বিস্ময় ইউরোপের রানী প্যারী শহরের পতন ঘটতে পারে। এটা কি একটা সাধারণ দুর্গ?

সত্তর বছরের বৃদ্ধ হুগো প্যারীতে ফিরে আর একদিনও বিশ্রাম করেন নি—সৈন্যদের টুপি সব সময় তাঁর মাথায়।

৯ই সেপ্টেম্বর তিনি প্রুশীয়দের উদ্দেশে লিখলেন :

ইউরোপের প্রাণের স্পন্দন একমাত্র প্যারীতেই শোনা যায়। সব শহরের সেরা শহর প্যারী। যেমন একদা ছিল রোম, একদা ছিল এথেন্স, তেমনি আজকের প্যারী। উনিশ শতকে বসে কি এই ভয়াবহ সর্বনাশ দেখতে হবে যে একটা জাতি সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে এই শহরকে মুছে দিতে চায়! জার্মানরা প্যারীকে মুছে দিয়েছে—এই দৃশ্য কি দুনিয়ার মানুষকে তোমরা দেখাতে চাও? যতই অসুবিধা হোক না কেন—যত বাধা আসুক না কেন—প্যারী জিতবে। ইতিহাসের বিধানকে বৃথাই তোমরা বদলাতে চেষ্টা করছ। পৃথিবীর মানুষ তোমাদের কাজে খুবই অসন্তুষ্ট।

হুগোর আবেদন বৃথাই গেল। তখন তিনি নিজের দেশের মানুষের উদ্দেশে কলম ধরলেন :

শহরের রাস্তা শত্রুকে গ্রাস করুক, আগুনের হলকা নিয়ে শহরের সব বাতায়ন খুলে যাক। কবরখানার মৃতেরা চেঁচিয়ে উঠুক—স্বৈরতন্ত্রের দ্বারা স্বাধীনতা আক্রান্ত। জার্মানি ফ্রান্সকে আক্রমণ করেছে।

লিয়ঁ, বন্দুক তোলো—বোঁর্দো, তুমিও পেছিয়ে থেকো না—তোমার কার্বাইন কোথায়? রুয়ঁ, এক্ষুনি তলোয়ার বার করো। মার্সাই, তোমার গান তুমি শোনাও। ভয়ংকরভাবে গাও তোমার গান।

প্যারীকে মুক্ত করার জন্য হুগো গোটা ফ্রান্সকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানালেন। অবরুদ্ধ প্যারীর মুক্তির জন্য দরকার বাইরে থেকে প্রুশীয় বাহিনীর উপর পালটা আক্রমণ। প্যারীর বাইরে ফ্রান্সের অন্যান্য জেলার সশস্ত্র বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ করে পালটা আক্রমণ সংগঠিত করা এই মুহূর্তের সবচেয়ে জরুরি কাজ। সুতরাং দরকার, প্যারীর বাইরে একজন দায়িত্বশীল নেতাকে পাঠানো যিনি হবেন প্যারীর মুখপাত্র। প্যারীর নির্দেশ বাকি ফ্রান্স চিরকাল মেনে এসেছে।

১১ই সেপ্টেম্বর অনেক ভাবনা-চিন্তার পর চুয়াত্তর বছর বয়স্ক ক্রামুকে প্যারীর বাইরে পাঠানো হল। কিন্তু কোন সামরিক তৎপরতা এক চুয়াত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধের কাছে প্রত্যাশিত নয়। সুতরাং দরকার আরও একজনকে বাইরে পাঠানো। কিন্তু ১১ই সেপ্টেম্বর যা সহজে সম্ভব হয়েছিল—২৩শে সেপ্টেম্বর তা আর সম্ভব নয়। আকাশপথে বাইরে যাওয়া ছাড়া এখন আর গত্যন্তর নেই। প্যারী সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ।

অপ্রত্যাশিতভাবে এর সমাধান খুঁজে পাওয়া গেল। ১৮৬৭ সালের রাজকীয় প্রদর্শনীতে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দেবার জন্য কতকগুলি বেলুন ওড়ানো হয়েছিল। তারই একটা অব্যবহার্য আর জীর্ণ অবস্থায় খুঁজে পাওয়া

গেল। বেলুনটির নাম 'নেপচুন'—তাকে তালি মেরে সারিয়ে নিয়ে ব্যবহার-যোগ্য করা হল। নেপচুনের আরোহী হলেন গাম্বেত্তা। সকলে মিলে গাম্বেত্তার আকাশপথে যাত্রাকে সহর্ষে অভিনন্দিত করলেন। ত্রোশু গাম্বেত্তাকে সাহসের জন্য উচ্চ প্রশংসা করলেন—তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এতটুকুও বিচলিত না হয়ে আকাশপথে প্যারীর বাইরে যাওয়ার প্রস্তাবে সায় দেন। তা ছাড়া, প্যারীর বাইরের প্রতি-আক্রমণ সংগঠিত করার দায়িত্ব একমাত্র গাম্বেত্তাই নিতে পারেন।

১৫

নিক্রিয়তার মধ্য দিয়ে সেপ্টেম্বর মাস কেটে গেল, অবসাদ—এখন শুধু অবসাদ। এডুইন চাইল্ড লিখছেন, রাস্তাঘাট ঠাণ্ডা, একগাদা খবরের কাগজ পড়তে না পারলে সময় আর কাটতে চায় না। ফরাসীদের সবচেয়ে খারাপ অসুখ এই অবসাদ—যার নাম 'আনুই'।

থিয়েটার, কাফে—সব রাত দশটার পর বন্ধ। ল্যাবুশিয়ার জানাচ্ছেন—মনে হয় যেন কোন মফঃস্বল শহরে বাস করছি। গঁকুর লিখছেন : শুধু নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকা—আবোল তাবোল চিন্তা করা। বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন জীবন। যুদ্ধের হতাশাব্যঞ্জক খবর ছাড়া আর কোন খবর নেই পড়ার মতো। অক্টোবরের গোড়ায় যখন রুয়ঁ শহরের একটা বাসি পত্রিকা কোনরকমে প্যারীতে এল—সেটাকে আবার ছাপিয়ে সবাই গোগ্রাসে গিলতে লাগল।

এমন সময় আর-এক বিপর্যয়ের সংবাদ। সকলের ভরসা ছিল বেঝাইন অন্তত জার্মান অবরোধ ভেদ করে প্যারীর দিকে ছুটে আসবে। বেঝাইনের আপাত নিক্রিয়তা সত্ত্বেও অনেকের ধারণা ছিল—নিশ্চয় রণনীতিবিশারদ কোন একটা মতলব ঠিক বার করবে। হায় বেঝাইন, তুমি তো শুধু আলজিরিয়ার নেটিভদের তাড়া করে মার্শাল হয়েছে।

'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে'র সংবাদদাতা রবিনসন, বিখ্যাত সেনাপতিটিকে দিনের বেলা বসে বসে সিগারেট ধ্বংস করা আর রাত্রিতে বিলিয়ার্ড খেলা ছাড়া আর কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে দেখেন নি।

না, বেঝাইনের কোন প্ল্যান নেই। ২৯শে অক্টোবর, ফ্রান্সের শেষ ভরসা বেঝাইন আর তাঁর সেনাবাহিনী একটানা অনশনের কবলে পড়ে প্রাশিয়ার যুবরাজ ফ্রেডারিক চার্লসের বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করল। ৬ হাজার অফিসার সহ ১ লক্ষ ৭৩ হাজার সৈন্য অনাহারে ক্লিষ্ট, হতাশাছন্ন, আর মাতাল—এই অবস্থায় আত্মসমর্পণ করল। মেয়েরা অশ্বারূঢ় বেঝাইনকে থুতুতে ভিজিয়ে দিল।

মেৎসের পতন—প্যারীর ভাগ্যের কফিনের ডালায় আর-একটি পেরেক—আরো জোরালো, মেৎসের পতনের অর্থ ফ্রেডারিক চার্লসের নেতৃত্বাধীন জার্মানির দ্বিতীয় বাহিনী এসে প্যারীর চারপাশের অবরোধকে আরো দৃঢ় করে তুলল।

রোশফোর সরকার থেকে পদত্যাগ করলেন, ৩১শে অক্টোবর—নানা গুজবে প্যারীর বাতাস ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছে। সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হল এক বড় রকমের বিপর্যয় ঘটে গেছে।

আরো শোনা গেল—তিয়ের কূটনৈতিক পরিক্রমা সেরে ফিরে এসেছেন—আলশাস এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে সন্ধি করার জন্য সরকারের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে। ১৮ নং মহল্লার মেয়র ক্লেমাণ্ড একটা পোস্টারের মাধ্যমে ঘোষণা করলেন—তাঁর মহল্লার অধিবাসীদের মতে এ-হেন প্রস্তাব মেনে নিয়ে সরকার যদি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন তাকে দেশদ্রোহিতা বলে গণ্য করা হবে।

৩১শে অক্টোবর সোমবার বিকেলে শুরু হল বিক্ষোভের ঝড়। বেঝাইনের কাপুরুষতার বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ—অস্থায়ী সরকারের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ। অবরুদ্ধ প্যারীর জমাট ক্রোধ এদিন ফেটে পড়ল। টমি বাউলেজ আগের দিনই রাস্তাঘাটে লোকজনের মধ্যে এক অস্বাভাবিক চনমনে ভাব লক্ষ করেছিলেন। বড় রকমের এক ঝামেলা ঘটতে পারে বলে তাঁর মনে হয়েছিল। অন্য ব্রিটিশ সাংবাদিকরাও তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে একমত, পুলিশের বড়কর্তা এডমণ্ড এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রী পিকারকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন কিন্তু ত্রোশু নিজের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে নি:সন্দেহ। আমিই শান্তিরক্ষার দায়িত্ব নিচ্ছি—ত্রোশু জানালেন।

৩১শে অক্টোবর সোমবার সকাল থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, এডমণ্ডের সন্দেহ অমূলক নয়। ফেলিক্স হোয়াইট হার্স্ট বাইরে দামামার শব্দ শুনে—পানীয়ের গ্লাস হাতে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ছয় সপ্তাহ ধরেই তিনি এসবে অভ্যস্ত। কিন্তু আজ যেন বাদ্য-ভাণ্ড খুবই তুমুলভাবে বাজছে। চারধার থেকে ন্যাশনাল গার্ডের লোকেরা ওতেল-দ্য-ভিলের দিকে ছুটে চলেছে।

শোনা গেল, ন্যাশনাল গার্ডের শ্রমিক ব্যাটেলিয়ান ব্লাঙ্কি ও ফ্লুঁরাঁর নেতৃত্বে টাউন হল দখল করেছে।

গঁকুরও রু-দ্য-রিভলীর রাস্তা ধরে টাউন হলের দিকে যেতে যেতে আসন্ন ঝড়ের আভাস পাচ্ছিলেন। গঁকুর লিখছেন: রাস্তায় লোক গিজগিজ করছে—অনেকের মাথায় ছাতা। টাউন হলের দিকে যতই যাচ্ছি—ততই লোকের ভিড় বাড়ছে। বাড়ির দরজায় দরজায় কেয়ারটেকাররা দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে কথা বলছে—সঙ্গে তাদের স্ত্রীরাও রয়েছে। অথচ তাদের এখন দোতলার ঘরগুলো ঝাড়পোঁছ করার কথা।

টাউন হলের সামনে এক জনসমুদ্র সৃষ্টি হয়েছে। গঁকুর দেখলেন, এক-একজন গার্ড মাঝে মাঝে ভিড় ঠেলে হলের মধ্যে যাচ্ছে আর বেরিয়ে আসছে। শূন্যে রাইফেল উঁচিয়ে ধরে মাঝে মাঝে তারা স্লোগান দিচ্ছে—কমিউন দীর্ঘজীবী হোক। রেলিংয়ের উপর পা ঝুলিয়ে বসে কয়েকজন মজুর—তাঁরাই ৪ঠা সেপ্টেম্বরের অভ্যুত্থানে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। একজন ভদ্রলোক একটা লিস্ট থেকে তাঁদের কতকগুলি নাম পড়ে শোনাচ্ছিলেন। তেলচিটচিটে নোটবুকের পাতায় মজুররা নাম লিখে নিচ্ছিলেন। ব্লাঙ্কি, ফ্লুঁরাঁ, লেদ্রু রোলিন—এই নামগুলি শোনা গেল। যাক, তাহলে সব ঠিক ঠিক ঘটছে—একজন মজুরের মন্তব্য শোনা গেল। বাকী সবাই মাথা নেড়ে সায় দিল।

পথে গঁকুর আরও শুনতে পেল—কয়েকজন নারী, সব বিষয় সম্পত্তি ভাগ-বাঁটওয়ারা করে নেওয়ার কথা নিবিষ্ট মনে আলোচনা করছে। গঁকুরের মনে হল—বিশেষ করে টাউন হলের রেলিংয়ে বসে-থাকা মজুরদের পা-দোলানি দেখে—সরকারের পতন ঘটেছে—কমিউন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গঁকুরের আফশোসের শেষ নেই। তাহলে সব শেষ। ফ্রান্স বলে আর কিছু রইল না।……গৃহযুদ্ধ অনশন বোমাবর্ষণ—এই কি আমাদের বিধিলিপি?

বিকেলবেলা বেড়াতে বেরিয়ে ওয়াশবার্নও কী ঘটছে দেখার জন্য এলেন—তাঁর ধারণা হল বিপ্লব ঘটে গেছে—'লালরা' ক্ষমতায় এসে গেছে।

হায়—কোথায় বিপ্লব! বৃষ্টি জোরে শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্লুঁরাঁর লোকজন চারধারে ছিটকে ছড়িয়ে পড়েছে। অন্যদের অসতর্কতার সুযোগে পিকার হল থেকে বাইরে বেরিয়ে দ্যুক্রোর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। বুর্জোয়াদের সবচেয়ে কর্মক্ষম আর আস্থাভাজন সেনাবাহিনী তখন 'Port Maillot'-এ দ্যুক্রোর নেতৃত্বে অবস্থান করছে, বাহিনী নিয়ে দ্যুক্রো দ্রুত ঘটনাস্থলে হাজির। দ্যুক্রোর অনেক দিনের বাসনা—কামান দেগে 'লাল'-দের শেষ করে দেওয়া। দ্যুক্রোর এই বাসনা ত্রোশু পূরণ করতে দিলেন না।

শেষ পর্যন্ত ডোরিয়ান ও দেলেস্‌ক্লুজের মধ্যস্থতায় ঠিক হল বিক্ষোভকারীরা শান্তিপূর্ণভাবে টাউন হল ছেড়ে চলে যাবে। সরকার অবিলম্বে নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে। সরকারের উপর চড়াও হবার জন্যে বিক্ষোভকারীদের উপর কোন প্রতিহিংসা নেওয়া চলবে না।

টাউন হল থেকে ছাড়া পেয়ে রাত তিনটের পুলিশের বড় কর্তা ক্লাস্ত এডমণ্ড ঘরে ফিরে এলেন। পরের দিন ভোরে ওয়াশবার্ন ডায়েরিতে লিখছেন: কী শহর! এই বিপ্লব—আবার সব চুপচাপ। একটাও হতাহতের ঘটনা নেই—অথচ এত বড় অভ্যুত্থান।

এডমণ্ড অ্যাডাম পদত্যাগ করলেন। নতুন প্রিফেক্ট ক্রেসন বিদ্রোহীদের প্রধান পাণ্ডাদের গ্রেপ্তার করতে এতটুকু দেরি করলেন না। ব্লাঙ্কি,

মিলিয়েরী, ভার্মোরেল, ইউদ—সবাই মাজা জেলে বন্দী। একমাসের মধ্যে পলায়নে পটু পিয়ে এবং ফ্লুঁরাঁ ধরা পড়লেন। ন্যাশনাল গার্ডের ষোলজন ব্যাটেলিয়ান কম্যাণ্ডারকে বরখাস্ত করা হল—তাদের মধ্যে রয়েছেন কার্ল মার্কসের ভাবী জামাতা লোঁগে।

১৬

'লাল' নেতারা জেলে। ত্রোশুর যুদ্ধ করার সবচেয়ে বড় বাধা—শহরের মধ্যে বিপ্লবের সম্ভাবনা—এখন অপসৃত। নভেম্বর মাস এসে গেল—অবরোধের মেয়াদ দু মাস উত্তীর্ণ হতে চলল। বিদেশী সাংবাদিকদের চোখে শহরবাসীর মনোবলের বেশ ঘাটতি ধরা পড়ছে। ল্যাবুশিয়ের ৬ই নভেম্বর খবর দিচ্ছেন—অবরোধের পর এত সর্বাত্মক হতাশা আমার চোখে আর পড়েনি। হতাশা সামরিক বাহিনীতে আরো বেশি। ১২ নভেম্বর ওয়াশবার্ন ডায়েরিতে লিখলেন: ডায়েরি লেখা বন্ধই করে দিতে হবে দেখছি। একেবারে কিছুই নেই লেখার মতো।

প্যারীর লোকজন কিছুদিন একজন হফ্‌ম্যানের গল্প নিয়ে মেতে উঠল। সেই সার্জেণ্ট হফ্‌ম্যান একাই রাত্রির অন্ধকারে জার্মান সান্ত্রীদের গলা কেটে চলে আসে। সে নাকি ইতিমধ্যে সাতাশজন জার্মান সান্ত্রীকে হত্যা করেছে। কিন্তু হফ্‌ম্যানও বেশিদিন প্যারীবাসীদের মাতিয়ে রাখতে পারল না। ধীরে ধীরে জীবনের রূঢ় বাস্তবতা মাথা চাড়া দিতে লাগল।

১২ই নভেম্বর ওয়াশবার্ন লিখছেন: দুঃখকষ্ট বাড়ছে। টমি বাউলেজের লেখাতেও তার প্রতিধ্বনি। সেন নদীতে জেলেদের জালে আর মাছ উঠছে না। দুধও ফুরিয়ে গেছে।

ওয়াশবার্ন ১৬ নভেম্বর লিখলেন: তাজা মাংস নেই। লোকেরা কুকুর-বেড়াল-ইঁদুর—যা জুটছে তাই খাচ্ছে। গ্যাস নিভু-নিভু।

আরো দুঃসংবাদ। বসন্ত রোগ মহামারীর আকার নিয়েছে। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রায় পাঁচশ জন মারা গিয়েছে।

তবুও কেউ কেউ বিশ্বাস করে ত্রোশু চুপচাপ বসে নেই—তাঁর নিশ্চয় একটা মতলব আছে। প্যারীর অবরোধ মোচনের জন্য ত্রোশু কিছু করার আগে হঠাৎ প্যারীর বাইরে একটা বড় ঘটনা ঘটে গেল। গাম্‌বেত্তার সৈন্যদল অর্লিয়ান্সের কাছে জার্মান বাহিনীর একটা দুর্বল জায়গায় আচমকা আক্রমণ করে ব্যাভেরিয়ানদের পরাজিত করেছে। অর্লিয়ান্স জার্মান কবলমুক্ত। ১৪ই নভেম্বর একজন কৃষক জার্মান লাইন গোপনে পার হয়ে প্যারীতে এই খবরটা পৌঁছে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কী উন্মাদনা, হতাশার খাদের

জলদেশ থেকে একলাফে সবাই আবার তুঙ্গে। উল্লাসের ঘোরে গোটা শহর থরথর করে কাঁপছে। একে অপরকে আনন্দে চুমু খাচ্ছে। 'লা-ফিগারো' কাগজের পাতায় লেখা হল—ভগবানের হাত সক্রিয়—না হলে এরকম ঘটতে পারে না।

সুতরাং ত্রোশুর পক্ষে কিছু না করার আর কোন যুক্তি নেই। ১৮ই নভেম্বর গাম্বেতার বার্তা এল—দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে অলিয়ান্সের দিকে যেন অভিযান শুরু করা হয়। দুক্রো আর ত্রোশুর গোড়ার পরিকল্পনা ছিল —মার্নে ও সেন নদীর মাঝখান বরাবর দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ করে জার্মান ব্যূহ ভেদ করা। গাম্বেতার এই বার্তার ফলে সমস্ত আয়োজন আবার নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। প্যারীর রাস্তা দিয়ে চারশ কামান এবং আশি হাজার লোক—সমস্ত সাজসরঞ্জাম সহ শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে আসতে হবে এবং এটা খুব গোপনে করাও যাবে না। এত লোকলস্করের চলাফেরা-সাজসরঞ্জামের টানাটানি—জার্মানদের চোখে অন্তত ধুলো দিয়ে এসব করা সম্ভব নয়। যদিও ত্রোশু খুব জোর গলায় বলেছিলেন —পাঁচ জন অফিসারের বেশি আর কেউ এই পরিকল্পনাটা জানত না। অন্তত ব্রিটিশ প্রেসের কাছে এই পরিকল্পনাটা অজানা ছিল না। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে গঁকুরদের আড্ডায় তুমুল হাসির রোলের মধ্যে একজন বলেছিল : শুনছ সবাই—ত্রোশু নাকি পনের দিনের মধ্যে প্যারীর অবরোধ-মুক্তি ঘটাবে।

প্রাশিয়ার যুবরাজ ডায়েরিতে লিখলেন : একজন বন্দীর মুখে শুনতে পাওয়া গেছে—ভার্সাই আর সাঁদানির উপর একটা বড় রকমের পালটা আক্রমণ আসছে—উদ্দেশ্য রুয়ঁ থেকে সরবরাহের কনভয় শহরে আনা।

অতএব মার্নে নদীর কাছে অবস্থানকারী জার্মান সেনাপতির কাছে জরুরী বার্তা এসে পৌঁছাল এবং সেখানকার রক্ষাব্যবস্থা আরো জোরদার করা হল।

২৯শে নভেম্বর দিনটি আক্রমণের জন্য নির্ধারিত হল। ২৪শে নভেম্বর গাম্বেতার কাছে বেলুনের মাধ্যমে সংকেত পাঠানো হল—কিন্তু সেই বেলুন অবশেষে পৌঁছল নরওয়েতে। এই যুদ্ধের সবচেয়ে বড় অলৌকিক দুর্ঘটনা।

এডুইন চাইল্ড লিখেছেন, সমস্ত শহর উন্মুখ প্রতীক্ষায় কাল কাটাচ্ছেন। কারও মুখে কথা নেই। ওয়াশবার্ন লিখছেন : প্যারী এত শান্ত। কোথাও একটা খুন-রাহাজানির ঘটনা ঘটা দূরে থাকুক—সামান্য কথা-কাটাকাটি পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না।

২৮শে নভেম্বর রাত্রিতে—গোলাগুলি আর বিস্ফোরণের শব্দ এত বেশি হতে লাগল যে ভার্সাই প্রাসাদে প্রাশিয়ার রাজার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটল। গঁকুর বাড়ির ছাতে দাঁড়িয়ে দেখলেন—Fort Bicetre থেকে Fort Issy পর্যন্ত অর্ধচন্দ্রাকৃতি লাইন বরাবর আগুনের কুণ্ড জ্বলছে—অসংখ্য গ্যাসের আলোর শিখার মতো—তারই সাথে বিস্ফোরণের শব্দ।

২৯শে নভেম্বর প্যারীর বাসিন্দারা ভোরে উঠে দেখল: ফরাসী পক্ষের পালটা আক্রমণের সরকারী ঘোষণা দেয়ালে দেয়ালে। এই ঘোষণা করেছেন ত্রোশু ও দুক্রো। দুক্রো আরও বলেছেন: আমার কথা বলতে গেলে—এই কথা বলতে চাই—আমি প্যারীতে ফিরব হয় বিজয়ীর বেশে—নয়তো মৃত অবস্থায়। সকলের বুক কেঁপে উঠল—কী করে জয় না হয়ে পারে—যেখানে সেনাপতি স্বয়ং এই কঠিন শপথবাক্য উচ্চারণ করেছেন। শ্রীমতী জুলিয়েৎ ল্যাম্বার্ট বলে উঠলেন—এই তো প্রকৃত সৈনিকের মতো কথা।

২৯শে নভেম্বর সারাদিন লোকের মুখে টুঁ-শব্দটি নেই। সবাই নিজের মধ্যে কেমন গুটিয়ে গিয়েছে। গঁকুর লিখছেন: যে মাত্র কেউ যুদ্ধ সংক্রান্ত কিছু জানে বলছে—সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘিরে ধরছে সবাই।

একদিনের যুদ্ধের পক্ষে ক্ষয়ক্ষতি যথেষ্ট বেশি। দুক্রোর হিসেবে ফরাসীদের পক্ষে ৫২৩৬ জন হতাহত এবং জার্মানদের ২০৯১ জন। সে রাত্রিতে সাঁজেলিজের নৈশ ক্লাবে আর পানশালায় বহুলোক তাদের বন্ধুদের অভাব বোধ করেছে—যারা কয়েক রাত্রি আগে পানশালার সঙ্গী ছিল। সেদিন বিকেল ৩-১৫ মিনিটে প্রাশিয়ার যুবরাজের চীফ্-অব-স্টাফ ডায়েরিতে লিখছেন—খবর এসেছে, শত্রু Joinville থেকে পিছু হটছে।

প্যারীর মানুষ দুদিন ধরে আশা-নিরাশার দোলায় দুলেছে। সরকারী বুলেটিনের ভাষা এত ধোঁয়াটে! তখনো কারও কারও আশা—হয়তো অবরোধের অবসান ঘটতে যাচ্ছে। ৩রা ডিসেম্বর এ. এম. পত্রি বেশ খুশিভরা মনে লণ্ডনের বান্ধবীকে লিখছেন: ঠিক এই সময় কামানগুলি বিকট শব্দ করছে—তবুও আনন্দ হচ্ছে আমার। আসলে এই কামান গর্জন আর কিছুই নয়—আমাদের আসন্ন মুক্তির ঘোষণা।

৫ই ডিসেম্বর সবাই জানতে পারল যে দুক্রোর বাহিনী হেরে গেছে। কোথাও একটি দামামার শব্দও শোনা যাচ্ছে না। দুক্রো আবার মার্নে নদী পার হয়ে চলে এসেছেন। গঁকুর লিখছেন: যখন মানুষ ভাবছিল—এই বুঝি সে আবার বেঁচে উঠছে—তখনই অনুভব করল—না, সে মারা যাচ্ছে।

৫ই ডিসেম্বর মোল্টকের একটা সংকেতবার্তা ত্রোশুর কাছে এসে পৌঁছল। গাম্বেত্তার সৈন্যবাহিনী পর্যুদস্ত হয়েছে—অর্লিয়ান্স আবার জার্মানদের দখলে। এই তিনদিনের যুদ্ধে বার হাজার অফিসার আর সৈন্য মারা গিয়েছে। প্যারীর মুক্তির আর কোন আশা নেই। তার দুঃখের পাত্র এখন কানায় কানায় ভরে উঠেছে। তবুও 'লাল' বিপ্লবের আশঙ্কা এবং প্রাশিয়ার সন্ধি-প্রস্তাবের অসম্ভব কঠোরতা সরকারের আত্মসমর্পণের ইচ্ছাকে দমন করে রেখেছে।

১৭

অবরোধ ভাঙা গেল না—দুক্রোর সামরিক ব্যর্থতার কথা লোকে ধীরে ধীরে ভুলে যাচ্ছে। সেই তিক্ত স্মৃতি লোকের মন থেকে সরে যাচ্ছে—কারণ, তিক্ততার আর-এক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে সকলকে।

৮ই ডিসেম্বর, গঁকুর জার্নালের পাতায় লিখলেন: লোকে এখন শুধু খাওয়ার কথা আলোচনা করে—প্রত্যেকের মুখে শুধু সে আজ কী খেয়েছে, কী খেতে পারে, ঘরে কী খাবার আছে। আর যেন আলোচ্য কিছু নেই। ক্ষুধা এমন একটা প্রসঙ্গ—যা প্রত্যেককে ভাবাচ্ছে। সরকার যে লোনা মাংসটা সরবরাহ করছে—তা একেবারে অখাদ্য। তাই বাধ্য হয়ে তাঁকে তাঁর পোষা মুরগীটাকে মারতে হয়েছে। এত অপটু ভঙ্গীতে এক জাপানী তরোয়াল দিয়ে তাঁকে কাজটা করতে হয়েছে যে মস্তকহীন মুরগীটা বাগানময় উড়ে বেড়াল। তেওফিল গতিয়েকে বিলাপ করতে দেখলেন গঁকুর—আমার প্যাণ্ট সব ঢলঢল করছে—আমার বেল্ট বাঁধতে হচ্ছে।

রাষ্ট্রদূত ওয়াশবার্ন অনেকের চেয়ে ভাল খেয়েও খুঁতখুঁত করতে লাগলেন। দু-একটা পদ বাদ পড়ে যাচ্ছে।

আর-একজন তরুণ আমেরিকানের মনে পড়ে—কনসার্ট হলের তরুণী গায়িকা ফুলের তোড়ার পরিবর্তে একখণ্ড চীজ কী আনন্দের সঙ্গেই না ভক্তদের অর্ঘ্য হিসেবে গ্রহণ করে। মাখন, দুধ প্রভৃতি উধাও হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চীজও অতীতের স্মৃতিতে পরিণত। সেপ্টেম্বর মাসে গোটা প্যারী শহরের কোথাও কোথাও খালি মাঠ বা প্রান্তর বলে ছিল না—সর্বত্র গোরু ভেড়া চড়ে বেড়াচ্ছিল। এখন তারা যেন মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে। টাটকা সবজিও দুর্লভ। দুঃসাহসী যারা—তারা রাতবিরেতে বে-ওয়ারিশ অঞ্চলে গিয়ে শাকপাতা কিছু একটা খুঁজে আনত। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই তাদের এটা করতে হত। ও-শীয়া এরকম একজনকে এক ব্যাগভর্তি ফুলকপি নিয়ে টলতে টলতে আসতে দেখেছিলেন।

বিসমার্কের ধারণায়, ভালভাবে খেতে না পারলে প্যারীর বুর্জোয়ারা আট দিনের মাথায় আত্মসমর্পণ করবে। প্যারীর বাসিন্দারাও কেউ ভাবেনি যে দু-মাসের বেশি এই অবরোধ চলতে পারে। এখন একশ দিন হতে চলল—বড়দিন এল বলে। অক্টোবরের গোড়া থেকে প্যারীর লোকজন ঘোড়ার মাংসে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। চার বছর আগে কসাইরা গরিবদের জন্য এই বস্তুটির প্রচলন করেছিল। যতই কোমরের রশি শক্ত করে বাঁধতে হচ্ছে—ততই লোকে রেসের প্রাইজ জেতা ঘোড়া একটার পর একটা নিঃশেষে খেতে লাগল। জায়ের উপহার সেই অশ্ব দুটিও লোকে অচিরেই উদরস্থ করে ফেলল। ছাপান্ন হাজার ফ্রাঁ মূল্যের ঘোড়াদুটিকে এক কসাই কিনল

আটশ ফ্রাঁ দিয়ে। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ঘোড়ার মাংসও দুর্লভ—তখন শুরু হল অভিনব মাংসের খোঁজ। অবরোধের দিনগুলির সঙ্গে এই অভিনব খাদ্যের অঙ্গাঙ্গী যোগ। চিড়িয়াখানার মাংসাশী পশুদের রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুর খাওয়ানো হচ্ছিল। শখ করে পোষা জন্তু মেরে খাওয়ার বিরুদ্ধে আপত্তি আর বিতৃষ্ণা মানুষের সহজাত। রাফিনৃস্কু লিখছেন: একগাড়িভর্তি কুকুর-বেড়াল কসাইখানার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গাড়ি থেকে এক ধরনের করুণ ঘেউ ঘেউ আর মিয়াও-মিয়াও শব্দ—তাতে লোকের ভিড় জমে যায়। লোকেরা গাড়ির পাহারাদারদের উপর চড়াও হয়। ছাড়া পেয়ে পাঁচটা কুকুর সঙ্গে সঙ্গে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মারে। জনতা জয়ধ্বনি করে ওঠে। কিন্তু ধীরে ধীরে সর্বভুক্ ক্ষুধা এসে মানবিক মমতাকে গ্রাস করে।

একমাস পর ল্যাবুশিয়ের সরলভাবে স্বীকার করছেন: আমি সেদিন এক স্লাইস স্প্যানিয়েল দিয়ে খাওয়াটা সেরেছি। বড়দিনের জন্যে একজন তার পোষা বেড়ালটাকে ইঁদুর খাইয়ে মোটা-সোটা করে তুলতে লাগল। তারপর এল ইঁদুর ভক্ষণের পালা। গোটা ডিসেম্বর মাস জুড়ে ইঁদুরকে তাড়া করে ফেরাটা হল ন্যাশনাল গার্ডের একটা প্রিয় ব্যসন। ইঁদুর রান্নায় মশলাপাতি বেশি লাগে—তাই ধনী ছাড়া অন্যদের এই বস্তুটি বড় একটা পোষাত না।

অবরোধের সময়—একজন প্রবাসী আমেরিকানের হিসেবে—৬৫,০০০ ঘোড়া, ৫,০০০ বেড়াল, ১,২০০ কুকুর আর মাত্র ৩০০ ইঁদুর খাওয়া হয়েছিল।

চিড়িয়াখানার খাঁচা একেবারে খুলে দেওয়া হল। চিড়িয়াখানার কিউরেটর হুগোকে ভালুক আর হরিণের জঙ্ঘা উপহার পাঠালেন। মঁ ব্রেবাঁর বাড়িতে গঁকুরের খাবারের আড্ডায় ক্যাঙারুর মাংস পরিবেশন করা হল। ও-শীয়া এক কসাইকে নেকড়ের মাংস বিক্রি করতে দেখলেন। বাঘ আর সিংহ খেতে সাহস করল না কেউ—তাই তারা বেঁচে গেল এবং ডারউইন-তত্ত্বের কথা মনে রেখে নিজের পূর্বপুরুষ বানরকে আর খেল না কেউ। তা ছাড়া বেঁচে গেল জলহস্তীটা। ওটা ভীষণ ভারী আর তার দাম আশি হাজার ফ্রাঁ—কোন কশাই আর সেটা কিনতে সাহস করল না।

ডিসেম্বরের শেষাশেষি অবশেষে চিড়িয়াখানার তরুণ হাতি দুটি—ক্যাস্টর আর পলুকে গুলি করে মারা হল। গঁকুর এক কসাইয়ের দোকানে তরুণ 'পলু'-র শুঁড় দোদুল্যমান অবস্থায় দেখলেন। চল্লিশ ফ্রাঁ এক পাউণ্ডের দাম। এত দাম দেখে গঁকুর অবশেষে একজোড়া চাতক কিনে ঘরে ফিরলেন।

খাদ্য নিয়ে মজুতদারি আর ফাটকা সমানে চলতে থাকে। বাজারে খাবারের দাম যথেষ্ট না বাড়া পর্যন্ত ব্যাবসাদাররা মজুত ধরে রাখে।

মজুতদারির বিরুদ্ধে ব্ল্যাঙ্কি বামপন্থীরা সরকারের উপর বার বার চাপ দেওয়া সত্ত্বেও কোন কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হল না।

ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে একটা দৃশ্য দেখে, ল্যাবুশিয়ের শিউরে উঠলেন। অনাহারী অর্ধাহারী মেয়ে আর শিশুরা নিজেদের দরজার কাছে বসে। ঘর গরম করার মতো কাঠ বা কয়লা কিছুই নেই। এই ভাল—ভেতরে আরও ঠাণ্ডা। গঁকুর দেখলেন—এক টুকরো রুটির জন্যে একটা কিশোরী সম্ভ্রম বেচতে চাইছে।

মৃত্যুর মিছিল! মৃত্যুর মিছিল!! ছোট্ট কফিনের কনভয় চলছে পের লাশেজের কবরখানার দিকে, পেছনে মা-বাবারা কাঁদতে কাঁদতে চলেছে। বাচ্চারা মাছির মতো মরছে। দুধ নেই কোথাও, খাবার নেই কোথাও। কিন্তু মদ! দেদার—সব জায়গায় পাওয়া যায়। আজ ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় মদ। গরিবদের পাড়ায় মদ এর আগে কোন দিন এতটা চালু হয় নি। যতই মেয়েরা মরছে খাদ্যের সারিতে দাঁড়িয়ে, শিশুরা জমে যাচ্ছে ঠাণ্ডায়, পুরুষেরা ততই মাতাল হচ্ছে। পুরুষরা মাতাল—একেবারে বেহেড মাতাল, এবং বিড়বিড় করে সরকারকে গালি পাড়ছে সর্বক্ষণ।

১৮

ক্ষুধার বাস্তবতাকে ভোলার বহু রাস্তা প্যারীবাসীর জানা আছে। কঁকর্দের সামনে স্ত্রাসবুর্গ মূর্তিটির কাছাকাছি একটানা সামরিক কুচকাওয়াজ আর মিছিলের অনুষ্ঠান নিয়মিত হত। শরীর আর মন তাজা রাখার উপকরণের কিছু অভাব নেই। রাজপরিবারের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির রসাল বর্ণনা দিয়ে পুস্তিকা বেরিয়েছে—সম্রাটের উপপত্নী 'কুমারী হাওয়ার্ডের স্বীকারোক্তি'। সম্রাজ্ঞী ইউজিন ক্যানক্যান নৃত্য করছেন—এই ছবি খুবই বিক্রি হচ্ছে। নৃত্য দেখছেন প্রাশিয়ার সম্রাট—হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস আর সিলিং থেকে ঝুলছে একটি খাঁচা, তাতে সম্রাট নেপোলিয়ন বন্দী।

এসব কুরুচির নমুনা গঁকুরের মতো একদল ফরাসীদের দুঃখ দিত। সুনীতির ধারক ব্লাঙ্কির বিরোধিতা সত্ত্বেও—থিয়েটার ফ্রঁসেজের দরজা খুলে গেল। তরুণী অভিনেত্রী সারা বার্নাড বহু দেশাত্মবোধক নাটকে অভিনয় করলেন। এসব অভিনয়ের টাকা হাসপাতালে দান করা হত বা কামান তৈরির খরচ হিসেবে সরিয়ে রাখা হত। আসর সবচেয়ে জমে উঠত যেদিন

ভিক্টর হুগোর 'লে শাতিমঁ' থেকে লুই নেপোলিয়নের উদ্দেশে শ্লেষাত্মক কথাগুলি পড়া হত। নির্বাসনে লেখা হুগোর বইখানার ডিসেম্বর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বাইশ হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেছে। হুগো স্বয়ং একটা প্রমোদের উপকরণ। অবরোধের গুমোটের মধ্যে বাস করেও সত্তর বছর বয়সে হুগো কী তাজা। একটা লাল জ্যাকেট গায়ে চড়িয়ে—গলায় একটা সাদা রঙের স্কার্ফ—অভিনেত্রীপরিবৃত্ত হুগো দেবতার মতো বসে আছেন। তিনি সকলকে চাঁদের কথা শোনাচ্ছেন। উত্তাপ নেই, খাওয়া নেই, বয়স সত্তর, তবুও জীবনীশক্তিতে ভরপুর হুগো। গঁকুরের ঈর্ষা হয় হুগোকে দেখে।

অবরোধের দিনগুলি অত্যন্ত ম্যাড়মেড়ে একঘেয়েমিতে ভরা। ডিসেম্বরের রাত বড়ই দীর্ঘ—কোথাও আশার ঝিলিকমাত্র নেই। মরীচিকার দেখাও যে মেলে না।

১৫ই ডিসেম্বর ল্যাবুশিয়ের লিখছেন—এক পাথরের মতো নিরেট জমাট নিষ্ক্রিয়তার ভার শহরের উপর চেপে বসেছে। একধরনের বিরক্তিকর এক-ঘেয়েমি সেনাবাহিনীকেও পেয়ে বসেছে। দোক্রুর পালটা আক্রমণ সফল হল না—অথচ ৩১শে অক্টোবরের পুনরাবৃত্তিও ঘটল না। সম্ভবত ক্ষুধা আর শৈত্য মানুষকে অসাড় করে দিয়েছে। মানুষ সারাদিন বসে বসে ঝিমোয়। সর্বহারারা সারাদিন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিদারুণ লড়াইয়ে ব্যস্ত।

২৯শে নভেম্বরের ব্যর্থতার পর দ্যুক্রো আর ত্রোশু চুপচাপ বসে। কিন্তু গাম্‌বেতার পক্ষ থেকে নতুন নতুন সাফল্যের খবর আসতে লাগল। সেনাগেলের প্রাক্তন প্রশাসক ফেদ্‌হার্বে এখন গাম্‌বেতার টেক্কা-জেনারেল। ৯ই ডিসেম্বর ফেদ্‌হার্বে রীম্‌স ও আমিঞার মধ্যে সোম্ নদীর উপর হ্যাম্ দখল করলেন। রীম্‌স আর আমিঞার মধ্যে রেলপথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। গাম্‌বেত্তা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে প্যারীকে মুক্ত করার নির্দেশ দিলেন ফেদ্‌হার্বেকে। অবশ্য হ্যাম্ প্যারী থেকে পঁয়ষট্টি মাইল দূরে—কিন্তু হ্যামের পতন হয়েছে—খবরটাই যথেষ্ট। গাম্‌বেতার সাহায্যে গ্যারিবল্ডিও অপ্রত্যাশিতভাবে এগিয়ে এলেন।

ফ্রান্সের চরম দুঃসময়ে, দুই পুত্র রিসিওত্তি আর মেনোত্তিকে সঙ্গে করে বৃদ্ধ গ্যারিবল্ডি কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসৈনিক সহ ৭ই অক্টোবর মার্সাইয়ে অবতরণ করেন। গ্যারিবল্ডি অশক্ত অসুস্থ, হাতের আঙুল বাতে বেঁকে গেছে, পাও খোঁড়া। তাঁকে পালকিতে করে নিয়ে যাওয়া হয়—তিনি চলতে পারেন না—কিন্তু মন তাঁর এখনো অদম্য শক্তিতে ভরপুর।

তুর-এ বসে ক্রাম্যু এই খবর পেয়ে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন—ভগবান, তুমি আছ। গ্যারিবল্ডির লোকজনের উপর এক অকিঞ্চিৎকর দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু এই তুচ্ছ কাজের ভার পেয়েও গ্যারিবল্ডি ঘটনার গতি দ্রুত ঘুরিয়ে দেন। ১৯শে নভেম্বর রিসিওত্তি মাত্র ৫৬০ জন লোক নিয়ে শাতিলঁ আক্রমণ

—জার্মান সেনাপতি নিহত হলেন, ১৬৭ জন বন্দী আর বহু সাজসরঞ্জাম দখল হল। এই ঘটনা সেই অঞ্চলের জার্মান বাহিনীর মধ্যে এক ত্রাসের সঞ্চার করে। কারণ, এই আক্রমণের পুনরাবৃত্তি ঘটলে প্যারীর সঙ্গে জার্মান বাহিনীর মূল সরবরাহ লাইন বিপন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা। জার্মানির যুবরাজ অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় মন্তব্য করেন যে গ্যারিবল্ডি যদি এভাবে যোগাযোগব্যবস্থার উপর হানা দিতে পারে তাহলে দেশের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

গ্যারিবল্ডির সামরিক তৎপরতা গাম্‌বেতার মতো অপেশাদার সেনাপতির মনে আশার উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়ে দেয়।

আবার দুক্রো আর ত্রোশু ম্যাপ খুলে বসলেন। এবার আক্রমণ চালানো হবে—লে-বুর্গে অঞ্চলে—অক্টোবর মাসে যেখানে বিপর্যয় ঘটেছিল।

গঁকুর ভাইয়ের সমাধিস্তম্ভ দেখতে গিয়ে দেখলেন—জাতীয় রক্ষী বাহিনীর লোকেরা প্লাস ক্লিসির দিকে চলেছে। মেয়ে আর বাচ্চারা তাদের ঘিরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। একটা ছোট মেয়ে তার বাবার সামরিক র‍্যাশনের ব্যাগটা হাতে করে দাঁড়িয়ে। কয়েকজন মেয়ে ভাই আর প্রেমিকের বন্দুক হাতে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে—যাদের বন্দুক তারা মদের দোকানে ঢুকে এক গ্লাস খেয়ে নিচ্ছে—যুদ্ধে যাবার ঠিক আগে।

এই দৃশ্য শহরের অন্যপ্রান্তে বসে জুলিয়েৎ-ও দেখছেন। ব্যাণ্ডের বাজনা—মার্সাই গান—সবই চলছে। জুলিয়েৎ লিখলেন: হ্যাঁ, আবার পালটা আক্রমণ শুরু হতে যাচ্ছে। এবার ন্যাশনাল গার্ডের লোকেরাও যুদ্ধ করবে। যদিও শ্রীমতী আবার জয়ের আশায় উৎফুল্ল, কিন্তু বিদেশী সাংবাদিকরা জয়ের কোন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন না। এই ধারণা বিসমার্কেরও। একেবারে নিরুদ্বিগ্ন বিসমার্ক সবসময় খেয়ে চলেছেন—মুখের মধ্যে একগাল ঠেসে তিনি বলছেন—ফরাসী সেনাপতিরা আসলে নাচের মাস্টার—এখন ডানে ঘুর—এবার বাঁয়ে।

সুতরাং প্রাশিয়ার সেনাপতিদের অজানা কিছুই নেই। কারণ, গোপনীয়তা বলে ফরাসী সামরিক অভিধানে কোন শব্দ নেই, ফরাসী সংবাদপত্রের শোরগোলের দৌলতে কোথায় আক্রমণ করা হবে—সেই জায়গাটার কথাও জার্মানরা জেনে ফেলল। লে-বুর্গে অঞ্চলের জার্মান সেনাবাহিনীকে আসন্ন আক্রমণ সম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

১৫ই ডিসেম্বর ব্লুমেনথাল্ লিখছেন: হঠাৎ গরম পড়েছে—অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া। কিন্তু ২১শে তারিখে যখন ফরাসী বাহিনী আক্রমণ করতে এগুচ্ছে—তখন থার্মোমিটারের পারা চড়চড় করে নামতে শুরু করে। খোলা প্রান্তর—কোথাও আড়াল নেই—অথচ আড়ালে রয়েছে জার্মানরা। ২১শে ডিসেম্বর ফরাসী সেনাদের পালটা আক্রমণ শুরু হল। 'ডেইলি নিউজ'

পত্রিকার সংবাদদাতা আর্চিবল্ড ফোরবীস্ স্যাক্সনদের শিবিরে বসে যুদ্ধের বর্ণনা পাঠাচ্ছিলেন। তিনি লিখছেন: ফরাসীদের কামান ভীষণভাবে গোলাবর্ষণ করছে—কিন্তু লক্ষ্যহীন। অথচ সুরক্ষিত স্থান থেকে প্রুশীয় কামানের গোলা ঠিক জায়গায় গিয়ে পড়ছে—একেবারে ফরাসী সৈন্যদের জটলার উপর। ফরাসীরা অদৃশ্য শত্রুদের অভিশাপ দিতে দিতে হতাহত হচ্ছিল। এক সাঁজোয়া ট্রেন থেকে ফরাসীরা গুলিগোলা ছুঁড়ছিল—সবই বৃথা। আড়ালে সুরক্ষিত আশ্রয়স্থলে অবস্থানকারী শত্রুর এতে কোন ক্ষতিই হতে পারে না।

অসম্ভব শীত। দুক্রোর ভাষায়, মস্কোর শীত যেন প্যারীর দরজায় এসে হাজির। নিজেদের জায়গায় সান্ত্রীরা ঠাণ্ডায় জমে মারা যাচ্ছে। ও-শীয়ার মতে, আক্ষরিকভাবেই বলা চলে যে ঠাণ্ডায় ফরাসীদের সব বীরত্ব জমে গেছে। যুদ্ধশেষে যে সেনাদল প্যারীতে ফিরে এল—সেটাকে আর সুশৃঙ্খল বাহিনী বলা চলে না। অফিসার মহলে ব্যাপক হতাশা—সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের মেজাজ। শীতে মরে যাওয়া ছাড়া শত্রুর গোলাগুলিতে মারা গিয়েছে প্রায় দু হাজারের কাছাকাছি। অপরপক্ষে, প্রুশীয়দের মারা গিয়েছে চোদ্দজন অফিসার আর পাঁচশ সৈন্য।

সরকারের উপর আস্থা কমতে কমতে এখন শূন্যের কোঠায়। দুক্রোর ভাষায়, শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে অবরোধ তুলে দেওয়া যায়—এই ভরসা এখন পরম দুঃসাহসী হৃদয়েও ঠাঁই পাচ্ছে না। ২২শে ডিসেম্বর তুর-এর দিকে বেলুন মারফত বার্তা পাঠানো হল—বিশে জানুয়ারির পর প্যারীতে এককণা খাদ্যও আর অবশিষ্ট থাকবে না।

১৯

দীর্ঘস্থায়ী অবরোধ আর তীব্র শীত শুধু অবরুদ্ধদের নয়, অবরোধকারীদেরও কাবু করে ফেলেছে। ভার্সাই জায়গাটা নির্বাচনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল মর্যাদার প্রশ্ন—অথচ সামরিক দিক থেকে জায়গাটা মোটেই সুনিশ্চিত বলা চলে না। সর্বদাই প্রুশীয় হাইকম্যাণ্ড বিচলিত। প্যারীর পশ্চিম দিকে ফরাসীদের যে কোন সামরিক তৎপরতা প্রুশীয়দের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করত। প্রদেশে প্রদেশে ছড়ানো রয়েছে বিপুল ফরাসী সেনাদল, প্যারীর ভেতরে সংগঠিত সেনাবাহিনী—এর মাঝখানে ভার্সাই। সুতরাং সাঁড়াশি অভিযানে আটকে পড়ার সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাজা মোটেই স্বস্তি পাচ্ছেন না।

তারপর শীত। বিসমার্কের সেক্রেটারি ডাঃ বুশের কাছে বিসমার্কের আরামদায়ক আবাসস্থলও যথেষ্ট গরম বোধ হচ্ছে না। ভার্সাইতে মৃত্যুর

সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। প্রত্যেক কোম্পানির সৈন্যদের মধ্যে অন্তত তিরিশ-চল্লিশ জন অসুস্থদের তালিকায়। স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতির সঙ্গে সঙ্গে মনোবলও কমতির দিকে।

দীর্ঘস্থায়ী অবরোধের কুফল সেনানায়কের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করেছে। যুবরাজ লিখলেন: যুদ্ধ শেষ হতে যত দেরি হবে—শত্রুর পক্ষে ভাল, আমাদের পক্ষে খারাপ। ক্রমশ ফরাসীরা প্রশংসা কুড়োবে ইউরোপের মানুষের কাছ থেকে—তাদের বীরত্বের জন্য, অসীম ধৈর্য আর প্রতিরোধক্ষমতার জন্য। বিসমার্ক আমাদের বিরাট এবং শক্তিশালী করেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের করেছেন বন্ধুহীন। জগতের বিবেক থেকে আমরা নির্বাসিত; কেউ আর আমাদের সহানুভূতির চোখে দেখে না।

সুতরাং যুদ্ধকে তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্যে কিছু একটা করা দরকার। অতএব প্যারীর উপর গোলাবর্ষণ করো—প্যারীকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করো।

*　　　*　　　*

২৭শে ডিসেম্বর একটা ঠাণ্ডা সকাল—ফরাসী কর্নেল হীনৃৎস্লার আর তাঁর স্ত্রী কয়েকজন বন্ধু সহ অ্যাভরন্ ঘাঁটিতে প্রাতরাশে বসেছেন। হঠাৎ শেল এসে পড়ল সেই পার্টির মাঝখানে। গৃহকর্তা আর গৃহকর্ত্রী সাংঘাতিক-ভাবে আহত—ছ-জনের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটল। শুধু রেজিমেন্টের ডাক্তার আর বাড়ির চাকর অনাহত, তারপর দুদিন ধরে অবিরাম গোলাবর্ষণ—এতদিন পর্যন্ত যুদ্ধে এত শক্তিশালী দূর-পাল্লার কামান ব্যবহৃত হয় নি। এবার অবরোধের নতুন পর্যায় শুরু।

কয়েকদিন ধরে সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর গোলাবর্ষণের পর একটা বিশেষ কায়দায় মোল্টকের কামান ৩০ ডিগ্রী (elevation) উচ্চতা অর্জন করায় শহরের কেন্দ্রস্থলে জার্মান গোলা এসে পড়তে লাগল। প্রথম গোলার আঘাতে দোলনায় ঘুমন্ত বাচ্চার কচি শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। গোলার আঘাতে অবশ্য মঁপারনাসের কবরখানার মৃতদের আর নতুন করে ক্ষতি হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। লাঁক্সাবুর্গের কাছে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় একটি মেয়ের শরীর দু টুকরো হয়ে গেল। অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট মারখীম দেখল: এক বৃদ্ধার মাথাটি উড়ে গেল। ঠিক তিন দিন পর তার নিজের বাড়িতেও জার্মান গোলা সরাসরি আঘাত হানল। জুলিয়েৎ ল্যাম্বার্ট লিখলেন—এক অভাগা জননী বাড়ি ফিরে এসে দেখলেন—এক গোলায় তাঁর দুটি বাচ্চা-ই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। একজন তরুণ আমেরিকান, চার্লস সোয়াগার, প্যারীতে এসেছিলেন বেড়াতে—গোলার আঘাতে তাঁর পা উড়ে গেল—একমাস পর তিনি মারাই গেলেন। খাদ্যের সারিতে দাঁড়ানো ছ-জন মহিলা

মারা গেলেন। গঁকুর লিখলেন: গোলার আঘাতে আমার মৃত্যু না ঘটলেও, যেসব জিনিস আমি ভালবাসি নিশ্চয়ই সেগুলি আর আস্ত থাকবে না।

প্রতিটি দরজায় মেয়ে আর শিশুরা দাঁড়িয়ে—তাদের মনে কিছু ভয় আর কিছু কৌতূহল। দোম্ অব পাঁথেওঁ আর আঁভালিদ্ প্রুশীয়দের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়াল। তার চারপাশের অঞ্চলের অবস্থা শোচনীয়। হাসপাতাল, আশ্রয়নিকেতন, অনাথাশ্রম—সর্বত্র জার্মান কামানের গোলা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়েছে। রেডক্রস পতাকাকে পর্যন্ত গ্রাহ্য করা হচ্ছে না। জার্ডিন দ্য প্ল্যান্টসের মূল্যবান অর্কিড সংগ্রহের কাচের আধার চূর্ণবিচূর্ণ। বুল্ভার স্যাঁ জেরম্যাঁর সেণ্ট সুলপিস্ গীর্জার উপর গোলা এসে পড়তে 'শেষ বিচারে'র তৈলচিত্রটা একদম নষ্ট হয়ে গেল।

জার্মান গোলার প্রাথমিক ত্রাস কেটে যাবার পর, সে জায়গায় জুড়ে বসল তিক্ততা, ঘৃণা আর ক্রোধ। ছয়টি শিশুর যৌথ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখে সকলের মন ঘৃণায় ভরে উঠল। নিরপরাধ শিশুর মৃত্যু আর হাসপাতালের উপর এলোপাথারি গোলাবর্ষণের ফলে—বাইরের লোকের চোখে ফরাসীরা ক্রমশ সহানুভূতির পাত্র হয়ে দাঁড়াল এবং জার্মানদের প্রতি বিরূপতা বাড়তে লাগল। গোলাবর্ষণ ধীরে ধীরে গা-সওয়া হয়ে গেল—দেখা গেল, যা মনে হয়েছিল তা নয়, হতাহতের সংখ্যা নগণ্য। ক্ষয়ক্ষতিও অপূরণীয় কিছু নয়। ৮ই জানুয়ারি, ১৮৭১, ওয়াশবার্ন লিখছেন: সব বিষয়ে উদ্বেগহীন নির্বিকার ভাব প্যারীবাসীদের একটা সহজাত ব্যাপার। ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলারা এখন পোঁয়া দ্যু-ঝুর-এ কিভাবে গোলা এসে পড়ছে তা দেখতে যায়। জার্মানদের গোলাবর্ষণ অবরুদ্ধ জীবনে বেশ একটা নতুনত্বের স্বাদ এনে দিয়েছে। ল্যাবুশিয়ের দেখলেন, প্লাস দ্য লা কঁকর্দের কাছে হাজার দুই দর্শক জড়ো হয়েছে গোলাবর্ষণ দেখার জন্য। একদল দালাল দূরবীন ভাড়া খাটাচ্ছে—নিজের চোখে প্রুশীয় গোলন্দাজদের দেখার জন্য। পরে ল্যাবুশিয়ের একজন অবাধ্য শিশুর মাকে বলতে শুনেছিলেন—তুমি যদি দুষ্টুমি কর তাহলে বোমা পড়া দেখতে নিয়ে যাব না।

কাছাকাছি একটা বিস্ফোরণের শব্দ। বক্তৃতা একটু থামিয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক ছাত্রদের উদ্দেশে বললেন, তোমাদের যদি অসুবিধে না হয়, আমি চালিয়ে যেতে পারি। রেনোয়ার এক অন্যমনস্ক বন্ধু গোলাফাটার আওয়াজ শুনে বলে উঠলেন—কে গোলা ছুঁড়ছে?

প্রুশীয়দের গোলাবর্ষণের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল। সবসুদ্ধ যা ফল দাঁড়াল তা হচ্ছে—তিন-সপ্তাহ-ব্যাপী গোলাবৃষ্টির ফলে নিহত ৯৭ জন, আহত ২৭৮ জন, ১৪০০ বাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত। ১২ হাজার গোলার বিনিময়ে এই হচ্ছে মোট ক্ষয়-ক্ষতি।

১৬ই জানুয়ারি ওয়াশবার্ন লিখছেন, গোলাবর্ষণের ফলে এ পর্যন্ত ফরাসীদের

আত্মসমর্পণের ব্যাপারটা মোটেই ত্বরান্বিত হয় নি। অপরদিকে, লোকের মনোবল আরো বেড়েছে—আত্মসমর্পণ না করার ঝোঁক এখন প্রবলতর।

কিন্তু জার্মান গোলার চেয়েও এক শক্তিশালী অস্ত্র প্যারীবাসীদের ক্ষত-বিক্ষত করে। অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট মারথীম বলছেন: অসহনীয় শীতে মানুষের কষ্ট আর পুষ্টিহীনতা আরও প্রকট। কাঠ, কেরোসিন, কোল গ্যাস —সব রকমের জ্বালানির একান্ত অভাব। কোথাও মরাগাছের সন্ধান পেলেই সবাই দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। গোটা বেলভিল মহল্লা রাস্তায় নেমেছে। প্রত্যেকের হাতে গাছের শাখাপ্রশাখা, শুকনো লকড়ি। বাচ্চারাও ছোট যন্তর নিয়ে মা-বাবার সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে—একটা অন্তত শুকনো ডাল যদি পাওয়া যায়। বেঁচে থাকার জন্যে কী অমানুষিক প্রয়াস! অক্সফোর্ড গ্র্যাজুয়েটের চোখে জল।

আশেপাশের গাছপালা যখন সাফ—তখন কাঠকুড়ুনিরা বিলাস-মহল্লায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। ২৭শে ডিসেম্বর ওয়াশবার্ন লিখলেন—দূতাবাসের সাইন-বোর্ডের বড় কাঠের ফ্রেমটা ওরা নিয়ে গেছে—জ্বালাবে বলে। গঁকুর লিখছেন—কাঠের ব্যারিকেড, তক্তা, কাঠকয়লার গুদোম—কোন কিছুই নিস্তার পাচ্ছে না। এ বিষয়ে মহিলারা অগ্রণী। তিন সপ্তাহ পরে সাঁজেলিজের রাস্তায়ও গঁকুর একই দৃশ্য দেখলেন। বাচ্চাদের হাতেও ছোট্ট কাটারি—অন্তত গাছের বাকলও তো জুটতে পারে। বুড়ীরা মাটি খুঁড়ে গাছের মরা শেকড় পর্যন্ত বার করছে। জ্বালানির অভাবে সমস্ত ধোবিখানা বন্ধ। লুই পেগুরে তাঁর বোনকে লিখছেন—ভেবে দেখো, গত ৩৯ দিন ধরে আমি একই শার্ট গায়ে দিয়ে রয়েছি।

অপুষ্টি আর ঠাণ্ডার হাত ধরাধরি করে এল ব্যাধি। বসন্ত, টাইফয়েড আর নিউমোনিয়া রোগ ক্রমশ বাড়তির দিকে। এসব রোগের শিকার প্রধানত ঘিঞ্জি বস্তি এলাকার বাসিন্দারা। সম্ভবত ঠাণ্ডায় নিউমোনিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যাটা সর্বাধিক। রাত নটার পর কফিনে পেরেক ঠোকার খটখট শব্দে ল্যাবুশিয়ের ঘুমুতে পারেন না।

অবরোধের সময় ব্যাধিতে মৃত্যু

	১ম সপ্তাহ	১০ম সপ্তাহ	১৮শ সপ্তাহ
বসন্ত	১৫৮	৩৮৬	৩৮০
টাইফয়েড	৪৫	১০৩	৩৭৫
নিউমোনিয়া	১২৩	১৭০	১০৮৪

অবরোধের সময়ে শিশুরাই বেশি মরেছে—তারপর নারী এবং বৃদ্ধ—কারণ দুধ নেই, উষ্ণতা নেই। যেসব বিদেশীদের খাবার সংগতি আছে—শিশুদের বুভুক্ষু পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে তারা খুবই অস্বস্তি বোধ করত।

ল্যাবুশিয়েরের চেনা একটা পরিবার একটা গাজর খেয়ে সারা দিনের আহার শেষ করত।

৭ই জানুয়ারি গঁকুর লিখছেন: অবরোধ নিয়ে এখন কেউ আর মজা করছে না। প্রথম দু মাস মজায় কেটেছে—তৃতীয় মাস শুরু হবার পর সেই মজা একেবারে টকে গেছে। এখন অনশনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অবরোধ মস্ত অভিশাপ বলে সকলের মনে হচ্ছে।

তবে উপায়? ত্রোশু জানালেন, তিনি শহরের অধিষ্ঠাতা সেন্টের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন উপায় বাতলাবার জন্য। ভিক্টর হুগো ভয়ানক চটে গিয়ে ত্রোশুকে বললেন: জেনারেল, তোমার প্রার্থনাপুস্তক মৃতদের উৎসর্গ করে দাও। আমরা কিভাবে অবরোধ ভেঙে বেরুতে পারি তার ব্যবস্থা করো।

ত্রোশু তখন ৬ই জানুয়ারি আর-এক ঘোষণা জারি করলেন—প্যারীর শাসক কখনো আত্মসমর্পণ করবে না। অতএব অলৌকিক শক্তির উপর ভরসা না করে 'শেষ চেষ্টা' হিসেবে আর-একবার প্রুশীয় ব্যূহ ভেদ করার চেষ্টা হবে। দুক্রোর মত: ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ফরাসী সেনারা গোপনে প্রুশীয় লাইন পার হয়ে গাম্‌বেতার দলের সঙ্গে যোগ দিক। ত্রোশু আর অন্যদের মত হল—যতদিন খাবার থাকবে ততদিন আত্মসমর্পণ নয়—তারপর একটা শেষ ধাক্কা—শেষ প্রতি-আক্রমণ।

আসলে ত্রোশু-দুক্রোর সমস্ত সামরিক বিবেচনার মূলে রয়েছে প্যারীতে অভ্যুত্থানের ভয়। পরে দুক্রো কথাটি খোলাখুলি বলেছেন: দুটো শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের অতন্দ্র সতর্কতায় কাল কাটাতে হত। বাইরে আগুন আর ইস্পাত দিয়ে যারা আমাদের ঘিরে রেখেছে—আর ঘরে যারা সব সময় সুযোগ খুঁজছে টাউন হলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। যখনই কথা উঠত প্রতিরোধ নিষ্ফল, সঙ্গে সঙ্গে মনে হত লালরা কি আত্মসমর্পণ করতে দেবে?

যদিও নেতারা জেলে—কিন্তু 'লাল' পত্র-পত্রিকা ক্লাব সবই তো পুরোদমে সক্রিয়। তাদের আক্রমণের ধার এতটুকু ভোঁতা হয় নি। ওয়াশবার্ন অবাক—কেন সরকার এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে না?

পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বেলভিল ক্লাব আরো মুখর। সরকারের উচিত গীর্জার কুমারীদের সামনে রেখে ধর্মসংগীত গাইতে গাইতে প্রুশীয় লাইনের ভেতর দিয়ে বাইরে যাওয়া—ওরা নিশ্চয় কিছু বলবে না। তারপরই ক্রুদ্ধ জিজ্ঞাসা—তোমরা সংখ্যায় চার লক্ষ—তবু আমাদের বেচে দেবে? জোরালো দাবি উঠতে লাগল—ন্যাশনাল গার্ড আর জনসাধারণের উপর ছেড়ে দাও প্রতি-আক্রমণ করার ভার। লাল পোস্টারের আবির্ভাব ঘটতে লাগল—দেলেসক্লুজ আর কুড়িটি মহল্লার প্রতিনিধিদের নামে। এই সরকারকে হটিয়ে দিয়ে কমিউন গড়ে তোলো। ন্যাশনাল গার্ডের উপর যুদ্ধ চালাবার ভার ছেড়ে দাও।

ন্যাশনাল গার্ডের কর্পোরাল লুই পেগুরে জানুয়ারির গোড়ার দিকে লিখছেন: বেশিরভাগ মানুষ প্রতিরোধের নতুন শক্তিতে উজ্জীবিত—তারা আন্তরিকভাবে চায় প্রুশীয় ব্যূহ ভেদ করতে—তাদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে।

অপর দিকে বুর্জোয়া মহলে গুঞ্জন উঠল: ব্লাঙ্কির চেয়ে বিসমার্ক ভাল। এসব কথা প্রুশীয়দের কানেও পৌঁছেছে। ১৬ই জানুয়ারি ব্লুমেনথাল লিখছেন: প্যারীর শাসকদের কপালে বিস্তর দুঃখ আছে। প্যারীর কাগজ পড়ে মনে হয়—তাতানো লোহার মতো গরম গরম বক্তৃতা চলছে শ্রমজীবী মহল্লার ক্লাবে ক্লাবে। তারা কমিউনের ডাক দিয়েছে—অর্থাৎ আবার সন্ত্রাসের রাজত্ব ফিরে আসুক এটা চাইছে।

অনেক কালহরণের পর—অত্যন্ত অনিচ্ছা-সহকারে—জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার মনস্থির করল। একজন সদস্য খোলাখুলি বললেন: হাজার দশেক ন্যাশনাল গার্ড মাটিতে লুটিয়ে পড়লে—তাদের মাথা ঠাণ্ডা হবে। ঠিক হল তিন দিনের মধ্যে পালটা আক্রমণ শুরু করা হবে—এটাই হবে শেষ চেষ্টা। ন্যাশনাল গার্ড এবার আক্রমণে প্রধান অংশ নেবে এবং প্যারীর পশ্চিমে ভার্সাই-এর নিকটতম অঞ্চল বুজেনভাল-এর কাছেই জার্মান ব্যূহ ভেদ করার চেষ্টা করা হবে। বলা বাহুল্য, অঞ্চলটা প্রুশীয়দের সবচেয়ে সুরক্ষিত।

২০

১৮ই জানুয়ারি রক্ষিবাহিনী প্যারীর পশ্চিম দিকে মার্চ শুরু করল—এরা যুদ্ধ করতে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে, যারা পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষ পেশাদার সৈন্য বলে পরিচিত।

ন্যাশনাল গার্ডের এই যুদ্ধযাত্রা গঁকুর দাঁড়িয়ে দেখছেন: কী মর্মস্পর্শী বর্ণাঢ্য দৃশ্য। সৈন্যরা যাচ্ছে সেদিক-পানে—সেখান থেকে কামানের গোলা উড়ে আসছে। সৈন্যদের মধ্যে রয়েছে বহু আটপৌরে মানুষ—বুড়ো বাবার সঙ্গে জোয়ান ছেলে—দাড়িগোঁফ ওঠেনি এমন বহু কিশোর। মেয়েরাও চলেছে—কাঁধে স্বামী বা ভাইয়ের রাইফেল। বাস, গাড়ি—সবরকম যানবাহনে করে এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার নানা সরঞ্জাম বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এরা চলেছে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা পেশাদার সৈন্যদের সঙ্গে লড়তে।

শ্রীমতী জুলিয়েৎ আবেগে কেঁপে উঠলেন—ন্যাশনাল গার্ড কিরকম ব্যাণ্ডের তালে তালে চলেছে দেখো। আহা, এদের কী সাহস দেখো। এরা যাচ্ছে প্যারীকে বাঁচাতে, আমাদের উদ্ধার করতে।

প্রায় পঞ্চাশ হাজার গার্ডকে যুদ্ধের জন্য ডাক দেওয়া হয়েছে। কিন্তু

ঘোরতর অব্যবস্থা ও অশেষ বিশৃঙ্খলা এই যুদ্ধেরও সাথী। সেন নদী পার হবার জন্যে মাত্র দুটি সেতু। সময়মত ব্যারিকেড সরানো হয় নি। মানুষ, জন্তু, কামান—সবাই একসঙ্গে ঠেলাঠেলি করে ওপারে যেতে চায়। দলাপাকানো হৈ-হট্টগোল—দিশেহারা অবস্থা। টমি বাউলেজ বলেছেন—সীমাহীন বিশৃঙ্খলা এবং অযথা সময় নষ্ট। ঠিক সময় দুক্রো এসে পৌঁছুতে পারলেন না। তাই আক্রমণ করতে কয়েক ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। তবুও ফরাসীদের আক্রমণ সাংঘাতিক এবং মরিয়া আকারে শুরু হল। ফরাসী মেশিনগানের শব্দ দু মাইল দূর থেকেও সম্রাটের কানে এসে পৌঁছুতে লাগল। বিসমার্কের সেক্রেটারি ডাঃ বুশ ডায়েরিতে লিখলেন—ফরাসীরা আরো এগিয়ে এসে ভার্সাই থেকে আমাদের তাড়িয়ে দিতে পারে। যুবরাজ এসে দেখলেন, সম্রাট ভার্সাই ত্যাগ করার জন্যে সবকিছু গুছিয়ে নিতে বলছেন। গত কাল সবেমাত্র সম্রাটের অভিষেক হয়েছে—চারিধারে চকচকে ঝকঝকে আড়ম্বরের উপকরণ ছড়ানো—তার মধ্যে রক্তপাত আর আহতদের আর্তনাদ কেমন বিসদৃশ লাগে না কি?

রাসেলের ভাষায়, ভার্সাই একটা বিলাপের উপত্যকায় পরিণত হয়েছে।

কিন্তু বিকেলের মধ্যে জার্মানদের কামান ফরাসীদের অগ্রগতি ঠেকিয়ে দিয়েছে। একটাও গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ফরাসীরা দখল করতে পারেন নি। বিষণ্ণভাবে বাউলেজ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে সরে গেলেন। আসল খেলা কাল শুরু হবে। কিন্তু তাতে ফরাসীপক্ষের খুব একটা সুবিধে হবে বলে তিনি মনে করেন না।

সাহস—সাহস—আরো সাহস চাই। দাঁতনের কথা আজ ফরাসীদের বার বার মনে পড়ছে। ন্যাশনাল গার্ড লড়ছে। মৃত সৈনিকদের রাইফেল তুলে ধরে পানীয়বাহিকা দুজনও এগিয়ে এল। কিন্তু বেলেমেয়ারে এক অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটে গেল। বনের অন্তরাল থেকে মোবাইল গার্ড যুদ্ধ করছে—তাদের শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এক ব্যাটেলিয়ান গার্ড নিয়ে আসা হল। তারা বেয়নেট উঁচিয়ে পাহাড় বেয়ে দৌড়ে আসছে—কর্নেল হাঁপাচ্ছে—এডিকং তরোয়াল ঘোরাচ্ছে। কিন্তু যেই একটা দুটো গোলা তাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল—তারা সোজা উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পুরোভাগে অবস্থানকারী যুদ্ধরত মোবাইলদের উপর গুলি চালাতে শুরু করল।

শুধু এখানে এরকম ঘটেছে—তা নয়—অন্যত্রও তাই। ডি. হ্যারিসন দেখলেন: ভেরীবাদক আক্রমণের সংকেত-বাজনা বাজাল; কর্নেল আদেশ দিলেন—সামনের দিকে এগিয়ে চলো। রেজিমেণ্ট চীৎকারও করল—প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক। সবই ঘটল—কিন্তু রেজিমেণ্ট নড়ল না। এরকম তিন ঘণ্টা চলার পর দুক্রো নিজে এসে আক্রমণের আদেশ দিলেন। কিন্তু কেউ নড়ল না।

রাতের অন্ধকার নেমে এল। অন্ধকারে জার্মান বলে ভুল করে গার্ডরা ত্রোশুর দেহরক্ষীদের উপর গুলি চালিয়ে দিল। একজন অফিসারের বুকে গুলি লাগল। এটাই ত্রোশুর প্রতি সৈন্যদের শেষ সেলাম। তিনি বুঝতে পারলেন, বুজেনভাল আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে। পরের দিন ভোরে পিছু হটার নির্দেশ দিলেন ত্রোশু। এ ধরনের বাহিনীর পক্ষে সুশৃঙ্খলভাবে পিছু হটা একেবারেই অসম্ভব। দুক্রো লিখছেন: খোলা প্রান্তর দিয়ে গার্ডরা যে যেদিকে পারছে দৌড়ুচ্ছে। দলছুট সৈন্য অফিসার—সবাই নিজের নিজের কোম্পানির লোকদের খুঁজে হয়রান।

ন্যাশনাল গার্ড প্যারীর রাস্তায় দৌড়ুচ্ছে। তাদের বুক চিরে ডাক—আমাদের সাথে বেইমানি করা হয়েছে—সবাইকে বুঝিয়ে দিল—সব শেষ। আমেরিকান অ্যাম্বুলেন্স কর্মীরা ওয়াশবার্নকে জানাল—পাঁচশ অ্যাম্বুলেন্সেও কুলোচ্ছে না—এত আহত। বেলভিলের ঘরে ঘরে মেয়েদের বুকফাটা কান্না। প্রুশীয়দের হতাহতের সংখ্যা সাতশ আর ফরাসী সৈন্য মারা গেছে চার হাজার, তার মধ্যে দেড় হাজার গার্ড।

২১শে জানুয়ারি গোটা শহর অস্বাভাবিকভাবে স্তব্ধ। গঁকুরের ভাষায়, কবরের নিস্তব্ধতা—একটা বড় রকমের বিপর্যয় শহরের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। মৃতের মতো অত্যধিক রক্তপাতে পাণ্ডুর সকলের মুখ। শ্রীমতী জুলিয়েৎ শুধু লিখলেন: প্যারীর সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।

ত্রোশুকে যেতে হবে—এ বিষয়ে সবাই একমত। সরকার আর মেয়রদের যুক্ত সভায় ঠিক হল পুরনো জবরদস্ত সেনাপতি ভিনয় সামরিক বিভাগের ভার নেবে—আর ফাভ্‌র্‌ বিসমার্কের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির দুঃসহ এবং অবমাননাকর আলোচনা আবার শুরু করবে। ভিনয় দায়িত্ব নিয়েছেন এমন সময় যখন বেলভিলের শ্রমিকপল্লী ন্যাশনাল গার্ডদের অহেতুক মৃত্যুর মুখে ঠেলে পাঠানো নিয়ে ফুঁসছে। তার উপর শোনা যাচ্ছে আত্মসমর্পণের কথাবার্তা নাকি জার্মানদের সঙ্গে শুরু হবে।

অতএব ২২শে জানুয়ারি ভোরে শুরু হল অবরোধের সময়ের সবচেয়ে হিংস্র বিক্ষোভ। ভোর হবার আগেই একদল সশস্ত্র লোক মাজা জেলের ফটকে হাজির। তাদের দাবি—৩১শে অক্টোবরের বিক্ষোভ পরিচালনার জন্য ধৃত ফ্লুঁরাঁ এবং অন্যদের এক্ষুনি মুক্তি দিতে হবে। কারাধ্যক্ষ ঘাবড়ে গিয়ে ফ্লুঁরা এবং অন্যদের তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিলেন। ঐসব লোকদের মুক্তির বিনিময়ে তিনি শুধু একটা রসিদ চাইলেন।

ভেরী বাজিয়ে বিক্ষোভকারীরা তারপর ২০ নং মহল্লায় ঢুকে পড়ল—সেই এলাকায় হেড-কোয়ার্টার বানানো হল। রাতের অন্ধকারে ফ্লুঁরাঁ বুদ্ধিমানের মতো আবার গা ঢাকা দিলেন। পরের দিন বিকেলে অর্থাৎ ২৩শে জানুয়ারি বিক্ষোভ মিছিল টাউন হলের সামনে উপস্থিত। দেলেসক্লুজ এবং অন্যান্যরা

তখন রুয়ে-দ্য-রিভলি-তে একটা বাড়িতে বসে শলাপরামর্শ করতে ব্যস্ত। ব্লাঙ্কি যথারীতি একটা কাফেতে বসে ঘটনার গতি পর্যবেক্ষণ করছেন। মিছিল প্রথমে বেশ শান্তিপূর্ণভাবেই শুরু হয়েছিল—কিন্তু ক্রমশ লোকজন তেতে উঠতে লাগল। শুরু হল হাজার কণ্ঠে শ্লোগান: বিশ্বাসঘাতক সরকার নিপাত যাক। সরকারের কোন সদস্য তখন টাউন হলে উপস্থিত ছিলেন না। সরকারের সদস্য জুলে ফেরীর সহকারী গুস্তাভা শোকে মিছিলের নেতাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য বেরিয়ে এলেন। এসেই বললেন—চালাকি কোরো না বেশি—সমস্ত বাড়ি সুরক্ষিত—ব্রেটন মোবাইল গার্ডরা পাহারা দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে ১০১ নং ব্যাটেলিয়ানের তিনশ ন্যাশানাল গার্ড পুরোপুরি সশস্ত্র অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হল। তাদের পুরোভাগে সামরিক পোশাকে লুইজ মিশেল আর স্যাপিয়া। হঠাৎ একটা গুলি ছুটে গেল—বোধ হয় ন্যাশনাল গার্ডদের কারও বন্দুক থেকে। জনতার মধ্যে দৌড়াদৌড়ি—'ওরা গুলি ছুঁড়ছে' 'ওরা গুলি ছুঁড়ছে' বলে চীৎকার। স্যাপিয়ার লোকজন তখন হাঁটু গেড়ে বসে টাউন হলের দিকে গুলি ছুঁড়তে লাগল। মোবাইল গার্ডের একজন অ্যাডজুটেন্টের গায়ে গুলি লাগল—সঙ্গে সঙ্গে গুলি করার ঢালাও আদেশ। টাউন হলের প্রত্যেকটি জানলা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বৃষ্টি। অবরোধের সময় এই প্রথম একজন ফরাসী আর-একজন ফরাসীকে মারার জন্যে গুলি করছে। এ কি ভবিষ্যতের নিগূঢ় সংকেত! মোবাইলদের গুলি চালাবার আদেশ দেওয়ার অপরাধে শোদেকে পরে প্রাণ দিতে হয়েছিল। ইতিমধ্যে এক তীক্ষ্ণচক্ষু ব্রেটন আস্ফালনকারী স্যাপিয়াকে গুলি করে মাটিতে লুটিয়ে দিল। একজন প্রজাতন্ত্রী সাংবাদিক জুলে ক্লারেতি ঠিক সে সময় উপস্থিত। তিনি বলছেন: লোকে হুড়োহুড়ি করে দৌড়ে পালাচ্ছে, একজনের পায়ের তলায় আর-একজনের শরীর নিষ্পিষ্ট হচ্ছে। আমার চারধারে লোক গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। টাউন হলের খোলা জানালা দিয়ে মোবাইলদের অবিরাম গুলিবর্ষণ চলছে। আমার বাঁদিকে এইমাত্র একজন যুবক মাটিতে পড়ল—সোজাসুজি গুলি এসে লাগল আর-একজনের শরীরে—মাথায় বড়টুপি-ওয়ালা একজন তক্ষুনি মরে গেল।

সেদিন রক্তস্নাত প্যারীর রাস্তায় লুইজ মিশেলের জন্মান্তর ঘটল—জনতা তাঁর নামকরণ করল—'লাল কুমারী', লোকে গুলি খেয়ে মরছে দেখে, ক্রোধে আর ক্ষোভে দিশেহারা লুইজ মিশেল একটা উলটে-যাওয়া বাসের আড়াল থেকে টাউন হলের দিকে গুলি করতে লাগলেন। আধ ঘণ্টা ধরে চলল এই গুলিবিনিময়। ইতিমধ্যে ভিনয় আরও ফৌজ পাঠিয়েছেন। আরো বাস উলটে, পথে আরো ব্যারিকেড সৃষ্টি করে ন্যাশানাল গার্ড পিছু হটে গেল। পড়ে রইল স্যাপিয়া সহ পাঁচ জন মৃত—আরো কিছু আহত শিশু আর নারী।

সেদিন রবিবার বিকেলে টাউন হলের পথে যাবার সময় ওয়াশবার্নের

সঙ্গে এক ফরাসী ডাক্তারের দেখা। জানতে চাইলেন—এসব কী চলছে? কেন এই গুলিবিনিময়? কারণটা ডাক্তার বললেন: কেউ জানে না কাল কী ঘটবে—যাই ঘটুক না কেন,—ফ্রান্সের দফা সারা।

এটা সবাই বুঝতে পারছে অবরোধের মেয়াদ একদিকে যেমন ফুরিয়ে আসছে—অপর দিকে নতুন একটা সময়ও আসছে। এক নতুন পরিস্থিতি—এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি—যা আগে কেউ দেখেওনি। হয়তো অল্প লোকেই ভেবেছে, এমন একটা সময় আসতে পারে।

২২শে জানুয়ারি পর্যন্ত ন্যাশনাল গার্ডরা কোন রকমের হিংসাত্মক কাজে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু মোবাইলদের এই গুলিবর্ষণ সব কিছুকে বদলে দিল এবং এবার থেকে আপোসহীন দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল প্যারী।

২২

বিপ্লব আর বেশি দূরে নয়—এই বিশ্বাস ধীরে ধীরে প্রতিটি বুর্জোয়ার মনে বাসা বাঁধছে। ফোর্ট ইসির একজন মোবাইল কর্পোরাল তার বাবাকে চিঠিতে লিখছে—ঐ নিষ্কর্মা বেজন্মার দল—ঐ কাপুরুষের দল—জার্মানদের চেয়েও সাংঘাতিক। আমাদের যত বিপদের মূল হচ্ছে ওরা। ব্রেটনরা ওদের গুলি করেছে—অতএব সাবাশ ব্রেটন—দীর্ঘজীবী হোক্ ব্রেটনরা।

যা কয়েকমাস আগে ত্রোশুর করার কথা ছিল বলে বুর্জোয়ারা মনে করে—ভিনয় এবার তাই করলেন। লা কম্ব্যাৎ আর লা রিভোলি কাগজ দুটো বন্ধ করে দিলেন ভিনয়। 'লাল ক্লাব' সব নিষিদ্ধ হয়ে গেল এবং দেলেসক্লুজ আর পিয়ে-কে সামরিক আদালতে হাজির হবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হল। যথারীতি পিয়ে আবার শূন্যে মিলিয়ে গেলেন।

গৃহযুদ্ধ আজ অবাস্তব কল্পনা নয়—গৃহযুদ্ধ দুয়ারে কড়া নাড়ছে। দুটো ফ্রন্টে লড়াই করা চলে না। অতএব জুলে ফাভ্র্ ঠিক করলেন, আর দেরি নয়—অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির প্রয়োজন। গাম্বেতার সঙ্গে আলোচনা করারও আর সময় নেই।

জুলে ফাভ্র্‌কে দেখেই বিসমার্কের প্রথম সম্ভাষণ—মন্ত্রীমশায়, আপনি আরো রোগা হয়ে গেছেন—আপনাকে একেবারে সাদা দেখাচ্ছে। ঝানু উকিলের সঙ্গে শুরু হল বিসমার্কের বেড়াল-ইঁদুর খেলা। ফাভ্র্ বেশ গর্বের সঙ্গেই প্যারীর প্রতিরোধের কাহিনী পাড়লেন। কিন্তু বিসমার্ক সেই বিসমার্কই রয়েছেন যাঁকে ফাভ্র প্রথম ফেরিয়ারে দেখেছিলেন। বিসমার্ক ফাভ্র্‌কে কে কথা শেষ করতে দিলেন না—আহা, প্রতিরোধের কথা অত বড়াই করে বলবেন না। এটা একেবারে বাজে ব্যাপার। ত্রোশু তো

একটা জঘন্য অপরাধী। যদি জার্মান জেনারেল হতেন তিনি—তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারা হত। সেই রাত্রিতে ফাভ্‌র্‌ বিসমার্কের সঙ্গে নৈশ-ভোজন করলেন। পরে আহ্লাদে ডগমগ বিসমার্ক যুবরাজকে জানালেন—আবার বাঘের মতো ক্ষিধে আমার ফিরে এসেছে—আবার আমি তিনজনের খাবার একা খেয়েছি।

আলোচনা চলল ২৫, ২৬, আর ২৭শে জানুয়ারি তিন দিন ধরে। যুদ্ধবিরতির শর্তাবলী: তিন মাসের মধ্যে ফ্রান্স পাঁচশ কোটি ফ্রাঁ ক্ষতিপূরণ জার্মানিকে দেবে। আলশাস্‌ পুরো আর মেৎসের দুর্গগুলি সহ লোরেনের বেশিরভাগ জার্মানির দখলে যাবে। অবিলম্বে ফ্রান্সে নির্বাচন হবে এবং নব-নির্বাচিত আইনসভা পাকাপাকিভাবে সন্ধির শর্তাদি অনুমোদন করবে।

১৮৬৭ সালের প্যারীর প্রদর্শনীর দিনগুলির মতো বিসমার্ক আবার জমকালো পোশাকে ফরাসী প্রতিনিধির সামনে হাজির। সেই দিনগুলি কোথায় গেল? সেই সাড়ে তিন বৎসর আগের দিনগুলি? ফাভ্‌র্‌ মনে করার চেষ্টা করতে লাগল। হ্যারিসন বলছেন—তাকিয়ে দেখো, একজন কেমন স্বাস্থ্য আর শক্তিতে ঝকমক করছে—তারই পাশে আর-একজন—বিবর্ণ, বিষণ্ণ, বিনা-ইস্ত্রি কোঁচকানো জামা-প্যাণ্ট পরনে—কাউকে কি বলে দিতে হবে—এই দুজনের মধ্যে কে বিজয়ী, আর কে বিজিত?

আলোচনাপ্রসঙ্গে ফাভ্‌র্‌ জানালেন, দেশের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্যে অন্তত তিন ডিভিশন সৈন্য রাখা দরকার। মোল্টকে জানালেন, তিনি দুই ডিভিশনের বেশি সৈন্য রাখতে দেবেন না—আর ন্যাশনাল গার্ডকে নিরস্ত্র করতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে ফাভ্‌র্‌ আঁতকে উঠলেন—না, না!! এতে আমি কিছুতেই রাজী হতে পারি না—তাহলে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে।

বিসমার্ক ঠাণ্ডা গলায় বললেন—আপনি নির্বোধের মতো কথা বলছেন। আজ হোক, কাল হোক, আপনাকে ন্যাশনাল গার্ডদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতেই হবে। সৈনিকের মতো তিনি বললেন—তার চেয়ে আগ বাড়িয়ে একটা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে তুলুন—এখনো সৈন্যবাহিনী আপনাদের হাতে আছে, ঠাণ্ডা করে দিতে পারবেন। ফাভ্‌রের চোখে আতঙ্ক দেখে ওঁর চোখের ভাষা পড়তে চাইলেন বিসমার্ক। ফাভ্‌রের চোখদুটো যেন বলছে—দেখো লোকটা কী রক্তখেকো।

ন্যাশনাল গার্ডের হাতিয়ার আর কাড়া হল না। কিন্তু তার বিনিময়ে নিয়মিত সৈন্যদল দুই ডিভিশন থেকে কমিয়ে এক ডিভিশনে দাঁড় করানো হল। ২৭শে জানুয়ারি সব পাকাপাকি হয়ে গেল। শেষ কামান ছোঁড়ার অধিকার ফাভ্‌র্‌ প্যারীর জন্যে ভিক্ষা করে আনলেন।

সেদিন ২৭শে জানুয়ারি—জার্মানির ভাবী কাইজার প্রিন্স উইলিয়মের

ত্রয়োদশ জন্মদিন। সেই রাতেই ফাভ্‌র্‌ ভার্সাই ছেড়ে সদলবলে প্যারী ফিরে গেলেন। তাঁকে দেখে একজন জার্মানের মনে হচ্ছিল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর মতো। প্যারীতে ফিরে ফাভ্‌র্‌ তাঁর পনেরো বছরের মেয়েকে কাছে থাকতে বললেন—মধ্যরাত্রিতে শেষ কামানের গর্জন দূরে মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ফাভ্‌র্‌ মেয়ের কোলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

যুদ্ধবিরতি ঘোষণা শোনার সঙ্গে সঙ্গে গোটা প্যারী পক্ষাঘাতে অসাড়।

দ্বিতীয় পর্ব

দড়িতে টান দাও গির্জার ঘণ্টার
গ্র্যানিট হয়ে ওঠো . . হও ব্যারিকেড
প্রতিরোধ গড়ো প্যারী, গড়ো প্রতিরোধ

—ইউজিন পতিয়ে

১

এখন সব কিছু শেষ। অবরোধের দিনগুলি প্যারীবাসীকে দিয়েছিল জীবনের এক অর্থবহ অভিজ্ঞতা। নিরন্তর ঝুঁকি নিয়ে বেঁচে থাকা—এককণা খাদ্য নেই, এতটুকু উষ্ণতা নেই—তবুও বেঁচে থাকা—এই বাঁচার স্বাদই ছিল আলাদা। প্যারীর আত্মসমর্পণের পর জীবনের সমস্ত স্বাদই যেন আলুনি। এক নিঃসীম সর্বব্যাপী শূন্যতা যেন শহরকে গ্রাস করেছে।

শহরটাকে এখন হতকুচ্ছিৎ দেখাচ্ছে। রাস্তার দুধারের গাছগুলির চিহ্নমাত্র নেই। রাস্তার মাঝে বড় বড় গর্ত। মানুষের চোখে এক ধরনের ফ্যালফ্যাল চাউনি। অল্পবিত্ত মানুষের দোকান-পসার সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন লোক শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মোবাইলরা দেশের পথে পা বাড়িয়েছে। ব্রিটিশ সাংবাদিক ও-শীয়া, টমি বাউলেজ আর ল্যাবুশিয়ের প্যারী ছেড়ে চলে গেলেন। মধ্যবিত্ত মানুষদের মধ্যে প্যারী-ত্যাগের হিড়িক পড়ে গেল। এঁরাই ছিলেন অস্থায়ী সরকারের প্রধান সমর্থক। শহরত্যাগের বিধিনিষেধের কড়াকড়ি শিথিল হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ লোক শহর ছেড়ে চলে গেল। প্যারীতে মধ্যবিত্তদের সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে ন্যাশনাল গার্ডে গরিব শ্রমজীবীদের সংখ্যা অনেকখানি প্রাধান্য পেল।

ফ্রান্সের সবচেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্পী বুজেনভালের যুদ্ধে মৃত রেইনো-র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে এক বিশাল জনসমাবেশ ঘটল। গঁকুরের ভাষায়, এই বিশাল জনতা আসলে ফ্রান্সের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে এসেছে—তারা কাঁদছে ফ্রান্সের ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

৩০শে জানুয়ারি, সাংবাদিক জুলে ক্লারেতি লিখছেন: দুর্গ সব বেদখল হয়ে গেছে। নিরস্ত্র সৈন্য আর নাবিকেরা ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। বালির বস্তা আর প্রতিরোধের অন্যান্য সাজসরঞ্জাম সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে রক্তমাখা স্ট্রেচার। আর নেমে এসেছে সারা প্যারীর উপর ঘন কুয়াশার আস্তরণ। কুয়াশায় ভেসে বেড়াচ্ছে মানুষের পুঞ্জ-পুঞ্জ বেদনা!

তবুও অদম্য ফরাসী আশাবাদ মরে না। সাংবাদিক বলছেন, এই ঘন কুয়াশার অন্তরালে কোথায় যেন আশার ঝিলিক উঁকি দেয়।

যুদ্ধ আর অবরোধের শেষে এখন ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে প্রায় দেড় লক্ষ ফরাসী এবং আহতও হয়েছে প্রায় সমানসংখ্যক লোক। অবরোধের দিনগুলিতে নানাবিধ কারণে মারা গিয়েছে ৬২৫১ জন এবং ছয় জন শুধু না খেতে পেয়ে বা অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে মারা গিয়েছে।

আত্মসমর্পণের গ্লানি আর বেদনা প্যারীবাসীকে কিন্তু একাই বহন করতে হচ্ছে। গ্রামের মানুষ তার শরিক হতে অনিচ্ছুক। সামনে ফসল কাটার দিন—যুদ্ধ চলতে থাকলে সেটা নির্বিঘ্নে হওয়া সম্ভব নয়। যুদ্ধ চলার সময় জার্মান সৈন্যরা খাদ্য আর রসদের জন্য অনবরত কৃষকদের উপর হামলা চালাত। তা ছাড়া, যে যুদ্ধে জয়ের কোন আশা নেই—সে যুদ্ধ অনর্থক চালিয়ে লাভ কী? ফ্রান্সের গ্রামীণ জনতা এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য প্যারী শহরের লোকের গোঁয়ার্তুমিকে দায়ী করত। তারা শান্তি চায়—যে-কোন মূল্যে শান্তি চায়। তারা চায়, যুদ্ধ থেকে ছেলেরা ঘরে ফিরে আসুক; না হলে আগামী বসন্তে ফসল বুনবে কে? অতএব প্যারীর মানুষ যখন নিদারুণ আত্মগ্লানিতে ভুগছে—তখন গ্রামের মানুষ কট্টর বাস্তববাদী দৃষ্টিতে সমস্ত ব্যাপারটা খতিয়ে দেখছে। কাজেই অস্থায়ী সরকারের আত্মসমর্পণের প্রস্তাব ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চল প্রবল স্বস্তির সঙ্গে গ্রহণ করল।

২

প্যারী এবং গ্রামাঞ্চলের এই পরস্পরবিরোধী প্রবণতা নির্বাচনে ষোলআনা-ই প্রতিফলিত হল। বোর্দোর জাতীয় সভার ৮ই ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে দেখা গেল, গ্রামাঞ্চলে রক্ষণশীল রাজতন্ত্রী প্রার্থীদের জয়জয়কার। প্যারী এবং কয়েকটি শহর ছাড়া প্রায় সব জেলা থেকে রক্ষণশীল প্রার্থীরা নির্বাচিত এবং নব-নির্বাচিত আইনসভায় রাজতন্ত্রীদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে রাজতন্ত্রীদের সংখ্যা চারশ, প্রজাতন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন দেড়শ জন, এবং বোনাপার্টপন্থীদের সংখ্যা মাত্র বিশ জন। গ্রামের ভোটারদের চোখে সম্রাটতন্ত্র যুদ্ধ শুরু করেছে, প্রজাতন্ত্র সেই যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করেছে, এবং অবশেষে যুদ্ধে পরাজয় ডেকে এনেছে—কাজেই এই দুই পক্ষই সমানভাবে নিন্দার যোগ্য। তা ছাড়া, গ্রামের লোকেরা শুনেছে—কিভাবে এই প্রজাতন্ত্রী সরকার 'লাল'-দের আশকারা দিয়েছে। সুতরাং আবার যদি প্রজাতন্ত্রীরা জয়ী হয়, তাহলে 'লাল'রা আবার মাথাচাড়া দেবে—আবার তারা ধর্ম সম্পত্তি নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে।

৮ই ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের রায় আসলে যুদ্ধবিরতির পক্ষে রায়।

অপরদিকে, প্যারী আবার '৪৮ সালের নায়কদের শহরের প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত করেছে। লুই ব্লাঙ্ক আবার অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে এসেছেন—নির্বাচিত হয়েছেন গ্যারিবল্ডি, ভিক্টর হুগো, গাম্বেতা, দেলেসক্লুজ, পিয়ে আর রোশফোর। কিন্তু নির্বাচিত হতে পারেন নি ব্লাঙ্কি—তিনি পেয়েছেন মাত্র তিপ্পান্ন হাজার ভোট। অস্থায়ী সরকারের মাত্র একজনই নির্বাচিত—তিনি হলেন জুলে ফাভ্র্।

প্যারীসহ মোট ছাব্বিশটি নির্বাচনকেন্দ্র থেকে প্রায় কুড়ি লক্ষ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন তিয়ের। খর্বকায় তিয়েরের ছায়া এখন বিশাল আকৃতি পেয়ে সমস্ত মঞ্চকে জুড়ে বসেছে। রাজতন্ত্রীদের বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা সত্ত্বেও তিয়েরকেই নতুন মন্ত্রিসভার প্রধানরূপে বরণ করা হল। তিয়েরের প্রধান সহকর্মীদের মধ্যে জুলে ফাভ্‌র্‌, পিকার এবং সাইমন মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেন। ঐতিহাসিক কোবানের মতে, ফরাসী জাতি সংকটকালে প্রবীণ বিচক্ষণ নেতাদের শরণ নিয়ে থাকে।

জন্ম থেকেই আমি জনসাধারণের একজন……শিক্ষাদীক্ষায় আমি বোনাপার্টপন্থী…রুচিতে বেশভূষায় আমি একজন অভিজাত। বুর্জোয়াদের প্রতি আমার কোন দরদ নেই—এক নির্বাচনী সভায় তিয়ের আত্মপরিচয় ঘোষণা করলেন। বোর্দো অঞ্চলের চলতি ভাষায় একজন মেয়ে চীৎকার করে তিয়েরের মুখের উপর জবাব দিল: মঁসিয়ে তিয়ের, তুমি একজন প্রতিভাবান মানুষ—অনেক বই লিখেছ তুমি, তোমার রসবোধও চমৎকার। কিন্তু তুমি একজন পাকা বদমাশ—কারণ তুমি একজন বুর্জোয়া—সাধারণ মানুষের জন্যে তোমার ছিটেফোঁটাও দরদ নেই।

মেয়েটি আসলে তিয়েরের প্রতি প্যারীর শ্রমিকশ্রেণীর মনোভাব ব্যক্ত করেছে।

তিয়ের সম্পর্কে মার্কসের মূল্যায়নেও শ্রমিক-মেয়েটির উক্তি জোরালো-ভাবে সমর্থিত: কিম্ভূত বামন এই তিয়ের প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ফরাসী বুর্জোয়াদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন—কারণ, তিনিই হলেন তাদের শ্রেণী-কলুষের চরম বুদ্ধিগত প্রকাশ। তারপর মার্কস, পুঁজিপতি অথচ কমিউনের একনিষ্ঠ সদস্য শ্রীযুক্ত বেলের উক্তিকে উৎকলিত করেন: সর্বদাই মূলধনের কাছে শ্রমের দাসত্ব—এই হল তিয়েরের নীতির মূল কথা…তিয়ের মিথ্যাভাষণ আর বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে সুনিপুণ শিল্পী, পার্লামেণ্টে দলগত লড়াইয়ের তুচ্ছ কলাকৌশলে অসামান্য ধূর্ত, কুচক্র আর হীন প্রতারণায় ওস্তাদ। মন্ত্রিত্ব হারালেই বিপ্লবকে খুঁচিয়ে তুলতে, আবার মন্ত্রিত্ব ফিরে পেলেই রক্তগঙ্গা বইয়ে তাকে দমন করতে যাঁর চক্ষুলজ্জা নেই—সেই তিয়েরের রাজনৈতিক জীবন যেমন ঘৃণ্য, ব্যক্তিগত জীবনও তেমনই কলঙ্কময়।

৩

নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, নির্বাচকমণ্ডলী বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। ফ্রান্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বিষয়ী লোকের মতো জার্মান

দখলদারদের সঙ্গে দরাদরি করতে প্রস্তুত। শুধু বাধা অনমনীয় প্যারী। অতএব তিয়েরের নেতৃত্বে বোর্দোয় 'গ্রাম্য মাতব্বর'-অধ্যুষিত আইনসভা প্যারীর বিরুদ্ধে ঘোষণা করল এক ধরনের জেহাদ।

আইনসভায় গ্যারিবল্ডিকে ভাষণ দিতে দেওয়া হল না। ইত লির স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম পুরোধা—মানবমুক্তির অনন্য সাধক গ্যারিবল্ডি এসেছিলেন ফরাসীদের মুক্তিসংগ্রামে সহায়তা করতে। কৃতজ্ঞ প্যারীবাসী গ্যারিবল্ডিকে প্যারীর অন্যতম প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত করেছিলেন। সেই গ্যারিবল্ডি যখন বলতে দাঁড়ালেন—সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল সরকারী ব্লক থেকে প্রবল টিটকারি: না, গ্যারিবল্ডি নয়—কোন ইতালিবাসীকে আমরা চাই না। এর জবাবে মার্সাই-এর প্রতিনিধি গ্যাস্টন দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠলেন—চাষারা দলে ভারী, তাই এই বেলাল্লাপনা।

তুমুল বাধার মধ্যে গ্যারিবল্ডি বললেন, তিনি এসেছিলেন ফরাসী প্রজাতন্ত্রের পক্ষে লড়তে, তাঁর কাজ ফুরিয়েছে। তাঁকে নির্বাচিত করে প্যারী শহর যে সম্মান দেখিয়েছে, তাতে তিনি অভিভূত—কিন্তু সেই সম্মানের তিনি যোগ্য নন, অতএব তিনি পদত্যাগ করছেন।

সেই রাত্রিতেই গ্যারিবল্ডি তাঁর সেই বিখ্যাত লাল জামা গায়ে দিয়ে ক্যাপ্রির উদ্দেশে রওনা দিলেন। এই অকৃতজ্ঞ দেশে তিনি আর ফিরবেন না। হুগো তাঁর সম্বন্ধে বলেন—এই একমাত্র জেনারেল, যিনি কোন যুদ্ধে হারেন নি।

একই অপমান হুগোর জন্যেও বরাদ্দ। আইনসভার কক্ষে দাঁড়িয়ে হুগো বললেন: তিন সপ্তাহ আগে তোমরা গ্যারিবল্ডির বক্তৃতা শুনতে চাও নি। আজ তোমরা আমার কথা শুনতে চাইছ না। যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়—আমি এই সভার সদস্যপদ ত্যাগ করছি।

শুধু হুগো নয়—একে একে প্যারীর ছজন বামপন্থী সদস্যকেই আইনসভা থেকে পদত্যাগ করতে হল। তাঁদের পথ অনুসরণ করলেন গাম্‌বেত্তা আর আলশাজ লোরেনের প্রতিনিধিরা।

এতগুলো বক্তৃতাবাগীশ চলে যাওয়াতে আইনসভার গ্রাম্যসদস্যরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আইনসভার কাছে তিয়ের শান্তিচুক্তির প্রাথমিক শর্তাবলীকে বিনা বিতর্কে এই মুহূর্তেই সম্মতি জানানোর দাবি জানালেন। আইনসভা তিয়েরের দাবি মেনে নিল।

শান্তিচুক্তির পক্ষে ভোট দিলেন ৫৫৬ জন প্রতিনিধি—বিপক্ষে ১০৭ জন; নিরপেক্ষ ২৩ জন।

শান্তিচুক্তির প্রাথমিক শর্তগুলির মধ্যে রয়েছে: ফ্রান্সের মাটিতে পাঁচ লক্ষ জার্মান সৈন্যের ভরণপোষণ, পাঁচশ কোটি ফ্রাঁ ক্ষতিপূরণ, আর কিস্তির খেলাপ হলে শতকরা পাঁচ হারে সুদ। প্যারী শহরের মধ্য দিয়ে জার্মানদের

বিজয়-মিছিল বার করা এবং দুদিন সেখানে অবস্থান করার বিনিময়ে বেলফোর-এর উপর অধিকার ফ্রান্সেরই থাকছে।

জার্মান সম্রাট চান রু-দ্য-রিভোলি দিয়ে বিজয়গৌরবে মার্চ করে যেতে। গ্রামের মূর্খগুলো তাতে রাজী হয়েছে—প্যারীর মানুষের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে এদের বাধে নি। লুই পেগুরে তাঁর বোনকে লিখছেন : কী লজ্জা। কী বে-ইজ্জতি কারবার। এই রাজতন্ত্রী লোকগুলো দেশের মুখে চুনকালি মাখাল।

১৮৭১-এর ১লা মার্চ জার্মান সৈন্যদল প্রস্তরীভূত প্যারীবাসীর চোখের সামনে বিজয়-মিছিলে শহরে প্রবেশ করল। জার্মান অশ্বারোহী বাহিনী সাঁজেলিজের রাজপথ দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল। রাস্তার দুধারের দোকানপাট সব বন্ধ। প্যালে দ্য লা কঁকর্দের প্রস্তরমূর্তিগুলির শরীর আপাদমস্তক কালো কাপড়ে মুড়ে দেওয়া হল। বেলভিলের শ্রমিকরা ব্যারিকেড বানিয়ে মেশিনগান আর কামান নিয়ে তৈরি। জার্মানরা বুদ্ধিমানের মতো আর সেদিকে যায় নি।

৩রা মার্চ—কী সুন্দর আবহাওয়া। গঁকুর শুনল কাক ডাকছে। এ সময় কাক? হঠাৎ বাজনার শব্দ। ওরা তাহলে চলে যাচ্ছে। যেই জার্মানরা শহর ছেড়ে চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে সবাই ঝাঁটা আর ফিনাইল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। যেখান দিয়ে জার্মানরা চলাচল করেছে, সেসব জায়গা তারা ধুয়েমুছে সাফ করে ফেলল। যেসব ভাঁটিখানা থেকে জার্মানদের মদ সরবরাহ করা হয়েছে, তাদের দরজা জানালা আর একটাও আস্ত রইল না। যারা এই দু'দিন বিজয়ীদের প্রতি সহৃদয় আচরণ করেছে তাদের দারুণভাবে নাকাল করা হল—মেয়েদেরও রেহাই দেওয়া হল না।

৪

বোর্দোর 'গ্রাম্য-মাতব্বর'দের চোখে প্যারী একটা অরাজক শহর—যেখানকার মানুষ সর্বদা বিপ্লব করার জন্যে উদ্‌গ্রীব। তারা তিনবার প্রজাতন্ত্র বানিয়েছে এবং আর কত দেবমূর্তি যে তারা চুরমার করেছে—তার ইয়ত্তা নেই। অতএব এহেন অবাধ্য শহরকে শায়েস্তা না করলে ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সুতরাং একটার পর একটা জনবিরোধী আইন বোর্দো আইনসভায় পাস হতে লাগল। প্যারীর জনগণের বিরুদ্ধে একটার পর একটা প্ররোচনামূলক আদেশ জারি হতে লাগল।

১০ই মার্চ সিদ্ধান্ত হল ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বোর্দো থেকে প্যারী আসবে না—ভার্সাইতে যাবে। 'রাজধানীর মর্যাদার আসন থেকে প্যারীকে টেনে নামিয়ে তাকে মুণ্ডহীন' করার হুমকি দেওয়া হল।

১১ই মার্চ পাস হল কর্জশোধ আইন। যুদ্ধ এবং অবরোধের জন্যে যেসব কর্জ মুলতুবি রাখা হয়েছিল তা আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে চুকিয়ে দিতে হবে। পাস হল বাড়িভাড়া শোধ আইন। সমস্ত জমে-থাকা ভাড়া বাড়িওয়ালাদের এক্ষুনি শোধ করে দিতে হবে ভাড়াটেদের। পাস হল ন্যাশনাল গার্ডের বেতন বন্ধের আইন। ন্যাশনাল গার্ডদের দৈনিক ১'৫০ ফ্রাঁ রোজগার মারা গেল। গামবেতা যাকে বরখাস্ত করেছিলেন—সেই বোনাপার্টপন্থী জেনারেল পালাদিনকে আবার প্যারীর ন্যাশনাল গার্ডের কর্তৃত্বে বসানো হল।

জমির মালিক আর বাড়ির মালিকদের এখন আর আহ্লাদের শেষ নেই—সর্বনাশ ঘটল মধ্যবিত্তের। লুই পেগুরে বোনকে একটা চিঠিতে লিখলেন; বাড়িওয়ালারা—যাদের দিন-আনি-দিন-খাই অবস্থা—তাদের কাছ থেকে কি ভাড়া আদায় করবে। আমরা যবে পারব—তখন শোধ করব—অনেকে তো আদৌ দিতে পারবে না।

নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত এই তিনটি আইন প্যারীর নিম্নবিত্ত কেরানী-দোকানী-কারিগরদের শ্রমিকশ্রেণীর কোলে ঠেলে দিল। পেটিবুর্জোয়ারা এতদিন শ্রমিকদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতে চেয়েছে। বোর্দো আইনসভার জনবিরোধী আইন প্যারী শহরের শ্রমিক আর অ-শ্রমিক সকলকে এক শিবিরে সমবেত করেছে। পরবর্তিকালে পেটিবুর্জোয়ার এক বড় অংশ কমিউনের ঘোরতর সমর্থকে পরিণত হয়েছিল।

সামরিক আদালতের বিচারে, ৩১শে অক্টোবরের অভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানের অপরাধে ব্লাঙ্কি এবং ফ্লুরাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হল। এ-সমস্ত প্ররোচনা প্যারী শহরের সব স্তরের মানুষকে করে তুলল ক্ষুব্ধ। প্যারীবাসী অনুভব করল, বোর্দো সরকার প্যারীর বিরুদ্ধে শুরু করেছে এক অঘোষিত যুদ্ধ।

৫

প্যারীতে আবার দখিনা বাতাস বইতে শুরু করেছে—বসন্ত আগতপ্রায়। মৃত্যুর হার এখন অনেক কম—ফেব্রুয়ারির তুলনায় মার্চে মৃত্যুর হার এক-তৃতীয়াংশে নেমে এসেছে। কাজকারবার আবার ধীরে ধীরে চালু হচ্ছে। গঁকুরের সাহিত্যচর্চায় আবার অনুরাগ ফিরে এসেছে। কিন্তু কয়েকদিন পর আবার তিনি জানাচ্ছেন: জানি না কেন, এক অজানা আশঙ্কায় আমার মন অস্থির।

যেদিন শান্তিচুক্তি অনুমোদিত হয় সেই ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঘটল ন্যাশনাল গার্ডের 'মার্চপাস্ট'-এর অনুষ্ঠান। তিন লক্ষ প্যারীবাসী ব্যাটালিয়ানের নিজস্ব পতাকা উড়িয়ে, ব্যাণ্ড বাজিয়ে মিছিল করে গেল। হাতে কারও অস্ত্র নেই—কিন্তু পতাকায় কালো বর্ডার দেওয়া। ব্যাটালিয়ান কম্যাণ্ডাররা

জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। বেলা দশটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলতে থাকে। একজন সামরিক বাহিনীর অফিসার শুনতে পেলেন, অনুষ্ঠান শেষ হবার পর—গার্ডদের মুখে মুখে ১৭৯৩, ১৮৩০ আর ১৮৪৮-এর অভ্যুত্থানের দিনগুলির কথা অনবরত উচ্চারিত হচ্ছে। তারা আরো বলছে: শোষকরা মনে করে—চিরদিন তারা সাধারণ মানুষকে দাবিয়ে রাখতে পারবে, কিন্তু তারা ভুলে যায় যে শোষিতরাও একদিন হঠাৎ জেগে ওঠে।

হঠাৎ 'পুলিশের চর', 'পুলিশের চর' বলে শোরগোল উঠল। ভিন্সেন-জোনি বলে একজনকে পাকড়াও করা হয়েছে—সে নাকি ন্যাশনাল গার্ডের ইউনিটের নম্বরগুলি একটা কাগজে টুকছিল। তাকে বস্তাবন্দী করে সেন নদীর জলে ছুঁড়ে দেওয়া হল—ঢেউয়ের ধাক্কায় সে একবার কিনারায় আসে আবার ভেসে যায় নদীর মাঝখানে—শেষে টুপ করে ডুবে গেল।

ঐ দিনই সঁত পেলাগী জেলখানা থেকে ২২শে জানুয়ারির অভ্যুত্থানে ধৃত বন্দীদের মুক্ত করে আনা হল। মুক্তবন্দীদের অন্যতম ব্রুনেল, ১০৭ নং ব্যাটালিয়ানের কম্যাণ্ডার, যিনি ২২শে জানুয়ারি সব অস্ত্রাগার আর টেলিগ্রাফ অফিস দখল করতে আদেশ দিয়েছিলেন।

ব্রুনেলকে মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে আর্টিলারি পার্কের উপর ন্যাশনাল গার্ড ঝাঁপিয়ে পড়ল। জার্মানরা কামান দখল করার আগেই তারা দু-শ কামান দখল করে নিল। ন্যাশনাল গার্ড মনে করে, এইসব কামান সাধারণের চাঁদায় কেনা, অতএব জনগণের সম্পত্তি—পরাজয় আর অপমানের জ্বালা বোর্দো আইনসভা প্যারীর উপর ঢেলেছে—এইবার ন্যাশনাল গার্ড চাইল যাতে তার প্রতিকার আংশিকভাবে হলেও করা যায়। 'লা-মার্সাই' গাইতে গাইতে এই কামানগুলো টেনে তারা মেঁামাত্রে নিয়ে গেল—এভাবে বেলভিল এবং লা ভিলেৎ অঞ্চলে আরো কামান জড়ো করা হল।

অবরুদ্ধ প্যারীতে ন্যাশনাল গার্ড একটা সশস্ত্র শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছিল। ২২শে জানুয়ারির রক্তাক্ত ঘটনার পর সমস্ত ন্যাশনাল গার্ডের ইউনিটগুলি 'ন্যাশনাল গার্ডের রিপাবলিকান ফেডারেশনে' ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। অবরোধের অবসানের পর বহু বুর্জোয়া আর মধ্যবিত্ত হাওয়া বদলাতে শহর ছেড়ে চলে গেছে—ফলে, ন্যাশনাল গার্ডে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন নিম্নবিত্ত আর শ্রমিকরা সংখ্যায় অনেক বেশি।

জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি থেকেই শ্রমিক মহল্লায় 'কমিউন জিন্দাবাদ' ধ্বনি ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে। প্যারীর সমস্ত পূর্বাঞ্চল জুড়ে বামপন্থী গোষ্ঠী আর আন্তর্জাতিকের অনুগামীদের প্রতি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ প্রকট হয়ে উঠছে। প্যারীর ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৮, ১৯, ২০ নম্বর মহল্লাগুলিতে জানুয়ারি মাস থেকেই লাল পতাকার ইতস্তত আবির্ভাব লক্ষণীয়। প্রজাতন্ত্রের

তেরঙা নিশানের পাশাপাশি লাল পতাকা উড়ছে, গরিব মহল্লায় যতই দিন যাচ্ছে, ততই মানুষ এক মৌলিক কর্মসূচি এবং বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তোলার পক্ষপাতী হয়ে উঠছে।

৩রা মার্চ সমস্ত বামপন্থী-মনোভাবাপন্ন ব্যাটেলিয়ানের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হল ন্যাশনাল গার্ডের কেন্দ্রীয় কমিটি। ন্যাশনাল গার্ডের নব-নিযুক্ত সর্বাধিনায়ক দো-রেলের হাত থেকে পরিচালনক্ষমতা ক্রমশ পিছলে যাচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় কমিটি ন্যাশনাল গার্ডের প্রকৃত নেতৃত্বে রূপান্তরিত হচ্ছে। বোর্দো সরকারের প্রতি অনুগত মাত্র এক ডিভিশন সৈন্য একদিকে আর অপর দিকে কেন্দ্রীয় কমিটির উপর আস্থাশীল সাড়ে তিন লক্ষ ন্যাশনাল গার্ড। ১৮৭১ মার্চের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই প্যারীতে গড়ে উঠল পাশাপাশি দুটি ক্ষমতাকেন্দ্র—বোর্দো সরকারের প্রতি বিরূপ প্যারীবাসী ক্রমশ কেন্দ্রীয় কমিটির উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। গ্রাম্য-মাতব্বর-অধ্যুষিত বোর্দো সরকারের যাবতীয় হীন ষড়যন্ত্র আর আক্রমণের বিরুদ্ধে ন্যাশনাল গার্ডের কেন্দ্রীয় কমিটি প্যারীবাসীর আত্মরক্ষার একমাত্র বর্ম।

হেনরি লাফাভ্রের মতে, প্যারী শহরে ১৮৭১-এর মার্চের গোড়ার দিকে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল—তার তাৎপর্য অপরিসীম—তিনি এই অবস্থার সঙ্গে নভেম্বর বিপ্লবের প্রাক্‌কালীন রুশ দেশের রাজনৈতিক অবস্থার সাদৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন। তিনি বলেন: দ্বৈত ক্ষমতাকেন্দ্রের অভ্যুদয়, লেনিনের মতে, বিপ্লবী পরিস্থিতির একটি প্রধান লক্ষণ। ১৮৭১ সালের মার্চে প্যারীতেও অনুরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে বোর্দো সরকার, অপরদিকে ন্যাশনাল গার্ডের কেন্দ্রীয় কমিটি। প্যারীবাসীর জীবনে বোর্দো সরকারের কর্তৃত্ব এবং প্রভাব যে পরিমাণে ক্ষীয়মাণ—ঠিক সেই পরিমাণে বর্ধমান মানুষের উপর কেন্দ্রীয় কমিটির প্রভাব এবং কর্তৃত্ব। ঠিক এই পরিস্থিতিতে আবির্ভাব ঘটে ১৮৭১ সালের বিপ্লবী প্যারী কমিউনের।

কমিউনের কাহিনীকার ফ্রাঙ্ক জ্যালিনেকও একই অভিমত পোষণ করেন। তিনি বলছেন, প্যারীতে এখন আর পুলিশকে কেউ মানে না। প্যারীবাসীর জীবনে বোর্দো সরকারের অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে, এবং প্যারীর নিয়ন্ত্রণভার ক্রমশ চলে যাচ্ছে 'কেন্দ্রীয় কমিটি' নামক একটি রহস্যময় ক্ষমতা-কেন্দ্রের হাতে।

এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে তিয়েরও সজাগ। তিনি জানেন, প্যারীতে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি জন্ম নিয়েছে, এবং তাঁর সরকার আজ সেই শক্তির চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। প্যারীতে শক্তির ভারসাম্য রাতারাতি বদলে গেছে।

ইতিপূর্বে বিসমার্ক জুলে ফাভ্‌রকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ফ্রান্স আর জার্মানি—দুই দেশের বুর্জোয়ার স্বার্থে বিসমার্ক ন্যাশনাল গার্ডকে নিরস্ত্র করার দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার

পূর্বে ফ্রান্সের বুর্জোয়া নেতারা ন্যাশনাল গার্ডের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গিয়ে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের ঝুঁকি নিতে চান নি।

কিন্তু শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া ফ্রান্সের বুর্জোয়াদের পক্ষে এখন সহজ। আঁদ্রে কাস্তেলো বলছেন, ন্যাশনাল গার্ডের হাতে কামান। এই ঘটনায় ফ্রান্সের ব্যবসায়ীরা হয়ে উঠল অত্যন্ত বিচলিত। তিয়েরকে তারা বার বার বলতে লাগল: যদি ঐ বদমায়েশদের হাত থেকে এক্ষুনি কামানগুলো কেড়ে না নাও, তাহলে আমাদের কাজকারবার গুটিয়ে ফেলতে হবে। যতদিন ঐ বদমায়েশদের শায়েস্তা করা না যাচ্ছে—ততদিন আর্থিক লেনদেন বন্ধ রাখা দরকার।

জাতীয় রক্ষীদেরও অনমনীয় মনোভাব, তাঁরা বলেছেন: এই কামানগুলো আমাদের—আমাদের পয়সায় কেনা। আমরা গৃহযুদ্ধ চাই না—যদি কেউ কামান কাড়তে আসে তাহলে প্যারী জ্বলে যাবে।

তিয়ের মনস্থির করে ফেললেন। তিনি ৮ই মার্চ জেনারেল ভিনয়কে ন্যাশনাল গার্ডের কব্জা থেকে কামান উদ্ধারের আদেশ দিলেন। এই আদেশ আসলে গৃহযুদ্ধ শুরু করার সংকেত।

মার্কস বলছেন: তিয়েরের প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রের পথে প্যারীই ছিল একমাত্র গুরুতর প্রতিবন্ধক। তাই প্রয়োজন হল প্যারীকে নিরস্ত্র করা… ভিনয়কে কামান কাড়ার আদেশ দিয়ে তিয়েরই গৃহযুদ্ধ শুরু করলেন।

১৮ই মার্চ সকালে ওয়াশবার্ন বেরিয়েছেন, দিনটা তাঁর আমেরিকান বন্ধু দম্পতির সঙ্গে কাটাবেন বলে। পথে তিনি একবার পররাষ্ট্র মন্ত্রকে ঢুকে পড়লেন। সেখানে তিনি একধরনের চাপা উত্তেজনা ছাড়া আর কিছুই টের পাননি। রাস্তায়ও তেমন অস্বাভাবিক কিছু তাঁর চোখে পড়েনি। কিন্তু বন্ধু মোল্টন বললেন, তিনি শুনেছেন যে মোঁমাত্রে নাকি একটা বড় রকমের সংঘর্ষ হয়ে গেছে। দুজন জেনারেল নাকি মারা গেছে। ওয়াশবার্ন চারমাস ধরে অবরোধের সময় অনেক গুজব শুনেছেন। তিনি এসব কথায় গুরুত্ব দিলেন না। কিন্তু রাত্রিতে তিনি যখন বাসায় ফিরলেন—তখন তিয়ের সরকার প্যারী ছেড়ে চলে গিয়েছে। কমিউন শুরু হয়ে গিয়েছে

ভিনয়ের নির্দেশে জেনারেল সুসবিএ দুটি সেনাব্রিগেডসহ মোঁমাত্রের দিকে কামান দখল করার জন্যে যাত্রা শুরু করল। কনকনে ঠাণ্ডা—বৃষ্টি পড়ছে তখন। সেই বৃষ্টিতে, সেই ঠাণ্ডায় ভোর হবার আগেই মহা বিরক্তি নিয়ে

ক্যাপটেন পত্রি তাঁর রেজিমেণ্ট নিয়ে চলেছেন বাস্তিলের দিকে। তিনি জানেন, এই সর্বস্বান্ত দেশকে আবার গৃহযুদ্ধের পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে—আবার চেষ্টা চলছে, তুইয়েরি প্রাসাদে রাজসিংহাসনকে প্রতিষ্ঠিত করার—সেই জঘন্য কাজে তাঁকেও লাগানো হচ্ছে।

রাতের শেষ প্রহর—ঘুমন্ত পল্লী। সুসবিএ-র সৈন্যদের আসতে দেখে যেসব সান্ত্রী 'পবিত্র' কামান পাহারা দিচ্ছিল—তারা ভয়ে দৌড় দিল। শুধু তারপিন বেয়নেটে চর্বি মাখাচ্ছিল নিশ্চিন্ত মনে—তার গায়ে চেশপটের গুলি এসে লাগল। সুসবিএ-র সৈন্যরা রুয়ে-দ্য-রোজিয়ারের গার্ড পোস্ট সহজেই দখল করে নিল। এরই কাছাকাছি জায়গা থেকে গাম্বেতা বেলুনে চড়ে প্যারী ত্যাগ করেছিলেন। ভোর চারটের মধ্যে মোঁমাত্রে-র অভিযান শেষ। সৈন্যরা কামানের দখল নিয়েছে।

অদ্ভুত কাণ্ড। অব্যবস্থা আর অপদার্থতার এক অপূর্ব সমন্বয়—সৈন্যরা কামানের দখল নিয়েছে বটে—কিন্তু কামান টেনে নিয়ে যাবার জন্যে ঘোড়া আনেনি সঙ্গে করে। সুতরাং অচল কামানের পাশে তাদের বসে থাকতে হল। ইতিমধ্যে আহত তারপিনের শুশ্রূষায় রত ছিলেন লুইজ মিশেল। সৈন্যদের অসতর্কতার ফাঁকে লুইজ মিশেল সেখান থেকে সরে পড়লেন। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে লুইজ মিশলে দৌড়ুচ্ছেন আর চীৎকার করছেন: বিশ্বাসঘাতকতা—নেমকহারামি—নেমকহারামি। চারদিকে শোরগোল পড়ে গেল—ঘুম ভেঙে গেল অনেকের। 'ভিজিলেন্স কমিটি' ডাকাডাকি করে সবাইকে জড়ো করল। সারা প্যারী শহরে ঘণ্টা বেজে উঠল—আপৎকালীন ঘণ্টা গীর্জায় গীর্জায় বাজছে। ন্যাশনাল গার্ডদের সজাগ করে দেবার জন্যে এই ঘণ্টা-ধ্বনি—সবাই বুঝতে পারল ভয়ংকর কিছু একটা ঘটেছে। চারধার থেকে লোক ছুটে এসে কামান-দখলকারী সৈন্যদের ঘিরে ফেলল। লোকের মুখচোখের অবস্থা দেখে 'দি টাইমস' পত্রিকার সংবাদদাতার মনে হল কবর থেকে সেই অষ্টাদশ শতকের প্রথম বিপ্লবের নায়কেরা যেন আবার উঠে এসেছেন। প্রত্যেকের মুখ রাগে দপদপ করছে—চোখ থেকে ঘৃণার বৃষ্টি। হ্যাঁ—সকলের হাতে কিছু না কিছু হাতিয়ার।

বাস্তিলে পাহারারত ক্যাপ্টেন পত্রি বলছেন: জীবনে কখনো এ রকম বেকায়দায় পড়িনি—আমার কাজের জন্যে এত লজ্জিত হইনি কখনো। আমার উপর নির্দেশ ছিল হটানোর—হটাব কাকে? চারধার ইতিমধ্যে জনসমূদ্রে পরিণত। আমার লোকজন তার মধ্যে তলিয়ে গেছে। আমার নিজেরই নড়াচড়ার উপায় নেই।

রবিবারের সকাল—লোকের আজ কাজে বেরুবার তাড়া নেই। সৈন্যদের বোঝাতে লাগল সবাই—তোমরা কেন এই জঘন্য কাজ করতে এসেছ? যারা তোমাদের পাঠিয়েছে—তারা পাজী—তারা নচ্ছার—তারা দেশকে

জার্মানির কাছে বিকিয়ে দিয়েছে—তারা আবার দেশে রাজার রাজত্ব কায়েম করতে চায়।

আরো নিবিড় হয়ে উঠেছে সৈন্যদের ঘিরে মানুষের বেষ্টনী। ক্রমশ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে সহস্র মানুষের উত্তপ্ত আবেগের সম্মোহনী প্রভাব। রোবটের মতো কতক্ষণ আর নির্বিকার থাকতে পারে গরিব ঘরের ছেলে—এই সৈন্যরা। তারাও যে খুশিমনে এই কাজ করতে আসেনি। হঠাৎ দেখা গেল ৮৮ নং রেজিমেন্টের সৈন্যরা রাইফেলের বাঁট ওপর দিকে তুলে ধরে স্লোগান দিচ্ছে—সৈন্যবাহিনী দীর্ঘজীবী হোক। প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক! ভিনয় নিপাত যাক! তিয়ের নিপাত যাক।

মেয়র ক্লেমাণ্ড আহত তারপিনকে হাসপাতালে পাঠাবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু সেনাপতি লে-কোঁতে কোন ঝুঁকি নিতে রাজী নন। তিনি জানেন হাজারো ক্রুদ্ধ চোখের সামনে দিয়ে রক্তাক্ত তারপিনকে বয়ে নিয়ে গেলে তার পরিণাম কী হতে পারে। তিনি মেয়রকে বললেন নিজের কাজে ফিরে যেতে—তারপিনকে নিয়ে তাঁর মাথা ঘামাতে হবে না। লুইজ মিশেলের নেতৃত্বে, লে-কোঁতেকে ঘিরে রেখেছে এক ক্রুদ্ধ জনতা। তারা লে-কোঁতের দিকে ক্রমশ এগুচ্ছে, মরীয়া লে-কোঁতে জনতার উপর গুলি চালাবার আদেশ দিলেন। কিন্তু সৈন্যরা গুলি না চালিয়ে জনতার সঙ্গে মিলিত কণ্ঠে স্লোগান দিয়ে উঠল—তিয়ের-ভিনয় নিপাত যাক! লে-কোঁতেকে এবার ঘোড়ার উপর থেকে টেনে নামানো হল।

আসলে জনতা লে-কোঁতেকে ভিনয় বলে ভুল করেছে। তারা বন্দী লে-কোঁতেকে প্রথমে স্যাতু-রুজের গার্ড পোস্টে নিয়ে গেল। গার্ড পোস্টের কম্যাণ্ডার সাইমন মেয়ের তক্ষুনি ক্লেমাণ্ডর কাছে খবর পাঠালেন। ক্লেমাণ্ড মেয়েরকে বন্দী জেনারেলের নিরাপত্তার পুরো দায়িত্ব নিতে বললেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মেয়েরের কাছে ১৮ নং মহল্লার ভিজিল্যান্স কমিটির পক্ষ থেকে নতুন আর-একটা নির্দেশ এসেছে। ক্লেমাণ্ড পাছে লে-কোঁতেকে ছেড়ে দেন—সেই আশঙ্কায় লে-কোঁতেকে রুয়ে-দ্য-রোজিয়েরের আর-একটা গার্ড পোস্টে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা হল।

বন্দী জেনারেলকে সঙ্গে করে এক মিশ্র শোভাযাত্রা চলতে লাগল। শুধু যে সৈন্য আর ন্যাশনাল গার্ড সঙ্গে যাচ্ছে তা নয়, তাতে যোগ দিয়েছে 'নিষ্কর্মা ভবঘুরেরা, গণিকা আর ভীষণদর্শন মুখরা স্ত্রীলোকেরা।' এই মিছিল দেখে আবার সাংবাদিকের মনে পড়ল—অষ্টাদশ শতকের সন্ত্রাসের দিনগুলির কথা। তারা রক্ত দেখতে চায়—এক্ষুনি লে-কোঁতেকে ছিঁড়ে ফেলতে চায়।

মিছিলের গতি অত্যন্ত ধীর। অবশেষে মিছিল বিকেল নাগাদ শহরের বাইরে এক সুন্দর শহরতলীতে এসে পৌঁছল। আলফাঁস দোদের ভাষায়, এখানে শহর এসে মাঠের সবুজ গালচের মূর্ছিত হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে

ভিনর কামান দখল করার অভিযান প্রত্যাহার করে নিয়েছেন আর লে-কোঁতেকে ছেড়ে দিয়েছেন নিজের ভাগ্যের উপরে।

৬ নং রুয়ে-দ্য-রোজিয়েরে আরো লোক জড়ো হয়েছে, বৃথাই চেষ্টা চলল লে-কোঁতেকে জিজ্ঞাসাবাদ করার। বেলা চারটের সময় হঠাৎ একদল ন্যাশনাল গার্ড ঢুকল আর-একজন বন্দীকে সঙ্গে করে। একজন সাদা দাড়িওয়ালা মানুষ, ফ্রককোট গায়ে আর মাথায় সিল্কের টুপি। সৈন্যবাহিনীর সদ্য অবসারপ্রাপ্ত জেনারেল ক্লিমেন্টি টমাস। তারা টমাসকে প্লাস পিগেলীতে পাকড়াও করেছে—টমাস নির্বোধের মতো কী হচ্ছে দেখার জন্যে দাঁড়িয়েছিল। টমাসকে অনেকদিন ধরে খোঁজা হচ্ছিল—সেই ১৮৪৮-এর জুন মাস থেকে—টমাস জুন বিপ্লবের অন্যতম ঘাতক। বুজেনভালে ন্যাশনাল গার্ডদের অকারণ প্রাণ দেওয়ার জন্যও টমাস দায়ী—টমাসের উপস্থিতি মানে দুজনেরই দফা সাড়া। দুজনেই নির্ঘাত মারা যাবে। সমস্ত বাধা ঠেলে এখন জনতা ঢুকে পড়েছে—এক্ষুনি মেরে ফেলো বলে চীৎকার করছে। গার্ড অফিসাররা আর জনতার দাবিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না—হাত তুলে সবাইকে রায় দিতে বলল। সঙ্গে সঙ্গে সকলের হাত উঠল। টমাসকে বাগানে টেনে নিয়ে যাওয়া হল, গুলির পর গুলি—টমাসের সারা শরীর গুলিতে ঝাঁঝরা। লে-কোঁতে এক গুলিতেই সাবাড়। পোস্ট মর্টেমের রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, শুধু গার্ডদের নয়, সৈন্যদের গুলিও জেনারেলের শরীরে বিঁধেছে।

তারপর এক বিচিত্র উৎসব। লোকে গুলির পর গুলি করছে, বাগানে ঝোলানো ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ দেখার জন্যে বাচ্চাদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি মারামারি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ক্লেমাঁসু—কী করছ কী করছ বলে দৌড়ে এলেন। কিন্তু তখন সব শেষ। ক্লেমাঁসু দেখছেন: সমস্ত উঠোনে লোকের ভিড়—সবাই যেন ক্ষেপে গেছে—গার্ড সৈন্য মেয়ে বাচ্চা সবাই বন্য পশুর মতো চীৎকার করছে। এক অতৃপ্ত রক্ততৃষায় সবাই উন্মাদের মতো। সকলের নিঃশ্বাসে পাগলামির ঝড়—মধ্যযুগের এক আসুরিক তাণ্ডবে মাতার জন্যে এক দুর্বোধ আবেগে থরথর করে কাঁপছে।

দূরে—বহুদূরে তখন মৃদুলয়ে ভেরীর শব্দ। খালি মাথায় এক বৃদ্ধ চলেছেন এক কফিনের পিছু পিছু। নীরব শোভাযাত্রা চলেছে এক শবাধার বয়ে নিয়ে—তার মধ্যে শুয়ে ভিক্টর হুগোর ছেলে চার্লস। আজই সকালে মারা গিয়েছে চার্লস। দিনটা ১৮ই মার্চ, ১৮৭১।

গঁকুর দাঁড়িয়ে দেখলেন—কে যায়! কে যায়! কার শবাধার? গোটা ফ্রান্সের নয় তো? গঁকুর বুঝলেন ঝড় আসছে—ভয়ানক কিছু ঘটবে এবার।

৭

আরো নানা জায়গা থেকে সংঘর্ষের খবর আসছে। রুয়ে-লেপিক্-এ জেনারেল পেট্যুরেল-এর সামনে এক জীবন্ত ব্যারিকেড। লোকেরা কামান-বাহী গাড়িটি থামিয়ে ঘোড়া খুলে নিল—গোলন্দাজদের দিল তাড়িয়ে। প্লাস পিগেলীতে জেনারেল সুসবিএ-র বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন একজন ন্যাশনাল গার্ডকে তরবারি দিয়ে আহত করার সঙ্গে সঙ্গে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। জেনারেল পালিয়ে গেলেন। কয়েকটা কুঁড়ে ঘরের পেছন থেকে একদল পুলিশ গুলি চালাচ্ছিল—তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হল। সৈন্যরা দলে দলে জনতার সঙ্গে হাত মেলাতে লাগল। বেলভিল, বুৎসোমোঁ, লাক্সাঁবুর্গ প্রভৃতি জায়গায় সেনাবাহিনী উপরওয়ালার হুকুম অমান্য করে জনতার সঙ্গে একত্রে শ্লোগান দিতে লাগল: সৈন্যবাহিনী এবং জনগণের মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক। তিয়ের-ভিনয় নিপাত যাক। বেলা এগারোটার মধ্যে সর্বত্র জনগণের জয়ী হবার খবর এল। প্রায় সব কামানই জনগণের হাতে রয়েছে—তা ছাড়া পাওয়া গিয়েছে সৈন্যদের কাছ থেকে হাজার হাজার চেশপট রাইফেল।

ভিনয় সমস্ত সৈন্যদের বিক্ষুব্ধ অঞ্চল থেকে সরে এসে অঁভালিদের চারপাশে জড়ো হবার নির্দেশ দিলেন। ক্যাপ্টেন পত্রিও বাস্তিল থেকে ফিরে এসেছেন। তাঁর চোখে পড়ল, একটি ঘোড়ায়-টানা গাড়ি একজন মাত্র আরোহী নিয়ে ভার্সাই-এর দিকে চলে যাচ্ছে। তিনি হলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী—বেশ সুশৃঙ্খলভাবেই ভার্সাই-এ সরে যাচ্ছেন তিনি। প্লাস-দ্য-লা বাস্তিলে জনতার হাতে ঘেরাও হতে হতে বেঁচে গিয়েছেন—প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল লে-ফ্লো। তিনি এটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন, সাড়ে তিন লক্ষ ন্যাশনাল গার্ডের মধ্যে সরকারের প্রতি অনুগত গার্ডের সংখ্যা ছ হাজারের বেশি নয়।

ভোর পাঁচটা থেকেই সরকারের সব মন্ত্রী পররাষ্ট্র দপ্তরে অপেক্ষমান। অনবরত একটার পর একটা খারাপ খবর আসছে। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে ক্রমশ। প্রশ্ন এখন এ নয় যে মোঁমার্ত্রকে শায়েস্তা করা যাবে কিনা—প্রশ্ন হচ্ছে প্যারীর উপর আদৌ সরকারের দখল থাকবে কিনা। তিয়ের অনুভব করলেন—তাঁকে একটা কঠিন এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হ্যাঁ—তাই নিলেন তিনি। সরকারকে এক্ষুনি ভার্সাই-এ চলে যেতে হবে। এই পরামর্শই ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে লুই ফিলিপকে তিনি দিয়েছিলেন: প্যারী ত্যাগ করে চলে যান—আবার পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে ফিরে এসে প্যারী দখল করুন।

প্যারী ত্যাগের প্রশ্নে সাইমন, ফাভ্র্ এবং পিকারের প্রবল আপত্তি। তাঁদের কাছে অভাবনীয় এই প্রস্তাব। কিন্তু তিয়ের চান নিয়মিত সৈন্যদের বিদ্রোহীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে। নাহলে সমস্ত বাহিনী আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। তর্ক-বিতর্ক হয়তো আরো কিছুক্ষণ চলত। বেলা তিনটে নাগাদ কয়েক ব্যাটেলিয়ান সরকারবিরোধী ন্যাশনাল গার্ড পররাষ্ট্র দপ্তরের নীচে এসে হাজির। লে-ফ্লো চীৎকার করে উঠলেন—আমরা গেছি। গুপ্ত সিঁড়ি দিয়ে তিয়ের রুয়-দ্য লা উনিভার্সিতের দিকে পালালেন এবং তিয়েরের জন্যে ভিনয় পাহারার বন্দোবস্ত করে দিলেন ভার্সাই-এ সরে যাবার জন্যে। অন্য মন্ত্রীরাও তিয়েরের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। ভিনয়ের সৈন্যরাও চলে যাচ্ছে—তাদের পিছনে বিস্মিত প্যারীর সমবেত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ।

'দি টাইমস'-এর সংবাদদাতা এক জায়গায় দেখছেন, জনাকুড়ি লোক ক্রুদ্ধভাবে তাকিয়ে দেখছে—একদল পুলিস সব গোছগাছ করে, মালপত্র গাড়িতে তুলে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তাদের বাধা দেওয়া উচিত—কিন্তু সেরকম কোন নির্দেশ নেই। প্যারীর বিরুদ্ধে তিয়ের-ভিনয় যে যুদ্ধ শুরু করেছে—প্রথম দফায় অবশ্যই তাদের পরাজয় ঘটেছে। কিন্তু তারা আবার ফিরে আসবে—চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্যে শক্তি সংগ্রহ করে ফিরে আসবে।

একটা দিনের মধ্যে এত দ্রুততার সঙ্গে যে এত কিছু ঘটবে তা কেউ কল্পনা করতে পারে নি। ১৮ই মার্চের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান 'লাল' নেতাদেরও অপ্রত্যাশিত। সকাল দশটা থেকেই কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন সদস্য টাউন হলে হাজির হয়েছিলেন—তাঁরা উদ্বিগ্ন, বিমূঢ়, দ্বিধাগ্রস্ত। তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেন নি এভাবে হঠাৎ ক্ষমতা চলে আসবে। সরকারের প্যারী ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে আদৌ কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। কেন্দ্রীয় কমিটি যখন করণীয় কী ঠিক উঠতে পারছিলেন না—ঠিক তখনই ব্রুনেল নিজের দায়িত্বে অগ্রসর হয়ে এলেন। একদল ন্যাশনাল গার্ডের নেতৃত্ব নিয়ে তিনি প্রিন্স ইউজিন ব্যারাক ঘেরাও করলেন—সৈন্যদের নিরস্ত্র করলেন। সৈন্যদের অনেকে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিল। ব্রুনেল এবার ওতেল-দ্য-ভিলের দিকে মার্চ করে গেলেন। একটা গোপন রাস্তা দিয়ে টাউন হল আর ইউজিন ব্যারাকের মধ্যে যাতায়াত চলত। সেই গোপন পথ ধরেই ৩১শে অক্টোবর সরকারের অনুগত সেনারা টাউন হলে ঢুকেছিল, সেখানে কিছু গুলিবিনিময় ঘটল। সৈন্যরা বেরিয়ে এসে অস্ত্রসমর্পণ করতে লাগল। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার মধ্যে ওতেল-দ্য-ভিল সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ল। কিন্তু ধীরে ধীরে পুলিস আর সৈন্যরা যে যার মতো সরে পড়তে লাগল। রাতের অন্ধকারে নিঃসঙ্গ আর বিচ্ছিন্ন

পুলিসের বড়কর্তা ফেরী টাউন হলের পেছনের জানালায় মই লাগিয়ে পালিয়ে গেলেন। ফেরীর পালাবার পিছু পিছু ব্রুনেলও ঢুকে পড়লেন। তিনি টাউন হলের ঘন্টা-ঘরের উপর একটা লাল পতাকা উড়িয়ে দিলেন। তুমুল হর্ষধ্বনি। ব্রুনেল এখানেই থামলেন না—যদি সরকার আবার পালটা আক্রমণ করে—তাই রুয়ে-দ্য-রিভোলীতে ব্যারিকেড বানাবার হুকুম দিলেন। কয়েকদল গার্ডকে পাঠালেন বাকি সরকারী ভবনগুলির দখল নেবার জন্যে।

ব্রুনেলের এত তৎপরতা সত্ত্বেও লিসাগ্যারে খুশি হতে পারেননি। মুক্তির রাত এত ভয়াবহ রকমের নিস্তব্ধ কেন? তিনি দেখছেন, প্যারীর দক্ষিণ ফটক দিয়ে ভিনয় সসৈন্যে মার্চ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই নির্গমন বন্ধ করা যেত যদি প্যারীর বিপ্লবী গার্ডরা সামান্যমাত্র তৎপরতা দেখাত। ফটক তো বন্ধ করলই না—উপরন্তু ন্যাশনাল গার্ডের সদ্যোনিযুক্ত সর্বাধিনায়ক লুলিয়ে জাঁক করে বললেন: সৈন্যদের সামনে এখন সব রাস্তাই খোলা।

সে রাতে ওয়াশবার্ন বন্ধুর বাড়ি থেকে ফেরার সময় দেখলেন—পথে পথে ব্যারিকেড, প্রত্যেক জায়গায় তাঁকে থামতে হচ্ছে আর পরিচয়পত্র দেখাতে হচ্ছে। এভাবে বহু বাধা পার হয়ে তবে তিনি নিজের বাসায় ফিরলেন। বড় রাস্তায় কোন গাড়ি চলতে দেওয়া হচ্ছে না দেখে তিনি অনুমান করলেন কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু ঘটনাটা যে এত গুরুতর সেটা তিনি কল্পনায় আনতে পারেন নি। তিনি অনুভব করলেন, ১৭৯৩ সালের পর এই প্রথম বিপ্লবীরা প্যারীর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। এখন কি তাদের শ্রেষ্ঠতর শক্তি দিয়ে তারা বাকি ফ্রান্সটা দখল করতে পারবে?

৮

১৯শে মার্চ সকালে প্যারীবাসী জানতে পারল যে কাল এক বিপ্লব ঘটে গেছে এবং সে বিপ্লব জয়ী। ভোরের কুয়াশার মতো সরকার প্রশাসন সৈন্য পুলিস—সবই মিলিয়ে গিয়েছে। গত সাত মাস ধরে যে রুদ্ধশ্বাস নাটক অভিনীত হচ্ছিল—আজ তার উপর যবনিকাপতন। প্যারীর গরিবপাড়ার গভীর থেকে—শ্রমজীবী মানুষের রক্ত আর অশ্রু দিয়ে গড়া নতুন এক শক্তি আজ সমস্ত পৃথিবীর সামনে আত্মপ্রকাশ করেছে। এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সিংহদরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্যারীবাসী। তার সূচনা গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর।

এক নতুন পথ ধরে এক নতুন লক্ষ্যের দিকে যাত্রা শুরু হয়েছে। ১৯শে মার্চের প্রত্যুষের সূর্যালোকে সে পথ রক্তিম। হেনরি লাকাজে বলছেন: হোস্মান সর্বহারাদের শহর থেকে বিতাড়িত করেছিলেন—ছড়িয়ে দিয়েছিলেন

কমিউনের কাহিনীকার লিসাগ্যারে কমিটির এই কাজকে মোটেই সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে প্রশ্ন করেছেন: আত্মবিলুপ্তির জন্যে ইতিপূর্বে কোন নবগঠিত সরকার এভাবে ব্যাকুল হয়েছে কি? এমন কি কেউ আছে— যারা ক্ষমতা পেয়েও স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করে? ১৮ই মার্চের অভ্যুত্থানের ফলশ্রুতি এই ক্ষমতাসীন কমিটিই যে বিপ্লবী সরকার—এই উপলব্ধি কোথায়? লিসাগ্যারের মতে, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মনে এক ধরনের সংশয় বাসা বেঁধেছে। না হলে একটা বিপ্লবী সরকার কিভাবে নিজেদের দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার জন্যে এত উৎকণ্ঠিত হতে পারে?

জবর দখল করে পাওয়া এই ক্ষমতাকে কিভাবে সর্বজনগ্রাহ্য এবং বৈধ করা যায়—এই চিন্তা কমিটিকে তখন পেয়ে বসেছে। যদি আইনসভার সদস্যরা আর মেয়ররা নির্বাচনে সায় দেন, তাহলে প্রায় সমস্ত ভোটার ভোট দিতে আসবে এবং নির্বাচন প্রকৃত নির্বাচনের মর্যাদা লাভ করবে। কেন্দ্রীয় কমিটি আর্নল্ডকে মেয়রদের কাছে আলাপ-আলোচনার জন্য কমিটির মুখপাত্র করে পাঠালেন।

১৮ই মার্চ সরকার প্যারী ছেড়ে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈধ ক্ষমতার শেষ মালিক এখন ২০টি মহল্লার মেয়রগণ। তিয়ের মেয়রদের বিদ্রোহীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন—যদিও আপোস-রফার বিন্দুমাত্র বাসনা তিয়েরের ছিল না। প্যারী ছেড়ে গিয়ে আবার শক্তি সঞ্চয় করে প্যারী দখল—এটাই তিয়েরের মতলব। তার জন্যে দরকার আরও কিছু সময়। সুতরাং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কালহরণ। অতএব ক্লেমাশুরা খুবই নিপুণভাবে তিয়েরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন।

ক্লেমাশু মেয়র-প্রতিনিধিদলের মুখপাত্র। মেয়র ও আইনসভার সদস্য—এই দুটি অধিকারবলে ক্লেমাশু কমিটিকে জানালেন: এক অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অভ্যুত্থান ঘটানো হয়েছে। কারণ, কামান রাষ্ট্রের সম্পত্তি। প্যারীকে শাসন করার কোন বৈধ অধিকার কেন্দ্রীয় কমিটির নেই। শীঘ্রই কমিটি সকলের হাসির পাত্র হয়ে উঠবে—তার আদেশ কেউ পালন করবে না। তা ছাড়া, প্যারীর কী অধিকার আছে গোটা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার? প্যারীকে তো আইনসভার কর্তৃত্ব মানতেই হবে। সুতরাং মেয়র আর আইনসভার সদস্যদের কাছে আত্মসমর্পণ করাই হল এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাবার কেন্দ্রীয় কমিটির একমাত্র উপায়। মেয়র আর আইনসভার সদস্যরা যৌথভাবে প্যারীর উপর যে অবিচার হয়েছে—তার প্রতিকারের ব্যবস্থা আইনসভার কাছ থেকে আদায় করবে।

রক্ষী-বাহিনীর লোকেরা মেয়রদের চারিদিকে জড়ো হয়ে এতক্ষণ শুনছিল। এবার চারধারে কলরব শুরু হল। কী! বে-আইনী অভ্যুত্থান বলছে কাকে? এত বড় সাহস! কারা যুদ্ধ শুরু করেছে—কারা আগে আক্রমণ করেছে?

চোরের মতো চুপি চুপি শেষ রাত্রিতে হানা দিয়েছিল কারা? রক্ষী-বাহিনীর অপরাধ কোথায়—নিজেদের চাঁদায় তৈরি কামান যদি তারা রক্ষা করে থাকে—তাতে দোষটা কী? জনসাধারণের ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে টাউন হল দখল করে কেন্দ্রীয় কমিটি অন্যায়টা কী করেছে?

কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপাত্র দৃঢ়ভাবে জানালেন—আজ আর বৈধতার প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। আমরা বলতে চাই, বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে। কামান প্যারীর জনগণের সম্পত্তি। আমরা কামান-অপহরণকারী নয়। আমরা চাই—প্যারীর নাগরিকরা নিজেদের প্রতিনিধি নিজেরা নির্বাচিত করুন। আপনারা কি আমাদের সঙ্গে এই নির্বাচন সংগঠিত করবেন? নির্বাচনী কার্যক্রমকে সফল করার জন্যে আমাদের সহায়তা করবেন?

এই প্রস্তাবে মেয়ররা রাজী হলেন না। অতএব আলোচনা ভেঙে গেল।

১০

এতদিন পর্যন্ত যারা বিপ্লবে জয়ী হয়েছে তারা শাসনযন্ত্রকে অক্ষত, অটুট অবস্থায় পেয়ে এসেছে। এই প্রথম দেখা গেল—কেন্দ্রীয় কমিটি পেয়েছে ছত্রভঙ্গ অচল প্রশাসনযন্ত্রের মালিকানা। তিয়েরের পরিকল্পনা ছিল, কমিটির সঙ্গে পুরোপুরি অসহযোগিতা করা—কোন সরকারী কর্মচারী কমিটির নির্দেশ পালন করবে না। তাহলে প্রশাসনব্যবস্থা আপনা থেকেই অচল হয়ে যাবে। শুল্ক আদায়, রাস্তাঘাট তদারকি, আলো, জল, হাট-বাজার, অনাথ-আশ্রম—সব জায়গা থেকে দায়িত্বশীল লোকেরা উধাও। কয়েকজন মেয়র সীলমোহর, খাতাপত্র আর নগদ টাকাকড়ি নিয়ে সরে পড়েছে। সামরিক বিভাগ ৬ হাজার আহত লোককে ফেলে চলে গিয়েছে। এমনকি, কবরখানাকে পর্যন্ত অচল করার চেষ্টা হয়েছে—জীবিত আর মৃত—সব মানুষের জন্য সাবোতাজের ব্যবস্থা পাকা। তিয়েরের উদ্দেশে লিসাগ্যারে মন্তব্য করেন: হায় হতভাগ্য। তুমি প্যারীকে চেন না। তুমি জান না—তার অতুলনীয় শক্তির উৎসকে। অবস্থা যত দুঃসহ হোক না কেন—তাকে কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতা প্যারীবাসী রাখে। প্রত্যেক মহল্লা কমিটি আঞ্চলিক স্বাস্থ্যরক্ষা এবং নাগরিক জীবনকে সুষ্ঠুভাবে অব্যাহত রাখার জন্যে দ্রুত লোক সরবরাহ করল। লেখাপড়াজানা মধ্যবিত্তরা এগিয়ে এল—বিপ্লবকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে অতিরিক্ত সময়ের জন্যে কাজ করতে পিছপা নয় তারা। যেসব কর্মচারী অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অপেক্ষা করছিল—তারা আর থাকতে পারল না। তাদের মতলব জানাজানি হওয়ার ফলে, তারা ভার্সাইয়ের দিকে দৌড় দিল।

২১শে মার্চ বন্ধকী দোকানের জিনিসপত্রের নিলাম করা নিষিদ্ধ হল। অভাবের তাড়নায় শ্রমিক-পরিবারের লেপতোশকও বাঁধা পড়ত। মহাজনদের দেনা শোধ করার জন্যে খাতকদের আরো সময় মঞ্জুর করা হল। বাড়িওয়ালারা আর বাকি ভাড়ার জন্যে উচ্ছেদ করতে পারবে না। লিসাগ্যারে বলছেন, এই তিনটি আদেশের জোরে কেন্দ্রীয় কমিটি ভার্সাইকে হারিয়ে দিয়ে প্যারীর দখল নিল। কমিটির আর-এক আদেশে জুয়াখেলা বন্ধ হয়ে গেল—পিকারের পুলিশ এতদিন যা বন্ধ করতে পারে নি। যদিও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা সবাই ভার্সাইতে পালিয়ে গেছে, তবুও দেখা গেল, মাত্র ছ দিনের মধ্যে সমস্ত সরকারী কাজকর্ম প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। কঁবাজ ডাকবিভাগের কাজ আবার চালু করতে পেরেছেন—জেলা আর মফস্বলের সঙ্গে আবার যোগাযোগ স্থাপিত হল। তার-চলাচল-ব্যবস্থাকে চালু করা গেল না—কারণ লাইন কাটা। যেহেতু টেলিগ্রাফ কর্মীদের ট্রেনিং দেওয়া একটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার—তাই বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর দায়িত্বটা ছেড়ে দেওয়া হল। কাফে থিয়েটার আবার চালু হল। হাসপাতালে ভাগোর কাছে পরিত্যক্ত ছ হাজার রোগীর দেখাশোনার ভার নেওয়া হল।

ন্যাশনাল গার্ডের তিন লক্ষ লোককে নিয়মিত বেতন দানের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি জুর্দ আর ভারলঁ্যার উপর অর্থসংগ্রহের ভার দিলেন। তাঁরা ধনকুবের রথচাইল্ডের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক অব ফ্রাঁর কাছ থেকে দশলক্ষ ফ্রাঁ যোগাড় করলেন। ব্যাঙ্কের কর্তা রুলাঁ নাকি বলেছেন—যে-কোন নতুন সরকার ক্ষমতায় এলে, আমরা তাদের সেবা করে থাকি। আপনারাই সত্যিকারের সরকার। দশ লক্ষ ফ্রাঁ নিয়ে যান—একটা রসিদ লিখে দিয়ে যান যে প্যারী-শহরের খাতেই টাকাটা নিয়ে যাচ্ছেন।

ব্যাঙ্কের ভূমিকা এক বিতর্কিত বিষয়। ব্যাঙ্ক কেন দখল করা হল না—এই প্রশ্নটি মার্কস আর লেনিন উত্থাপন করেছেন। তাঁদের মতে, ব্যাঙ্ক যদি কেন্দ্রীয় এই কমিটির দখলে আসত তাহলে ফ্রান্সের বুর্জোয়াশ্রেণীর নাভিশ্বাস উঠত—তারা তিয়েরকে প্যারীর শাসকদের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করত। অপরদিকে, আইনসভার কয়েকজন তথাকথিত র‍্যাডিকেল সদস্য ব্যাঙ্কের ভূমিকাকে উলটো দিক থেকে সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, কেন্দ্রীয় কমিটি চরম দুর্বিপাক থেকে ব্যাঙ্কের বোনাপার্টপন্থী কর্তাদের কল্যাণে উদ্ধার পেয়ে গেছে। সোমবার যদি তারা ঐ দশ লক্ষ ফ্রাঁ না পেত তাহলে কমিটিকে আত্মসমর্পণ করতে হত।

ব্যাঙ্কের প্রতি কেন্দ্রীয় কমিটির আপোসমূলক মনোভাবের কারণ ব্যাখ্যা করে ফ্রাঙ্ক জ্যালিনেক বলেন, আসলে তখনো পর্যন্ত বুর্জোয়া শাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করার ঝোঁকই প্রবল। চেতনা তখন তাঁদের সে স্তরে উন্নীত হয় নি,

যখন মনে হবে এই কাঠামোকে চূর্ণবিচূর্ণ করে সে জায়গায় নতুন যুগের উপযোগী বিপ্লবী রাষ্ট্রক্ষমতার কাঠামো সৃষ্টি না করে শ্রমজীবী জনগণের প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়।

যাই হোক, ১৯শে মার্চ সকাল দশটায় ভারলাঁ্যা আর জুর্দ কমিটিকে জানালেন যে, সমস্ত মহল্লায় রক্ষী-বাহিনীকে বেতন দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। কাজটা আদৌ সহজ নয়—কারণ, সকাল থেকে অর্থদপ্তরে কোন কর্মচারী কাজে আসে নি। কয়েকজন বন্ধুর সহায়তায় বেতনদানের জন্য নিযুক্ত অফিসারদের হাতে টাকাকড়ি বুঝিয়ে দেওয়া হল। কেন্দ্রীয় কমিটি জরুরী সমস্যাগুলি সফলভাবে সমাধান করেছেন। সমস্ত বাধা আপাতত অতিক্রান্ত। মেয়র আর সহকারীরা কয়েকশ'র বেশি সমর্থক যোগাড় করতে পারেনি। প্যারীর উপর কেন্দ্রীয় কমিটির কর্তৃত্ব সুদৃঢ়ভাবে এখন প্রতিষ্ঠিত। রাস্তায় যেসব ব্যারিকেড খাড়া করা হয়েছিল—সেগুলিও উঠিয়ে দেওয়া হল।

কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপাত্র 'জুর্নাল অফিসিয়েল' ঘোষণা করল: শাসক-শ্রেণীর শঠতা আর নিজেদের অতীত ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে প্যারীর শ্রমজীবী মানুষ উপলব্ধি করেছে যে নিজেদের ভাগ্যের নিয়ন্তা নিজেদেরই হতে হবে।

কী গভীর আত্মপ্রত্যয়ে গাঁথা এই অক্ষরগুলো। প্যারীর শ্রমিক আজ যেন নিজের পুরনো আবেষ্টনীর সীমা অতিক্রম করে এক দূর লক্ষ্যের দিকে পাড়ি জমাতে চায়।

১১

রবিবার, ২৬শে মার্চ। এত নিরুদ্বিগ্ন আর স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে ভরা মানুষের মুখ কখনো দেখেছেন বলে লিসাগ্যারের মনে পড়ে না। এত বড় একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল—অথচ দেখো, মানুষ আবার সাতদিনের মধ্যে স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে, প্যারীর জীবন হয়ে উঠেছে স্বাভাবিক এবং গতিশীল। কাফেগুলি আবার মানুষের কলরবে মুখরিত। সেই হকার ছেলেটাও 'প্যারী জার্নাল' ও 'কমিউন' একই সঙ্গে বিক্রি করছে। কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোষণাপত্রের পাশাপাশি বিরুদ্ধ-পক্ষীয়দের ইশতাহারও দেয়ালে সাঁটা—কেউ ছেঁড়েনি।

কমিটির শক্তি আর জনসমর্থন যাচাই করার জন্যে তিয়েরের সাহায্যপুষ্ট এক বিরুদ্ধ-পক্ষীয় মিছিল ২১শে মার্চ অ্যাডমিরাল সেশের নেতৃত্বে বার হয়েছিল। এটা খোলাখুলি প্ররোচনা ছাড়া আর কিছু নয়। বিক্ষোভ-মিছিল লোকের ঠাট্টাতামাশার মুখোমুখি হয়ে এক বিরাট প্রহসনে পরিণত হয়। মিছিলের সামনে ছিল এক বিরাট পোস্টার—তাতে লেখা: সময় চলে যাচ্ছে, বাঁধ তৈরি করে বিপ্লবকে ঠেকানো দরকার। বিক্ষোভ-মিছিল পণ্ড হবার পর

ভার্সাইয়ের পথে আর-একদফা নিষ্ক্রমণ। 'শৃঙ্খলা'র বন্ধুদের আর প্যারীতে বাস করার উৎসাহ নেই।

ভার্সাই তখন বিষাদ-পুরী। সর্বত্র কড়া পাহারা, এবং পুলিশ ঘন ঘন পথচারীদের কাছ থেকে পাসপোর্ট দেখার দাবি করছে। প্যারীতে প্রকাশিত সমস্ত পত্র-পত্রিকা এখানে নিষিদ্ধ। প্যারীর প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখালেই গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

প্যারীতে আজ কমিউনের নির্বাচন—অতএব সকলের হাতে বন্দুকের বদলে ব্যালট। পিকারের আইন অনুসারে প্যারীর পৌর-প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ষাট জন, তার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় কমিটি ধার্য করেছেন কুড়ি হাজার প্যারী-বাসীর জন্য একজন প্রতিনিধি, এবং যে মহল্লায় অন্যূন দশ হাজার মানুষ বাস করেন, সেই মহল্লার জন্যও একজন প্রতিনিধি বরাদ্দ। অতীতের নির্ধারিত ষাট জন প্রতিনিধির জায়গায় মোট বিরানব্বই জন প্রতিনিধি ২৬শে মার্চ নির্বাচিত হবেন। সকাল থেকেই শহরে বিপুল উদ্দীপনা সবাইকে মাতিয়ে তুলেছে, নানা মহল্লা থেকে ভোটাররা লালপতাকা হাতে মিছিল করে ভোট দিতে যাচ্ছে। বুর্জোয়া মহল্লার ভোটাররাও ভোট দিতে বেরিয়েছে। কারণ, ক্লেমাঁও প্রমুখ পাঁচজন আইনসভার সদস্য অবশেষে এই নির্বাচনকে বিধিসংগত বলে রায় দিয়েছেন। গত ফেব্রুয়ারি নির্বাচনেও এত লোক ভোটদান করেনি—তখন দীর্ঘ অবরোধ থেকে ছাড়া পেয়ে অনেকেই স্বাস্থ্যের সন্ধানে বাইরে চলে গিয়েছিলেন। এবার চারলক্ষ সাড়ে পঁচাশি হাজার ভোটারের মধ্যে মোট দু লক্ষ সাতাশি হাজার ভোটার ভোটদান করলেন।

ভার্সাই থেকে ঘৃণা এবং কুৎসা অকৃপণ ধারায় বইতে লাগল। তিয়ের আইনসভার মঞ্চ থেকে গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠলেন—না। ফরাসীদেশ কখনো এই হতভাগাদের জিততে দেবে না—কিছুতেই এদের দেশকে রক্তের নদীতে ডুবিয়ে দিতে দেবে না।

২৮শে মার্চ, সকালে দুই লক্ষ 'হতভাগা' তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের টাউন হলে অধিষ্ঠিত করার জন্যে জড়ো হল। বাজনা বাজে—রক্ষী বাহিনীর সঙ্গীনের মাথায় ছোট ছোট লালপতাকা। শোভাযাত্রা করে চারধার থেকে সৈনিক আর নাবিকরা আসছে। মানুষের হাজারো ছোট স্রোত মিলিত হয়ে সৃষ্টি করল এক জনসমুদ্র। রক্ষী-বাহিনীর সঙ্গীনে সূর্যকিরণের ঝলমলানি। সভামঞ্চ অগণিত পতাকায় সাজানো—লালপতাকার ভিড়ের মধ্যে দু-একটা ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাও রয়েছে। গানে গানে মুখর এই সভা—ব্যাণ্ডে লা-মার্সাইএর সুর: বিউগল বেজে উঠল—কামান দাগার সংকেত। কমিউনের কামান গর্জন করে উঠল।

মঞ্চে উপস্থিত হলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আর কমিউনের সদস্যবৃন্দ। সকলের গলায় লাল স্কার্ফ জড়ানো। রেনভিয়ে সভা উদ্বোধন করলেন:

"নাগরিকবৃন্দ, আমার হৃদয় আজ আনন্দে ভরে উঠেছে—আমি আনন্দে কথা বলার ক্ষমতা হারিয়েছি। আপনাদের অনুমতি নিয়ে, আমি প্যারীর মানুষকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁরা গোটা পৃথিবীকে পথ দেখালেন।"

তারপর নির্বাচিত সদস্যদের নাম পড়া হল। কমিউনের লালপতাকাকে অভিবাদনের বাজনা বেজে উঠল। দু লক্ষ লোক সমস্বরে মার্সাই সংগীত গেয়ে উঠল। আবার নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে রেনভিয়ে-র কণ্ঠ থেকে নির্গত হল: জনগণের নামে আমি কমিউনের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করছি।

সহস্রকণ্ঠে প্রতিধ্বনি—কমিউন দীর্ঘজীবী হোক। ভিভা লা কমিউন। বেয়নেটের মাথায় টুপি উর্ধ্বে ভেসে উঠল—আকাশে উড়ল পতাকা। বাড়ির জানলা থেকে, ছাদ থেকে, হাজার হাজার হাত রুমাল নেড়ে অভিনন্দন জানাতে লাগল। বেজে উঠল ব্যাণ্ড—গর্জন করে উঠল কামান—শোনা গেল ভেরীর নিনাদ। এক মহান ঐকতান। হাসিকান্নায় হাজারো বুক উদ্বেলিত।

তারপর ক্রনেলের পরিচালনায় শুরু হল অবিস্মরণীয় 'মার্চ পাস্ট'। রক্ষী-বাহিনীর ব্যাটেলিয়নগুলি অর্ধনমিত পতাকা হাতে প্রজাতন্ত্রের আবক্ষমূর্তির সামনে দিয়ে মার্চ করে যেতে লাগল। অফিসাররা নিষ্কাষিত তরবারি তুলে প্রজাতন্ত্রের প্রতি সেলাম জানাল। শেষ ব্যাটেলিয়ান যখন মার্চ করে যাচ্ছে তখন সন্ধ্যা সাতটা। বসন্তের সন্ধ্যা।

এরকম মনোরম বসন্ত, জুলে ভালের মতে, প্যারীতে কমই এসেছে। অনতিদূরের বনস্থলী থেকে ভেসে-আসা সুরভিত মৃদু হাওয়ায় পতাকাগুলো একটু একটু কাঁপছে। গ্যাসের আলো, মশালের আলো, আর লোকের চোখে আলোর ঝিকিমিকি। জুলে ভালে যেন এক আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছেন—তাঁর জীবনের প্রতিটি অংশ আজ আলোকিত। আঁধার দূরে পালিয়ে গেছে।

অ্যালবার্ট অলিভিয়ারেরও আজ এক নতুন অভিজ্ঞতা। লোকে আজ পরিচিত-অপরিচিত সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। রাস্তার লোকেরা জানালার লোকদের উদ্দেশে হাত নাড়ছে—বাড়ি থেকে রাস্তার উদ্দেশে। সারা শহর একটিমাত্র হৃদয়ে আজ বিধৃত। তার নাম কমিউন।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই লোকটি, পরনে যার রক্ষী-বাহিনীর উর্দি। পাশে তার স্ত্রী এক তিন-চার বছরের বাচ্চার হাত ধরে দাঁড়িয়ে। স্ত্রীর উদ্দেশে লোকটি বলে উঠল—আঃ! এবার সব ঠিকঠাক চলবে। মঞ্চের দিকে বৌয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করল—দেখো, কারা ক্ষমতায় এসেছে দেখো। এবার সব ঠিকভাবে চলবে। তার বৌ মন দিয়ে কথাগুলি শুনছে। এক অদ্ভুত আলোয় বৌয়ের মুখ উজ্জ্বল।

"বাচ্চাটিকে ওপরের দিকে তুলে ধরো—ক্ষুদে লোকটিও দেখুক। সারা জীবনে মানুষ এরকম দিন একবারই পায়।"

তখন ব্যাণ্ডে লা মার্সাই-এর সুর।

মঞ্চের দিকে একটি আঙুল তুলে, লোকটি আবার বলে উঠল: "ওই দেখো, সবচেয়ে সাচ্চা লোকটিকে দেখো। দেখতে পাচ্ছ তুমি? কী ধারালো চিবুক, পাতলা ঠোঁট, কোটরের চোখ দুটো কী রকম জ্বলছে। আহা কত কষ্টই না পেয়েছেন মানুষটা—সারা জীবন জেলে কাটিয়েছেন। যখন জেলে, তখনই তাঁর বৌ মারা গেছেন। আমাদের ব্লাঙ্কি সত্যিকারের শহীদ।"

এতক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে ভুইলোঁ শুনছিল—এবার বলে উঠল: "ভাই, তুমি ভুল করছ। ইনি ব্লাঙ্কি নন। তাঁর ভাইপোর বাসা থেকে তিনি গত ১৭ই মার্চ গ্রেপ্তার হয়েছেন—তিনি এখন ভার্সাইয়ের জেলে।"

কী! তারা তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে! তাঁকে! তাঁর মতো লোককে! ব্লাঙ্কি ছাড়া কমিউন!

ভুইলোঁ দেখল—এক গাঢ় অন্ধকার নেমে এল এই উচ্ছ্বাসমুখর মুখ জুড়ে।

১২

প্রায় আড়াই লক্ষ ভোটার কমিউনের বিরানব্বই জন প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করেছে। এমিল জোলার নায়ক মরিস নির্বাচিতদের নামের তালিকা দেখে বিস্মিত। বিপ্লবী, মডারেট, সোশ্যালিস্ট, অ্যানার্কিস্ট—সকলেই নির্বাচিত। কখনো একই মঞ্চে এদের একসাথে দেখা যায় নি। সব পেশার মানুষই কমিউনে নির্বাচিত—শ্রমিক, কেরানী, ছোট ব্যাবসাদার, বাস্তুকার, সাংবাদিক, লেখক, চিত্রকর। প্রায় সবাই বয়সে নবীন—যৌবনই কমিউন। কমিউন-সদস্যদের মধ্যে সাতজনের বয়স তিরিশের নীচে; একুশজনের বয়স পঁয়ত্রিশের নীচে; পাঁচজন অনূর্ধ্ব চল্লিশ; দশজন চল্লিশের ওপরে; এবং এই দশজনের মধ্যে দু-জনের বয়স পঞ্চাশ, দু-জনের ষাট, আর একজনের পঁচাত্তর। শেষোক্ত জন চার্লস বেলে। নির্বাচিতদের মধ্যে তিরিশ জন সদস্য শ্রমজীবী শ্রেণী থেকে আগত, এবং তাঁরা আন্তর্জাতিক অথবা ব্লাঙ্কির অনুগামী।

বিরানব্বই জন নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে বিভিন্ন বিভাগের—যুদ্ধ, অর্থ, খাদ্য-সরবরাহ, পররাষ্ট্র, শ্রম, বিচার, স্বাস্থ্য, জনসংযোগ ও আভ্যন্তরিক নিরাপত্তা প্রভৃতি বিভাগের—ভারপ্রাপ্ত নয়জনকে নিয়ে একটা কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। এই পরিচালকমণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্য ব্লাঙ্কি আর প্রুধোঁর অনুগামী।

সমস্ত চিন্তাধারার মানুষই কমিউনে স্থান পেয়েছে। ব্লাঙ্কিপন্থী, জ্যাকোবিন আর আন্তর্জাতিকতাবাদী—কমিউনের নেতৃস্থানীয় এই তিনটি প্রধান গোষ্ঠীর চারপাশে জড়ো হয়েছে অসংলগ্ন বহু দল আর উপদল। রয়েছেন নৈরাজ্যবাদী, বোহেমিয়ান, বিক্ষুব্ধ পেটিবুর্জোয়া, শ্রেণীচ্যুত, আর যাদের কোন শ্রেণীতেই ফেলা যায় না এরকম মানুষ—সকলকে নিয়েই কমিউন। তা ছাড়াও কমিউনের মধ্যে রয়েছেন কয়েকজন সংগ্রামী অথচ ভাগ্যান্বেষী—তিওফিল ফেরের মতো মেঁমাত্রে'র বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদী এবং লালক্লাবের প্রতিনিধি যাঁরা সমাজবিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর এবং অভিনব উপায়ে সে কাজটা তাঁরা করতে চান। তাঁদের অনেকেরই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। কমিউনের একজন নেতা বেনো ম্যালোঁ তো মার্কস-কন্যা লরাকে রীতিমতো চমকে দেন। তিনি সরলভাবেই স্বীকার করেন, 'ক্যাপিটাল' বইটার তিনি নামও শোনেননি এবং কার্ল মার্কসকে একজন জার্মান অধ্যাপক বলেই তিনি জানেন।

কমিউনের অন্যতম সেনাপতি রোসেলের কাছে সমাজতন্ত্র, মার্কস, ব্লাঙ্কি—সবই অপরিচিত। "বিদ্রোহীদের পরিচয় আমি জানি না। শুধু জানি, কাদের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ। এটুকুই যথেষ্ট।"—রোসেল বলেন। তিনি মনে করেন, "এদের যুদ্ধ করার সংগত কারণ রয়েছে। তারা লড়ছে তাদের বাচ্চাদের জন্যে যাতে তারা হৃষ্টপুষ্ট হয়ে বেড়ে ওঠে—অপুষ্টি আর অনাহারে যাতে তারা মারা না যায়।" কমিউনের পতনের পর, ভার্সাইয়ের জল্লাদদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ফ্রান্স এবং সৈন্যদের স্বাধীনতার জন্যে তিনি লড়াই করেছেন।

কমিউনে নির্বাচিত আন্তর্জাতিকের অনুগামীদের সংখ্যা তেরোজন—তাঁদের মধ্যে ইউজিন ভারলাঁ আর হাঙ্গেরীয় লিও ফ্রাঙ্কেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আন্তর্জাতিকের অনুগামীদের অন্যতম এলিজাবেথ ডিমিট্রিয়েফ। তাঁর বয়স একুশ এবং তিনি ডস্টয়েভস্কির নায়িকাদের মতো নিজের মর্জির দ্বারা পরিচালিত। সুশিক্ষিতা, সেন্ট-পিটার্সবুর্গের প্রগতিশীল মহলে অবাধ ঘোরাফেরায় অভ্যস্ত এলিজাবেথ ১৮৭০ সালে লণ্ডনে এসে মার্কস পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। মার্কসের অনুরোধে তিনি ১৮৭১ সালের মার্চ মাসে প্যারীতে আসেন এবং অচিরেই তিনি প্যারীর বামপন্থী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। লুইজ মিশেলের সহযোগিতায় তিনি প্যারীর নারী সমিতি গঠন করেন। মার্কসকে এলিজাবেথ নিয়মিত চিঠি লিখে প্যারীর ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে অবহিত রাখতেন।

প্যারী-শ্রমিকের প্রিয় নেত্রী 'লাল' কুমারী লুইজ মিশেলের বয়স চল্লিশ। তিনি এক জমিদারের জারজ সন্তান—তাঁর মা ছিলেন জমিদারের গৃহপরিচারিকা। তাঁর বয়স যখন কুড়ি—তখন থেকেই তিনি ভিক্টর হুগোর একজন

অনুরাগিণী। হুগোর সঙ্গে তাঁর নিয়মিত পত্রালাপ। শিক্ষানুরাগিণী লুইজ মিশেল কিন্তু ফ্রান্সের কোন স্কুলে স্থায়িভাবে শিক্ষকতা করার সুযোগ পান নি—কারণ, তিনি পিতৃপরিচয়বঞ্চিতা। গীর্জাশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে জমাট ক্ষোভে বার বার ফেটে পড়েন তিনি, এবং ১৮৫০ সালের পর থেকে তাঁকে দেখা যায় প্রতিটি অভ্যুত্থানের সম্মুখ সারিতে। নৈরাজ্যবাদী চিন্তাধারা তাঁকে আকৃষ্ট করে এবং তিনি হয়ে ওঠেন প্যারীর নৈরাজ্যবাদীদের শীর্ষস্থানীয়া। কমিউনের কাজে তিনি নিজের সত্তাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেন। বেয়নেটসহ একটা রাইফেল তাঁর নিত্যসঙ্গী। মোঁমাত্রের ভিজিলেন্স কমিটির—পুরুষ ও নারী উভয় শাখার—সঙ্গেই তিনি যুক্ত। কমিউনের অ্যাম্বুলেন্স বাহিনী ও নারী প্রতিরোধবাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও রয়েছে তাঁর দান। মিশেলকে কখনো দেখা যায় রাইফেল হাতে ব্যারিকেডের পাশে, আবার কখনো তিনি শ্রমিক-মহল্লায় বক্তৃতা করছেন। লুইজ মিশেলের অস্তিত্ব সর্বত্র প্রবলভাবে অনুভূত—তিনি যেন কমিউনের এক সজীব প্রতিমা।

কমিউনের সেনাপতিদের অন্যতম প্রবাসী পোল্ দম্‌ব্রস্‌কি আর রোবল্যুস্কি। প্যারীতেই তাঁরা পোল্যাণ্ডের মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করেছেন—মুক্তির যুদ্ধ যে কোন ভৌগোলিক সীমা মানে না।

যেসব বুদ্ধিজীবী কমিউনের সঙ্গে নিজেদের অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়েছেন—তাঁদের পুরোভাগে রয়েছেন শিল্পী কুর্বে আর সংগীতজ্ঞ পাতিয়ে। বিবেকবান শিল্পীদের কাছে আহ্বান জানান কুর্বে: সমাজের কাছে জমে ওঠা ঋণ পরিশোধের সময় এসেছে। লেখক, তোমার কলম—শিল্পী, তোমার তুলি কমিউনের কাজে উৎসর্গ করো—শ্রমিকের পাশে দাঁড়াও।

ইলি ও ইলিসে—রেক্লু ভাইয়েরা এবং সাংবাদিক পাশ্চাল গ্রুসেৎও কমিউনের নানা কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইলি ও লেখক, নিলেন প্যারীর জাতীয় পাঠাগারের দায়িত্ব। শিল্পী কুর্বের উপর পড়ল মিউজিয়ম আর চিত্রশালা তত্ত্বাবধানের ভার। তা ছাড়া শিল্পীদের মধ্যে পিসারো আর রেনোয়া ছিলেন কমিউনের দৃঢ় সমর্থক। জনসংযোগ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত কবি পল ভেরলেন প্রথম থেকেই কমিউনের প্রেমে পড়েন।

কমিউনে নির্বাচিতদের মধ্যে এমন একদল ছিলেন, যাঁরা শুধু 'কমিউন' শব্দটির প্রতি আকৃষ্ট। প্যারীর পৌর স্বায়ত্তশাসনের প্রতীক এই কমিউন। ১৭৯২ সালের বিপ্লবী কমিউনের অপসারণের পর থেকে প্যারীর স্বায়ত্ত-শাসনের অবসান ঘটে। সেন অঞ্চলের ডিপার্টমেন্টের শাসকের উপর প্যারীর সমস্ত দায়িত্বভার ন্যস্ত। ফ্রান্সের একটা গণ্ডগ্রাম যে অধিকার ভোগ করে, ফ্রান্সের ঐতিহ্যমণ্ডিত রাজধানীর সেই অধিকারটুকুও নেই। নাগরিক জীবনের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে করসংগ্রহ আর আয়-ব্যয়, স্থানীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর তদারকি, পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট—

এসবের উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার, এটুকু ন্যায়সংগত অধিকার থেকেও প্যারীবাসীরা বঞ্চিত। আমেরিকার সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ অফিসার জন স্ট্যানলি রেডক্রস সংস্থার কাজে প্যারীতে উপস্থিত ছিলেন। এই অভিজাত মানুষটির সমর্থনও কমিউনের পক্ষে ছিল। তিনি বলেন: 'লাল'-দের জন্যে আমার একধরনের অনুচিত সহানুভূতি রয়েছে। আমাদের দেশের শহরগুলো যে পৌর অধিকার ভোগ করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে—এরা সেসব অধিকার পাবার জন্যে লড়াই করছে।

কমিউনের শ্রেণীচরিত্র যাই হোক—প্রলেতারিয়েতের আশা-আকাঙ্ক্ষা কমিউনের মধ্যে পুরোপুরি চরিতার্থ না হলেও, কমিউনের প্রাণশক্তি ছিল প্যারী শহরের শ্রমজীবী মানুষ। কমিউনে ফুটে উঠেছে দ্বিতীয় সম্রাটতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি। বোনাপার্টের আমলের জেল্লা আর প্যারী শহরের মনোহারী রূপ শ্রমিকশ্রেণীকে আদৌ অভিভূত করতে পারে নি। সম্রাটতন্ত্রের আমলের যাবতীয় চটকদার সাজসজ্জা আর চোখধাঁধানো সৌধমালার দিকে শ্রমিকরা ঠাণ্ডা উদাসীন দৃষ্টিতে তাকিয়েছে মাত্র। একদিন গঁকুর শুনতে পেয়েছিল, একজন শ্রমিক বলছে—এসব মনুমেণ্ট, অপেরা আর কাফেতে আমার কী আসে যায়? আমি কি কখনো সেখানে যেতে পারব—আমার অত টাকা কোথায়?

কমিউনের অন্তিম অধ্যায়ে যখন সম্রাটতন্ত্রের সমস্ত প্রাসাদ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল, তার জন্যে শ্রমিকরা এতটুকু দুঃখিত হয় নি বা নিজেদের কাজের জন্যে এতটুকু অনুতপ্ত হয় নি। যে 'সভ্যতা'র ঐশ্বর্য পুড়ে যাওয়াতে বুর্জোয়ারা কেঁদে আকুল, সেই 'সভ্যতা'র ঐশ্বর্য তো শ্রমিকদের বরাবর নাগালের বাইরেই ছিল।

কমিউন প্রকৃত অর্থে শ্রমিকের প্রতিষ্ঠান নয়। কিন্তু এটাও লক্ষণীয় যে, প্যারীর শ্রমজীবী মানুষের সার্থক প্রতিনিধিত্বের দাবিদার কমিউন। অনেক শ্রমিককে নির্বাচিত করে—ইতিহাসে সর্বপ্রথম কমিউন শ্রমিকশ্রেণীকে শাসন পরিচালনায় উন্নীত করল।

কমিউনের নেতৃত্বের দুর্বলতার দিকও অনস্বীকার্য। মার্কসের অনুগামীরা কমিউনের সংখ্যালঘু অংশ এবং মূল নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিল ব্লাঙ্কিপন্থী ও জ্যাকোবিনরা। কমিউনের অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রণয়ন এবং রূপায়ণের দায়িত্বে ছিলেন প্রুধোঁপন্থীরা—যাঁরা ছোট ছোট সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে অর্থনীতির বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাসী। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ঝোঁকও তাঁদের মধ্যে প্রবল। জন্মের প্রথম দিন থেকেই বিভিন্ন গোষ্ঠীর পরস্পরবিরোধী ধ্যান-ধারণার সমাবেশে কমিউন ভারাক্রান্ত—ব্যক্তিদ্বন্দ্ব আর মতাদর্শের সংঘাতে কমিউন বিহ্বল। নানা পথের আর মতের মানুষের সমন্বয় সাধন করে কমিউনের সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখার ক্ষমতা একমাত্র ব্লাঙ্কিরই ছিল। কিন্তু তিনি ভিয়েরের জেলে বন্দী এবং ঘটনাস্থল থেকে বহুদূরে।

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ধারণা অনুপস্থিত, আমূল অর্থনৈতিক পরিবর্তনও কমিউনের কাম্য নয়—তবুও আতঙ্ক। লাল জুজুর আতঙ্ক। শ্রমিকরা সব কিছু আত্মসাৎ করছে—এই আতঙ্কের শিকার গঁকুরের মতো বুদ্ধিজীবীরাও। জর্নালের পাতায় গঁকুর ২৮শে মার্চ লিখছেন: প্যারীতে যা ঘটছে—তা শ্রমিকের প্যারীবিজয় ছাড়া আর কিছু নয়। বিত্তবানদের হাত থেকে শাসনক্ষমতা বিত্তহীনদের হাতে চলে যাচ্ছে। এবার শ্রমিকরা বুর্জোয়া অভিজাত কৃষক—সকলকেই পায়ে দলবে।

কমিউন প্রতিষ্ঠার খবর শুনে বিসমার্ক জানাচ্ছেন—সারা রাত তিনি ঘুমোতে পারেন নি। কিন্তু সমস্ত জার্মানি জুড়ে প্যারীর কমিউনকে সহর্ষে অভিনন্দন জানানো হল। জার্মানির পার্লামেন্টর-মঞ্চ থেকে সোস্যালিস্ট সদস্য বেবেল ঘোষণা করলেন—শ্রম আর মূলধনের মধ্যে আপোসহীন যুদ্ধে প্যারীর কমিউন শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবর্তী ঘাঁটি। এক অভিনন্দনবার্তা পাঠিয়ে জার্মান সোস্যালিস্টরা জানালেন: ফরাসী শ্রমিক। তোমরা বিশ্ব-শ্রমিকের অগ্রদূত। সমস্ত জগতের দৃষ্টি আজ তোমার উপর নিবদ্ধ- আমাদের সমর্থন তোমাদের জন্য রইল।

কমিউনের প্রতি শ্রদ্ধায় আর মমতায় উদ্বেল হয়ে ওঠে ইউরোপের দেশে দেশে সর্বহারা মানুষ। লা পাসিনোরিয়া জানাচ্ছেন, কমিউনের ডাক স্পেনের শ্রমিকরাও শুনেছে। বিগত এক শতক ধরে কমিউনার্ডদের গান স্পেনের শ্রমিকের মুখে মুখে ফিরেছে। কমিউনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে প্রস্তাব পাশ করলেন মস্কো আর লেনিনগ্রাডের ছাত্ররা। আলজিরিয়া থেকে নির্বাচিত ফরাসী প্রতিনিধিগণ আনুগত্য জানালেন কমিউনের প্রতি। উষ্ণ অভিনন্দন জানালেন ব্রিটেনের শ্রমিক। ১৮৭১, ১৬ই এপ্রিল লণ্ডনের হাইড পার্কের চল্লিশ হাজার শ্রমিকের এক সমাবেশ থেকে কমিউনের প্রতি সশ্রদ্ধ সমর্থন ঘোষণা করা হয়।

লণ্ডনে আন্তর্জাতিকের সদর দপ্তরে বসে কার্ল মার্কস কমিউনের সমর্থনে উঠে দাঁড়াবার জন্যে আন্তর্জাতিকের সদস্য আর বন্ধুদের উদ্দেশে শত শত চিঠি লেখেন।

প্যারীর কমিউন আজ দুনিয়ার প্রলেতারিয়েতের বিশ্বজনীন সম্পদ। কমিউন প্রলেতারিয়েতের চোখের মণি—কমিউন তার প্রাণের স্পন্দন।

১৩

১৮ই মার্চের প্যারীর অভ্যুত্থান গোটা ফ্রান্সকে বিপ্লবের আবর্তে টেনে আনে। প্যারী কমিউনের প্রথম প্রতিধ্বনি শোনা গেল লিয়ঁ শহরে। তারপর অন্যান্য শহর থেকেও কমিউনের প্রতি সমর্থন ঘোষিত হয়। লিয়ঁ, লিজি,

বোর্দো এবং মার্সাই শহর থেকে প্রতিনিধিদল প্যারীতে এসে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের সঙ্গে দেখা করে কমিউনের প্রতি তাঁদের সমর্থন ঘোষণা করেন। জেলা থেকে নির্বাচিত আইনসভার দুজন সদস্য—শার্লক্লকে এদুয়ার আর লক্রোয়া প্যারীতে স্থায়িভাবে বাস করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁরা তিয়েরের কার্যকলাপের নিন্দা করলেন।

রাজধানীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে লিয়ঁ, তুলোঁ, মার্সাই, লেক্রজং এবং নার্বন শহরের জনগণ পথে পথে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু কমিউনের আন্দোলন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সংহত হয়ে ওঠে নি। তার মধ্যে মার্সাই শহরের কমিউন কেবল সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়। ফ্রাঙ্ক জ্যালিনেকের মতে, প্যারীর বিপ্লবী নেতাদের পক্ষ থেকে জেলাশহরগুলি যথেষ্ট সহায়তা পায়নি। তা ছাড়া, প্যারীর অভ্যুত্থানের খবর পোঁছে দেবার জন্যে যথেষ্ট প্রচারক প্যারী থেকে জেলাশহরে পঠোনো হয় নি। লিসাগ্যারে মনে করেন, গোড়া থেকেই প্যারীর অভ্যুত্থান গোটা ফ্রান্সেই ছড়িয়ে দেওয়া যেত—যদি শুরুতেই কমিউনের নেতারা সারা দেশের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁদের কার্যক্রম স্থির করতেন। কিন্তু তাঁরা তা না করে শুধু প্যারীর মানুষের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। লিসাগ্যারে আরো মনে করেন যে, কমিউনের পররাষ্ট্র দপ্তর এ বিষয়ে যথেষ্ট অবহেলা দেখিয়েছে। যদিও আঁদ্রে লিও প্যারীর বাইরের জনগণের উদ্দেশে ইশতাহার প্রকাশ করেছিলেন—কিন্তু সেগুলিও ঠিকমত এবং যথেষ্ট সংখ্যায় প্রচারিত হয় নি।

নৈরাজ্যবাদী তত্ত্বের অন্যতম উদ্গাতা বাকুনিন লিয়ঁ শহরের অভ্যুত্থানের সঙ্গে অংশত যুক্ত ছিলেন। তিনি লিয়ঁ শহরের সোস্যালিস্টদের উদ্দেশে লেখেন :

এই মুহূর্তে শুধু দেশপ্রেমই যথেষ্ট নয়, ফ্রান্সকে বাঁচাতে হলে আরো কিছু করা প্রয়োজন। সুতরাং বন্ধুগণ, লা মার্সাই সংগীতের তালে তালে জেগে ওঠো। সমগ্র দেশে প্রাণের জোয়ার নেমেছে। মানুষের মুখে মুখে ফিরছে স্বাধীনতার গান, মানবতার গান। দেশের মুক্তি আর জনগণের মুক্তি আজ একাকার। প্রকৃত দেশপ্রেমিকমাত্রেই আজ জনগণের মুক্তির জন্যে লড়াইয়ের ময়দানে নামতে বাধ্য। আহ্! আজ যদি আমার যৌবন থাকত—তা হলে এই চিঠি না লিখে, আমি তোমাদের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তাম।

প্যারী শহরের ঘটনাবলীর বিকৃত আর অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যা ভার্সাই সরকারের পক্ষ থেকে মফস্বল জেলাগুলিতে অহরহ পরিবেশন করা হত। সত্যি ঘটনা জানানো এবং প্যারী কমিউনের সপক্ষে জেলাগুলিকে টেনে আনার দায়িত্ব ছিল কমিউনের পররাষ্ট্র দপ্তরের উপর। তিয়েরের চতুর প্রতারণামূলক প্রচারের সঙ্গে এই দপ্তর পাল্লা দিতে পারে নি। কৃষকদের

মধ্যে ভার্সাইয়ের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয় যে তাদের দেশপ্রেমিক ভাইরা জার্মানদের হাতে বন্দী। সেই সুযোগে গুণ্ডা-বদমাশরা প্যারী দখল করেছে লুটপাট করার জন্যে। কৃষকদের উদ্দেশে মার্লো আর অঁদ্রে লিও একটা জোরালো আবেদন প্রচার করেন :

"ভাইসব, তোমাদের ভুল বোঝানো হয়েছে। আমাদের উভয়ের স্বার্থ এক আর অভিন্ন। আমরা নিজেদের জন্যে যা চাই, সেটা তোমাদেরও হোক। সর্বজনীন ভোটাধিকার, কৃষকদের জন্যে জমি আর শ্রমিক এবং সকলের জন্যে জীবিকার সংস্থান—এই প্যারীবাসীদের দাবি।"

এই ঘোষণাপত্রটি বহু লক্ষ কপি ছাপিয়ে বেলুনের মারফত শহরের বাইরে পাঠানো হয়। ইশতাহারের বহু কপি এখানে সেখানে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়—ঠিক ঠিক জায়গায় খুব কমই পৌঁছয়। গোটা ফ্রান্সব্যাপী অভ্যুত্থান সংগঠিত করার জন্যে এক লক্ষ ফ্রাঁ কমিউন মঞ্জুর করে। এই উদ্দেশ্যে বাইরে কয়েকজন সংগঠক আর প্রচারককেও পাঠানো হয়। কিন্তু তারা একেবারে অনভিজ্ঞ, অভ্যুত্থান সংগঠনের ক্ষেত্রে একদম আনাড়ি। এই সুযোগে কিছু প্রতারকও কিছু টাকা পকেটস্থ করে ভার্সাই চলে যায়।

অতএব এক মহান ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনের গুরুদায়িত্ব প্যারীকে একাই বহন করতে হল।

১৪

২৮শে মার্চ জাতীয় রক্ষী-বাহিনীর কর্পোরাল লুই পেগুরে বোনকে চিঠিতে লিখল : ভগবান, আমাদের কমিউনকে বাঁচিয়ে রাখুন। আমরা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত। অধৈর্য হয়ে কমিউনের প্রতীক্ষা করছিলুম। আজ কমিউন এসেছে। দেখা যাক—এবার কমিউন কী করে।

কমিউন কী করতে চায়—এই প্রশ্ন প্যারীর বুর্জোয়াদের ; এই প্রশ্ন প্যারীর শ্রমিকদেরও মনে। গরিবদের বাড়িভাড়া রদ আর বন্ধকী দোকানের জিনিসপত্রের নিলাম নিষিদ্ধ করা প্রভৃতি ঘোষণা থেকে কমিউন আত্মঘোষণা করল। 'বঞ্চিত' আর 'অধৈর্য' লুই পেগুরের মতো সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করল—কমিউন তাদের পক্ষে। কৃতজ্ঞ সর্বহারাদের পক্ষ থেকে শাংলো গাইলেন :

যখন সেদিন আসবে
কোনো পরিবারে শিশুরা
ঘুরবে না খালি পায়ে,
ছেঁড়া ঝুলিঝুলি গায়ে।

প্রত্যেকটি মানুষ পাবে রুটি,
কাজ আর মদ,
বেঁচে থাক কম্যুন
শিশুরা
বেঁচে থাক, বাঁচুক কম্যুন।

(মূল ফরাসী থেকে অবন্তীকুমার সান্যালের অনুবাদ)

জন্মমুহূর্ত থেকে কমিউন অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে রত—আবার তারই সঙ্গে প্রবল উৎসাহে দুনিয়াকে বদলানোর জন্য কমিউন দৃঢ়সংকল্প। ২৮শে মার্চ রাত্রিতে বয়োজ্যেষ্ঠ চার্লস বেলের সভাপতিত্বে কমিউনের প্রথম অধিবেশন বসে। তারপর থেকেই স্রোতের মতো কমিউনের সভা থেকে একটার পর একটা আইন পাস হতে থাকে। আইন আর অর্ডিনান্সের বেশির ভাগই পৌর-জীবন সংক্রান্ত এবং কতকগুলি আবার বিষয়বৈচিত্র্যে অভিনব। এই প্রসঙ্গে লিসাগ্যারে বলেন, এর অনেকগুলি ফেলিক্স পিয়ার মস্তিষ্কপ্রসূত এবং যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা না করেই তিনি এগুলি পাস করান। এই আইনগুলি একাধারে অকিঞ্চিৎকর তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানো এবং সুদূরপ্রসারী সামাজিক সংস্কার সাধন—উভয়েরই সমন্বয়।

(১) ২রা এপ্রিল সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের বেতনের ঊর্ধ্বসীমা ৬ হাজার ফ্রাঁতে বেঁধে দেওয়া হল—যা একজন দক্ষ শ্রমিকের পারিশ্রমিকের মোটামুটি সমান। এর সঙ্গে প্রতিতুলনায় দেখা যায়, দ্বিতীয় সম্রাটতন্ত্রের আমলে একজন সভাসদের বেতন ছিল বার্ষিক এক লক্ষ ফ্রাঁ এবং স্বয়ং সম্রাটের আয় নানা ভাতাসহ পাঁচকোটি পঞ্চাশ লক্ষ ফ্রাঁ।

সীমাহীন বেতন এবং কমিশন এবং একাধিক পদের অধিকারী হয়ে বিভিন্ন সূত্রে অর্থোপার্জন কমিউন নিষিদ্ধ করে দেয় এবং সর্বোচ্চ আয় এবং সর্বনিম্ন বেতনের ব্যবধান কমিউন উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনে। একদিকে যেমন উচ্চ বেতনের সীমাকে কমিউন নীচে নামিয়ে আনে, তেমনি সর্বনিম্ন বেতনের পরিমাণ কমিউন ঊর্ধ্বতর করে। যেমন দেখা যায়, ডাক বিভাগের ক্ষেত্রে—নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের বেতন ৮০০ ফ্রাঁ পর্যন্ত তোলা হয়।

একই ব্যক্তি একাধিক দায়িত্বভার গ্রহণের জন্যে বাড়তি সুযোগ-সুবিধা বিসর্জন দেওয়া সত্ত্বেও কমিউনের সদস্যরা খুশি মনে সব গুরুদায়িত্ব পালন করতেন। উদাহরণস্বরূপ তিই—যাঁর মাসিক বেতন পাঁচশ ফ্রাঁ—তিনি কিন্তু সানন্দে সাড়ে চারশ ফ্রাঁ গ্রহণ করতেন। জেনারেল রোবল্যুস্কির উদাহরণও উল্লেখযোগ্য। তিনি অফিসার পদের উচ্চ বেতন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং ইলিসি প্রাসাদে নির্দিষ্ট তাঁর কোয়ার্টারে তিনি কখনো বাস করেন নি। তিনি জানিয়ে দেন—যেখানে সৈন্যরা থাকে—সেখানেই সেনাপতির জায়গা।

(২) লিসাগ্যারে আর ক্রাঙ্ক জ্যালিনেকের মতে, কমিউনের প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক বিধি প্রণয়ন এবং সংস্কার সাধনের প্রয়াসী যদি কেউ হয়ে থাকে—তা হল শ্রম আর বিনিময় দপ্তর। এই দপ্তর সম্পূর্ণরূপে আন্তর্জাতিকের অনুগামীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত।

শ্রমিকদের উপর জরিমানা ধার্য করা এবং রুটির কারখানায় রাতের শিফ্‌টে কাজ নিষিদ্ধ হয়। ১২নং মহল্লার শ্রমিকরা মিছিল করে এসে সিদ্ধান্তটিকে স্বাগত জানায়। আট ঘন্টা শ্রম-দিবস প্রবর্তিত হয়। রাষ্ট্র-পরিচালিত লুভ্‌র্‌ অস্ত্র-মেরামতি কারখানার মজুররা কিন্তু কমিউনের স্বার্থে আরো দু ঘন্টা বিনা মজুরিতে অতিরিক্ত কাজ করতে থাকেন। পরিচালনার ক্ষেত্রে লুভ্‌র্‌ কারখানা এক ঐতিহাসিক মডেলের জন্মদান করল। সেখানকার ডিরেক্টর, ফোরম্যান আর অন্যান্য দায়িত্বশীল পদ শ্রমিকদেরসাধারণ সভা থেকে নির্বাচিত হত। প্রতি সন্ধ্যায় শ্রম-কাউন্সিলের বৈঠক বসত—সেখানে হত দিনের কাজ, মজুরি আর অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ের হিসেব-নিকেশ।

শ্রম-দপ্তরের উদ্যোগে গঠিত হয় সিণ্ডিকেট চ্যাম্বার্স—যার কাজ পরিত্যক্ত কারখানাগুলির খোঁজখবর নেওয়া, এবং তাদের দখল নিয়ে শ্রমিক সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালনা করা। যেসব মালিক এতদিন শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে আসছিল তাদের সম্পত্তিচ্যুত করার আদেশ দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিকের অনুগামী লিও ফ্রাঙ্কেলের নেতৃত্বে খোদ শ্রমিকদের নিয়ে একটি শ্রম-কমিশন গঠিত হয়। প্রতি মহল্লায় কর্ম-সংস্থানকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং বেকার শ্রমিকদের সাহায্য দান কমিশনের অন্যতম লক্ষ্য। একটা চিঠিতে লিও ফ্রাঙ্কেল মার্কসকে লেখেন—সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন যদি আমরা ঘটাতে পারি, তাহলে ১৮ই মার্চের অভ্যুত্থান ইতিহাসের সবচেয়ে সার্থক বিপ্লবের মর্যাদা পাবে।

কমিউনের শ্রমিককল্যাণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি অবশ্য সব প্যারীবাসীকে খুশি করতে পারেনি। রাত্রিতে রুটির কারখানায় কাজ নিষিদ্ধ হওয়ার সংবাদ শুনে শ্রীমতী রুকিনেস্কুর মতো অনেকে আক্ষেপ করে বলে, প্যারীতে আর প্রাতরাশের সময় টাটকা রুটি পাওয়া যাবে না। কিন্তু কমিউনের রায় সুস্পষ্টভাবে শ্রমিকদের পক্ষে। শ্রম-কমিশন ঘোষণা করেন: শ্রমিকশোষণ মেনে নেওয়ার পরিবর্তে মৃত্যুবরণ শ্রেয়।

(৩) কৃষি আর কৃষকের সমস্যা বিষয়েও কমিউন সজাগ। কৃষি-দপ্তরের ভার ছিল লিও ফ্রাঙ্কেলের বন্ধু জার্মান শ্রমিক ভিক্টর শিলীর উপর—তিনি মার্কসকে প্যারীতে এসে কমিউনের কৃষিবিভাগের পাঠাগারে বসে ফরাসী দেশের কৃষিব্যবস্থা নিয়ে অধ্যয়ন করার জন্যে আমন্ত্রণ জানান। তিনি ২৯শে এপ্রিল মার্কসকে লেখেন: আপনি তাড়াতাড়ি আসুন – কারণ আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে কমিউনের আয়ু হয়তো আর বেশি দিন নেই।

(৪) প্যারী-রক্ষার সংগ্রামে নিহতদের বিধবা আর সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কমিউনের। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হোক বা না হোক, সমস্ত নিহতদের স্ত্রী বার্ষিক ছ-শ ফ্রাঁ পেন্সন পাবে। এই ঘোষণায় যাজক গিবসন আঁতকে উঠলেন।

পতিতাবৃত্তিরোধের চেষ্টাও আন্তরিকভাবে করা হয়। কয়েকজন স্বেচ্ছায় এই পেশা ত্যাগ করেন এবং বলেন—আমাদের পাপ যেন কমিউনকে অপবিত্র না করে। কমিউনের প্যারীতে আজ নতুন নারীদের আবির্ভাব—যারা মার্কসের ভাষায়—সেই প্রাচীন অতীতের নারীদের মতো বীরাঙ্গনা এবং নিষ্ঠাপরায়ণা। প্যারীর বিপ্লবী নারী সমিতি ঘোষণা করল: সমাজের পুনর্বিন্যাস চাই—চাই মূলধনের রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে শ্রমের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা। সেই লড়াইয়ে মেয়েরা জানে ভাইদের মতো কিভাবে রক্ত দিতে হয়।

(৫) স্বাস্থ্য, সেবা ও খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব কমিউন যোগ্য লোকদের হাতেই ন্যস্ত করে। তিয়েরের প্যারীকে না খাইয়ে মারার ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে যায়। গ্রাম থেকে চাষীরা শহরে খাদ্য নিয়মিত পৌঁছে দিত। জার্মান-অধিকৃত এলাকা এবং নিরপেক্ষ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে খাদ্য সরবরাহ অটুট রইল।

হাসপাতাল আর আশ্রয়নিবাসের দায়িত্বভার নেন ত্রেল্হার্দ। এই সহৃদয় বুদ্ধিজীবী মানুষটি একটি প্রতিবেদনে কিভাবে এতদিন হাসপাতাল আর দাতব্য কেন্দ্রগুলি সরকার আর চার্চের খামখেয়ালিপনা ও দুর্নীতির আড্ডায় পরিণত হয়েছিল—তার নিপুণ বর্ণনা রেখে গেছেন। প্রত্যেকটি মহল্লায় কমিউন কমিটির উপর এসব পরিচালনার ভার পড়ে।

(৬) ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করা হল। কমিউনের নেতাদের মতে, যাবতীয় দুঃখ আর দুর্নীতির মূলে রয়েছে চার্চ। বিশেষ করে বিভিন্ন মঠ আর কনভেণ্টে ঢুকে কমিউনার্ডরা অদ্ভুত সব জিনিসের সন্ধান পেয়েছেন। নির্যাতন নিপীড়ন চালানোর মধ্যযুগীয় যন্ত্রপাতি—সন্ন্যাসিনীদের সমাধিকক্ষের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হাড়-গোর, বিকৃতমস্তিষ্ক নারীদের ক্ষুদ্র বাক্সের মধ্যে পুরে রাখা ইত্যাদি ঘটনা চার্চের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কমিউনকে অতিমাত্রায় সংশয়ী করে তুলেছিল। কমিউন কতকগুলি চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে; চার্চের ঘরে বিভিন্ন রাজনৈতিক ক্লাবের সান্ধ্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হত। এরকম একটা চার্চের ঘরে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্লাব মোপারনাস।

(৭) নতুন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভার নেন ভেলাঁ। আন্তর্জাতিকের অনুগামী, একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী ভেলাঁর চেয়ে যোগ্যতর সেদিন আর কেউ ছিল না। শিক্ষার খাতে অকিঞ্চিৎকর অর্থ বরাদ্দ আর অসংখ্য বাধা সত্ত্বেও ভেলাঁ কমিউনের শিক্ষাপ্রসারের পরিকল্পনা সার্থকভাবে রূপায়িত করেন। শিক্ষা শুধু ধর্মনিরপেক্ষ নয়, শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক। কাজটা আদৌ সহজ নয়। অবরোধের সময় থেকে শিক্ষা-

ব্যবস্থা অচল। লেখাপড়ার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের কোন সম্পর্ক নেই। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে রাস্তায় রাতদিন ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের মা-বাবা নিখোঁজ—ছিন্নভিন্ন তাদের শৈশব। কমিউনই তাদের জনক-জননী, কমিউন তাদের আশ্রয়দাতা। ভেলাঁর নেতৃত্বে গড়ে উঠল মহল্লায় মহল্লায় প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিশুদের আশ্রয়নিকেতন। অনেক মহল্লায় কমিটি এ কাজে উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে এল। ৩ নং মহল্লায় বিনামূল্যে ছাত্রদের বইপত্র দেবার ব্যবস্থা হল। ২০ নং মহল্লায় কমিটি শিশুদের বিনামূল্যে খাবার আর পোশাক সরবরাহ করে। একটি আদর্শ স্কুল প্রতিষ্ঠা করল ৮ নং মহল্লা। ৩ নং মহল্লা আর ৮ নং মহল্লা কমিটির উদ্যোগে গড়ে ওঠে অনাথাশ্রম।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে গঠিত হল শিক্ষা কমিশন। শিক্ষানুরাগীদের কাছে একটি প্রশ্নমালা কমিশন পাঠালেন। তার উত্তরে লুইজ মিশেল তাঁর শিক্ষাভাবনার সারসংক্ষেপ কমিশনের কাছে রাখলেন: দেখতে হবে—কত কম, সহজ এবং অর্থবহ শব্দের সাহায্যে প্রাথমিক জ্ঞান সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

২নং মহল্লা কমিটির পক্ষ থেকে পতিয়ে এবং ড্যুরাণ্ড শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন: ভবিষ্যৎ বংশধরদের শক্তপোক্ত করে গড়ে তোলার জন্যে, এবং যাতে তারা ভবিষ্যতে বিপ্লবের অবদান উপলব্ধি করতে পারে তার জন্যে দরকার একটি প্রকৃত শিক্ষাব্যবস্থা নির্মাণ। সে শিক্ষা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞাত ও পরীক্ষিত সত্যের মধ্যে থাকবে সীমাবদ্ধ, নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে যুক্তিকে দেবে অগ্রাধিকার, এবং ন্যায়বিচার আর ব্যক্তিস্বাধীনতার শাশ্বত মূল্যবোধকে ঊর্ধ্বে স্থান দেবে। মানবসমাজের জন্মমুহূর্ত থেকে সাম্যের যে ভিত্তিটি গঠিত হয়েছে—যে কাজ করবে না সে খেতে পাবে না—এই শিক্ষার দৌলতে মানবসমাজ সেই আদর্শকে বাস্তবায়িত করবে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত দিকেই ভেলাঁর প্রখর দৃষ্টি। গঠিত হল বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি। যখন কমিউনকে ঘিরে ভয়ংকর যুদ্ধ চলছে—তখনো বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সাপ্তাহিক বৈঠক অব্যাহত থাকে। চিকিৎসাবিদ্যাকে আরো আধুনিক করে তোলার জন্যে চিকিৎসক, ছাত্র এবং স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারীদের সহায়তায় তিনি এক বিশদ কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। জীববিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় জাদুঘরের সংগ্রহশালাকে সমৃদ্ধতর করা হয়। পাঠাগারের পরিদর্শক ভারলাঁর সহযোগী গাস্তিনু নির্দেশ দেন—বড়লোকেরা আর বাড়িতে বই নিয়ে যেতে পারবে না—কারণ বই ফেরত দেবার অভ্যাস তাদের খুব কম। জনগণের পয়সায় কেনা বইকে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করে। ঠিক হল যে পাঠাগার গড়ে উঠবে হাসপাতালে হাসপাতালে—যাঁরা দেশের জন্যে যুদ্ধে আহত হয়েছেন তাঁরা বই পড়ে অনুপ্রাণিত হবেন।

(৮) এতদিন মুষ্টিমেয় বিত্তশালী মানুষই কেবল কলারসিক বলে পরিচিত ছিল। কিন্তু কমিউন মনে করে, সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ মাত্রেই নান্দনিক দৃষ্টির অধিকারী—ধনীরাই কেবল আর্টের সমঝদার নয়। তাই লুভ্‌র্‌ মিউজিয়মের আর্ট গ্যালারির দরজা সকলের জন্যে খুলে দেওয়া হল।

নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, কুর্বে এবং পত্তিয়ের নেতৃত্বে গঠিত হল শিল্পীসংঘ। লেখক, ভাস্কর, চিত্রকর, নট, নাট্যকার—শিল্পের সব শাখার গুণী ব্যক্তি রয়েছেন তাতে। শিল্পীসংঘ ঘোষণা করল: শিল্পীও একজন শ্রমিক। শ্রমজীবী মানুষ হিসেবে শিল্পী তার কাজের জন্যে নিশ্চয় উপযুক্ত পারিশ্রমিক দাবি করতে পারে—কিন্তু কোনমতেই শিল্পী নিজেকে বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর মানুষ বলে মনে করবে না। শিল্পীসংঘ আরও মনে করে যে, একজন শিল্পীর ব্যক্তিগত দুর্গতির অবসান ঘটবে বৃহত্তর জনসমাজের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে।

নাটক পরিচালনা এবং প্রযোজনার ক্ষেত্রে নাট্যপরিচালকের স্বেচ্ছাচার এবং অহমিকাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। কমিউনের আদর্শে বিশ্বাসী নাট্যশালার সব কর্মীর যৌথ আবেগ এবং প্রয়াসের ফলেই সৃষ্টি হবে একটি সার্থক নাটক—গড়ে উঠবে নবনাট্য আন্দোলন।

১৯শে এপ্রিল কমিউনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হল: ১৮ই মার্চ জনগণের উদ্যোগে সংগঠিত কমিউন বিপ্লব এক নতুন রাজনৈতিক অবস্থার সূচনা ঘটিয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এক নতুন সমাজব্যবস্থার বাস্তব ভিত্তি গঠিত হতে চলেছে। পুরাতন পুরোহিতশাসিত এবং উৎপীড়কশ্রেণী-শাসিত জঙ্গীবাদী জগতের অবসান ঘটেছে এবং সর্বহারাশ্রেণী জাতিকে তার দুঃখ আর পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত করার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করছে।

চীনা প্রবন্ধকার চেং চি জুর মতে, স্বল্পকালস্থায়ী কমিউনের সংস্কারগুলির তাৎপর্য অপরিসীম। রাষ্ট্রযন্ত্রে কমিউন-প্রবর্তিত পরিবর্তনগুলির মধ্যে রয়েছে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের দিকে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ। প্রথমত, সমস্ত বিচারক তথা প্রশাসকের পদ ছিল নির্বাচনভিত্তিক। দ্বিতীয়ত, কমিউন সর্বোচ্চ বেতনহার বেঁধে দিয়েছিল এবং তার সঙ্গে সর্বনিম্ন বেতনের ব্যবধান ছিল অত্যন্ত সামান্য। প্রয়োজন হলে নির্বাচকরা তাদের প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার করে নিতে পারে। দৈনন্দিন শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের যোগ ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ। প্রতিদিন সন্ধ্যা আটটায় অনুষ্ঠিত হত কমিউনের অধিবেশন এবং পরের দিন কমিউনের মুখপাত্র 'জুর্নাল অফিসিয়েলে' সভার বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হত। তারপর শুরু হত সান্ধ্যক্লাবের বৈঠকে সাধারণ মানুষের মধ্যে সেসব বিষয়ে তুমুল আলোচনা। প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ রাজনৈতিক আলোচনায় যোগ দিতেন। তর্কবিতর্কে মুখর এইসব সভায় সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে অনেক কার্যকর প্রস্তাব উত্থাপিত হত। বৈপ্লবিক পত্র পত্রিকায়

মানুষ তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশ করতে আদৌ দ্বিধা করত না। কমিউনের সাধারণ সম্পাদক জানাচ্ছেন—প্রতিদিন আমাদের কাছে বহু পরামর্শ এবং প্রস্তাব আসে, কখনো মুখে কখনো লিখে লোকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের জানায়। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত (ক্লাবের মাধ্যমে) উভয় পদ্ধতিতে প্যারী শহরের মানুষ আমাদের কাছে জানায়—তারা কী চায়।

৩নং মহল্লার কমিউন-ক্লাবে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়: (নাগরিকদের উদ্দেশ্যে) যেসব মানুষকে তোমরা নির্বাচিত করেছ—তারা যদি কাজ করতে গড়িমসি করে—প্রজাতন্ত্রের স্বার্থে ও ন্যায়ের খাতিরে তাদের হুঁশিয়ার করে দাও—তারা যেন কোন ঢিলেমি না দেখায়।

Le Pére Duchēne (২৭শে এপ্রিল) পত্রিকায় এই মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়: মাঝে মাঝে কমিউনের সদস্যদের ঝুঁটি ধরে নেড়ে দিও—না হলে তারা ঘুমিয়ে পড়বে। তাদেরই রচিত ডিক্রীগুলো যেন কার্যকর করতে তারা কোন রকমের দ্বিধা না দেখায়। কোনরকমের দীর্ঘসূত্রতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। ঘরোয়া কোন্দল চলবে না। সকলকে একমন একপ্রাণ হয়ে জবরদস্তভাবে কমিউনকে বাঁচাতে হবে। আমাদের একতাই আমাদের শক্তি

সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কমিউনের বৈপ্লবিক প্রাণসত্তা ফুটে ওঠে কমিউনের সেক্রেটারি চার্লস আমোরুর ঘোষণায়: আমরা বিপ্লবী। ১৭৯৩ ও ১৭৯৪ সালে আমাদের সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ করা হয়। আজ আমরা নিজেদের মুক্ত করছি—সেই মুক্তি আমরা এমনভাবে অর্জন করব যাতে আর একজন নেপোলিয়ান কুদেতা ঘটাতে না পারে। কারণ একমাত্র জনগণই নিজেদের মুক্তি নিজেদের প্রয়াসে ঘটাতে পারে।

১৫

প্যারীতে নবাগত ইংরেজ চিকিৎসক ডাক্তার পাওয়েল হতবাক্। প্যারীর জীবনযাত্রা এত স্বাভাবিক! দেখে তো মনেই হয় না যে এখানে আদৌ কোন সংঘর্ষ ঘটে গেছে। কয়েকটি উগ্র বামপন্থী পত্রিকার হুমকি-মেশানো লেখা ছাপা হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিস্বাধীনতা বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির গায়ে হাত পড়েনি। 'ল্য ফিগারো' এবং 'ল্য গলুই'—এই দুটি দক্ষিণপন্থী পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ রাখা হয়েছে। নতুন পুলিশ-প্রধান রিগঁ-র সুপারিশে কমিউন দশ দিনে মাত্র চারশ প্রতিবিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করেছে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত ওয়াশবার্ন মাত্র দুটি প্রাণদণ্ডের খবর অসমর্থিত সূত্রে সংগ্রহ করতে পেরেছেন। অচিরেই সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের এবং সদ্যোধৃত এই চারশ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এসব ছোটখাট ঘটনা ছাড়া সন্ত্রাসের চিহ্ন প্যারীর কোথাও নেই। ভোর রাত্রিতে গ্রেপ্তার হবার কোন আশঙ্কা না করেই বুর্জোয়া আর নির্দলরা শান্তিতে, নির্ভাবনায় রাত্রিতে ঘুমোতে যেত।

রেভারেণ্ড গিবসন বলছেন, তিনি কখনো এরকম ঝকঝকে তকতকে রাস্তাঘাট দেখেন নি। আটটি থিয়েটারের দরজা আবার খুলেছে—সেখানে লোকের ভিড়। ডাকবিভাগের বড়কর্তা যদিও ভার্সাইয়ে সরে পড়েছেন—কিন্তু ক্যামিলিনা নতুন ডাকটিকিট ছাপিয়ে ফেলেছেন। সুতরাং ডাক চলাচলও অব্যাহত রয়েছে।

ছিনতাই ডাকাতি খুনজখম—সব যেন উধাও হয়ে গিয়েছে। কমিউনের শাসনাধীন প্যারী শহরের শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা মার্কসের চোখে অভূতপূর্ব। তিনি বলছেন: প্যারীর বুকে কমিউন যে পরিবর্তন আনল তা সত্যিই বিস্ময়াবহ। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সময়কার বারবিলাসিনী প্যারীর কোন চিহ্নই আর রইল না। প্যারী আর রইল না ব্রিটিশ জমিদারদের, আয়র্ল্যাণ্ডের অ্যাবসেণ্টিদের, আমেরিকার দাসপ্রভু আর ভুঁইফোড় লোকদের, পূর্বতন রুশ ভূমিদাস-মালিকদের অথবা ভালাচিয়া অভিজাতদের বিনোদনক্ষেত্র। লাশ-কাটা ঘরে মৃতদেহ নেই। রাত্রে ডাকাতির হিড়িক নেই, প্রায় নেই চুরি; বস্তুত, ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারির পর এই প্রথম প্যারীর রাস্তাঘাট হল নিরাপদ, তাও যে-কোন ধরনের পুলিশ পাহারা ব্যতীতই। কমিউনের একজন সদস্যের বক্তব্য হল: আমরা আর খুন, চুরি আর মারধরের কোনও অভিযোগ শুনতে পাই না; মনে হচ্ছে যেন পুলিশ বাহিনী ভার্সাই চলে যাওয়ার সময় তাদের রক্ষণশীল সব বন্ধুদেরই সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।

জীবন নিজের খেয়ালে প্রবহমান। প্যারীতে এখন বসন্তকাল। দরাজ দিল নিয়ে লোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ অচেনা অপরিচিত কেউ নেই। একে অপরকে নাগরিক বলে সম্বোধন করছে। বর-কনে চলেছে মেয়রের অফিসের দিকে। প্রেম-ভালোবাসা আর ঘরবাঁধা যথারীতি অব্যাহত। (অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, কমিউনের আমলে সমস্ত জন্ম-মৃত্যু আর বিবাহ-সংক্রান্ত সার্টিফিকেট পরে অবৈধ বলে বাতিল করে দেওয়া হয়।)

শহরের রাস্তায় রাস্তায় শ্রমজীবী মানুষ আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা যেন এক নতুন মৌতাতে আচ্ছন্ন। কমিউনের জন্ম প্যারীর ঘরে ঘরে—রাস্তায় রাস্তায় উৎসবের মেজাজ সৃষ্টি করেছে। এর কারণ সম্পর্কে জি. ডি. এইচ. কোল বলেন, ১৭৯৩ সাল থেকেই কমিউন দুটি অর্থ বহন করে আসছে। একদিকে, প্যারীর স্বাধিকারকামী মানুষের চোখে কমিউনই প্যারীর স্বাধিকারের প্রতীক। অপরদিকে, উগ্রবামপন্থীদের চোখে কমিউনই সমাজবিপ্লব। আজ যেন উভয়েরই ইচ্ছাপূরণ ঘটেছে। তাই কমিউনকে অভিনন্দন জানানোর জন্যে সব শ্রেণীর মানুষ রাস্তায় বেরিয়েছে।

১৬

দেখতে দেখতে মার্চ মাস কেটে গেল। তেরোটা দিন কমিউনের বিপ্লবী নেতাদের অব্যবস্থিতচিত্ততার দরুন বৃথাই খরচ হয়ে গেল এবং তার ফলে তিয়েরের নেতৃত্বে ভার্সাই সরকার নিজেদের গুছিয়ে নেবার এক দুর্লভ সুযোগ লাভ করল। ১৮ই মার্চ যখন তিয়েরের বাহিনী প্যারী ছেড়ে চলে যায়—কী চরম দুরবস্থা তখন তাদের। সৈন্যবাহিনীর মনোবল তখন শূন্যের ঘরে—তারা অফিসারদের কথা শুনতে চাইছে না। পুলিশ আর সৈন্যদের মধ্যে মনকষাকষি চলছে। সৈন্যরা পরিষ্কার ভাষায় বলছে তারা প্যারীর ভাইদের বিরুদ্ধে কিছুতেই লড়বে না। সে সময় একমাত্র জুয়ার পদাতিক বাহিনী ছাড়া আর কোন বাহিনীর আনুগত্যে তিয়ের বিশ্বাস রাখতে পারছিলেন না। কমিউনের বিরুদ্ধে লড়ার জন্যে তিরাফ্ তিয়েরের কাছে মাত্র দুই রেজিমেন্ট সৈন্য চেয়েছিলেন। তিয়ের আক্ষেপ করে বলেন—আমার সাড়ে চারজন সৈন্যও দেবার মতো নেই। তিরাফ্‌কে বৃথা প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে তিয়ের নিষেধ করেন।

২১শে মার্চ ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত লর্ড লায়ন্‌স্ তিয়েরের চরম দুরবস্থা দেখে লিখছেন : আইনসভা আরো অখ্যাত শহরে হটে গেলেও আমি বিস্মিত হব না।

কিন্তু তিয়েরের এই অসহায় অবস্থার সুযোগ কমিউনের নেতারা গ্রহণ করলেন না! ক্রনেল অবিলম্বে ভার্সাই অভিযানের জন্যে বার বার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। রিগঁর মতও তাই। গঁকুর বলছেন : ১৮ই মার্চ রাত্রিতেই লুইজ মিশেল এই বলে শোরগোল তুলেছিলেন যে, এক্ষুনি ভার্সাইয়ের দিকে মার্চ করে গিয়ে ভার্সাই সরকারকে বন্দী করে আনা হোক এবং তিয়েরকে ধরাধাম থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক। 'লা সোশিয়েল' পত্রিকায় এই আবেদনটি প্রকাশিত হয় : ডেলিগেট ভাইগণ, এক্ষুনি ভার্সাই অভিযান শুরু করো। তোমাদের সঙ্গে রয়েছে ন্যাশনাল গার্ডের দু-শ ব্যাটেলিয়ান। তোমরা ইতস্তত করছ কেন? তোমরা বড় বেশি ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছ। ভার্সাইয়ের দিকে এগিয়ে যাও। তোমরা মানুষকে যে-সমস্ত অধিকার দিয়েছ, সেগুলিকে রক্ষা করার এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। প্যারীর জনগণ তোমাদের উপর আস্থাশীল—তোমরাও তাদের উপর আস্থা রেখে ভার্সাই অভিযান শুরু করো। এসো, তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমাদের শক্তিবৃদ্ধি করি।

কিন্তু কমিউন ভার্সাই আক্রমণ করে নি, তাই প্রথম থেকেই কমিউনের লড়াই ছিল আত্মরক্ষামূলক এবং কোন ক্ষেত্রেই তা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে নি। লেনিনের মতে, কমিউনের পরাজয়ের এটা একটা প্রধান কারণ।

১৮৪৮-এর বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণ পর্যালোচনা করতে গিয়ে মার্কস বলেন : আত্মরক্ষামূলক লড়াই সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের মৃত্যুর সামিল—শত্রুর সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু করার আগেই অভ্যুত্থান খতম হতে বাধ্য।

মার্কসের এই সতর্কবাণী কমিউনের নেতারা ভুলে গিয়েছিলেন—তাই কমিউনকে দিতে হয়েছিল তার জন্যে চরম মূল্য।

প্যারীর সঙ্গে শান্তি-আলোচনার ভান করে তিয়ের আসলে প্যারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতির জন্য সময় নিচ্ছিলেন। ফ্রান্সের জেলাগুলিকে প্রতারণা করা এবং প্যারীর মধ্যবিত্তদের দোদুল্যমান অংশকে ফুসলানোর জন্যে তিনি আপোসরফার খেলা ভালই চালিয়ে গেলেন। নিজেদের সৈন্য বলতে যখন কিছুই ছিল না, তখন ২১শে মার্চ, তিয়ের আইনসভায় ঘোষণা করলেন : যাই ঘটুক না কেন, প্যারীর বিরুদ্ধে কোন সৈন্যদল আমি পাঠাব না।

প্যারী এবং বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় তিনি একটা কথাই বলতেন—লে-কোঁৎ এবং টমাসের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের শাস্তিদানই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

২৭শে এপ্রিলের বক্তৃতায়ও তিয়েরের মুখে একই বুলি : অস্ত্রধারীদের হাত থেকে ঐসব পাপ-অস্ত্র খসে পড়লেই মাত্র গুটিকয়েক অপরাধী ছাড়া আর সবার জন্যই শান্তির ব্যবস্থা করা হবে।

জার্মানির সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদন এবং বোনাপার্টীয় বন্দীদের প্রত্যাবর্তনের মধ্যবর্তী সময়টুকুতে তিয়ের আপোস-আলোচনা খেলাটাই প্রধান রণনীতি বলে স্থির করলেন। পুলিশ, মোবাইল গার্ড, 'ফ্রেণ্ডস্ অব অর্ডার' এবং প্যারী থেকে পালিয়ে-আসা ন্যাশনাল গার্ড মিলিয়ে তিয়েরের সৈন্যসংখ্যা মাত্র ষাট হাজার। অতএব এই ফৌজ নিয়ে প্যারীর পুনর্দখলের চিন্তা করাটাই তিয়েরের পক্ষে বাতুলতা।

৩০শে মার্চ গ্যালিফের নিজস্ব উদ্যোগে সেন নদীর ওপারে কুর্ব-ভোয়াই অঞ্চলে ভার্সাইয়ের অশ্বারোহী বাহিনী একটা পরীক্ষামূলক আক্রমণ চালাল। এই আকস্মিক আক্রমণে পাহারারত রক্ষী-বাহিনী হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে এবং একটা ঘাঁটি কমিউনের হাতছাড়া হয়ে যায়। প্যারীর রক্ষাব্যবস্থা যে ততটা মজবুত নয়—সে সম্বন্ধে তিয়ের এবার নিঃসন্দেহ। অবশেষে ১লা এপ্রিল আইনসভার সদস্যদের কাছে তিয়ের প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করলেন : ফ্রান্সের সর্বোত্তম বাহিনী ভার্সাই সরকারের জন্যে মজুত। সৎ নাগরিক মাত্রেই আশ্বস্ত হতে পারেন—আর দেরি নয়, লড়াই এবার শেষ হবে। খুবই যন্ত্রণাদায়ক লড়াই—কিন্তু স্বল্পমেয়াদী।

তিয়েরের 'স্বল্পমেয়াদী কিন্তু ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক লড়াই'-এর আশ্বাস প্যারীর নেতাদের বাস্তবের জমিতে ফিরিয়ে আনল। তাঁরা তখন চার্চের সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনায় রত। অনেক তর্কবিতর্কের মধ্যে সাব্যস্ত

হল, আর পাঁচদিনের মধ্যে কমিউনের সৈন্যদল ভার্সাই অভিযান শুরু করবে এবং কুর্ব-ভোয়াই-এর দিকে এক পরীক্ষামূলক অভিযান হবে তার সূচনা।

কিন্তু তিয়েরই আগে আসরে নামলেন। ২রা এপ্রিল, রবিবার। তিয়ের-বর্ণিত সৎ নাগরিকদের অন্যতম গঁকুর ডায়েরির পাতায় লিখলেন: ঠিক দশটায় কুর্ব-ভোয়াই-এর দিক থেকে কামান-গর্জন শোনা যাচ্ছে। জয় ভগবান, গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। যেই বেলা গড়িয়ে এল……কামান-গর্জন থেমে গেল। তাহলে কি ভার্সাই বাহিনী হেরে গেল? হায়! ভার্সাই যদি হেরে যায়—তাহলে ভার্সাই সরকারের যে অবসান ঘটবে।

না। গঁকুরের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয় নি। অপ্রস্তুত অবস্থায় লড়তে গিয়ে রক্ষী-বাহিনী হেরে গিয়েছে। প্রায় বিনা যুদ্ধে গ্যালিফের সৈন্যদল নিউলির গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি অধিকার করে নিয়েছে। এই ক্ষুদ্র সাফল্যে তিয়েরের হতোদ্যম সৈন্যদল কিছুটা পরিমাণে মনোবল ফিরে পেল। উভয় পক্ষের ক্ষয়ক্ষতি সামান্য। কিন্তু হতাহতদের মধ্যে রয়েছে নিউলির বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা—তারা ছুটির দিনে বেড়াতে বেরিয়েছিল। সরকারী গোলার শিকার তারা। অল্প কিছুদিন পর যা ঘটবে—এটা যেন তারই পূর্বাভাস।

এতদিন এক আত্মসন্তুষ্টির অবসাদ যেন গোটা প্যারী শহরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ভার্সাইয়ের আকস্মিক আক্রমণ একটা প্রবল ঝাঁকুনির মতো। ভার্সাইয়ের হানাদারির অর্থ হচ্ছে যে রাজপক্ষীয়দের আক্রমণ—রাজভক্ত ভেণ্ডী ও ব্রেটন অঞ্চলের মূর্খ চাষীদের প্রতিবিপ্লবী প্ররোচনা। কমিউনের জ্যাকোবিন সদস্যদের পুরানো দিনের কথা মনে পড়ল।

কমিউনের জরুরী ইশতাহার প্রকাশিত হল: রাজতন্ত্রী ষড়যন্ত্রীরা আক্রমণ শুরু করেছে—আমাদের শান্ত সংযত আচরণ সত্ত্বেও তারা আক্রমণ করেছে।

যাঁরা এতদিন কমিউনকে বৈধভাবে নির্বাচিত পৌরপ্রতিষ্ঠান বলে মনে করতেন—তাঁরা হকচকিয়ে গেলেন। তাঁদের কাছে ভার্সাইয়ের এই আচরণ অপ্রত্যাশিত।

এডুইন চাইল্ড বলেছেন…প্রতিটি রাস্তার মোড়ে ন্যাশনাল গার্ড দামামা বাজিয়ে চলেছে। রু-দ্য রয়েলের কাছে এসে ন্যাশনাল গার্ডের দলগুলো একত্র হল। তারা সোজা ভার্সাইয়ের দিকে মার্চ করতে চাইছে। চাইল্ডের সন্দেহ—তারা শেষ পর্যন্ত ভার্সাই পৌঁছবে কিনা।

টাউন হলে কমিউনের সেনাপতিরা বসে আক্রমণের একটা ছক তৈরি করলেন। ৩রা এপ্রিল ভার্সাইয়ের দিকে ত্রি-মুখী অভিযান চলবে। দক্ষিণে ব্যরজেরে ও ফ্লুরাঁ মঁভালেরিয়া দুর্গের দুপাশ দিয়ে রুঈল গ্রামের দিকে এগিয়ে যাবে—মাঝখানে থাকবে উ্যদের বাহিনী। তিনি ম্যদঁ ও শাভিল্-এর মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হবেন। দ্যুভালের উপর শাতিওঁ মালভূমি দখল করার

ভার পড়ল। কিন্তু এই পরিকল্পনার সাফল্য মূলত নির্ভর করছে রক্ষী-বাহিনীর যুদ্ধক্ষমতার উপর। কমিউনের ছিল দু-লক্ষ ন্যাশনাল গার্ড, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যোদ্ধা ছিল হাজার চল্লিশের মতো। প্রথম পর্বেই কমিউন মঁভালেরিয়ঁ দুর্গের উপর দখল হারিয়েছে। সেই দুর্গটি এখন শত্রুর গোলন্দাজ বাহিনীর কবলে।

৩রা এপ্রিল ভোরে প্যারী থেকে যে বাহিনীটি যাত্রা করল—তাদের দেখে কমিউন সদস্য ও কমিউনের কাহিনীকার এডমণ্ড লেপেলিতিয়ের মনে পড়ল একদল পিকনিক পার্টির কথা—এরা যেন শহর থেকে গ্রামে যাচ্ছে ছুটির দিনে আনন্দ করতে। কোন স্কাউট বা পথপ্রদর্শক নেই—একসঙ্গে দলা পাকিয়ে যাচ্ছে ব্যরজেরে এবং ফ্লুরাঁর বাহিনী। তাড়াহুড়োর মধ্যে রক্ষী-বাহিনী তাদের দুশটা দূরপাল্লার কামান সঙ্গে আনতে ভুলে গেছে। যদিও প্রয়োজনীয় ট্রেনিং বা অস্ত্রশস্ত্র কোনটাই নেই—তবুও মনোবল এবং আত্মবিশ্বাস ন্যাশনাল গার্ডদের অসাধারণ। সকলের ভাবখানা এই—রাজভক্তদের ছত্রভঙ্গ করতে একঝাঁক গুলিই যথেষ্ট। এ বিষয়ে সবচেয়ে নিঃসন্দেহ সেনাপতিবৃন্দ। ফ্লুরাঁ টাউন হলে তার পাঠিয়ে দিলেন—আমাদের জয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন।

মঁভালেরিয়াঁ দুর্গ থেকে ভার্সাই গোলন্দাজদের অতর্কিত গোলাবর্ষণের দরুন কমিউনের বাহিনীতে দেখা দিল চরম বিশৃঙ্খলা। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হল ভার্সাইয়ের অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণ। ব্যরজেরের বাহিনী সেনের অপর পারে হটে গেল। ফ্লুরাঁ একা মুষ্টিমেয় সহচর নিয়ে এগিয়ে গেলেন। পরিশ্রান্ত ফ্লুরাঁকে দেখা গেল রুইল গ্রামের একটা সরাই-খানায় আশ্রয় নিতে। সেদিন রাত্রেই ভার্সাইয়ের সৈন্যদল সরাইখানায় হানা দিয়ে ফ্লুরাঁকে ধরে ফেলে। ফ্লুরাঁকে বাইরে আনার পর, পুলিশের এক সর্দার তাঁকে চিনতে পেরে তলোয়ারের এককোপে তাঁর মাথা দুভাগ করে দেয়। একটা গোবরভরা গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে ফ্লুরাঁর মৃতদেহ ভার্সাইতে নিয়ে আসা হয়। সম্ভ্রান্ত মহিলারা ছাতার সূচালো ডগা দিয়ে ফ্লুরাঁর বিদীর্ণ মাথাকে খুঁচিয়েছেন—এই সংবাদও পাওয়া গেল। ফ্লুরাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কমিউন প্রথম সারির একজন নেতাকে হারাল। গ্যালিফের আদেশে আরও পাঁচজন ধৃত কমিউনার্ডকে তক্ষুনি গুলি করে মারা হল।

৩রা এপ্রিল রাত্রিতে দ্যুভাল শাতিঅঁ মালভূমি দেড়হাজার লোক নিয়ে দখল করলেন। কিন্তু পরের দিন সকালে ভার্সাই বাহিনীর পালটা আক্রমণের ফলে দ্যুভাল এবং তাঁর লোকজন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। সম্ভবত তাঁদের প্রাণে মারা হবে না—এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। যাদের পরনে সামরিক বাহিনীর উর্দি ছিল—তাদের তক্ষুনি গুলি করে মারা হয়; পরে দ্যুভাল সহ কয়েকজনকে ভার্সাই পাঠানো হয়। কিন্তু পথে ভিনয় বন্দীদের দেখা পেয়ে জিজ্ঞেস করেন—এই দলের নেতা কে?

সঙ্গে সঙ্গে দ্যুভাল এবং আর-দুজন সামনে এগিয়ে আসেন। ভিনয়ের আদেশে তক্ষুনি তিনজনকে গুলি করে মারা হয়। এক ক্যাপ্টেন দ্যুভালের পায়ের বুটজোড়াটা জয়চিহ্ন বলে আত্মসাৎ করে। এসব ঘটনা কমিউনকে পরবর্তী কালে জামিন-বন্দী প্রথা প্রবর্তন করতে বাধ্য করে।

১৭

প্যারী এখন উত্তরোল এবং প্যারীবাসী উত্তেজনার শীর্ষবিন্দুতে। ৫ই এপ্রিল বিকেলবেলা ওয়াশবার্নের চোখে পড়ল—এক উন্মত্তপ্রায় নারী-মিছিল—তারা এক্ষুনি ভার্সাই যেতে চায়। প্লাস-দ্য-লা-কঁকর্দের দিকে মিছিলটি চলেছে। প্রায় ষাট বৎসরের এক বর্ষীয়সী মহিলা একটি অমনিবাসের ছাতের উপর দাঁড়িয়ে রক্তপতাকা দোলাচ্ছেন।

৬ই এপ্রিল। দেলেস্‌ক্লুজ আর পাঁচজন কমিউন নেতা—গলায় লাল স্কার্ফ বাঁধা—খালিমাথায় এক শোক-মিছিলের পুরোভাগে চলেছেন। গত দুই দিনে নিহত কমিউনার্ডদের মরদেহ বয়ে নিয়ে চলেছে লালপতাকায় মোড়া তিনটি শবযান। শকটের পিছু পিছু চলেছে কয়েক ব্যাটেলিয়ান ন্যাশনাল গার্ড। মৃদুলয়ে ভেরীর শব্দ। সমস্ত পরিবেশ বিষণ্ণ থমথমে—গিবসনের মনে হল। পের লাশেজের কবরখানায় কফিন নামানোর সঙ্গে সঙ্গে নারীরা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

দ্বিতীয় বারের জন্যে প্যারী আবার অবরোধের কবলে। সমস্ত ফটক বন্ধ। ট্রেন চলছে না। রেভারেণ্ড গিবসনের মনে হল: আমরা যেন একটা খাঁচার মধ্যে রয়েছি। তাঁর কেয়ারটেকার মেয়েটি বলল: গতবারে আমি এতটা ভয় পাইনি, কিন্তু এখন আমি ভয়ে কাঁপছি।

যাতায়াতের সমস্ত পথ বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও লোকে দলে দলে প্যারী ছেড়ে যেতে লাগল। গিবসনের মতে, প্রতিদিন গড়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক শহর ত্যাগ করছে। অনেকে ন্যাশনাল গার্ডে নাম লেখাবার ভয়ে আত্মগোপন করছে। গত অগস্ট মাসের পর চতুর্দশ বারের মতো এডুইন চাইল্ডের মনিব তাকে নির্দেশ দিল ঘড়ির ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে।

ঠিক ১৭৯২ সালের মেজাজ নিয়ে কমিউনের নেতারা যুদ্ধে বিপর্যয়ের জন্যে অসি ও লুলিয়েকে জেলে পুরে দিল। তাঁদের অবহেলার জন্যে মঁভালেরিয়াঁ দুর্গের দখল নেওয়া হয়নি। ব্যজেরেকেও কারারুদ্ধ করা হল। কমিউনের আক্রমণের ব্যর্থতাজনিত নৈরাশ্যকে চাপা দিয়ে জেগে উঠল ক্রোধ—দ্যুভাল আর ফ্লুরাঁকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার সংবাদ এসে পৌঁছানোর

সাথে সাথে জামিন-বন্দী প্রথা (hostages) প্রবর্তন করার জন্যে উর্বেনের প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হল। যুদ্ধমন্ত্রকের ভার পড়ল ক্লুজার্টের উপর।

যেহেতু ভার্সাই সরকার মানবতাবোধকে পায়ের তলায় দলছে এবং যুদ্ধের প্রচলিত নিয়মবিধি লঙ্ঘন করছে—অতএব, ভার্সাই সরকারের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রেখে চলেছে এমন ব্যক্তিদের জামিনস্বরূপ ধরে রাখা হবে। যদি কোন বন্দী কমিউনার্ডকে হত্যা করা হয়—তার বিনিময়ে তিনজন জামিন-বন্দীকে গুলি করে মারা হবে।

কারা হবে এই প্রতিভূ? এই প্রশ্ন শহরের প্রতিটি কমিউন-বিরোধীর অন্তরে গাঁথা। বিষণ্ণ গঁকুরের ভবিষ্যদ্বাণী—ভার্সাই সৈন্যবাহিনী যদি অবিলম্বে এগিয়ে না আসে—তাহলে অনেক নিরপরাধের প্রাণ যাবে।

কিন্তু তিয়েরের কোন তাড়া নেই। কমিউনার্ডদের সামরিক পরাজয় সত্ত্বেও—ভার্সাইয়ের সৈন্যবাহিনীর উপর তিয়েরের কোন আস্থা নেই। ভার্সাই বাহিনীর অবিসংবাদী সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তিয়েরকে অপেক্ষা করতে হবে। তিনি জানেন, শহরের মধ্যে শত শত ব্যারিকেডের আড়াল থেকে কমিউনার্ডরা যুদ্ধ করবে—ভার্সাই সৈন্যরা এখন শহরে প্রবেশ করলেই কচুকাটা হয়ে যাবে।

সুতরাং এক্ষুনি সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করার আগে তিয়ের শক্তিসঞ্চয়ের দিকে মন দিলেন। ৬ই এপ্রিল ব্যর্থ এবং ধিকৃকৃত বর্ষীয়ান ভিনয়কে লিজিয়ন অব অনার উপাধি দিয়ে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। ম্যাকমোহন ভিনয়ের স্থলাভিষিক্ত হলেন। আবার জুলে ফাভর্-কে পাঠানো হল বিসমার্কের কাছে সন্ধিচুক্তির নির্ধারিত সামানাকে ডিঙিয়ে ফরাসী সেনাদলের সংখ্যাবৃদ্ধির অনুমতি নিতে। ফরাসীরা ফরাসীদের রক্তপাত ঘটাচ্ছে—প্রথম পর্যায়ে বিসমার্ক এই দৃশ্যটা উপভোগ করছিলেন। কিন্তু কমিউনের প্রভাব তাঁর ঘরের শত্রু জার্মান সোস্যালিস্টদের উদ্দীপিত করবে—এই চিন্তায় ফাভরের প্রস্তাবে তক্ষুনি রাজী হয়ে গেলেন। প্রথম দফায় আশি হাজার ফরাসী সৈন্য, তারপর একলক্ষ দশ হাজার এবং অবশেষে একলক্ষ সত্তর হাজার ফরাসী যুদ্ধবন্দীর মুক্তি ত্বরান্বিত করা হল। কমিউনের নায়ক ভারলঁার ভাষায় এসব যুদ্ধবন্দী কমিউনের প্রভাবের বাইরে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম পেয়েছে জার্মান বন্দী-শিবিরে। জেনারেল দুক্রো বিশেষ ক্যাম্পে রেখে এসব কৃষকপরিবারভুক্ত ফরাসী সেনাদের প্যারী অবরোধ এবং প্যারীদখলের তালিম দিতে লাগলেন।

ভার্সাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়াতে কমিউন সমস্ত প্যারীবাসীর উদ্দেশে ৪ঠা এপ্রিল এক ইশতাহার প্রচার করেন:

শ্রমিকগণ। প্রতারিত হবেন না। পরভোজী শ্রেণী বনাম শ্রমিকশ্রেণী এবং শোষণ বনাম উৎপাদনের মধ্যে আজ মরণপণ লড়াই। যদি আপনি

ব্যাধিতে অশক্ত, অজ্ঞানতার তিমিরে আচ্ছন্ন এবং নোংরা পাঁকের মধ্যে লুটোপুটি খেতে না চান—যদি আপনি চান আপনার সন্তান শোষকদের শোষণের খোরাক বা স্বৈরাচারী শক্তির কামানের খোরাক না হয়ে মানুষের মতো বেঁচে থাকুক; যদি আপনার কন্যাকে অভিজাত-ধনীর লালসার খোরাকে পরিণত করতে না চান এবং অভাব আর অসংযমের দৌলতে পুরুষরা থানার লক্‌আপে ও মেয়েরা বেশ্যাবৃত্তিতে কালাতিপাত না করুক; যদি আপনারা চান যে সত্য এবং ন্যায় জয়লাভ করুক—তাহলে আপনারা উঠে দাঁড়ান। হাতের এবং পায়ের জোরে প্রতিক্রিয়ার কদর্য বেড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিন—দলিত মথিত করুন বন্ধন-শৃঙ্খল।

প্যারীর নাগরিকগণ, ব্যবসায়ী, দোকানদার ও বুদ্ধিজীবিগণ!

আপনারা যাঁরা পরিশ্রম করেন এবং সরল বিশ্বাসে চান সামাজিক সমস্যাগুলোর সমাধান হোক, কেন্দ্রীয় কমিটি আপনাদের সকলকে একযোগে মার্চ করে এগিয়ে যাবার আহ্বান জানাচ্ছে। আমাদের মনীষীদের গভীর প্রজ্ঞা এবং এদেশের মহান ভবিষ্যৎ আপনাদের অনুপ্রাণিত করুক।

কেন্দ্রীয় কমিটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে প্যারীর বীর অধিবাসিবৃন্দ সমগ্র বিশ্বের পুনরুত্থান ঘটাবে এবং ঐতিহাসিক অমরত্ব অর্জন করবে।

প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!

কমিউন দীর্ঘজীবী হোক!

দ্যুভাল এবং ফ্লুরাঁর মৃত্যু এবং উ্যদ এবং লুসিয়ের অপসারণের ফলে কমিউনের সেনাবাহিনীর পরিচালনব্যবস্থায় এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। সেই শূন্যতা পূরণ করলেন গুস্তাভো পল ক্লুজার্ট। ফ্লুরাঁর মতো চোখধাঁধানো ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হলেও, ক্লুজার্টকে বলা যায়—একজন রোমান্টিক অ্যাডভেনচারার। এখন তাঁর বয়স সাতচল্লিশ; প্রথম জীবনে তিনি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৪৮ সালের অভ্যুত্থান দমনের কাজে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়—কিন্তু রাজনৈতিক ক্লাবের প্রভাবে তিনি চলে আসেন জনগণের পক্ষে। ক্লুজার্টের রাজনৈতিক ধ্যানধারণা যাই হোক না কেন, একটা আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলা এবং পরিচালনার বিষয়ে অন্য যে-কোন কমিউন নেতার চেয়ে তাঁর বাস্তববুদ্ধি অনেক বেশি প্রখর।

৩রা এপ্রিলের বিপর্যয়ের পর ক্লুজার্ট আত্মরক্ষামূলক রণনীতির আশ্রয় নেন। ঠিক যে কায়দায় প্যারীর নাগরিকগণ দুর্গপ্রাকারের অন্তরালে থেকে প্রুশীয় অবরোধের মুখে যুদ্ধ করে সাফল্যলাভ করেছিলেন—ক্লুজার্ট পুরোপুরি সে কায়দা অবলম্বন করেন। এই ফাঁকে তিনি ধীরে ধীরে ন্যাশনাল গার্ডের সমগ্র সংগঠনটি ঢেলে সাজাবার ব্যবস্থা করেন। অনেক—অনেক দেরি হয়ে গেছে তখন। এবং জঞ্জাল জড়ো হয়েছে—যা সাফ করা চাট্টিখানি কথা নয়। তা ছাড়া, রক্ষী-বাহিনীর মধ্যে অনেক বদ অভ্যাস ঢুকে গেছে। অনেকেই

পানাসক্ত। অফিসাররা নির্বাচিত হত, এবং কোন অফিসারের আদেশ পছন্দসই না হলে—তাকে বদলে নতুন অফিসার গার্ডরা নির্বাচিত করতেন। নানা রঙবেরঙের জমকালো উর্দি পরা রেওয়াজে দাঁড়িয়েছিল। ক্লুজার্টের চোখে এই অভ্যাস মোটেই শ্রমিকশ্রেণীর উপযোগী নয়। ৭ই এপ্রিল তিনি এক আদেশ জারি করে ঝলমলে জমকালো পোশাক পরা বন্ধ করে দেন। রক্ষী-বাহিনীর মধ্যে আঠাশ বৎসর বয়স্ক উাদের মতো এমন অনেক 'জেনারেল' রয়েছেন যাঁরা যুদ্ধে কখনো একটা ব্যাটেলিয়ানকেও পরিচালনা করেন নি।

ন্যাশনাল গার্ড সংগঠনের সামনে মূল সমস্যা হচ্ছে—সমস্ত বাহিনী সেকেলে জ্যাকোবিন ভাবধারায় সম্মোহিত। শুধু সংখ্যাধিক্যের জোরেই যুদ্ধে জেতা যাবে, কোন সামরিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। আধুনিক যুদ্ধে জয়লাভের জন্যে যে রসদ, যোগাযোগ, অ্যাম্বুলেন্স বাহিনী, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ইত্যাদি সব মিলিয়ে এক সুসংবদ্ধ জটিল সংগঠনের দরকার—এ বিষয়ে রক্ষী-বাহিনীর সাধারণ সৈনিক বা কমিউনের নেতাদের কারও স্বচ্ছ ধারণা নেই। আরো মুশকিল হচ্ছে যে, রক্ষী-বাহিনীর উপর নির্দেশ একই সঙ্গে নানা কেন্দ্র থেকে আসত। কমিউনের সদরদপ্তর, কেন্দ্রীয় কমিটি এবং মহল্লা কমিটি একই সাথে পরস্পরবিরোধী নির্দেশ পাঠাত।

ক্লুজার্টের ভাষায়: ১৮৭১ সালের রক্ষী-বাহিনীতে যত প্রকারের বিশৃঙ্খলা থাকা সম্ভব—সব একসঙ্গে বাসা বেঁধেছে। ক্লুজার্ট সমস্ত রক্ষী-বাহিনীকে দুভাগে ভাগ করলেন—সক্রিয় আর সহায়ক; সমস্ত চল্লিশোর্ধ্ব মানুষকে তিনি শেষোক্ত পর্যায়ে ফেললেন। রক্ষী-বাহিনীতে অসন্তোষের গুঞ্জন শোনা যায়—তাদের সংহতি ভেঙে পড়েছে। ক্লুজার্ট দুজনকে সহকারীরূপে নির্বাচিত করেন—চীফ অব স্টাফ রোসেল ও প্যারীর কম্যাণ্ডার দমব্রস্কি। সম্ভবত শেষোক্ত দুজন কমিউনের সেরা সেনানায়ক এবং কমিউনের লড়াই করার যোগ্যতা রোসেলের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অনেকখানি বেড়ে যায় এবং ওরা এপ্রিলের পরাজয়ের গ্লানি মুছে যায়।

৯ই এপ্রিল মোঁমার্তের দুই ব্যাটেলিয়ান রক্ষী-বাহিনী সেননদী পার হয়ে আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে কুর্ব-ভোয়াই-এর উত্তরপূর্বে একা ঘাঁটি থেকে ভার্সাই সৈন্যদের হটিয়ে দেয়—ভার্সাই বাহিনীর কয়েকটি কামানও তারা দখল করে। এই ঘটনায় গঁকুর পর্যন্ত অবাক হয়ে যান। ১২ই এপ্রিল তাঁর ডায়েরিতে তিনি লেখেন: কী করে এই অনমনীয় প্রতিরোধ সম্ভব। কৈ, প্রুশীয় আক্রমণের সময় তো এটা দেখা যায় নি! বোধ হয় এটা শ্রেণীযুদ্ধ। অতীতে জনগণের লড়াই করার ক্ষমতাকে 'জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার' যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় নি বলে গঁকুরের আক্ষেপ।

যদিও প্যারী শহরে ঢোকার কোন পরিকল্পনা ভার্সাইয়ের আপাতত নেই

তিয়ের কিন্তু নিউলিতে চাপ অব্যাহত রাখলেন। প্রায় সমগ্র এপ্রিল মাস জুড়ে নিউলি শহরতলীর রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। দমব্রস্কির সৈন্যরা রাস্তায় পাথরের ব্যারিকেডের আড়াল থেকে যুদ্ধ করছে। এই যুদ্ধক্ষেত্রে লুইজ মিশেলও রয়েছেন। একদিন দেখা গেল, এক পরিত্যক্ত গীর্জায় অর্গান বাজিয়ে তিনি অবসর বিনোদন করছেন। হতাহতের সংখ্যা প্রচুর। জন স্টানলি দেখছেন—কমিউনের ডাক্তাররা নির্বিকারভাবে যে চিমটার সাহায্যে আহতদের ক্ষতস্থান থেকে বুলেট বার করছেন—তাই দিয়ে আবার কফি নাড়ছেন।

ভার্সাইয়ের কামানের গোলা ক্রমশ নিউলি ছাড়িয়ে প্যারীর পশ্চিম প্রান্তের শহরতলীতে এসে পড়েছে। ১৫ই এপ্রিল গঁকুর যখন বাগানে কাজ করছিলেন—তখন দেখলেন কয়েকটি গোলা মাথার উপর দিয়ে শিস্ দিয়ে চলে গেল। দু একটি কাছাকাছিও পড়ল। 'সবাই সেলারে গিয়ে আশ্রয় নাও'—এই চীৎকারও শোনা গেল। প্রায় দু ঘণ্টা ধরে চলল গোলাবর্ষণ। একটা ভয়ংকর বিস্ফোরণ কাছাকাছিই ঘটল এবং সঙ্গে সঙ্গে গোটা বাড়িটা কেঁপে উঠল—মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল গঁকুরের পরিচারিকা পেলেজি।

অদৃষ্টের পরিহাস—ভার্সাইয়ের কামানের গোলা বেশি করে এসে পড়তে লাগল কমিউন-বিরোধী বুর্জোয়া মহল্লায়। ডাঃ জুলে রফনস্কু বললেন: তিনি নিজে একজন কমিউনার্ডকে বলতে শুনেছেন, তারা ইচ্ছে করে কামানগুলো ধনী অভিজাতদের পাড়ায় বসিয়েছে। তারা চায় এই ঘৃণ্য বুর্জোয়া পাড়াতে ভার্সাই কামানের গোলা এসে পড়ুক। ক্রমশ মঁভালেরিয়াঁ দুর্গ থেকে গোলা এসে আরো কাছে শহরের মাঝখানে এসে পড়তে লাগল। গোলার আঘাতে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। প্রুশীয়দের গোলাও এত মৃত্যু ঘটায়নি। ওয়াশবার্ন ১২ই এপ্রিল লিখছেন—আমার কুড়ি ফুটের মধ্যে একটা গোলা এসে পড়ল—প্রায় দূতাবাসের উপর। দুদিন পর তিনি ডায়েরিতে লিখলেন—আর্ক দ্য ত্রিয়াম্ফের শরীরে সাতাশটি গোলার চোট।

ব্রিটিশ দূতাবাস থেকে জানিয়ে দেওয়া হল যেসব ব্রিটিশ নাগরিক প্যারীতে থাকতে চান তাঁরা নিজেদের দায়িত্বে থাকতে পারেন। ২৫শে এপ্রিল ওয়াশবার্ন ঠিক করলেন—পরিবারের সবাইকে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। গিবসনও তাই স্থির করলেন। ১১ই এপ্রিল এডুইন চাইল্ড গোলার আঘাতে একজন বৃদ্ধার পা উড়ে যেতে দেখে বাবাকে লিখলেন—আমি বুঝতে পারছি না কারা ভালো—কমিউনার্ডরা, না ভার্সাই সরকারের লোকজন। কয়েক দিন পর তিনি মন্তব্য করলেন—নিরপেক্ষ লোকদের সহানুভূতি এখন কমিউনের দিকে। কর্নেল স্টানলির ভাষায়, এই স্টুপিড বামন তিয়েরটা কোন কাজের নয়। গঁকুর পর্যন্ত ঘাবড়ে গিয়ে বলছেন: এ তো শুধু অর্থহীন আওয়াজ। ফল তো কিছুই হচ্ছে না—লোকে শুধু এই বলছে যে কাল আবার একই জিনিস ঘটবে।

কিন্তু তিয়ের এবং ম্যাকমোহনের একটা পরিকল্পনা আছে। প্যারীর রক্ষাব্যবস্থার শক্তি এবং দুর্বলতা—উভয় সম্বন্ধে তিয়ের অবহিত ছিলেন। প্যারীর রক্ষণব্যবস্থার প্রধান দুর্বল অংশ হচ্ছে—দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের প্রবেশ-পথটি--পোঁয়া দ্যু-য়ুর। এই সেই জায়গা যেখানে সেন নদী সেভার্সের দিকে বাঁক নিয়েছে। এই পথেই শহরে ঢোকার চেষ্টা তাঁরা করবেন—কিন্তু তার আগে ইসি দুর্গটি দখল করা দরকার। তিয়ের নিউলি রণাঙ্গন থেকে তিপ্পান্নটা কামান সরিয়ে এনে ইসি দুর্গের দিকে তাক করে গোলাবর্ষণের আদেশ দিলেন। ২৭শে এপ্রিল ভার্সাই বাহিনী জেনারেল সিশের নেতৃত্বে ইসির তিনশ গজের মধ্যে চলে এল। লিসাগ্যারের ভাষায়, ইসিকে এখন আর দুর্গ বলা চলে না। গোলার আঘাতে ইসি মাটি, বালি আর পাথরের চাঙড় মেশানো একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। দুর্গের অধিনায়ক মেজি দুর্গরক্ষীদের সমস্ত কামান খুলে ফেলে দুর্গ পরিত্যাগ করার হুকুম দিলেন। ক্লুজার্টের কাছে তিনি আরো সৈন্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন—কিন্তু তারা আসেনি।

কমিউনের পক্ষে এটা একটা বড় রকমের সামরিক বিপর্যয়। ইতিমধ্যে ক্লুজার্টের বিরুদ্ধে সকলে সমালোচনায় মুখর—শুধু দেলেসক্লুজ তখনো ক্লুজার্টের প্রতি আস্থাশীল। মাত্র চার সপ্তাহের মধ্যে ক্লুজার্ট শ্রান্ত ক্লান্ত উত্ত্যক্ত। যখন তিনি ইসি দুর্গত্যাগের ঘটনা শুনলেন—তখনই তিনি দু-শ লোক নিয়ে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে ইসিকে আবার দখল করার জন্যে রওনা দিলেন। সেখানে পৌঁছে দেখলেন—তখনো ভার্সাই সৈন্যরা দুর্গের দখল নেয়নি। একটা ষোল বছরের ছেলে বারুদের পিপের উপর বসে, দিয়াশলাই হাতে নিয়ে নীরবে কেঁদে চলেছে। তার উপর নির্দেশ ছিল ভার্সাই সৈন্যদের আসতে দেখলে বারুদে আগুন লাগিয়ে নিজেকে সুদ্ধু সমস্ত দুর্গটাকে উড়িয়ে দেবে। ক্লুজার্ট বলছেন: আমি তক্ষুনি ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরলাম এবং নিজেও কেঁদে ফেললাম। এক অলৌকিক ঘটনার মতো ইসি আবার কমিউনের হাতে চলে এল। কিন্তু কোন অলৌকিক ঘটনা ক্লুজার্টকে বাঁচাতে পারল না। তাঁর অনুপস্থিতিতে ইতিমধ্যে ইসির পতনের গুজব প্যারীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কাজেই টাউন হলে ফেরা মাত্রই এক 'আকস্মিক' আক্রমণের মুখোমুখি হলেন ক্লুজার্ট। কমিউনের সভাকক্ষের দরজায় বিষণ্ণ মুখে পিণ্ডি একদল দেহরক্ষী নিয়ে দাঁড়িয়ে। পিণ্ডি বলে উঠলেন—বন্ধু, এক অপ্রিয় কাজ আমাকে করতে হবে—আমি তোমায় গ্রেপ্তার করছি।

১৮

কুজার্টের চীফ অব স্টাফ রোসেল এখন যুদ্ধবিভাগের অস্থায়ী ডেলিগেট। রোসেলের বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতামত নেই। শুধু একটা মাত্র কারণে তিনি কমিউনে যোগ দিয়েছেন—সেটা হচ্ছে জার্মানির কাছে ত্রোশুর জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের নতি স্বীকার। যেদিন প্যারীতে তিয়ের-সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটে—তার পরদিন (১৯শে মার্চ) রোসেল তদানীন্তন যুদ্ধমন্ত্রী লে-ফ্লোকে লেখেন :

জেনারেল, আমি এখন প্যারীতে বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিতে যাচ্ছি। আমি সেই পক্ষেই থাকতে চাই, যারা শত্রুর কাছে দেশকে বিকিয়ে দেয়নি—যাদের জেনারেলরা কাপুরুষের মতো আত্মসমর্পণ করেনি।

রণনীতিগতভাবে রোসেল বুঝতে পেরেছিলেন, শুধুমাত্র আত্মরক্ষার নীতি নিষ্ক্রিয়তারই নামান্তর। তার দ্বারা দুর্গগুলোকে বাঁচানো যাবে না। তিনি কয়েকটি আক্রমণক্ষম 'কমব্যাট গ্রুপ' সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন—যার প্রত্যেকটিতে থাকবে এক-একজন কর্নেলের নেতৃত্বে পাঁচ ব্যাটেলিয়ান সৈন্য। কিন্তু সেই সামর্থ্যে পৌঁছবার মতো উপযুক্ত সৈন্যবল কোথায়? ২৮শে মার্চের স্মরণীয় প্যারেডে সমবেত সেই দু-শ ব্যাটেলিয়ান কোথায়? তাদের অধিকাংশ যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে। আঞ্চলিক ভিত্তিতে সংগঠিত রক্ষী-বাহিনী নিজেদের মহল্লা ছেড়ে অন্য পাড়ায় যাবে না—তা ছাড়া, তারা আংশিক সময়ের সামরিক কর্মী। এসব কারণে রোসেল বড়জোর হয়তো তিরিশ হাজার পেশাদার সৈন্য যোগাড় করতে পারবেন—যেখানে তাঁর প্রতিপক্ষ তিয়ের এবং ম্যাকমোহন ইতিমধ্যে একলক্ষ তিরিশ হাজার পেশাদার সৈন্য সংগ্রহ করে ফেলেছে।

তা ছাড়া, যে ধরনের শৃঙ্খলা সেনাবাহিনীতে থাকা প্রয়োজন—তা রক্ষী-বাহিনীতে কোথায়? যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানো ও গুরুতর কর্তব্যহানির জন্যে রোসেল কোর্টমার্শাল প্রথা চালু করতে চেয়েছিলেন—কিন্তু কমিউনের কর্মপরিষদের প্রবল বিরোধিতায় তা সম্ভব হল না। তা ছাড়া, রোসেলের কাজে বার বার ব্যাঘাত ঘটাতে লাগল নবগঠিত জননিরাপত্তা কমিটি। জন-নিরাপত্তা কমিটি, কমিউনের কর্মপরিষদ এবং কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে প্রতি পদে মতান্তর। অতএব রোসেল অত্যন্ত অসুখী বোধ করতে লাগলেন।

এদিকে ভার্সাইয়ের আক্রমণের চাপ যে পরিমাণে তীব্রতর ঠিক সে পরিমাণে কমিউনের অভ্যন্তরে বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রত্যেকটা নতুন আইন পাস হবার সময় কমিউনের বিভিন্ন দল-উপদল নিজেদের স্বাধীন সত্তা জাহির করতে থাকে। কমিউন যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

কমিউনের দৈনন্দিন জীবন মার্কস অত্যন্ত সতর্কভাবে লক্ষ্য রাখতেন এবং প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখতেন। মে মাসের গোড়ার দিকে তিনি আন্তর্জাতিকের দুজন সদস্য ভারলঁ্যা আর ফ্রাঙ্কেলকে লেখেন: কমিউন যেন, মনে হয়, অকিঞ্চিৎকর বিষয় এবং ব্যক্তিগত কলহ নিয়ে সময় নষ্ট করছে···এতেও কিছু আসত যেত না যদি আপনাদের হাতে যথেষ্ট সময় থাকত। মনে হয়, আপনারা অনেক সময় অযথা নষ্ট করে ফেলেছেন।

কমিউনের কাজকর্মে কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্যে দেলেসক্লুজ প্রস্তাব দিলেন কমিউনের কর্মপরিষদের জায়গায়—নটি কমিশনের প্রতিনিধি নিয়ে একটি যুদ্ধকালীন ক্যাবিনেট গঠন করা হোক। ২১শে এপ্রিল তাই করা হল—কিন্তু অবস্থার তেমন হেরফের কিছু ঘটল না। প্রতিদিনই নিজেদের মধ্যে বিরোধ বাড়ছে। রোশফোরের ভাষায়: পারস্পরিক অবিশ্বাসই কমিউনের সত্তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। যুদ্ধমন্ত্রক নৌদপ্তরকে অবিশ্বাস করে—ওতেল-দ্য-ভিল যুদ্ধমন্ত্রককে অবিশ্বাস করে—রাওল রিগঁ কর্নেল রোসেলকে অবিশ্বাস করেন এবং ফেলিক্স পিয়ে অবিশ্বাস করেন আমাকে।

২৮শে এপ্রিল, ১৮৪৮-এর বিপ্লবখ্যাত সাদা-দাড়িওয়ালা বিশালদেহী জ্যাকোবিন জুলে মিলো কমিউনের যাবতীয় কার্যভার জননিরাপত্তা কমিটির হাতে তুলে দেবার প্রস্তাব আনলেন। সমাজতন্ত্রী ও আন্তর্জাতিকের সদস্যদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও কমিউনের সাধারণ সভায় ৪৫-২৩ ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হল। লঁগে এই প্রস্তাবটিকে সংকটত্রাণের কবচ বলে বিদ্রূপ করেন। পাঁচ জন সদস্য নিয়ে গঠিত জননিরাপত্তা কমিটিতে পিয়া ছাড়া বাকী সবাই নবাগত। সংখ্যাগরিষ্ঠ জ্যাকোবিন আর সংখ্যালঘু সমাজতন্ত্রীদের আদর্শগত বিরোধ এবার জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করল। জ্যাকোবিন গোষ্ঠী চাইলেন ১৭৯২-৯৩ সনে অনুসৃত সন্ত্রাসের পদ্ধতিতে কমিউনকে টিকিয়ে রাখতে। সমাজতন্ত্রীরা চেয়েছিলেন, রোশফোরের ভাষায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কমিউন চলুক।

জননিরাপত্তা কমিটির যুগে কমিউন ক্রমশ উগ্রতার পরিচয় দিতে থাকে—'নিরপেক্ষ মানুষের' চোখে. সেই উগ্রতার প্রতীক হলেন রাওল রিগঁ—কমিউনের শেষ পর্যায়ের নায়ক। নিরীশ্বরবাদী রিগঁ পাপ-পুণ্যের ধার ধারেন না। তিনি এস্টাবলিশমেন্ট-বিরোধী. ভারলঁার বন্ধু এবং রোশফোর ও পিয়ার সহচর। দ্বিতীয় সম্রাটতন্ত্রের পয়লা নম্বরের মুখর সমালোচক রিগঁ যে পরিমাণে চার্চকে ঘৃণা করতেন—ঠিক সে পরিমাণে ব্লাঙ্কিকে ভালবাসতেন। রাওল রিগঁ কমিউনের পুলিশের সর্বময় কর্তা, পরে কমিউনের পাবলিক প্রসিকিউটার। অ্যালিস্টার হর্নি বলেন: রিগঁ অন্য কমিউনার্ডদের মতো নন—তাঁর মধ্যে রয়েছে বিংশ শতকের পেশাদার পুলিসী দক্ষতার ছাপ।

ব্লাঙ্কি রিগঁ সম্বন্ধে খুব যে উঁচু ধারণা পোষণ করতেন—তা বোধ হয় নয়। কিন্তু রিগঁ যে একজন প্রতিভাবান পুলিস—এ সম্বন্ধে ব্লাঙ্কিও নিঃসন্দেহ। এক সময় তৃতীয় নেপোলিয়নের পুলিস রিগঁর উপর কড়া নজর রাখত। রিগঁও এক দূরবিন চোখে দিয়ে দূর থেকে পুলিসের সদর দপ্তরে কে যাচ্ছে—কে বেরুচ্ছে নজর রাখতেন। এটা ছিল রিগঁর একটি প্রিয় ব্যসন।

ওয়াশবার্ন রিগঁ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কূটনৈতিক সংযম হারিয়ে ফেলেন: ইতিহাসের একটি বিকট চরিত্র। সমাজের প্রতি ঘৃণায় একেবারে মরীয়া—সর্বদা রক্তের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ভার্সাই-এর ক্রমবর্ধমান আক্রমণের তালে তালে বাড়ছে গুজব। গুপ্তচর-বিভীষিকা এবং স্নায়ুর উপর অসহ্য চাপ প্যারীবাসীকে বেশ কাবু করে ফেলেছে। বেড়ে চলেছে গ্রেপ্তারের বহর—২৩শে মের মধ্যে গ্রেপ্তারের সংখ্যা তিন হাজারে গিয়ে দাঁড়াল। ২৪শে এপ্রিল এই যথেচ্ছ ধরপাকড়ের বিরুদ্ধে কমিউনের সভায় প্রতিবাদ এত তুঙ্গে উঠল যে রিগঁ আর তাঁর সহকারী ফেরে-কে ঘরে যেতে হল। রিগঁর জায়গায় যিনি এলেন—সেই কুর্নে-ও কিন্তু রিগঁর সহচর। ২৭শে এপ্রিল রিগঁ প্রোকিউরারের পদে অধিকতর ক্ষমতা সহ আবির্ভূত হলেন। পুলিশের দায়িত্বভার থেকে রিগঁকে অপসারিত করলেও কিন্তু একটা বিষয়ে কমিউনের সবাই রিগঁর সঙ্গে একমত—সেটা হচ্ছে তাঁর চার্চের বিরুদ্ধে জেহাদী মেজাজ।

৫ঠা এপ্রিল রিগঁ এমন একটা কাজ করলেন—যার ফলে তাঁর নাম চিরদিন সবাই মনে রাখবে। তিনি প্যারীর আর্চবিশপ দারবুয়াকে গ্রেপ্তার করলেন। তাঁর সঙ্গে গ্রেপ্তার হলেন ভাইকার জেনারেল আবেলাগার্দ এবং সম্রাজ্ঞীর স্বীকারোক্তি যিনি শুনতেন সেই পঁচাত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ যাজক আবে দগুয়েরি। এর পর যাজকদের দলে দলে গ্রেপ্তার করা হতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে একজন জেসুইট যাজক ও নাস্তিক রিগঁর মধ্যে একটি কথোপকথন উল্লেখযোগ্য। রিগঁ বন্দীটিকে জেরা করছিলেন:

রিগঁ: আপনার পেশাটা কী?

যাজক: আমি ভগবানের ভৃত্য।

রিগঁ: আপনার প্রভু থাকেন কোথায়?

যাজক: সর্বত্র

রিগঁ: [কেরানীর উদ্দেশে] লিখে নাও, এই ভদ্রলোকটি ভগবান-নামক জনৈক ভবঘুরের চাকর।

ইংরেজ স্কুলমাস্টার বেঞ্জামিন উইলসন একদিন দেখলেন, জনাছয় সশস্ত্র রক্ষী একজন পুরোহিতকে মাজা জেলখানার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। টিটকারি দিতে দিতে তার পেছনে চলেছে একদল বাচ্চা ছেলে। একজন প্রকৃত খ্রীষ্টান ভদ্রলোকের এই হেনস্থা দেখে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন

না। যখন মাজা জেলের মধ্যে পুরোহিত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে—তিনি ছুটে গিয়ে ভিড় ঠেলে পুরোহিতের করমর্দন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেও জেলে ঢুকিয়ে নেওয়া হল।

কেন আর্চবিশপ দারবুয়া আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের এত বেশি সংখ্যায় গ্রেপ্তার করা হল? ব্রেখ্‌টের নাটকে দারবুয়াকে একটি কমিউনবিরোধী চক্রের নায়করূপে দেখানো হয়েছে। এই চক্র ব্যাঙ্ক অব ফ্রাঁয়ের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখত এবং কোটি কোটি টাকা ভার্সাইতে চালান দিত। দারবুয়া তিয়েরের এজেণ্ট। অ্যালিস্টার হর্নি বলেন: এটা নি:সন্দেহে বলা যায়, দারবুয়া কমিউনের প্রতি বিরূপ। দারবুয়ার নির্দেশে চার্চের গুপ্ত সম্পদ যাজকরা ভার্সাইতে গোপনে পাচার করতেন।

কমিউনের জার্নালে পুরোহিতদের গ্রেপ্তারের কারণ দেখিয়ে বলা হয়, এটা একটা সহজ নিরাপত্তা-ব্যবস্থা যাতে জেনারেল দ্যুভালের প্রাণহানির মতো ট্রাজেডির পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

এই গ্রেপ্তারের সময়েই রিগঁর চেষ্টায় 'জামিন-বন্দী' আইন পাস হয়। দারবুয়া আর শীর্ষস্থানীয় যাজকদের রিগঁ প্রতিভূস্বরূপ আটক রাখেন। শুধু যে যাজক সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষবশত রিগঁ এই কাজ করেছেন তা নয়—তাঁর উদ্দেশ্য আরো গভীর। অভ্যুত্থানের গোড়া থেকেই রিগঁর বদ্ধমূল ধারণা—কমিউনকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে ব্লাঙ্কিকে চাই। ব্লাঙ্কি রিগঁর দিন-রাত্রির স্বপ্ন। রিগঁর সেক্রেটারি একুশ বৎসর বয়স্ক দা কোস্টা বলেন: ব্লাঙ্কি ছাড়া কিছুই হবার নয়—ব্লাঙ্কিকে পেলে সবই ঠিক-ঠিক ঘটবে।

অথচ ব্লাঙ্কি এখন তিয়েরের কারাগারে। আর্চবিশপের গ্রেপ্তার ভার্সাইয়ের ক্যাথলিক-অধ্যুষিত আইনসভার উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করবে—এই ছিল রিগঁর হিসেব। ৬ই এপ্রিল রিগঁ, তাঁর সহকারী দা কোস্টাকে আর্চবিশপের কাছ থেকে ভিনয় ও গালিফের কমিউনার্ডদের বিনাবিচারে হত্যা করার প্রতিবাদ জানিয়ে একটা চিঠি আনতে পাঠালেন। ৯ই এপ্রিল অগ্রতম প্রতিভূ আবে বাতুর্‌কে আর্চবিশপের চিঠিসহ ভার্সাইতে তিয়েরের কাছে পাঠানো হল, ব্লাঙ্কির বিনিময়ে আর্চবিশপের মুক্তির প্রস্তাব আবে বাতুর্‌ তিয়েরের কাছে রাখবেন। পরবর্তী কালে ঝানু রাজনীতিবিদ তিয়ের বলেন: আর্চবিশপের চিঠি আমায় ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু ব্লাঙ্কিকে ছেড়ে দেওয়া কী করে সম্ভব? ব্লাঙ্কিকে কমিউনের হাতে তুলে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে—কমিউনের হাতে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী তুলে দেওয়া।

যুদ্ধ যত প্যারীর কাছাকাছি আসছে—ততই শোনা যাচ্ছে ভার্সাইয়ের নৃশংসতার নতুন নতুন বিবরণ। ফলে, উত্তেজিত জনতার পক্ষ থেকে বার বার প্রতিহিংসার দাবি উঠতে থাকে। ২৫শে এপ্রিল ভার্সাইয়ের একজন ক্যাভালরি অফিসার আত্মসমর্পণ করা সত্ত্বেও তিনজন রক্ষীকে

গুলি করে মেরেছে। পরের দিন প্রতিহিংসার দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠল কমিউনের সভা। কিন্তু একজন কমিউনার্ডের যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা অন্যদের শান্ত করল। তিনি বলেন: আমরা মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে কমিউনকে অমর করে রাখব। আপাতত আর্চবিশপের প্রাণহানির আশঙ্কা নেই— কারণ যতদিন ব্লাঙ্কিকে মুক্ত করার ক্ষীণতম সম্ভাবনাও থাকবে ততদিন রিগঁ দারবুয়ার কোন ক্ষতি করতে দেবেন না।

১৯

ইসি দুর্গকে কেন্দ্র করে লড়াই এখন তুঙ্গে। রোসেলের দৃঢ়তার ফলে রক্ষী-বাহিনী অনেক বেশি তেজের সঙ্গে এখন লড়ছে। দুর্গের বাঁদিকের মাত্র তিনশ গজ দূরের রেল স্টেশনটির পতন ঘটল। লুইজ মিশেলের নেতৃত্বে কমিউনার্ডরা ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার সেটা দখল করে নিল। প্রথম মহা-যুদ্ধের সময়কার চেয়েও ভয়াবহ গোলাবর্ষণ চলল ইসি দুর্গের উপর। দুর্গের কামানগুলো একটার পর একটা অকেজো হয়ে যাচ্ছে। প্যারীতে বসে গঁকুর একদিন দেখলেন, ছুটিতে আসা শ্রান্ত ক্লান্ত ইসি দুর্গের রক্ষীদের নিয়ে প্যারীবাসী উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে!

ইসি দুর্গের একজন অফিসার ডায়েরিতে লিখছেন:

৫ই মে, এক মিনিটের জন্যেও শত্রুর গোলাবর্ষণ বন্ধ হয় নি—রোসেল দাঁড়িয়ে থেকে অনেকক্ষণ ধরে ভার্সাইয়ের অবরোধের কায়দাটা পর্যবেক্ষণ করছেন। আমাদের সমস্ত পরিখা গোলার আঘাতে চুরমার হয়ে গেছে। ভার্সাই বাহিনী আর মাত্র ষাট গজ দূরে।

৬ই মে। প্রতি পাঁচ মিনিটে ছটি গোলা আমাদের উপর এসে পড়ছে। এইমাত্র একজন পানীয়বাহিকাকে প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে আসা হল—তার তলপেটে গুলি লেগেছে। গত চারদিন ধরে তিনজন মহিলা এই অবিরাম ধারায় গোলাবর্ষণের মধ্যে আহতদের সেবা করছেন। এখন তাঁদের একজন মারা যাচ্ছেন—মারা যাবার সময় তাঁর দুটি বাচ্চাকে দেখাশোনা করার জন্যে অনুরোধ জানালেন তিনি। আমাদের খাবার ফুরিয়ে গেছে। ঘোড়ার মাংস খেয়ে দিন কাটাচ্ছি। প্রাচীর ধ্বসে গেছে।

৭ই মে। প্রতি মিনিটে দশটি করে গোলা এসে পড়ছে। দু-একটা ছাড়া আমাদের সব কামান অকেজো হয়ে গেছে। ভার্সাই আমাদের ঘিরে ফেলল বলে।

উ্যদ লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে ইসি থেকে পালিয়ে গেলেন। দুর্গ-পরিদর্শন করতে এসে দমব্রসকির সঙ্গে রোসেলের দেখা। ইতিমধ্যে জন-নিরাপত্তা কমিটি দমব্রসকিকে কমিউনের সমস্ত সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন—রোসেল যুদ্ধমন্ত্রী রইলেন। দুজনে মিলে পরামর্শ করার পর রোসেল ঠিক করলেন, ইসি দুর্গকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় ভার্সাই-বাহিনীর উপর পাল্টা আক্রমণ চালানো। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে ফ্রন্টে এসে রোসেল দেখলেন সৈন্যরা আসেনি—একটি ব্যাটেলিয়ান আসে তো—আর-একটির দেখা নেই। পরেরটি যখন আসে ততক্ষণ আগেরটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। রাগে অস্থির হয়ে, যুদ্ধ ছেড়ে যারা পালিয়ে গেছে অশ্বারোহী বাহিনীকে তাদের ধরে কোতল করার নির্দেশ দিয়ে নিজের পদত্যাগপত্র পেশ করলেন। নিজের পদত্যাগপত্রে রোসেল লিখলেন :

"...আর্টিলারি কমিটির নিষ্ক্রিয়তা গোলন্দাজ বাহিনীর সংগঠনের পথে প্রধান বাধা। কেন্দ্রীয় কমিটির দোদুল্যমান মনোভাব সেনাবাহিনীর সংগঠনকে ঢিলে করে দিয়েছে। ব্যাটেলিয়ান কম্যাণ্ডারদের তুচ্ছ বিষয়ে মেতে থাকার ফলে সৈন্যবাহিনীর সমাবেশ নিদারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এই পাগলের কাণ্ড-কারখানা ঠিক না করে...আমার পূর্বসূরীরা সামরিক তৎপরতা দেখিয়ে মস্ত ভুল করেছেন। আমি সরে যাচ্ছি এবং মাজা জেলখানায় আমার জন্যে একটা কক্ষ নির্দিষ্ট করার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি।"

ঐদিন অর্থাৎ ৮ই মে তিয়ের প্যারীবাসীর উদ্দেশে একটা বাণী প্রচার করলেন : আপনাদের দুঃখকষ্টের অবসান ঘটাবার জন্যে প্যারীর উপর নয়, প্যারীর চতুর্দিকের দুর্গশ্রেণীর উপর গোলাবর্ষণের হুকুম দেওয়া হয়েছে।

কর্নেল স্ট্যানলি লিখছেন : মনে হচ্ছে এবার ভার্সাই যেন বদ্ধপরিকর। ম্যদঁ থেকে ইসি পর্যন্ত সমস্ত দুর্গের উপর আশিটা কামান থেকে গোলাবর্ষণ শুরু হল।

টাউন হলে রিগঁকে যখন বাড়াবাড়ি করার জন্যে অন্যরা সমালোচনায় মুখর—তখন ঝড়ের বেগে দেলেসক্লুজ ঘরে ঢুকে বলে উঠলেন : আপনারা নিজেদের মধ্যে তর্কবিতর্কে সময় নষ্ট করছেন—ওদিকে দেখুন ইসি দুর্গের উপর তেরঙ্গা পতাকা উড়ছে। বন্ধ করুন আপনাদের অর্থহীন ঝগড়া। এদিকে তখন রোসেলের পদত্যাগপত্র পৌঁছে গেছে। পিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন : আমি গোড়া থেকেই জানতাম লোকটা বিশ্বাসঘাতক। আমি আপনাদের বারবার সতর্ক করে দিয়েছিলুম—আপনারা আমার কথা শোনেন নি।

পিয়ার উদ্দেশে আন্তর্জাতিকের অনুগামী মার্লে গর্জে উঠলেন : চুপ করো তুমি। তুমি হচ্ছ বিপ্লবের আসল শত্রু। সন্দেহ আর অবিশ্বাস ছড়ানোর

কাজ এক্ষুনি বন্ধ করো। তোমার দুষ্ট প্রভাবের ফলে কমিউনের সর্বনাশ হচ্ছে।

ডিনার থেকে ফিরে এসে রোসেল দেখলেন, তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্যে দেলেসক্লুজ অপেক্ষা করছেন। অভিযোগ হচ্ছে, তিনি কমিউনের সঙ্গে পরামর্শ না করে ইসি দুর্গের পতনের কথা প্রচার করছেন। কিছুক্ষণ আলোচনার পর দেলেসক্লুজ জানালেন, কমিউনের সাধারণ সভায় রোসেলের বক্তব্য শোনার পর যা হয় করা যাবে।

১০ই মে আলোচনার দিন ধার্য হল। কিন্তু পিয়া আর তাঁর বন্ধুরা রোসেলের মুখোমুখি হওয়াটা পছন্দ করলেন না—তার পরিবর্তে তাঁরা জানালেন কোলেৎ-এর নেতৃত্বে এক সামরিক আদালতের সামনে রোসেলকে হাজির করা হোক। এই চক্রান্তের কথা রোসেলের এক বন্ধু এসে রোসেলকে জানিয়ে গেল। পরবর্তী কালে রোসেল লেখেন : যে লোকটাকে আমি ইসি দুর্গের গোলাবর্ষণের মধ্যে ভয়ে কুঁকড়ে থাকতে দেখেছি—সেই কোলেৎ এর সামনে আসামী হিসেবে হাজির হতে হবে! সঙ্গে সঙ্গে আমি মনস্থির করে ফেললাম।

আালিস্টার হর্নি বলছেন : বিদ্রোহীদের শেষ সামরিক জ্যোতিষ্ক গাড়িতে চড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কমিউনের জীবদ্দশায় আর তাঁকে দেখা যায় নি।

২০

রোসেলের পতনে গোটা প্যারী বজ্রাহত। কমিউনের অন্তিম পর্যায়ে শুধু একজন ব্যক্তির উপর তখনো সকলের আস্থা কিছুটা হলেও অবশিষ্ট রয়েছে। ব্লাঙ্কি নেই। ব্লাঙ্কির পর যিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয়—তিনি হলেন দেলেসক্লুজ—একষট্টি বৎসর বয়স্ক পোড়খাওয়া জ্যাকোবিন নেতা। রাষ্ট্রদূত ওয়াশবার্নের সেক্রেটারি ম্যাককীনের সঙ্গে তাঁর মে মাসে সাক্ষাৎকার ঘটেছিল—সেই সাক্ষাৎকারের পর ম্যাককীন যে বর্ণনা দিয়েছেন—তা হল : জ্যাকোবিনের একটি চূড়ান্ত সংস্করণ দেলেসক্লুজ—ঠিক মারাটের মতো তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ। অস্নাত, ক্ষৌরকর্ম দীর্ঘকাল হয় নি; লম্বা-লম্বা নখ—নখের ফাঁকে ফাঁকে ময়লা জমে রয়েছে। প্রকৃত বয়সের চেয়েও বুড়ো দেখায়।

কমিউনের সংকটমুহূর্তে সকলের ধারণা—এই একমাত্র ব্যক্তি যিনি পিয়া প্রমুখ চক্রীদের কবল থেকে কমিউনকে উদ্ধার করতে পারবেন—সুতরাং কমিউন তাঁরই হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিল।

যুদ্ধমন্ত্রকের দায়িত্ব আসলে দেলেসক্লুজের মাথায় কাঁটার মুকুট। কমিউনের মধ্যে দলাদলি, ফোর্ট ইসির পতন প্রভৃতি ঘটনা রক্ষী-বাহিনীকে হতাশায় ডুবিয়ে দিয়েছে। রোলকলের সময় অনুপস্থিতি রেওয়াজে দাঁড়িয়ে

গেছে—দলত্যাগের ঘটনাও প্রায়শই শোনা যায়। দেলেসক্লুজ রক্ষী-বাহিনীর উদ্দেশে এক উদ্দীপিত বাণী প্রচার করলেন: ···এ লড়াই স্বাধীনতা এবং সাম্যের লড়াই। আজ গোটা ফ্রান্সের মুক্তির জন্যে—আপনাদের স্ত্রী-পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্যে ভার্সাইয়ের গোলাগুলির মুখে আপনারা বুক পেতে দাঁড়িয়েছেন। আপনাদের জয় অনিবার্য।

কিন্তু যেখানে রোসেল-ক্লুজার্টরা ব্যর্থ, সেখানে বেসামরিক মানুষ দেলেসক্লুজ রক্ষী-বাহিনীর উদ্দেশে শুধু ভাষণ দিয়ে অবস্থার কি উন্নতি ঘটাতে পারেন? লিসাগ্যারে দেলেসক্লুজের মধ্যে নিষ্ঠা ব্যতীত আর কোন সামরিক গুণ খুঁজে পান নি।

১৩ই মে ম্যাকমোহনের সৈন্যরা ভাঁভ্ দুর্গ দখল করল—১৫ই মে ঘটল ইসিগ্রামের পতন। এখানে পাঁচদিন ধরে ব্রুনেলের সৈন্যরা ভার্সাই বাহিনীকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। প্যারী শহর এখন সরাসরিভাবে বিপন্ন। জেনারেল ক্লিঁশঁ সেন নদী পার হয়ে লংচ্যাম্পে ঘাঁটি গেড়েছেন—এখন তিনি বোয়া দ্য বুলোঁ বরাবর পর্ত দ্য লা মুয়েৎ পর্যন্ত পরিখা খননে ব্যস্ত। আরো উত্তরে ভার্সাই বাহিনীকে নিউলিতে দমব্রসকি ঠেকিয়ে রেখেছেন। নিউলির ধ্বংসস্তূপ পেরিয়ে ভার্সাই-সেনাপতি লাদ্মিরো অনেক চেষ্টা করেও আর এগুতে পারছেন না। শ্যাতু দ্য লা মুয়েৎ-এর দমব্রসকির হেডকোয়ার্টার প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে বিধ্বস্ত। প্রতিটি ঘর থেকে আকাশ পরিষ্কার দেখা যায়—ঘরের ছাদ বলে কিছু নেই। আরো সৈন্য চাওয়া সত্ত্বেও কোন সাহায্য দমব্রস্কি পান নি। তিনি স্লাভসুলভ ভঙ্গিতে ভবিতব্যের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে লড়াই করছেন—এ যুদ্ধ জেতা যায় না জেনেও লড়ছেন।

বোর্দো থেকে অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূত মেটারনিক তাঁর প্যারীর বান্ধবী লিলি মোল্টনকে লিখলেন—আমার মনে হয় আপনার চলে যাওয়া উচিত। তিয়ের আসছে। ১৭ই মে, রেভারেণ্ড গিবসন লিখছেন: এখানে সকলের ধারণা, যে-কোন সময় ভার্সাই বাহিনী প্যারীতে ঢুকে পড়বে। কিন্তু অতি সাবধানী তিয়ের চূড়ান্ত আক্রমণ শুরু করার আগে আরো গুছিয়ে নিতে চান। আপাতত তিয়ের তাঁর ইঞ্জিনিয়ারদের বোয়া-দ্য-বোলোঁ দিয়ে পাঠাচ্ছেন।

রোসেলের পতন পর্যন্ত ওয়াশবার্ন কমিউনের সামরিক শক্তিকে বেশ বাড়িয়ে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর মন সংশয়ের দোলায় দুলছে। তাঁর মনে হচ্ছে, সংকট যেন পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফিশ্‌কে লিখলেন—অবস্থা যত খারাপ হচ্ছে কমিউনার্ডরা তত বেপরোয়া হয়ে উঠছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুমকির খবর আসছে—লুটপাট হচ্ছে। রিগঁর পুলিশ নিষ্ক্রিয়। হয় তাদের কিছু করার উপায় নেই নয়তো ইচ্ছে নেই।

৫ই মে কমিউন বিরোধীপক্ষের সাতখানি কাগজ নিষিদ্ধ করেছে—১১ই মে আরো ছটি কাগজ এবং ১৮ই মে আরো দশখানি কাগজের ছাপা বন্ধ করার হুকুম জারি হয়েছে।

রণাঙ্গনে ভার্সাই বাহিনী যতই হিংস্র হয়ে উঠছে—ঘরে ততই ঘৃণা আর ভীতি বাসা বাঁধছে। ভার্সাইয়ে অবস্থিত ব্রিটিশ সাংবাদিকরা একটা কথা অফিসারদের মুখে বার বার শুনতেন—বিদ্রোহীদের কোন ক্ষমা নেই—হাতের কাছে পেলে আর জ্যান্ত রাখা হবে না। কমিউনের ঘৃণা তিয়েরের উদ্দেশে ক্রমশ চরমে উঠতে থাকে—পত্র-পত্রিকায় তিয়েরকে 'বিষাক্ত সাপ', 'বুড়ো বদমাশ', 'নচ্ছার ডাকাত' বলে সম্বোধন করা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। একজন ব্যঙ্গ-চিত্রশিল্পী তিয়ের আর বিসমার্ককে একত্রে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ ভঙ্গীতে এক কার্টুনও আঁকল। এই পরিবেশে সাংবাদিক রোশফোর এক বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। তাঁর কাগজে প্রকাশিত তাঁরই একটি রচনা প্যারীর সাধারণ মানুষকে খেপিয়ে তুলল। লেখাটির অংশবিশেষ এই: সবাই জানেন যে মঁসিয়ে তিয়েরের একটা প্রাসাদোপম অট্টালিকা রয়েছে—যাতে রয়েছে বহুমূল্য ছবি আর স্থাপত্যের দুর্লভ নিদর্শন। সুতরাং তিয়ের যখন কুর্ব-ভোয়াই অঞ্চলের ঘরবাড়িগুলো নির্মম গোলাবর্ষণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছে—সুতরাং তারই একটু নমুনা তাঁকে উপহার দেওয়া হোক না কেন। আমি তো জানি—তিয়েরের অট্টালিকার দরজার হাতলের এতটুকু ক্ষতি হবার সম্ভাবনা দেখা দিলেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করবেন।

পরবর্তী কালে এই প্রবন্ধটির জন্যে রোশফোরকে প্রশান্ত-মহাসাগরীয় দ্বীপে যাবজ্জীবন কারাবাস ভোগ করতে হয়েছিল। রোশফোরের প্রস্তাব সবাই সানন্দে লুফে নেয়। ১১ই মে জননিরাপত্তা কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়: তিয়েরের অট্টালিকা ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়া হোক। অবিলম্বে কুড়িটি গাড়ির সাহায্যে তিয়েরের বাড়ি সাফ করা হয়—তিয়েরের যাবতীয় সংগ্রহকে শহরের লাইব্রেরি আর মিউজিয়মের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। যাবতীয় বস্ত্রাদি হাসপাতালগুলোর মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়।

এডুইন চাইল্ডের মতে, তিয়েরের বাড়ির ধ্বংসসাধন—বন্ধ্যাক্রোধের এক নিষ্ফল অভিব্যক্তিমাত্র।

জ্যাকোবিন নেতৃত্বের পরের কাজ হল ভাঁদোম স্তম্ভের ধ্বংসসাধন।

নেপোলিয়নের ওস্তার্লিৎস কীর্তির স্মৃতি বহন করবার জন্যেই এটার সৃষ্টি; ফরাসী শত্রুর কামান গলিয়ে স্তম্ভের গাত্র মণ্ডিত করা হয়। স্তম্ভের মাথার উপর ছিল নেপোলিয়নের মূর্তি। নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর বুর্বঁ রাজারা সেটা সরিয়ে ফেলে বসালেন বুর্বঁবংশীয় এক স্মারকচিহ্ন। বুর্বঁদের বেআদবি লুই ফিলিপের সহ্য হল না। তিনি সেখানে দাঁড় করালেন সুপরিচিত পোশাকে নেপোলিয়নকে। তৃতীয় নেপোলিয়ন এসে আবার নেপোলিয়নের

মূর্তিতে পরিবর্তন কায়েম করলেন। তাঁর হুকুমে নেপোলিয়নকে পরানো হল রোমান রাজবেশ—বস্তুত বুর্বঁদের বেআদবির আগে ভাঁদোম স্তম্ভের শীর্ষে অবস্থিত নেপোলিয়নের পরনে রোমান পোশাকই ছিল।

১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকেই শিল্পী কুর্বে বারবার বলে আসছেন—এই স্তম্ভটি আমার চক্ষুশূল—আমার শিল্পীর চোখকে পীড়া দিচ্ছে—এটাকে সরানো হোক। অবশেষে ১২ই এপ্রিল কমিউন স্তম্ভটি উৎপাটনের নির্দেশ দেয়। কিন্তু স্তম্ভটি ভাঙা এত সোজা নয়—তার জন্যে চাই বিপুল আয়োজন আর টেকনিক্যাল দক্ষতা।

এখন জ্যাকোবিনদের ক্ষমতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই স্তম্ভটি উৎপাটনের কাজে হাত দেওয়া হল। ১৬ই মে দশ হাজার লোকের সমবেত কণ্ঠে গান আর স্লোগানের মধ্যে এই বিপুল স্তম্ভটি ধরাশায়ী হল। সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ ভেসে এল—ভিভা লা কমিউন। ভূতলশায়ী স্তম্ভটির দেহকে এবার রক্ষী-বাহিনীর লোকেরা বন্দুকের কুঁদো দিয়ে খণ্ডখণ্ড করে ফেলতে লাগল। এক প্রাচীনা মহিলা অতীত গৌরবের এই অমূল্য নিদর্শন একখণ্ড একজন নাবিকের কাছ থেকে পাঁচশ ফ্রাঁ দিয়ে কিনে নিল।

মার্কস কমিউনের ভাঁদোম স্তম্ভ ধূলিসাৎ করার কাজকে অভিনন্দন জানান। কিন্তু প্যারীর মডারেটরা এসব ঘটনায় মোটেই স্বস্তি পাচ্ছিল না—তাদের একমাত্র চিন্তা—কমিউনের নজর এবার কোথায় গিয়ে পড়বে। ভলটেয়ারের প্রতিমূর্তির সামনে প্রকাশ্যে গিলোটিন পোড়ানো হয়—পাঁথেও-এর ক্রুশের একটি বাহুকে ছেদন করা হয়, অপরটির উপর লাল পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হল।

৪ঠা মে গঁকুর রীতিমতো ঘাবড়ে যান, যখন শোনেন যে ভায়ল্যা, নত্রদাম গীর্জাটিকে পোড়ানোর প্রস্তাবকে অতিকষ্টে বাতিল করতে সক্ষম হয়েছেন। গঁকুর আরো শুনতে পেলেন—লুভ্র্ মিউজিয়মে রক্ষিত মিলোর ভেনাস মূর্তিটি পুলিশের সদর দপ্তরে অজস্র ফাইলের নিচে নিরাপদে রয়েছে। গঁকুর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। যাক, কুর্বের পাপ নজর থেকে তাহলে মূর্তিটি রক্ষা পেল।

আর্চবিশপের জীবন সুতোর উপর ঝুলছিল। যদিও ইতিমধ্যে তিনজনকে গুলি করে মারা হয়েছে এবং মাঝে মাঝে জনতার পক্ষ থেকে দাবি উঠছে—বন্দীদের তাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। কিন্তু যতদিন আর্চবিশপের বিনিময়ে ব্লাঙ্কিকে ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে—ততদিন আর্চবিশপ নিরাপদ। ১৮ই এপ্রিল পোপ ওয়াশবার্নকে আর্চবিশপের জীবনরক্ষার জন্যে তিয়েরের সাথে আলাপ-আলোচনা করতে অনুরোধ করলেন। ওয়াশবার্ন প্রথমে ক্লুজার্টের সহায়তায় রিগঁর সঙ্গে দেখা করলেন—রিগঁ সহজ সরল ভাষায় বললেন : আর্চবিশপের বিনিময়ে ব্লাঙ্কিকে ফেরত চাই।

ওয়াশবার্ন তিয়েরের সঙ্গে দেখা করে, জোরের সঙ্গে বললেন—রিগঁ প্রস্তাব মেনে নিয়ে ব্লাঙ্কিকে ছেড়ে দিতে। তিনি আরও বললেন, ব্লাঙ্কিকে মুক্তি দিলে ফরাসী সরকারের কোন লোকসান নেই এবং সেটা করলে সম্ভবত আর্চবিশপের জীবন বেঁচে যাবে। তিয়ের ওয়াশবার্নের উপর যারপরনাই ক্রুদ্ধ হলেন। তিয়ের ভেবেই পাচ্ছেন না, কেন ওয়াশবার্ন ভার্সাইতে এসে বসবাস না করে প্যারীতে পড়ে আছেন। কমিউনার্ডরা বিদ্রোহী। সুতরাং যুদ্ধের প্রচলিত আচরণবিধি তাদের বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে না। তা ছাড়া, যদি ব্লাঙ্কিকে ছেড়েও দেওয়া হয়—কী গ্যারাণ্টি আছে যে তারা আরো কয়েকজনকে জামিন হিসেবে আটক করবে না, এবং আরো কতকগুলো দাবি আদায়ের জন্যে বৈধ সরকারের উপর চাপ দেবে না? অতএব, ওয়াশবার্নের প্রস্তাবকে কখনও মেনে নেওয়া যায় না।

অ্যালিস্টায় হর্নি বলেন, কমিউন-বিরোধীদের অনেকেই পরবর্তী কালে বলেছেন যে আর্চবিশপকে বাঁচানোর জন্যে তিয়েরের সচেষ্ট হওয়া উচিত ছিল। আর-একটি কারণে আর্চবিশপের পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে যায়। তাঁরই সঙ্গে জামিন-স্বরূপ আটক আবে লাগার্দ তিয়েরের সঙ্গে আরো আলাপ-আলোচনার জন্যে ভার্সাই যান। কথা ছিল, তাঁর কাজ সেরে তিনি আবার প্যারীতে ফিরে আসবেন। কিন্তু তিনি আর আসেন নি। তখন ভার্সাইতে কী চলছে তা নিজের চোখে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন রোশফোর। রোশফোর প্রতিভূদের গুলি করে মারার ব্যাপারটাকে নিন্দা করেছিলেন। অতএব গ্রেপ্তার হতে পারেন এই আশঙ্কায় তিনি একদিন প্যারী থেকে পালিয়ে যান—কিন্তু ধরা পড়েন ভার্সাই সৈন্যদের হাতে। রোশফোর, তাঁর সেক্রেটারি আর অন্যান্য বন্দীদের যখন ভার্সাইতে আনা হল—তখন যেন গোটা শহর রাস্তায় ভেঙে পড়েছে। মেয়েরা চেঁচাচ্ছে—মেরে ফেলো, মেরে ফেলো, এক্ষুনি মেরে ফেলো। তক্ষুনি বন্দীশালায় নিয়ে না গিয়ে গোটা শহরবাসীর নয়ন সার্থক করার জন্যে বন্দীদের রাস্তায় রাস্তায় ঘোরানো হল, লিঞ্চিং-এর হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়াতে রোশফোর নিজেকে ভাগ্যবান বলে ঠাউরালেন।

যখন রিগঁ জামিন খুঁজে বেড়াচ্ছেন—লিসাগ্যারে লিখছেন: কমিউনের আসল জামিন তো ব্যাংক অব ফ্রাঁ। এতে কোন সন্দেহ নেই যে ক্ষীণদৃষ্টি-সম্পন্ন বেলের চোখের সামনে দিয়েই মার্ক্যুইস দ্যপ্লুক্ ব্যাংকের মোটা টাকা ভার্সাইতে পাচার করছেন এবং তা দিয়ে তিয়ের তাঁর সেনাবাহিনী সাজাচ্ছেন। এতেও সন্দেহের অবকাশ নেই যে তিয়ের বেশ কিছু এজেন্ট প্যারীতে ছেড়েছেন—যারা রিগঁর জালে ধরা পড়ে নি। কমিউনের নেতাদের কেনার জন্যে বহু চেষ্টা হয়েছে। দমব্রসকির কাছে দশ লক্ষ ফ্রাঁ দেবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে—বিনিময়ে তাঁকে তাঁর প্রহরাধীন ফটকগুলোর যে

কোন একটা খুলে দিতে হবে। অবশেষে এক আততায়ী 'কৃষকের' ছদ্মবেশে দমত্রসকির সদর দপ্তরে ছুরি নিয়ে তাঁকে হত্যা করার জন্যে ঢোকে। কিন্তু তাঁর দেহরক্ষীর তৎপরতায় দমত্রসকির প্রাণ রক্ষা পায়। প্যারীতে গুপ্তচর বা পঞ্চমবাহিনী পাঠানোর একটা মস্ত সুবিধে হচ্ছে প্যারীর এক দিকটা জার্মানির দখলে। তারা ক্রমশ ভার্সাইয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ছে—কাজেই সে পথে তিয়েরের লোকজন অনায়াসে আসা-যাওয়া করত।

২১শে এপ্রিল গঁকুর তাঁর জর্নালে লিখছেন: কমিউন শিগগীর একটা আইন পাস করতে যাচ্ছে—যার ফলে ১৯ থেকে ৫৫ বৎসর বয়সী সকলকে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে ভার্সাইয়ের দিকে মার্চ করে যেতে হবে।

সত্যি সত্যি যখন কনস্ক্রিপশন আইন পাস হল এবং ঘরে ঘরে ঢুকে তল্লাসি শুরু হল—ওয়াশবার্ন বলছেন, হাজার হাজার লোক যারা বিদেশী বলে নিজেদের প্রমাণ করতে পারছে না- তারা হয় পালিয়ে গেল, নয় লুকিয়ে পড়ল। ডাঃ পাওয়েল তাঁর দুজন ফরাসী বন্ধুকে ব্রিটিশ পাসপোর্ট দিয়ে পাচার করলেন। আলফঁাস দোদে লিখছেন—একজন ভাইকাউন্ট ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান সেজে পালিয়ে গেল। এমিল জোলা জার্মানির পাসপোর্ট যোগাড় করে প্যারী ত্যাগ করলেন। হফ্‌ম্যানের হিসেবে, প্রায় তিন লক্ষ লোক প্যারী ছেড়ে চলে গেছে। প্যারীকে আর জনাকীর্ণ দেখাচ্ছে না—দোকানপাট অনেক কম খোলা—রাফিন্‌স্কুর মতে, যারা রয়ে গেছে তাদের পোশাক-আশাক মোটেই ভাল নয়।

লোকে দলে দলে প্যারী ছেড়ে যাওয়াতে একটা বিষয়ে অবশ্য শাপে বর হয়েছে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে গিবসন ডায়েরিতে লিখছেন—খাবারের স্টক ফুরিয়ে আসছে। খাদ্যবস্তুর দাম বাড়ছে। আমাদের কসাই জানাল যে শিগগীর আর গোমাংস পাওয়া যাবে না। এপ্রিল মাসের শেষাশেষি অবরোধের বাঁধন বেশ শক্ত হয়ে প্যারীকে কামড়ে ধরল। ফলে, খাদ্যবস্তু প্যারীতে ঢোকা বেশ মুশকিল। কর্নেল স্ট্যানলি বলছেন, সব কিছুরই দাম বেড়ে চলেছে—একটা সিল্কের শার্ট কাচতে ধোপা ৭৫ সাঁতিম চার্জ করল। আমি আকাচা শার্ট পরেই রয়েছি। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি আর অনটন আবার প্রথম অবরোধের সময়কার কথাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। যদিও সেবারের মতো সেই প্রাণঘাতী ঠাণ্ডার কামড় নেই।

অবরুদ্ধ জীবন যতই রূঢ় হয়ে উঠুক না কেন, প্যারীর মানুষ তাদের জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গী হারায়নি। এত অস্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অনেক সময় ব্রিটিশ আর আমেরিকানদের অবাক করে দিয়েছে। সেন নদীর পাড়ে যথারীতি লোক ছিপ ফেলে বসে আছে। ওদিকে নিউলির লড়াই তুঙ্গে—সেদিক থেকে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে আসে। গিবসন

দেখছেন, রাস্তায় বাজিকর খেলা দেখাচ্ছে—লোকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে দেখছে। তার একমাস পরেও তিনি ডায়েরিতে লিখছেন—রাস্তাঘাট ঝকঝকে তকতকে—ড্রেন থেকেও কোন দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না।

সমস্ত ভয় সন্ত্রাস সংশয়কে ছাপিয়ে প্যারীর অদম্য জীবনাবেগ বহতা নদীর মতো তরতর করে বয়ে চলেছে। আটটি থিয়েটার তো পুরোদমে চলছেই—তার উপর মিউজিয়মে আর্ট গ্যালারির দরজাও খুলে দেওয়ার কথা হচ্ছে। ৬ই মে যখন ইসি দুর্গের পতন আসন্ন তখন কমিউন সাধারণের জন্যে তুইয়েরি রাজপ্রাসাদ খুলে দিল। শ্রমিক মহল্লা থেকে আগত দলে দলে নরনারী ঘুরে ঘুরে রাজার বিলাসবহুল স্নানাগার নাচঘর এসব দেখতে লাগল। রাজার নাচঘরে শুরু হল সর্বহারাদের জলসা—হুগোর 'শাস্তিমে' থেকে তখন গান গেয়ে শোনাচ্ছেন মাদাম বর্দা—সেদিনের সর্বাধিক জনপ্রিয় গান—ওরা যদি উচ্ছৃঙ্খল জনতা হয়—আমিও তাদের একজন।

২১

পরিবেষ্টিত প্যারী। ভার্সাইয়ের সৈন্যবাহিনী মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে অদূরে অপেক্ষমান। কিন্তু মৃত্যুর চেয়েও জীবন বড়। দলে দলে লোক নিজেদের গরিবপাড়া ছেড়ে চলে এসেছে রাজপ্রাসাদে অভিজাতদের বিলাসবহুল অঞ্চলে। তাদের জন্যে সর্বত্র অবারিত দ্বার। বিদ্রোহী প্যারীর এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে কমিউনের শেষ ২ হপ্তাতেও শহরে টুরিস্টরা আসছে। লিসাগ্যারে একজন মফস্বলবাসী বন্ধুকে নিয়ে নগরপরিক্রমায় বেরিয়েছেন। হকাররা যথারীতি কাগজ বিক্রি করছে। জুলে ভালের কাগজের কাটতি প্রায় একলক্ষ। ফেলিক্স পিয়া, মিলিয়ারি আর রোশফোর কাগজগুলিও বেশ জনপ্রিয়। তিয়ের শিকার আর জুলে ফাভ্রের ব্যঙ্গচিত্র স্টলে টাঙানো রয়েছে। মাঝে মাঝে মৃত কমিউনার্ডের কফিনবাহী শকট দেখা যায়। কমিউনের খরচে মৃতকে পের লাশেজের কবরখানায় সমাহিত করা হয়ে থাকে। প্রতি কফিনের সঙ্গে চলেছেন একজন কাউন্সিল সদস্য।

প্লাস দ্য লা বাস্তিলের কাছে যথারীতি মেলা বসেছে। 'নেপোলিয়ন সার্কাসের' তাঁবুতে প্রায় পাঁচ হাজার লোক জড়ো হয়েছে। বিবলিওতেক ন্যাশনালের পড়ার টেবিল একটাও খালি নেই। পাঠকরা তন্ময় হয়ে বই পড়ছেন। লুভ্‌র মিউজিয়মের দিকেও চলেছে দর্শকদের অবিরাম স্রোত।

দমব্রসকি লিসাগ্যারে আর তাঁর বন্ধুকে সঙ্গে করে সেননদীর ধার পর্যন্ত প্যারীর রক্ষাব্যবস্থা ঘুরিয়ে দেখালেন। লিসাগ্যারে একটি কিশোরকেও দেখলেন। ১৮ বছরের ছেলেটির ডান হাত কেটে বাদ দিতে হয়েছে। ছেলেটি চীৎকার করে চলছে—কমিউনের কাজ করার জন্যে আমার একটি হাত এখনও রয়েছে।

পুরনো আইনসভা এখন কারখানায় পরিণত। সেখানে দেড়হাজার মেয়ে রাতদিন বালির বস্তা সেলাই করছে। এত কাণ্ডের মধ্যেও বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সোমবারের সাপ্তাহিক অধিবেশন যথারীতি বসেছে। গীর্জা-ঘরে সান্ধ্যক্লাবের অধিবেশন বসেছে—সেখানে অর্গান বাজিয়ে লা মার্সাই গাওয়া হচ্ছে।

বসন্তঋতু যেন নিজেকে আজ উজাড় করে দিয়েছে। কমিউনার্ডদের হাতে হাতে পুষ্পমঞ্জরী। কোথাও বাসি শুকনো ফুলের মালা নেই। স্ত্রাবুর্গের প্রতিমূর্তির কণ্ঠ থেকে শুকনো ফুলের মালা ফেলে দিয়ে টাটকা ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। গঁকুর দেখলেন, কয়েকজন ন্যাশনাল গার্ড অলস ভঙ্গীতে সবুজ ঘাসের উপর শুয়ে রয়েছে। সাঁজেলিজের দুপাশের গাছে গাছে নতুন পাতার সমারোহ গাছের নীচে ছোট ছোট বাচ্চারা খেলা করছে। দূর থেকে কামানগর্জন ভেসে আসছে। কিন্তু এই পরিবেশের সঙ্গে একদম বেমানান আর-একটা দৃশ্য গঁকুরের চোখে পড়ল—ঠেলাগাড়িতে করে একটা মৃতদেহ বয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে—অর্থাৎ যুদ্ধও এই পরিবেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ডাঃ পাওয়েল লিখছেন: রোববারের ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরে প্যারীবাসী পথে বেরিয়েছে। রু দ্য রিভোলী এবং রু-রয়্যালের উপর মাটির বুরুজ নির্মাণ করা হচ্ছে—তাতে কামান পাতা হবে। প্লাস দ্য লা কঁকর্দ দিয়ে শত্রুরা ঢুকলে—তাদের কচুকাটা করা হবে। সেদিকে উদ্যত কামানের মুখ। ফোয়ারাগুলো থেকে অকৃপণ ধারায় জল ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে।

পরের রোববার ২১শে মে, তুইয়েরি প্রাসাদে আজ সবচেয়ে জমকালো কনসার্ট। প্রায় দেড়হাজার বাদক তাতে যোগ দিয়েছে। লিসাগ্যারের ভাষায়, মোজার্টের ধ্রুপদী সুর সম্রাটতন্ত্রের সংগীতের নামে বিকৃত রুচির চর্চাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে।

সমবেত সকলে হর্ষধ্বনিসহকারে অভিনন্দন জানাল—তাদের খুব ভাল লেগেছে। সংগীতানুষ্ঠানের শেষে কমিউনের একজন স্টাফ অফিসার

কণ্ডাক্টরের আসনের উপর লাফ দিয়ে দাঁড়াল: বন্ধুগণ, মঁসিয়ে তিয়ের কথা দিয়েছিলেন—গতকাল প্যারীতে ঢুকবেন। মঁসিয়ে তিয়ের কথা রাখতে পারেন নি। তিনি প্যারীতে ঢোকেননি এবং কোন দিন ঢুকতে পারবেন না। অতএব, আমি আপনাদের সকলকে আগামী রোববার আবার এখানে জড়ো হবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সকলে বিপুল করতালি দিয়ে এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানাল।

ঠিক সেই মুহূর্তে মঁসিয়ে তিয়েরের সৈন্যদল প্যারীতে ঢুকতে আরম্ভ করেছে।

তৃতীয় পর্ব

ক্রীতদাস হবার আগে আমাদের ঐশ্বর্যময় রক্তের স্রোতে
বহতা হবে নদীগুলি যেন সমুদ্রও হয়ে ওঠে টকটকে লাল

—স্পেনের বাস্ক সংগীত

১

প্যারীর মানুষ তখন আনন্দের নদীতে সাঁতার কাটছে। যে মাসের এই রবিবারটি সবাইকে মৌতাত ধরিয়েছে—নিঃশব্দ পায়ে মৃত্যু যে এগিয়ে আসছে—তখনো তারা জানে না। রেভারেণ্ড গিবসন বলছেন, মনে হচ্ছে গোটা প্যারীতে আজ উৎসব চলছে। প্লাস দ্য লা কঁকর্দে আজ অসংখ্য নর-নারীর ভিড়—অতীতে দু-একবার ছাড়া—এরকম দৃশ্য বড় একটা চোখে পড়ে নি। ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘনিয়ে এল—কিন্তু উৎসবের মেজাজে আদৌ চিড় ধরেনি। 'জিম্‌নাজ' থিয়েটারে লা ফেমি টেরিব্‌ল্‌-এর আজ প্রিমিয়ার শো চলছে। অন্য থিয়েটারগুলিতেও তিলধারণের জায়গা নেই।

প্যারীর কেন্দ্রস্থল এতোয়াই-এ হঠাৎ একজন লোক চীৎকার করে উঠল: ভার্সাই সৈন্যরা ঢুকে পড়েছে। তৎক্ষণাৎ সেই বেরসিক লোকটিকে গ্রেপ্তার করা হয়। গঁকুর বলছেন: খবরের খোঁজে অনেকক্ষণ আমি এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ালাম। অবশেষে হতাশ হয়ে বাড়িতে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। চোখে ঘুম এল না। দূরে কোথাও গার্ড বদল করা হচ্ছে—যা প্রতিরাতে ঘটে থাকে। আমি নিজেকে বোঝালাম—এসবই আমার কল্পনা। এ বলে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। হঠাৎ ভেরী আর বিউগল বেজে উঠল। দূর থেকে একটা মিশ্র কোলাহল ভেসে আসছে। না, এবার আর ভুল নয়। আমি দৌড়ে জানালার ধারে দাঁড়ালাম। 'হাতিয়ার নাও!' 'হাতিয়ার নাও!!'—গোটা প্যারীর মানুষের কাছে হাতিয়ার ধরার আহ্বান জানানো হচ্ছে। ভেরী আর বিউগল মানুষের কণ্ঠস্বরের মধ্যে ডুবে যায়। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল ঘণ্টাধ্বনি—গীর্জায় গীর্জায় বাজছে। কী করুণ আর কী অশুভ এই ঘণ্টাধ্বনি। আমার হৃদয় আনন্দে নেচে উঠল—তাহলে রাহুর কবল থেকে প্যারীর মুক্তি আসন্ন।

গত কয়েকদিন ধরে পোঁয়া-দ্যুর-ঝুর অঞ্চলে অবিরাম গোলাবৃষ্টিতে রক্ষা-প্রাচীরের এক অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং রক্ষীরা কিছুটা দূরে সরে যায়। ২১শে মে রোববার বিকেলে একজন কমিউন-বিরোধী সিভিল ইঞ্জিনিয়ার দুকাতেল এই অঞ্চলে বেড়াচ্ছিল। সে আশ্চর্য হয়ে দেখে যে আশেপাশে কোন পাহারার বন্দোবস্ত নেই। দুকাতেল তারপর দুর্গপ্রাকারের উপর উঠে দাঁড়ায় এবং একটা সাদা কাপড় নাড়তে থাকে। ভার্সাই বাহিনীর একজন মেজর এগিয়ে আসে—দুকাতেল তাকে ব্যাপারটা বলে। দুকাতেলের বক্তব্যকে যাচাই করে নেওয়া হয় এবং তারপর দুয়ে-র সৈন্যদল সেই অরক্ষিত ফটক দিয়ে শহরে ঢুকতে থাকে। ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে যেসব নাটকীয় ঘটনা পর পর ঘটছে—তার সঙ্গে বিচার করে হফম্যান বলেন: এই ঘটনাটা যেন ছন্দপতনের মতো।

ঠিক তখন টাউন হলে কমিউনের শেষ বিধানগুলো পাস করা হচ্ছিল—অবিবাহিত নরনারীর দাম্পত্য-সম্পর্কজাত নবজাতকদের বৈধ বলে গণ্য করা, শিক্ষাকে ধর্মনিরপেক্ষ করা এবং থিয়েটার পরিচালনা সংক্রান্ত আইন পাস। তার সঙ্গে ছিল কয়েকজন স্টাফ অফিসারের পদস্খলন সংক্রান্ত বিচার এবং ক্লুজার্টের বিষয়ে সিদ্ধান্ত। সভাকক্ষে যখন উত্তপ্ত আলোচনা চলছিল—হঠাৎ সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ, জননিরাপত্তা কমিটির অন্যতম সদস্য বিলিওয়ারি ঝড়ের বেগে সভায় ঢুকে চীৎকার করে উঠলেন : থামুন—থামুন—অত্যন্ত সাংঘাতিক খবর নিয়ে এসেছি। কমিউনের গুপ্ত অধিবেশন ডাকা হোক। সঙ্গে সঙ্গে সভাকক্ষের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। দমব্রসকির পাঠানো একটা রিপোর্ট বিলিওয়ারি পড়ে শোনালেন—ভার্সাই বাহিনী প্যারী শহরে ঢুকেছে। লিসাগ্যারে বলছেন—সভাতে প্রথমে নেমে এল এক হতবুদ্ধিকর নিস্তব্ধতা। তারপর তুমুল কলরব। রিগঁ একটা পরিকল্পনাও উপস্থিত করলেন—সেন নদীর সমস্ত সেতু উড়িয়ে দেওয়া হোক এবং কমিউনের ফৌজ সমস্ত কিছু পুড়িয়ে পুরনো সিতে অঞ্চলে শেষ লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াক। ফেরে তাঁকে সমর্থন জানালেন। রিগঁর আরো প্রস্তাব হচ্ছে যে প্রতিভূদের সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া হোক—আমাদের সঙ্গে তারাও মরুক। ক্লুজার্টকে মুক্তি দেওয়া হল এবং এক ঘণ্টা আলোচনার পর কমিউনের সভা শেষবারের মতো মুলতুবি ঘোষণা করা হল। এর পর আর কখনো টাউন হলে কমিউনের সাধারণ সভা বসে নি।

যুদ্ধমন্ত্রকে বসে দেলেসক্লুজ এই দুঃসংবাদ গম্ভীর মুখে শুনলেন—তিনি কমিউনের প্রথম সভাপতি অসিকে আক্রান্ত অঞ্চলের খবরাখবর নিতে পাঠালেন—ক্রনেলের উপর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ অঞ্চলের সামরিক দায়িত্বের ভার দিলেন। উদ্‌ভ্রান্ত বৃদ্ধ জ্যাকোবিন রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে লড়ার নির্দেশ পাঠালেন। সেই রাত্রিতে তিনি প্যারীবাসীর উদ্দেশে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করলেন :

যথেষ্ট সামরিক জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয়েছে! আর পদক-ঝোলানো সেনাপতিমণ্ডলীর দরকার নেই। জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে দাও—তারা খালিহাতেই লড়বে। বিপ্লবী জনযুদ্ধের মুহূর্ত সমাগত।

এটা পুরনো যুগের ইতিহাসের পাতা থেকে কপি-করা স্বতঃস্ফূর্ত জোয়ারের জলের মতো দুর্বার জনগণের চির-অভ্যস্ত কায়দায় ব্যারিকেডের পেছনে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ের ডাক। এই ডাক দেলেসক্লুজ জার্মানদের বিরুদ্ধেও প্রথম অবরোধের সময় দিয়েছিলেন। ভোর পাঁচটায় দেলেসক্লুজ ব্যারিকেডের দিকে চলে গেলেন।

শহরে ভার্সাই সৈন্যের প্রবেশের খবর পরের দিন সকাল পর্যন্ত শহরবাসীর অনেকের কাছেই অজানা ছিল। এডুইন চাইল্ড জানাচ্ছেন : সকাল সাড়ে

আটটায় অশান্ত কড়ানাড়ার শব্দে চমকে উঠলাম। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিতেই বার্ব হাঁপাতে হাঁপাতে জানাল—ভার্সাই সৈন্যরা ঢুকে পড়েছে। বার্ব শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। চাইল্ড জনসনের বাড়ির পথে হাঁটা ধরলেন। কিন্তু বারবার তাঁকে ব্যারিকেড নির্মাণের কাজে সহায়তা করতে হল। পল ভেরলেনের ঘুম ভেঙে গেল স্ত্রীর চীৎকারে। স্ত্রী স্বপ্ন দেখেছেন—ভার্সাই সৈন্যরা ঢুকে পড়েছে। কিন্তু স্বপ্নও সত্যি হয়। অল্পক্ষণ পরেই তাঁদের পরিচারিকা এসে জানাল—সত্যিই ভার্সাই সৈন্য প্যারীতে ঢুকেছে। তক্ষুনি মাদাম স্বামীকে ফেলে রেখে সামান্য কিছু জিনিস গুছিয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেলেন।

এতোয়াই-এ ভার্সাই-সৈন্যের আচমকা উপস্থিতি দমব্রসকির সৈন্যদের একেবারে হকচকিয়ে দিল। সেঁতুর রেল স্টেশনের কাছাকাছি জায়গায় রক্ষী-বাহিনী অল্পক্ষণের জন্যে মরীয়া হয়ে যুদ্ধ করে—কিন্তু তাদের মনোবল বলতে কিছুই ছিল না। কমিউনের একজন মেজর তরবারির হাতল দিয়ে তাঁর সৈন্যদের পিটিয়েও তাদের পলায়ন রোধ করতে পারেন নি। অবিচল দমব্রসকি আরো সৈন্য চেয়ে দেলেসক্লুজকে বার্তা পাঠালেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পাসি অঞ্চল দিয়ে প্রায় বিনা বাধায় ম্যাকমোহনের সেনা-বাহিনী বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ভার্সাইয়ের পক্ষে।

রবিবার রাত প্রায় এগারোটায় অসি কী ঘটছে বোঝার জন্যে ত্রোকাদেরো এসে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে রু বিথোভেন-এ যেই ঢুকেছেন—তাঁর ঘোড়া এক জমাট রক্তের পুকুরে হোঁচট খেয়ে পড়ল—ঘোড়া আর সামনের দিকে এগুতে চায় না। রাস্তার দু-পাশে অসির মনে হল রক্ষী-বাহিনীর লোকদের ছায়া দেখছেন। হঠাৎ সেই ছায়ারা নড়ে উঠল এবং অসির দিকে ধেয়ে এসে তাঁকে বন্দী করে ফেলল। এরা কমিউনের রক্ষী-বাহিনী নয়—ভার্সাই সৈন্য। অসিই ভার্সাইয়ের হাতে প্রথম বন্দী কমিউন নেতা। ভার্সাই বাহিনী অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গীতে এগুচ্ছে। তারা শুনেছে যে কমিউনের লোকজন সর্বত্র মাইন পেতে রেখেছে—ফাঁদ পেতে রেখেছে। অতএব ভার্সাইয়ের অগ্রগতি অত্যন্ত মন্থর। ত্রোকাদেরো টিলাটি তারা অত্যন্ত সন্তর্পণে দখল করল—তখন ভোর তিনটে। এখন পর্ত দ্য পাসি এবং পর্ত সাঁক্লুর মধ্যে প্রাচীরের পাঁচটি উন্মুক্ত জায়গা দিয়ে ম্যাকমোহন সৈন্যদের শহরে ঢোকাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনুপ্রবেশকারী ভার্সাই-সেনাদের সংখ্যা সত্তর হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং প্রায় দেড়হাজারের মতো জাতীয় রক্ষী-বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে।

ত্রিমুখী অভিযান শুরু করেছে ভার্সাই বাহিনী। দুয়ে এবং ভিনয় শহরের কেন্দ্রাভিমুখে এতোলির দিকে সোজা এগিয়ে চলেছে। দক্ষিণে

জেনারেল সিসের নেতৃত্বে একটি বাহিনী এভোয়াই-এর মধ্য দিয়ে পঁ দ্যু গ্রেঁলির দিকে এগিয়ে আসছে। শহর-প্রাচীরের সমান্তরাল রাস্তা ধরে জেনারেল ক্লিঁশঁ আর লাদ্‌মিরোর নেতৃত্বে আর-একটি বাহিনী কমিউনের নিউলি ঘাঁটি দখল করার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা হঠাৎ ডান দিকে ঘুরে গিয়ে মঁমাত্রের্‌র দুর্গের দিকে এগিয়ে গেল। ভোর হবার আগেই ১৬নং মহল্লার এভোয়াই এবং পাসি অঞ্চল পুরোপুরিভাবে ভার্সাই বাহিনীর দ্বারা অধিকৃত। সেন নদীর ওপারে ১৫নং মহল্লার অনেকটাও ভার্সাই বাহিনী দখল করে নিল। রফিন্‌স্ক্রু পরিবারের আর আনন্দ ধরে না— তারা ভার্সাই বাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় গদ্‌গদ।

২

২২শে মে সকাল হবার আগেই গোটা কমিউন রাস্তায় নেমে পড়ল— এক ধরনের বেপরোয়া উদ্দীপনায় সবাই মাতোয়ারা। সর্বত্র ব্যারিকেড। প্যারী আজ ব্যারিকেড নগরী। যেসব ব্যারিকেড কয়েক সপ্তাহ আগে গড়ে ওঠার কথা ছিল—তাড়াহুড়োর মধ্যে সেসব এখন গড়ে উঠছে। ওতেল দ্য ভিল্‌কে রক্ষা করার জন্যে রুয়ে সাঁদালির মোড়ে এক অতিকায় ব্যারিকেড বানানো হল। সেন্ট জেক্‌স্‌ স্কোয়ার থেকে বাচ্চারা মাটি এনে জড়ো করল এবং পঞ্চাশ জন রাজমিস্ত্রী ১৮ ফুট উঁচু ব্যারিকেডটি মজবুত করে বানাল। ঠিক এভাবে রুয়ে রয়্যালের মতো চওড়া রাস্তায় ব্যারিকেড ইঞ্জিনিয়ারদের তদারকিতে বানানো হয়েছে। এসব ব্যারিকেড বেশ শক্তপোক্ত এক-একটি ছোটখাট দুর্গবিশেষ এবং তাতে কামান পাতারও ব্যবস্থা রয়েছে।

সাধারণত দুটো বা তিনটি ট্রলিবাস ভাড়া বা মালটানা গাড়ির উপর বালির বস্তা, রাস্তার খোয়া, ইঁট অথবা কোন কিছু চাপিয়ে এক-একটা ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে। কর্নেল স্ট্যানলি তাঁর হোটেল থেকে দেখলেন—রুয়ে দ্য প্যাক্সের শেষ প্রান্তে জলের গাড়ি দিয়ে আর-একটা ব্যারিকেড বানানো হচ্ছে। অগ্রসরমান ভার্সাই সৈন্যদের মুখোমুখি মাদেলিনের ঠিক পেছনে একটা ব্যারিকেড বানানোর তোড়জোর শুরু হয়েছে। ডাঃ অ্যালান হার্বার্ট আতঙ্কিত হয়ে দেখলেন যে কয়েকজন রক্ষী আর উস্কোখুস্কো চেহারার লোক ঠিক তাঁর ঘরের জানালার নীচেই ব্যারিকেড বানানোর আয়োজন করছে। অর্থাৎ তাঁর ঘরের গা ঘেঁষেই তৈরি হবে একটা রণক্ষেত্র। এমন সময় দমব্রসকি এসে তাঁকে দুশ্চিন্তামুক্ত করলেন।

দমব্রসকির নির্দেশে ব্যারিকেড আরও তিনটা বাড়ির পরে সরিয়ে নেওয়া হল। ব্যারিকেড গড়ে উঠল ফবুর্গ-মঁমাত্রে, বাস্তিলে, বেলভিলে, বুলেভার, ভল্টেয়ারে, পর্ত সাঁদানিতে। এডুইন চাইল্ডের মতো পথচারীদেরও ব্যারিকেডে রাস্তা থেকে পাথর বয়ে আনার কাজে বাধ্য করা হচ্ছে। এতোলি থেকে অ্যাভেনিউ ফ্রীডল্যাণ্ড ধরে মাত্র পাঁচশ গজ হাঁটলেই বোজ হাসপাতাল। আজ সেই দূরত্বটুকু অতিক্রম করতে ডা: পাওয়েলের অনেকক্ষণ লাগছে—বেশ কয়েকবার তাঁকে পথে ব্যারিকেড বানাতে হয়েছে।

ব্যারিকেড গড়ার কাজে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেখাচ্ছে মেয়েরা। কমিউনই নারীমুক্তির গ্যারান্টি। আজ সেই কমিউন বিপন্ন। ১৭৮৯ সালের অক্টোবর মাস থেকে প্যারীর মেয়েরা বহু লড়াইয়ে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে লড়েছে। এডিথ টমাস বলছেন: জীবনে যে পুরুষকে সাথী বলে বরণ করেছে—প্যারীর নারী মরণেও তার পাশে দাঁড়িয়ে।

ব্যারিকেডের পাশে দেখা যাচ্ছে যোশেফিন কুর্তোয়াকে। একান্ন বৎসর বয়সী মেয়ে-দর্জি যোশেফিন কুর্তোয়া ১৮৪৮ সালেও লড়াই করেছিলেন। সে সময় তাঁকে বলা হত 'ব্যারিকেডের রানী'। আজ আবার ব্যারিকেডের রানী রাস্তায়। তাঁরই সমবয়সী মদ্যব্যবসায়ীর স্ত্রী মালেৎ ব্যারিকেডের মাথায় লাল পতাকা উড়িয়ে দিলেন। মোজা রিপু করে যাঁর দিন চলে, সেই আটত্রিশ বৎসর বয়সী যোশেফিন মিমে সকলকে কফি বানিয়ে খাওয়াচ্ছেন। পরিশ্রান্ত গার্ড বা ব্যারিকেড-নির্মাতারা কাজের ফাঁকে ফাঁকে কফি পান করছে। আটচল্লিশ বৎসর বয়সী বাতুনও ছেলেকে নিয়ে হাজির—দুজনেরই হাতে বন্দুক। দড়ির কারখানার মজুরনী রোজালি গেইয়ার বালির বস্তা এনে অনবরত ব্যারিকেডে ফেলতে লাগলেন। রাস্তার আর-এক মোড় থেকে বার বার পাড়ার রেস্টুরেন্টের মালিকানি এলোদি দুভ্যার চীৎকার ভেসে আসছে—কোন ভয় নেই বন্ধুগণ—এই ভার্সাই শুয়োরগুলোকে শেষ করে দিতে হবে। এলোদি খাবারের প্যাকেট নিয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিলেন। সবাই খাবার পাচ্ছে তো? এই তাঁর একমাত্র চিন্তা। হঠাৎ কোথা থেকে একটা তোশক এনে তিনি ব্যারিকেডের পাশে বিছিয়ে দিলেন—যারা পরিশ্রান্ত তারা একটু গড়িয়ে নেবে। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্কা চর্মশিল্পী উজিন দুপ্যাঁ এসেছেন তাঁর প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে—দুজনেরই কাঁধে বন্দুক, রুয়ে দ্য লিয়ঁ দিয়ে আজ কোন পথচারীর যাবার উপায় নেই—সেখানে দাঁড়িয়ে সব্জিওয়ালী আলফাঁসিস ব্রঁশার—সকলকে তিনি ব্যারিকেডের উপর পাথর সাজাতে বলছেন। তাঁর পিঠে বন্দুক ঝোলানো, সবাই তাঁর হুকুম মানছে।

আর-এক ব্যারিকেড বানাচ্ছেন নার্স সেলিনা শার্তৃ—তাঁর কোমরে ঝোলানো রিভলবার। পথচারীদের দিয়ে সেলিনা শার্তৃ এক মজবুত পাথুরে ব্যারিকেড অল্প সময়ের মধ্যে বানিয়ে ফেললেন। নারীসমিতির

সংগঠক ব্রশে লাফাব্রেও রাস্তায়—তিনি মেয়েদের উদ্দেশে বলছেন : যে ভালবাসা এতদিন পুরুষদের তোমরা দিয়েছ—সে ভালবাসা আজ বিপ্লবের জন্যে উজাড় করে দাও। এলিজাবেথ ডিমিট্রিয়েফ-আঁদ্রে লিও-লুইজ মিশেলদের এতদিনের পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাচ্ছে। মেয়েরা কমিউনকে বাঁচাবার জন্যে আজ মরীয়া। সান্ধ্য ক্লাবগুলোর বৈঠকে লুইজ মিশেল তাদের বোঝাতে পেরেছেন—ধনতন্ত্রী সমাজে মেয়েদের সত্যিকারের কোন স্বাধীনতা নেই—তাদের প্রকৃত মর্যাদা বলতে কিছু নেই। দুটো শোষণের শিকার তারা—শ্রমজীবী মানুষ হিসেবে এবং নারী হিসেবে।

ব্রোঞ্জশিল্পী ল্যাশেজের এগারো বৎসরের পুরনো ঘরনী ভিক্টোরিন রুশী চার্চের চোখে স্ত্রীরূপে স্বীকৃতি পাননি—কারণ ক্যাথলিক ফ্রান্সে বিবাহ-বিচ্ছেদ নিষিদ্ধ। ল্যাশেজের পূর্বতন স্ত্রী বর্তমান—যদিও আলাদা থাকে। ভিক্টোরিন রুশী সবাইকে পানীয় বিতরণ করছেন। রাত্রির অন্ধকারের বুক চিরে শোনা গেল লা—মার্সাই। গাইছেন কমেডি ফ্রঁসেজের শিল্পী রোজালি বর্ডাস আর মাদাম চার্ভিন।

সমস্ত সক্ষম পুরুষদের ডাক পড়েছে—লড়াইয়ে যেতে হবে। তাদের জায়গায় ছুটল তিন হাজার মেয়ে কার্তুজ বানাতে। ইসি দুর্গের লড়াইয়ে মৃত স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে এসেছেন মিমে দ্য রোশক্রঁ। চারদিকে গোলাগুলি—মৃত্যু—আহতদের গোঙানি। তার মধ্যে রয়েছে প্যারীর মেয়েরা—সেবিকা. পানীয়বাহিকা আর যোদ্ধা।

৩

হার্বার্ট আর এডুইন চাইল্ড ঘরে বসেই যুদ্ধের দিনগুলো পার করার মনস্থ করলেন। তাঁদের মতো অনেক নিরপেক্ষ ব্রিটিশ আর আমেরিকান সাংবাদিক ইতিহাসের পালাবদলের মধ্যে বাস করেও—দিনের বেশির ভাগ সময় তাস খেলেই কাটিয়ে দিতেন। তাঁদের ঘিরে এক ঐতিহাসিক লড়াইয়ের জোয়ার-ভাঁটা খেলতে লাগল। লুই পেগুরে কমিউনের প্রথম যুগের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও আর রাস্তায় বার হয় নি—বেরুলেই ব্যারিকেড বানাতে হবে বা যুদ্ধ করতে হবে।

কিন্তু ঘরে থাকতে পারেন নি গঁকুর। তিনি সর্বত্র রক্ষী-বাহিনীর বিড়ম্বনা দেখে দেখে বেড়ালেন। গঁকুর ওপেরার কাছে এক আহত রক্ষীকে দেখলেন—তার উরুতে চোট। স্কোয়ারে দেখলেন কিছু লোক নিজেদের মধ্যে ভাগ-ভাগ হয়ে গল্প করছে। শুনতে পেলেন; ভার্সাই বাহিনী প্যালে-দ্য-লা

ইণ্ডুস্ট্রীস পর্যন্ত এসে গেছে। ৭নং মহল্লায় বিবলিওতেক ন্যাশনালের ঠিক পেছনে থাকেন চিত্র-সমালোচক বার্তি—তাঁর ওখানে খোঁজখবর নিতে গিয়ে গঁকুর আটকা পড়লেন। তারই কাছাকাছি অঞ্চল থেকে গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসছে।

মহল্লায় কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তাই অন্য কোথাও কিছু হচ্ছে কিনা জানার জন্যে—বেঞ্জামিন উইলসনও ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। পথে দুজন বিষণ্ণ রক্ষীর সঙ্গে তাঁর দেখা। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে একজন রক্ষী বলে উঠল: বন্ধু, প্রতিবারের মতো এবারও আমাদের সঙ্গে বেইমানি করা হয়েছে। আর্ক দ্য ত্রয়াম্ফের উপর তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়ছে। উইলসন বলছেন: যদিও খবরটা শুনে আমার ভেতরটা আনন্দে নেচে উঠল—কিন্তু এই বিষণ্ণ মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে আমার মনোভাব চেপে রাখলাম—এদের আয়ু বোধহয় আর চব্বিশ ঘণ্টার বেশি নেই।

ভার্সাই জেনারেল দুয়ের সৈন্যরা এতোলি দখল করেছে। ভোর হবার আগেই সাঁজেলিজে বরাবর ভার্সাই সৈন্যরা কামান নিয়ে এগিয়ে আসতে পেরেছে—এ পর্যন্ত তারা কোন বাধাই পায় নি বলা চলে। কে বরাবর তারা এখন নিস্তব্ধ প্লাস দ্য লা কঁকর্দের দিকে এগিয়ে চলল। এই সেই জায়গা যেখানে বারো ঘণ্টা আগে প্যারীর নরনারী কলহাস্যে মেতেছিল। অগ্রসরমান ভার্সাই বাহিনীর মনোবল এখন তুঙ্গে এবং নিজেদের শক্তির উপর খুব বেশি পরিমাণে আস্থাশীল। কিন্তু হঠাৎ তুইয়েরি প্রাসাদের বাগান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়তে লাগল—ভার্সাই বাহিনীর অনেকে গুলিবিদ্ধ হল। বাকীরা প্লাস দ্য লা ইণ্ডুস্ট্রীসের দিকে পালিয়ে গেল। ভার্সাইয়ের অগ্রগতি পোক্ত আর সাহসী ব্রুনেলের হাতে এই প্রথম প্রতিহত হল। এতোলির চারদিকে ভার্সাই বাহিনী নিজেদের ঘাঁটিকে সুরক্ষিত করার দিকে নজর দিল। মার্কিন রাষ্ট্রদূত ঘোড়ায় চড়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে বার হলেন—তাঁর ধারণায় ভার্সাই সৈন্যরা যে হারে শহরে ঢুকছে—কাল ভোরের মধ্যে আশি হাজার থেকে এক লক্ষের মতো ভার্সাই সৈন্য প্যারীতে এসে পড়বে। মার্কিন দূতাবাস এখন ভার্সাই সৈন্যদের দখলীকৃত এলাকায়—অতএব তার উপর আর একদফা গোলাবর্ষণ শুরু হল। মোঁমার্ত্র থেকে কমিউনের কামান দূতাবাসের উপর গোলাবর্ষণ শুরু করল। সেদিন ওয়াশবার্ন আর্চবিশপের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আর-একবার পাসিতে ম্যাক-মোহনের সঙ্গে দেখা করলেন। এই সাক্ষাৎকার থেকে ওয়াশবার্নের মনে হল, দারবুয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে ম্যাকমোহন মাথা ঘামাতে রাজী নন।

ম্যাকমোহনের বাহিনী কেন্দ্রস্থলে প্রতিহত হলেও তার অন্য দুটি বাহু ক্রমশ দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকে। সেনের বামতীরে লাঁগুরিঁয়া, একোল মিলিতের দখল করে নেয়—তার সঙ্গে কমিউনার্ডদের শতাধিক

অব্যবহৃত কামান খোয়া গেল। তাঁর ডানপাশে সিসের বাহিনী প্যারীর সবচেয়ে লম্বা রাস্তা রুদ্য ভাঁজিরা ধরে মোপারনাস স্টেশনের দিকে এগুতে থাকে। মোপারনাস স্টেশনে মোতায়েন মুষ্টিমেয় রক্ষী-দল গুলি ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত বাধা দিতে থাকে—তারপর তারা সঁ্যা জার্মের পথে রুদ্য রেনে পর্যন্ত ছুটে যায়। সেখানে আবার ব্যারিকেড বানিয়ে তারা লড়ার জন্যে প্রস্তুত হয়। তাদের পশ্চাদপসরণকে নিরাপদ করার জন্যে একজন সাহসী কমিউনার্ড খবরের কাগজ বেচার ছোট্ট কুঠুরি থেকে নির্ভুল লক্ষ্যে গুলি চালাতে থাকেন। একজন মানুষ গোটা ভার্সাই বাহিনীকে রুখে দাঁড়িয়ে—কাঠের ছোট্ট কুঠুরিটি যেন একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ।

কিন্তু কমিউনার্ডদের দুটি মারাত্মক ভুলের ফলে ম্যাকমোহনের বাহিনী মোঁমার্ত্রের দিকে সহজেই এগিয়ে যেতে থাকে। কমিউনার্ডদের প্রথম ভুল : মোঁমার্ত্রের বিখ্যাত কামানগুলি বেলা নটা পর্যন্ত একটিও গোলাবর্ষণ করেনি। পঁচাশিটা কামান আর মেশিনগান উপযুক্ত দেখাশোনা এবং পরিচর্যার অভাবে প্রায় অকেজো হয়ে গিয়েছে। বিগত আট সপ্তাহের মধ্যে কেউ তাদের কথা খেয়াল করেনি! যখন শেষ পর্যন্ত প্রথম গোলা ছোঁড়া হল—তার ধাকায় কামানের পেছনের অংশটি মাটির সঙ্গে গেঁথে গেল—কামানগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে অনেক সময় নষ্ট হয়। প্রায় বিনা বাধায় লাদমিরো মোঁমার্ত্রের দোরগোড়ায় বাঁতিনেল অঞ্চল পর্যন্ত চলে গেলেন।

তারই দক্ষিণে কমিউনার্ডদের দ্বিতীয় ভুলটির ফলে ক্লিশঁ-র বেশ সুবিধা হল। কমিউনার্ডরা ভুল করে পার্ক মঁসো অঞ্চলে নিজেদের রক্ষাব্যূহের উপর পেছন থেকে গুলি চালিয়ে বসে—ভার্সাই সৈন্য ভেবে। ফলে, যে ভুল-বোঝাবুঝি আর আতঙ্কের সৃষ্টি হল, তার সুযোগে ক্লিশঁ পার্কটি দখল করে নিলেন এবং পুবদিকে বুলেভার মেলশার্বিস ও বুলেভার হোস্‌মানের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। বেলা দুপুরের মধ্যে ভার্সাই সৈন্যরা প্যারীতে রীতিমত নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। ডাঃ পাওয়েলের বোজঁ হাসপাতাল এখন ভার্সাই-অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে। সকাল থেকে ডাঃ পাওয়েল হাসপাতালে যেতে পারেন নি। এখন হাসপাতালের দিকে যেতে গিয়ে পথে বার বার বাধা পেলেন—তাঁকে ব্যারিকেড বানাতে হল বেশ কয়েক বার। মাদেলিন চার্চের কাছে রুয়ে রয়্যালের অতিকায় ব্যারিকেড ঘিরে তখন দুরন্ত লড়াই চলছে। ডা: পাওয়েল আর এগুতে না পেরে রুয়ে রয়্যালের অস্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্রের কাজে লেগে গেলেন।

যুদ্ধ শুরু হতেই রেভারেণ্ড গিবসন শহর ছেড়ে শেঁতিই-তে তাঁর পরিবারের কাছে চলে গেলেন। কিন্তু মেথডিস্ট চার্চের লাইব্রেরিয়ান মঁসিয়ে শাস্তেল একেবারে যুদ্ধের ভেতরেই পড়ে গেলেন। গিবসনের কাছে একটা

চিঠিতে তিনি লিখছেন: আজ সকাল আটটা থেকেই আমাদের রাস্তায় গোলাগুলি চলছে। সকালবেলা আমরা রক্ষী-বাহিনীর মাঝখানে ঘেরাও হয়ে গিয়েছিলুম। ফবুর্গ সেঁত অনরে ও সাঁজেলিজের দিক থেকে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর যুদ্ধ ক্রমশ বুলেভার মেলশার্বিসের কাছাকাছি সাঁ অগাস্তিনের দিকে সরে গেল। অবশেষে আমাদের রাস্তায় ভার্সাই সৈন্যরা ঢুকে পড়ল। সকাল নটায় ঘরে বসেই প্রার্থনা সারা হল। বাইরে কী অসম্ভব গোলমাল আর বিকট শব্দ! আপনি এসব কল্পনায়ও আনতে পারবেন না।

সেদিনই বিকেলে একজন ভার্সাই সৈন্য গীর্জায় ঢুকে মঁসিয়ে শাস্তেলকে জানাল যে তারা প্যারীকে ঘিরে ফেলেছে এবং কমিউনার্ডদের কবল থেকে প্যারীবাসীকে শীগ্‌গীর মুক্তি দিতে যাচ্ছে। লোকটা এক গ্লাস মদ খেল এবং গীর্জার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গুলি চালাতে লাগল।

আরো সিকি মাইল পুবে অ্যালান হার্বার্টের বাড়ির কাছেও যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল। ব্যারিকেড বানিয়ে কমিউনার্ডরা প্রত্যেক বাড়ি থেকে সক্ষম লোকদের যুদ্ধের জন্যে বাছাই করবে বলে স্থির করে। কিন্তু ঘটনাস্রোত এত দ্রুত বইতে থাকে যে তাদের সে সংকল্প পরিত্যক্ত হয়। বেলা দশটা নাগাদ ভীষণ গোলাগুলি চলতে থাকে—বুলেভারের উপর কামান পাতা হয়। কেউ ঘরের বার হতে সাহস করে না। হার্বার্ট বলেছেন: আমাদের রাস্তার একপ্রান্তে একটা বাড়িতে ভার্সাই সৈন্যরা ঢুকে পড়ে—তারপর দেয়ালে গর্ত করে করে—এক বাড়ি থেকে আর-এক বাড়ি পার হতে হতে, তারা রাস্তার অপর প্রান্তে এসে হাজির হয়। তারপর তারা ব্যারিকেডের উপর গুলি চালাতে থাকে। কমিউনার্ডরা প্লাস দ্য লা মাদেলিন থেকে পালটা গুলি চালাতে থাকে।

সারাদিন হার্বার্টকে এই যুদ্ধ দেখতে হল। কখনো মুগ্ধতার আবেশ, কখনো উত্তেজনা, আবার কখনো বা উদ্বেগ তাঁর চোখেমুখে খেলা করতে লাগল। রাস্তার একপাশের বাড়িগুলো ভার্সাই সৈন্যদের দখলে—কিন্তু ওপাশের বাড়ির আড়াল থেকে—ছাত থেকে কমিউনার্ডদের গুলিবৃষ্টি সমানে চলছে। হার্বার্টের চোখে পড়ল, এক পাকাচুল-পাকা দাড়িওয়ালা বুড়ো কমিউনার্ডদের নেতৃত্ব করছেন। কী অব্যর্থ তাঁর হাতের নিশানা। তাঁর বন্দুকের একটি করে গুলি—আর একটি করে ভার্সাই সৈন্যের মাটিতে পড়ে আর্তনাদ। লোকটি গুনে গুনে মারছে—যেন খরগোশ শিকার করছে। কমিউনার্ডদের সবাই, এমনকি অফিসাররা সুদ্ধ, তাঁর কথা শুনছে। রাস্তায় কেউ বেরুতে পারছে না। গ্যাসের আলো জ্বলল না—অন্ধকারেও যুদ্ধ চলতে লাগল।

৪

প্যারী যেন আবার ১৮ই মার্চের উদ্দীপনা ফিরে পেয়েছে। ব্যাটেলিয়ানের পর ব্যাটেলিয়ান টাউন হলে যাচ্ছে—কমিউনের প্রতি তাদের আনুগত্য জানাচ্ছে। বিউগল বাজছে—অস্ত্রের ঝনঝনানি আর সবুট পদক্ষেপে টাউন হলের পরিবেশ শব্দায়মান। সিঁড়ির উপর মাথা রেখে গার্ডরা অনেকে ঘুমিয়ে নিচ্ছে। ঘুম কী জিনিস—এর পর তারা আর জানবে না বাকি পাঁচ দিন। আজ রাতে ঘুম নেই বুর্জোয়া পরিবারের কারো চোখে। তাদের মেয়েরা সারা রাত শুধু তেরঙ্গা ব্যাজ বানিয়ে চলেছে—কাল তাদের জ্ঞাত-ভাইরা আসছে।

২২শে মে সকালে ফেলিক্স পিয়েকে ঘিরে কুড়ি জনের মতো কমিউন-সদস্য কমিউনের সভাকক্ষে হাজির হয়েছেন। আজ পিয়েরই দিন। এইমাত্র তাঁর কাগজ 'ল ভাঁজ্যর' সবাইকে অস্ত্রধারণের উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে। গলার স্বরে যথাসম্ভব বীররস ঢেলে গুরুজনের মতো পিয়ে বলতে লাগলেন: অতএব বন্ধুগণ, আমাদের শেষ সময় এসে গেছে। আমার তরুণ বন্ধুদের জন্যে ভেবে কষ্ট পাচ্ছি—আমার কী যায় আসে। আমার চুল পেকে সাদা—আমার কেরিয়ারও শেষ। ব্যারিকেডে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া আর কী গৌরবময় মৃত্যু আমার কাম্য হতে পারে? ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে অকাট্য প্রমাণ রাখার জন্যে যে ফেলিক্স পিয়ে তাঁর কর্তব্য করেছেন—সমবেত সকলের রোলকল করার ব্যবস্থা করলেন তিনি। তারপর তাঁর চিরাচরিত কায়দায় তিনি সরে পড়লেন। প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যারিকেডের কাছাকাছি কেউ তাঁকে দেখতে পায়নি। তিনি নিরাপদে লণ্ডনে এসে হাজির হলেন।

টাউন হলের আর-একটি ঘরে বসে রাওল রিগঁ জননিরাপত্তা কমিটির দুটো আদেশ পালন করতে ব্যস্ত। প্রতিভূদের বিষয়ে নির্দেশ পালন এবং আর্চবিশপকে মাজা জেলের মৃত্যুকুঠুরিতে স্থানান্তর করা। এই আদেশ কার্যকর করার দায়িত্ব তিনি সহকারী দা কোস্টার উপর ছেড়ে দিলেন। দা কোস্টা সঙ্গে সঙ্গে দুটো মালটানা গাড়ি চেয়ে পাঠালেন।

কোণঠাসা ন্যাশনাল গার্ডদের কোন রকম সার্থক নির্দেশ দেওয়া টাউন হলের নেতাদের পক্ষে এখন দুঃসাধ্য। যেভাবে ভার্সাই সৈন্যরা নানাদিক থেকে এগিয়ে আসছে—তার জন্যে দরকার ছিল চলমান আত্মরক্ষাব্যবস্থা। কিন্তু তা গড়ে তোলার যোগ্যতা কমিউনের বর্তমান নেতাদের কারও নেই। অ্যালিস্টার হর্নির মতে, রোসেল বা ক্লুজার্টের সেই বিচক্ষণতা ছিল। বর্তমানে কমিউনের স্থাণু ব্যারিকেডগুলি চারধার থেকে আক্রান্ত। লুই

নেপোলিয়নের স্থপতি হোসমান যেন তিয়েরের প্রয়োজনে প্যারীকে ঢেলে সাজিয়েছিল। তা ছাড়া, ন্যাশনাল গার্ডদের অনেকের মধ্যে অঞ্চল-প্রীতি বাসা বেঁধে রয়েছে—তারা নিজেদের মহল্লার বাইরে অন্যত্র লড়তে যেতে চায় না। সুতরাং ১৮৪৮-এর জ্যাকোবিনরা যেভাবে লড়ে মৃত্যুবরণ করেছিল ঠিক সেভাবে ব্যারিকেডের পর ব্যারিকেড তুলে রক্ষী-বাহিনী লড়তে লাগল।

২২ মে কিন্তু কমিউনের মধ্যে এত অপটুতা আর বিশৃঙ্খলা বাসা বাঁধলেও বিকেলবেলার মধ্যে ভার্সাইয়ের আক্রমণ বেশ মন্দীভূত হয়েছে বলা চলে।

সেদিন বিকেলে ভার্সাই সৈন্যদের উদ্দেশ্যে জননিরাপত্তা কমিটি একটি আবেদন প্রচার করে: "প্যারীর মানুষ বিশ্বাস করে না যে তোমরা তাদের মারতে পার। কারণ আমাদের মতো তোমরাও সর্বহারা। ১৮ই মার্চ তোমরা যে ভূমিকা পালন করেছ—নিশ্চয় সে ভূমিকা তোমরা আবার পালন করবে। আমাদের সঙ্গে যোগ দাও ভাই—আমাদের সঙ্গে যোগ দাও। আমাদের দরজা তোমাদের জন্যে সর্বদা খোলা।

অভিজাত গোষ্ঠীর দল ছেড়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দাও। শ্রমিকদের স্বার্থকে পরিত্যাগ কোরো না। ভার্সাই বাহিনী ছেড়ে চলে এসে আমাদের ঘরে অতিথি হও।"

২২শে মে, বেলা তিনটার সময় কর্নেল স্ট্যানলি লিখছেন: ভার্সাই সৈন্যেরা সাঁলাজারে স্টেশনটি দখল করে নিয়েছে—তারা মনে হয় খুব দ্রুত এগুতে পারছে না। দুদিন ন্যাশনাল গার্ড দেশাত্মবোধক সংগীত গাইতে গাইতে প্লাস ভাঁদোমের দিকে চলে গেল। মনে হয়, ভার্সাই সেনা আদ্দেক প্যারী দখল করে এখন থেমে রয়েছে।

রাত দশটায় আবার তিনি লিখছেন: ন্যাশনাল গার্ডরা একদম গোঁয়ারের মতো লড়ছে—মনে হয় তারা নেশার ঝোঁকে লড়ছে। তারা ঘরের ভেতর থেকে গুলি চালাতে চাইছে। কামান আর গোলাগুলি সমানে চলেছে—ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি আর মানুষের কলরব একত্রে মিশে যাচ্ছে। এটা খুব পরিষ্কার যে কমিউনার্ডরা প্রাণপণে লড়ছে।

স্ট্যানলির ধারণা সঠিক। বিকেলে ভার্সাই সেনাদলের অগ্রগতি রুয়ে—সাঁ অনরের ব্রিটিশ দূতাবাস দখলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রত্যেক জায়গা থেকে কমিউনার্ডদের ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের খবর আসছে। সমস্ত শহর জুড়ে ইতস্তত ছড়ানো কমিউনের ঘাঁটি থেকে কমিউনার্ডরা সমানে গোলাগুলি ছুঁড়ছে। লিসাগ্যারে লিখছেন—কী ভয়ংকর রাত—প্যারীর আকাশে বিদ্যুতের ঝলকানির সঙ্গে আগ্নেয় গোলা একাকার হয়ে যাচ্ছে। মানুষের আত্মা কি আজকের রাতে অসাড়। এই আগ্নেয় পরিবেশে দমব্রসকি জননিরাপত্তা কমিটির সদস্যদের সকলের সঙ্গে করমর্দন করে ধীর পায়ে

ব্যারিকেডের দিকে চলে গেলেন। সবাই বুঝল বিদেশী দমব্রসকির সঙ্গে আর দেখা হবে না। বিদায়! দমব্রসকি বিদায়!

তখন ভার্সাইয়ের আইনসভার মঞ্চ থেকে উৎফুল্ল তিয়ের বলছেন: আজ আপনাদের বলতে এলাম যে আমরা লক্ষ্যের কাছে পৌঁছে গেছি। অবশেষে শৃঙ্খলা, ন্যায় এবং সভ্যতার বিজয় ঘটেছে। প্যারীর বিদ্রোহীদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—আইনের নামে, আইনের দ্বারা এবং আইনের আওতায় সেই প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদিত হবে।

কিন্তু কমিউনার্ডদের লড়াই ক্রমশ বেপরোয়া আর তীব্রতর হয়ে উঠেছে। গোটা প্যারী দখল করার জন্যে ক্লি'শঁ ভেবেছিলেন তিন দিনই যথেষ্ট—কিন্তু সে হিসেব দেখা গেল ভুল। ভার্সাইয়ের সেনাপতিরা আতঙ্কে অস্থির—রাস্তায় রাস্তায় নাকি মাইন পাতা—ফাঁদ পাতা রয়েছে। ১৮ই মার্চের পর থেকে যেসব কামান কমিউনের হাতে রয়েছে—তাদের কথাও চিন্তা করতে হবে বৈকি। সেনাপতিদের স্মৃতি থেকে ১৮৪৮ সাল একেবারে উবে যায় নি। সে সময় মরীয়া মানুষদের হাতে কত সৈন্য যে নিহত হয়েছিল। তা ছাড়া ভার্সাই সৈন্যরা অনেকে আনকোরা—অনেকে সবে জার্মানির বন্দীশালা থেকে ছাড়া পেয়েছে—পরাজয়ের স্মৃতি এখনো তাদের টাটকা। সুতরাং তারা ধীরেসুস্থে অগ্রসর হওয়াটাই ঠিক মনে করল।

তিয়েরের ঘোষণার জবাবে অ্যালিস্টার হর্নি বলছেন—প্যারীর বুকে শৃঙ্খলা হয়তো ফিরে আসবে—কিন্তু জবাই হবে ন্যায়পরায়ণতা, সভ্যতা এবং মানবতা।

৫

২৩শে মে রাত্রি। এখন রণাঙ্গনের সঠিক অবস্থান প্যারীর উপর উত্তর-দক্ষিণ বরাবর একটা সরলরেখায় চিহ্নিত করা যায়। এই রেখাটির পুবে আর পশ্চিমে অন্তত পাঁচশ ব্যারিকেড ভার্সাই আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্যে কমিউনার্ডরা খাড়া করেছে। আক্রান্ত অঞ্চল রয়েছে অন্ধকারে ডুবে—তার অপরদিকে প্যারীর নিরাপদ অঞ্চল যথারীতি আলোকিত। ফবুর্গ মোঁমাত্রের পশ্চিমদিকে এক নিকষ-কালো আঁধার থমথম করছে। সেই আঁধারের বুক চিরে মাঝে মাঝে প্রহরীর হাঁক শোনা যাচ্ছে—কে যায়? পাস দেখাও।

ভোর হবার আগেই ম্যাকমোহনের বাহিনী আবার চলা শুরু করল। এবারের লক্ষ্য মোঁমাত্র। বার্তির বাড়িতে আটক গঁকুর সূর্যকিরণে ঝলমল

যুদ্ধক্ষেত্র দেখার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে বুলেভারে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মনে হল—ভার্সাই বাহিনী মোঁমাত্র্ দখলের জন্যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে। ভোর তিনটেয় মোঁমাত্রের দিকে ভার্সাই বাহিনী ত্রিমুখী অভিযান শুরু করল। দুর্গপ্রাকারের পাশ দিয়ে লাদ্‌মিরো অগ্রসর হতে থাকেন। ভার্সাই বাহিনী পর্ত দ্য স্যাঁতুয়ঁা পর্যন্ত প্যারীর পিছনদিকের সমস্ত ফটক দখল করা শুরু করল। প্যারীর একদম উত্তরদিকে পর্ত দ্য ক্লিঞাকুর দখল করে লাদ্‌মিরো আবার বাহিনীর গতিমুখ পরিবর্তন করে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে মোঁমাত্রের মুখোমুখি হল। একই সময় ক্লিঁশঁ বাতিনেল অঞ্চলের সব ব্যারিকেড ভেঙেচুরে দিয়ে সামনাসামনি মোঁমাত্রের উপর চড়াও হলেন।

আক্রান্ত বাতিনেল অঞ্চল থেকে মালোঁর বারবার সাহায্য প্রার্থনা সত্ত্বেও মোঁমাত্রের রক্ষীরা এগিয়ে আসেনি। তারা নিজেদের এলাকা ছেড়ে যাবে না। তারা নিজেদের এলাকার ব্যারিকেড আরো মজবুত করে অপেক্ষা করতে লাগল 'ওদের' জন্যে। আসুক একবার—দেখিয়ে দেব মজাখানা। 'ওরা' এল এবং যুদ্ধ শুরু হল। ৭নং মহল্লা থেকে চীৎকার ভেসে আসতে লাগল—প্রজাতন্ত্রের জন্যে হাত লাগাও—আরো ব্যারিকেড বানিয়ে তোলো। ক্লিঁশঁ অতি দ্রুত প্লাস ক্লিশিতে পৌঁছে গেলেন। লাদ্‌মিরো-পরিচালিত আর-একটি বাহিনী দক্ষিণ দিক থেকে মোঁমাত্রের কবরখানা দখল করে নিল। মোঁমাত্রের শক্তিশালী দুর্গ এখন তিনদিক থেকে আক্রান্ত।

বাতিনেল অঞ্চলে ভার্সাই বাহিনীর সঙ্গে বেনো মালঁ যথাসাধ্য লড়েছেন এবং তিনি কোন রকমে ভার্সাই বাহিনীর কর্ডন ভেদ করে মোঁমাত্রে ঘাঁটি গাড়লেন। কিন্তু মোঁমাত্রের সামরিক অবস্থা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল। ব্যারিকেড-গুলো তখনো অসম্পূর্ণ অবস্থায় এবং কামানগুলো ব্যবহারের অযোগ্য। রাত্রির অন্ধকারে অনেক ন্যাশনাল গার্ড পালিয়ে গেছে—উত্তর দিকের ঢালু অঞ্চলে মাত্র একশ সৈন্য লাদ্‌মিরোর এক ডিভিশন সৈন্যকে বাধা দিচ্ছে।

লুইজ মিশেলের নেতৃত্বে নারীবাহিনীর পঁচিশজনের একদল সতেজে যুদ্ধ করছে। পরে পিছু হটে এসে তারা বুলেভার দ্য ক্লিশির উপর ব্যারিকেড বানিয়ে লড়তে লাগল। যদি প্রয়োজন হয় বুৎ মোঁমাত্র্ উড়িয়ে দেবার নির্দেশ ছিল মিশেলের উপর। ক্লিঞাকুর থেকে পিছু হটে লুইজ মিশেল বার্বে-তে এসে পড়লেন—সেখানে বেলা দুটোয় তাঁর সঙ্গে দমব্রসকির দেখা। দমব্রসকি বললেন: আমাদের আর বাঁচার পথ নেই। তারই কিছুক্ষণ পর রুয়ে মিরার ব্যারিকেডে দমব্রসকি আহত হয়ে মারা গেলেন। দমব্রসকির মরদেহ ওতেল দ্য ভিলের দিকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হল। ব্যারিকেডের পর ব্যারিকেড থেকে কমিউনার্ডরা বিদেশী মানুষটির প্রতি সামরিক অভিবাদন জানাতে থাকে।

বার্তির বাড়িতে বসে গঁকুর অপেরা গ্লাস দিয়ে দেখলেন—মেঁমার্ত্রে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়ছে। বেলা একটায় ১৮ই মার্চ যেখানে প্রথম অভ্যুত্থান শুরু হয়, সেখানে ভার্সাই সৈন্যরা তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিল। এবার ভার্সাই সৈন্য-দের প্রতিহিংসা নেওয়ার পালা। তিয়ের ঘোষণা করেছিলেন—কমিউনকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কমিউনার্ডদের রক্তে সেই প্রায়শ্চিত্তের সূচনা। মেঁমার্ত্র অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে, লিসাগ্যারে বলছেন—তিনজন নারী ও চারজন শিশু সহ উনপঞ্চাশজন কমিউনার্ডকে জড়ো করে ৬নং রুয়ে দ্য রোজিয়ারের দিকে মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। এখানেই জেনারেল লে-কোঁতে আর টমাসকে গুলি করে মারা হয়েছিল। সেই দেয়ালের কাছে এই উনপঞ্চাশজন মানুষকে নতজানু হতে বলা হয়। বাচ্চা কোলে একজন নারী হাঁক দিয়ে বললেন—কেউ নতজানু হবে না। সোজা দাঁড়িয়ে থেকে এই হতভাগাদের দেখিয়ে দাও যে তোমরা কমিউনের জন্যে মরতে ভয় পাও না।

বিচারের ভঙ্গীটুকুও না করে কমিউনার্ডদের তৎক্ষণাৎ গুলি করে মারা হল। দুজনের বদলে উনপঞ্চাশজনকে খুন করে ভার্সাই প্যারীর বুকে 'ন্যায়ের রাজত্ব' উদ্বোধন করল।

রণাঙ্গণের একদম বিপরীত প্রান্তে তখন ভারলাঁ্যা, রোবল্যুস্কি আর লিসবনের নেতৃত্বে কমিউনার্ডরা লড়াই করে যাচ্ছে। ৫নং মহল্লার নেতৃত্ব রয়েছেন সাহসী আর বেপরোয়া লিস্‌বন। ৬নং মহল্লার নেতৃত্ব করছেন ধীর স্থির অথচ কর্মিৎকর্মা ভারলাঁ্যা। কমিউনের শ্রেষ্ঠ রণবিশারদ রোব্যুলস্কি রয়েছেন ১২ ও ১৪নং মহল্লার নেতৃত্বে। প্রতিরোধ ক্রমশ প্রবলতর হয়ে উঠছে। সেন নদীর বাম তীরে ভারলাঁ্যা ওতেল দ্য ভিলের নির্দেশ উপেক্ষা করেই প্রতিরক্ষা-ব্যূহ আঁটসাঁট করে তুললেন। ক্রয় রুজের কাছে যেখানে বুলেভার রাসপাই আর সাঁজামে মিশেছে, ভারলাঁ্যা একটি শক্তিশালী ঘাঁটি বানালেন। রুয়ে দ্য লুনিভার্সিতে অঞ্চলে ও মোপারনাসের রুয়ে ভাভ-এর সর্বত্র ব্যারিকেড বানানো হয়েছে। রিজার্ভ বাহিনীও মজুত এবং তাদের প্রয়োজনমত নানা ব্যারিকেডে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থাও পাকা। পরের দুদিন ধরে এই মহল্লার তীব্র লড়াই চলল। ভার্সাই বাহিনীর অগ্রগতি ভারলাঁ্যা রুখে দিলেন।

কিন্তু যতই বেলা বাড়ছে, ভার্সাই বাহিনীর আক্রমণও অপেরা ও মাদেলাইন গীর্জার আশেপাশে ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। ক্রনেলের প্লাস দ্য লা কঁকর্দের ঘাঁটির উপর ভার্সাই বাহিনীর চাপ ক্রমবর্ধমান। দুদিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে মাদেলাইন। মাদেলাইনকে বলা চলে রুয়ে রয়্যাল আর ক্রনেলের ঘাঁটির প্রধান রক্ষাপ্রাচীর। যখন দুয়ের সৈন্যরা মাদেনলাইনের দিকে এগিয়ে আসছে—ডাঃ পাওয়েল তখন রুয়ে সঁত

অনরে-র অস্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্রে কর্মরত। কমিউনের কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার পালাবার আড়াল হিসেবে তাঁর কাছ থেকে অ্যাম্বুলেন্সটি চাইলেন। তিনি তাঁদের তিরস্কার করলেন এবং জানালেন যে যদি তাঁরা ধরা পড়েন—জেনেভা কনভেনশন লঙ্ঘনের অপরাধে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। অফিসাররা তাঁকে বললেন: তাহলে বন্ধু, সেক্ষেত্রে আমরা সবাই একত্রে নরকে যাব। আর কথা না বাড়িয়ে অফিসাররা চলে গেলেন। মাদেলাইনের ব্যারিকেডগুলো বিধ্বস্ত হল এবং ন্যাশনাল গার্ড ওপেরা ভবন থেকে সরে গেল। সন্ধ্যা ছটায় উভয় পক্ষের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হবার পর ওপেরা ভবন দখল হল। একজন ভার্সাই সৈনিক ভবনে ঢুকেই অ্যাপলো দেবতার মর্মরমূর্তির হাত থেকে লাল পতাকা টেনে ছিঁড়ে ফেলল।

ক্লিশঁ-পরিচালিত দক্ষিণমুখী বাহিনী ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। বন্দুকের শব্দের মধ্যে ভার্সাই সৈন্যদের আগমনবার্তা পাচ্ছেন গঁকুর। উদ্বেগে অস্থির মার্কি দা প্লুয়ে ব্যাংক অব ফ্রাঁ-তে ভার্সাই বাহিনীর জন্যে অপেক্ষা করছেন। ইতিমধ্যে তাঁকেও জামিন হিসেবে গ্রেপ্তার করার কথা উঠেছিল। ঠিক ছটার সময় প্যান্তির বাড়ির চারপাশে ভার্সাইয়ের বুলেট ছুটে যেতে লাগল। খাবারঘরের ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে গঁকুর দেখলেন, বুলেভারের পাশে একজন ন্যাশনাল গার্ডের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। তাকে আগলে দাঁড়িয়ে একজন লেফট্যানেন্ট আর একজন গার্ড। একটি ছোট গাছ তাদের মাথার আচ্ছাদন—বুলেটের ধাক্কায় মাথার ওপর পাতার বৃষ্টি। গার্ডটি মৃতদেহটিকে সরাতে চায়—কিন্তু হঠাৎ গুলি এসে লাগল—একটি গাছে হেলান দিয়ে সে ধীরে ধীরে বসে পড়ল—তারপর হাত পা টান-টান করে সে শুয়ে পড়ল।

লেফট্যানেন্ট নির্বিকারভাবে প্রথমোক্ত মৃতদেহটি তুলে ধরল—অত্যন্ত ভারী দেহ এবং লেফট্যানেন্টের বয়ে নিয়ে যেতে খুব অসুবিধে হচ্ছে। আরএকটি গুলি লেফট্যানেন্টের উরুতে এসে লাগল। তারপর জীবিত আর মৃত—উভয়েই জড়াজড়ি করে গড়াতে লাগল। গঁকুর বলছেন: এরকম অতুলনীয় বীরত্ব আর মৃত্যুকে বিদ্রূপ করার দুর্লভ দৃশ্য খুব কম লোকেই দেখতে পায়। কমিউন-বিদ্বেষী গঁকুর এই ছোট ঘটনা থেকে কমিউনার্ডদের বীরত্ব আর সহমর্মিতার যে পরিচয় পেয়েছেন—তাতে প্রশংসা না করে থাকতে পারেন নি।

ব্রিটিশ সাংবাদিক স্ট্যানলি চলেছেন 'মুক্তিদাতা' ভার্সাই বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে: এখনো পর্যন্ত দুয়ের বাহিনী কঁকর্দ আর রুয়ে রয়্যালে ব্রুনেলের প্রতিরোধ-ঘাঁটিকে বেকায়দায় ফেলতে পারেননি। কর্নেল স্ট্যানলি এখন প্লাস ভাঁদোমে কমিউনার্ডদের একটা ঘাঁটিতে আটকা পড়েছেন। বেলা তিনটায় তিনি লিখছেন—আমরা ঘেরাও হয়ে গেছি। যতখানি পারবে

বলে আশা করেছিলুম, ভার্সাই বাহিনী ততখানি অগ্রসর হতে পারেনি। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে গোলাগুলি চলল। দলে দলে 'লাল' সেনারা রুয়ে দ্য লা প্লাক্স পার হয়ে চলে গেল। সাড়ে পাঁচটায় স্ট্যানলি লিখছেন, কুড়ি মিনিট আগে 'লাল'-রা ব্যারিকেড ছেড়ে চলে গেছে। এখন ভার্সাই সেনারা সেগুলি দখল করে প্লাস ভাঁদোমের কাছাকাছি অঞ্চলের দিকে গুলি ছুঁড়ছে। রাত আটটা নাগাদ 'লাল' সেনারা প্লাস ভাঁদোম ছেড়ে চলে গেল।

এক ঘণ্টা পর ভার্সাই সেনারা কয়েকটি কামান নিয়ে এল—পাঁচটি গোলা ঠিক সন্ধ্যার মুখে ছোঁড়া হল। তারপর যা ঘটল—তা ভারী চমৎকার। সমস্ত রাস্তা জনপ্রাণিহীন, নিস্তব্ধ—শুধু সারা রাস্তায় ভাঙা কাচের টুকরোর ছড়াছড়ি। আমার ঝিটাকে তাড়া লাগালাম—সে কেবল বাইয়ের দিকে উঁকি মারে। রাত এগারোটায় তিনি লিখছেন: গুলিতে গুলিতে আমার ইউনিয়ন জ্যাকটি শতচ্ছিদ্র হয়ে গেছে।

৬

হঠাৎ দূর দিগন্তের দিকে স্ট্যানলির নজর পড়ল—দেখলেন এক বিশাল আগুনের ছটায় আকাশ লাল। তাঁর মনে হল তুইয়েরি প্রাসাদ সম্ভবত জ্বলছে।

কমিউনের পক্ষ থেকে রেনভিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন: সব বাড়ির দরজা খোলা রাখতে হবে। ব্যারিকেড কম্যাণ্ডাররা দরকারমতো সব জিনিস আশেপাশের বাড়ি থেকে নিয়ে আসবে। সব জানালা খোলা রাখতে হবে—যদি কোন বাড়ির জানলা দিয়ে একটিও গুলি ছোঁড়া হয়—তৎক্ষণাৎ সেই বাড়িকে পুড়িয়ে দেবার অধিকার ব্যারিকেড কম্যাণ্ডারের থাকবে।

সারাদিন ধরে ক্রনেলের লোকজন লড়াই করছে ব্যারিকেড থেকে ব্যারিকেডে। কমিউনের প্রাণকেন্দ্র পাহারা দিচ্ছিলেন ক্রনেল। তাঁর প্রতিরোধ ভাঙার জন্যে কমিউনের বারোটা কামানের জবাবে থুয়ে ষাটটা কামান কাজে লাগিয়েছেন। ব্যারিকেডের চারপাশে রক্তের স্রোত বইছে—কমিউনার্ডরা দলে দলে মারা যাচ্ছে। ওপেরা ভবনের দিক থেকে ক্রনেলের ব্যারিকেডের উপর ভার্সাই বাহিনী অনবরত আক্রমণ করছে। ভার্সাইয়ের স্নাইপাররা ব্যারিকেডের উপর টিপ করে গুলি করছে। কিন্তু ক্রনেল এত সহজে হার মানতে রাজী নন। প্রথম অবরোধের সময় তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল 'বার্নার' ক্রনেল। তাঁর গোলাবর্ষণের পথে যদি কোন বাড়ি বাধা সৃষ্টি করত—তিনি সে বাড়িকে ধ্বংস করতে আদেশ দিতেন। সুতরাং

এক্ষেত্রেও তিনি রেনভিয়ের নির্দেশ পালন করতে দ্বিধা করলেন না। সুতরাং এখন যে বাড়ি থেকে ব্যারিকেড লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হচ্ছিল—তিনি সে বাড়িতে আগুন লাগাবার নির্দেশ দিলেন। অতএব খুব দ্রুত সেই সম্ভ্রান্ত পল্লীতে আগুন ছড়িয়ে পড়ল—পুড়ে যেতে লাগল সম্ভ্রান্ত কাফে আর ধনীদের প্রাসাদ।

প্লাস ভাঁদোমের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রনেলের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল। তাঁর লোকজন ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে রুয়ে দ্য রিভলি দিয়ে পিছু হটতে লাগল। কঁকর্দের কাছাকাছি উইকম্যান হফম্যানের এক আমেরিকান বন্ধু ঘরের জানলা দিয়ে ক্রনেলের প্রতিরোধের শেষ প্রয়াস প্রত্যক্ষ করলেন। সঁত ফ্লোরেঁতেঁর ষোলো ফুট উঁচু ব্যারিকেডের উপর যে দৃশ্য তিনি দেখেছেন —তা যে-কোন অমর শিল্পীর তুলিতে চিরদিনের জন্যে ধরে রাখার মতো।

একটি সুন্দরী তরুণী লাল পতাকা হাতে ব্যারিকেডের উপর উঠে দাঁড়াল। ভার্সাই সৈন্যদের দিকে বিশ্বের সমস্ত তাচ্ছিল্য ছুঁড়ে দিয়ে সে পতাকাটা দোলাতে লাগল। তাকে তক্ষুনি গুলি করে মারা হয়। হফম্যানের বন্ধু আরো দেখলেন যে, ব্যারিকেডের পতন ঘটার পর একজন বৃদ্ধাকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করানো হল। মহিলাটি নির্বিকার চিত্তে নিঃশব্দে নাক খুঁটতে লাগলেন।

ব্যারিকেড বানাতে গিয়ে মাটি আর পাথর তুলে ফেলার ফলে যে খাদ সৃষ্টি হয়েছে—সেই খাদে একসঙ্গে পঞ্চাশ জন কমিউনার্ডকে সমাহিত করা হল। তার উপর চুন ঢেলে দিয়ে, ভুয়ের সৈন্যরা সেই গণ-কবরের উপর দিয়ে কামান ঠেলে এগিয়ে গেল।

তখন রুয়ে দ্য রিভলির পথ ধরে ক্রনেল আর তাঁর সাথীরা দ্রুত পিছু হটছেন। রুয়ে কাস্টলিয়ানের কাছে ভার্সাই সৈন্যরা ক্রনেলের পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তারা যেন পিছলে সরে গেল। হফম্যানের বন্ধু দেখছেন— এক আগুনের বেড়াজালের মধ্যে ক্রনেল আর তাঁর সঙ্গীরা। সেই আগুনের পটভূমিতে দ্রুত চলমান ক্রনেল আর তাঁর সঙ্গীদের ছায়াশরীর রাস্তার দুধারের বাড়ির গায়ে গায়ে নাচছে।

এদিকে তখন বের্জরে আর-একটি ধ্বংসের আয়োজনে ব্যস্ত। তুইলেরি প্রাসাদের সেনট্রাল হল—যেখানে সেইদিনও বিখ্যাত কনসার্টটির সর্বশেষ অনুষ্ঠানটি ঘটল- সেখানকার বহুমূল্য পর্দাগুলি বের্জরে পেট্রল আর আলকাতরায় নিষিক্ত করে নিলেন। বারুদভর্তি বহু পিপেও জড়ো করা হল। তারপরে রাত দশটায় করা হল অগ্নিসংযোগ। এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ—তারপর অতিকায় গম্বুজটি সহ কনসার্ট হল অদৃশ্য হয়ে গেল। গোটা প্রাসাদ জুড়ে লেলিহান শিখা তুলে আগুনের নাচানাচি। বাকি রাত সমস্ত প্যারীবাসী জেগে এই বিচিত্র উৎসব দেখতে লাগল।

লিসাগ্যারের চোখের সামনে তুইয়োর জ্বলছে—জ্বলছে লেজিয় দঁ অনর—কুর দ্য কঁং—কঁসেই দেতা। রাজা-মহারাজাদের হর্ম্যশ্রেণী আজ কমিউনের মারণ-যজ্ঞের সমিধ। মাঝে মাঝে ভয়ংকর বিস্ফোরণের শব্দ—অভিজাত ভবনগুলির বাতায়নপথ বেয়ে যেন ধেয়ে আসছে আগুনের প্লাবন। এই সর্বনাশা বহ্নিবলয় আজ পুরনো জরাজীর্ণ সবকিছুর আহুতি দাবি করছে। প্রজ্বলিত ভবন-গুলির আগ্নের আভা সেনের বুকে কম্পমান। পুবালি বাতাসে সেন নদীর প্রতিটি ঢেউ আগুনের রক্তিমাভাকে বুকে নেবার জন্যে ব্যাকুল।

যাক—সব শেষ হয়ে। পুরনো যুগের প্রভুদের জন্যে পড়ে থাকুক এক মহাশ্মশান।

অদূরে দাঁড়িয়ে দুয়ের লোকজন নিরুপায়ের মতো চেয়ে রইল। ভূতপূর্ব সম্রাটের সব জৌলুস কী-রকম পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। একরকম ভয়-আর মুগ্ধতা-মেশানো আবেশ যেন তাদের পেয়ে বসছে।

বের্জরে জননিরাপত্তা কমিটির উদ্দেশে এক লাইনে লিখে জানালেন; এইমাত্র রাজতন্ত্রের শেষ চিহ্ন অদৃশ্য হয়ে গেল।

তুইয়েরি প্রাসাদের আগুনের আভা ওতেল দ্য ভিলের মধ্যযুগীয় অবয়বকে রাঙিয়ে তুলেছে। ন্যাশনাল গার্ডদের বিমূঢ় মুখের উপর আলোছায়ার খেলা। বন্দুকের শব্দ আরো নিকটতর। ভিতরের বারান্দায় আহত আর মুমূর্ষুদের আর্তনাদ—কেউ বা জল চাইছে। দেয়ালে রক্তের ছোপ জমাট বেঁধেছে—আহত মানুষের রক্ত। শেষ শয্যায় শুয়ে দমব্রসকি—ওতেল দ্য ভিলের একটি ঘরে নীল রেশমী চাদরে মোড়া শয্যায় তাঁর মরদেহ শায়িত। একজন ন্যাশনাল গার্ড দ্রুত হাতে সদ্যোমৃত জেনারেলের স্কেচ আঁকছে।

বাইরে দেলেসক্লুজের অফিসের সামনে গার্ড দাঁড়িয়ে। লিসাগ্যারে লিখছেন—দেলেসক্লুজকে দেখাচ্ছে একজন মৃতের মতো—পাণ্ডুর মুখ তাঁর। গলার স্বর ভেঙে গেছে। শুধু চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। রাত তিনটেয় একজন স্টাফ অফিসার এসে জানাল যে নোত্রদাম গীর্জায় অগ্নিসংযোগের ব্যবস্থা হচ্ছে—অথচ তার সংলগ্ন ওতেলদিউ হাসপাতালে আটশ আহত আর অসুস্থ কমিউনার্ড রয়েছে। দেলেসক্লুজ নোত্রদাম গীর্জায় অগ্নিসংযোগ না করার নির্দেশ পাঠালেন। এক চুলের জন্যে বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ সৌধ রক্ষা পেল।

রাওল রিগঁ কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা-মাফিক কাজ শেষ করতে বদ্ধপরিকর। গত ২২শে জানুয়ারির শোভাযাত্রার উপর গুলি চালানোর অপরাধে শোধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত। দণ্ডাদেশ কার্যকর করার জন্যে রিগঁ সঁত পেলাজী কারাগারে এসে উপস্থিত। রিগঁ শোধেকে জানালেন—তুমি আমার বন্ধু স্যাপিয়াকে হত্যা করেছ—আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় তোমার জন্যে।

শোধে জিজ্ঞেস করলেন: তাঁর স্ত্রী আর বাচ্চাদের কী হবে? রিগঁর

উত্তর: কমিউনই তাদের দেখাশোনার ভার নেবে। তোমার অবর্তমানে তারা আরো ভাল থাকবে। শোধের কারাসঙ্গী ১৮ই মার্চে বন্দী আরো তিন জন পুলিসকে গুলি করে মারা হল।

৭

২৪শে মে, শাঁতিয়াই থেকে ফিরে আসছেন রেজারেগু গিবসন। প্যারীর পথে সাঁদানিতে পৌঁছে তিনি এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য দেখতে পেলেন। প্যারীর আকাশ লালে লাল। তিনি মনস্থির করতে পারছেন না—প্যারীর দিকে আর এগুবেন কিনা। সঙ্গে সঙ্গে বাইবেলে পড়া ব্যাবিলনের পতনের অধ্যায়টির কথা তাঁর মনে পড়ল: হায় মহান নগরী! ঐশ্বর্যমণ্ডিত নগরীটি মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে সবই পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

গঁকুর তখন এত্তোয়াই-এ নিজের বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন—সারা শহরের মাথায় ধোঁয়ার মেঘ এবং চারদিকে কালো বৃষ্টির মতো পোড়া কাগজের টুকরো রেণু রেণু হয়ে ঝরে পড়ছে। ফ্রান্সের যাবতীয় দলিল-দস্তাবেজ পুড়ে ছাই। লুভ্‌রের একপাশে অর্থমন্ত্রকের দপ্তর। এখানকার কাগজপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গঁকুরের মাথায় পড়ছিল।

২৫শে মে সকালে কমিউন প্যারীর ঐতিহ্যমণ্ডিত সৌধগুলির অন্যতম ওতেল দ্য ভিলকে অগ্নিদেবতার কাছে উৎসর্গ করবে স্থির করল। বেলা এগারোটা নাগাদ ওতেল দ্য ভিল এক অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হল। প্যারীতে তখন জ্বলছে দু-শ বাড়ি, দশটি প্রাসাদ আর দুটি থিয়েটার। এই আগুনের পরিবেশে অব্যাহত রয়েছে সশব্দে গোলা-বিনিময়।

গৃহদাহের পক্ষে আবহাওয়া এখন অত্যন্ত অনুকূল—গত এক মাসের মধ্যে একফোঁটাও বৃষ্টি পড়ে নি। ২৪শে মে ভীষণ গরম পড়েছিল—তার উপর একটা দমকা বাতাস এসে এক মহল্লার আগুন অন্য মহল্লায় ছড়িয়ে দিচ্ছিল। শুকনো খটখটে আবহাওয়া না থাকলে অধিকাংশ বাড়িই হয়তো পুড়ত না। অ্যালিস্টার হর্নির মতে: কিছু বাড়ি ভার্সাইয়ের কামানের গোলায় পুড়েছে এবং যেসব বাড়িতে কমিউনার্ডরা আগুন লাগিয়েছে—যেমন রুয়ে দ্য রয়্যাল—রণকৌশলের খাতিরেই তাঁদের তা করতে হয়েছে। এ বিষয়ে মার্কসও একই অভিমত পোষণ করেন।

আতঙ্ক ছড়াবার জন্যে নতুন নতুন গুজব ভার্সাই বাহিনী ও প্যারীর কমিউন-বিরোধীরা ছড়াতে লাগল। ১৯শে মে ওয়াশবার্ন তাঁর মনিব, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফিশকে লিখছেন: জননিরাপত্তা কমিটি স্থির করেছে যে তারা আত্মসমর্পণ

করার চেয়ে গোটা প্যারীকে উড়িয়ে দেবে এবং তার ধ্বংসস্তূপের তলায় সবাই চাপা পড়বে।

একথাও মুখে মুখে ভার্সাই সৈন্যরা ছড়াতে লাগল যে এই অগ্নিকাণ্ডের পেছনে লণ্ডনে অবস্থিত আন্তর্জাতিক নামে রহস্যময় সংস্থাটির হাত আছে। কর্নেল স্ট্যানলিও লোককে এ কথা বলতে শুনলেন যে—তুইয়েরি প্রাসাদে আগুন বিদেশীরাই দিয়েছে—কোন ফরাসী এই কাজ করতে পারে না।

সবচেয়ে বেশি ছড়ানো হল : পেত্রোল্যুজ-এর কল্পকাহিনী। এক ধরনের উন্মাদিনী নারী কোন এক নারকীয় পল্লী থেকে বেরিয়ে শহরময় বুর্জোয়াদের বাড়ির একতলার জানলা দিয়ে আগুনের গোলা ছুঁড়ে দিচ্ছে আর বোতল থেকে পেট্রল ছিটিয়ে দিচ্ছে। সঙ্গে তাদের বাচ্চারাও থাকে মাকে সাহায্য করার জন্যে। এ কাহিনী শহরময় ছড়িয়ে পড়ল।

২৫শে মে স্ট্যানলি লিখছেন : সেলারের ফাঁক দিয়ে ক্ষুদে আগুনে গোলা ছুঁড়ে মারার সময় তিনজন স্ত্রীলোককে ধরা হয়েছে। সেলারের মধ্য থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। রাস্তার একধারে টেনে নিয়ে গিয়ে তাদের গুলি করে মারা হয়।

এ বিষয়ে মঁসিয়ে শাস্তালেরও কোন সন্দেহ নেই যে এ-জাতীয় স্ত্রীলোক বাড়িতে বাড়িতে আগুন লাগাচ্ছে। 'ডেইলি নিউজ'-এর বিশেষ সংবাদদাতা পেত্রোল্যুজদের তিনটি টেকনিক সম্বন্ধে একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন। এমনকি এডুইন চাইল্ডের মতো ভালমানুষ নির্বিরোধ লোক তার বাবাকে লিখল : মেয়েরা বাঘিনীর মতো আচরণ করছে এবং পেট্রল ছিটিয়ে আগুন লাগাচ্ছে। সে আরো লিখল যে মেয়েরা প্রায় চল্লিশজন ভার্সাই সৈন্যকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে। সুতরাং এই শয়তানীদের গুলি করে মারা উচিত।

কোথা থেকে যে এই পেত্রোল্যুজ গল্পের উৎপত্তি তা এখনো রহস্যাবৃত। পেত্রোল্যুজ সন্দেহে যেসব হতভাগিনীদের ধরা হয়েছিল—তাদের তৎক্ষণাৎ গুলি করে মারা হয়। হয়তো এই গুজবের ভিত্তি হচ্ছে—কোন কোন ক্ষেত্রে দু-একটি মেয়েকে আগুন লাগাতে দেখা গেছে—যেমন স্ট্যানলি বলছেন। এই দু-একটা ঘটনা স্নায়বিক-বিকারগ্রস্ত প্যারীবাসীদের মনে এক বিরাট কল্পকাহিনীর জন্ম দিয়েছে। যেমন ভার্সাই সৈন্যদের মনে বিশ্বাস জন্মেছিল যে কমিউন প্রায় আটহাজার মেয়ে নিয়ে একটি পেত্রোল্যুজ বাহিনী গঠন করেছে।

দলে দলে পেত্রোল্যুজদের ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে বেড়ানোর কাহিনীকে ওয়াশবার্ন, হফম্যান, ডাঃ অ্যালান হার্বার্টরা অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু প্যারীতে আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে ভার্সাই বাহিনীর নৃশংসতা চরমে গিয়ে পৌঁছল। তাদের সমস্ত সংযম আর বিচারবুদ্ধি যেন

লোপ পেয়ে গেছে। ২৪শে মে ওয়াশবার্ন ফিশকে লিখছেন: আজ বিকেলে আভ্‌ন্যু দাল্তিয়্*-এর উপর আমি গুনে দেখলাম আটটা বাচ্চার মৃতদেহ পড়ে রয়েছে—তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়টির বয়স বছর চোদ্দ। তারা নাকি নিজেদের মধ্যে আগুন লাগাবার মাল-মশলা ভাগ করছিল। তখুনি তাদের গুলি করে মারা হয়।

বিনা অপরাধে গুলি করে মারার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। খালি দুধের বোতল নিয়ে রাস্তায় চলতে গিয়ে কত বৃদ্ধাকে যে মরতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

কিন্তু মৃত্যুতেও তাঁদের অমর করে গেছেন—'আন্তর্জাতিক সংগীত' রচয়িতা ইউজিন পতিয়ে। পেত্রোল্যুজদের উদ্দেশে পতিয়ের কবিতা:

> এখন যারা মায়ের পেটে
> সেই ভ্রূণেরাও পেত্রোল্যুজ।
> খতম করো চোরের বড়াই
> সব পথই তো সাচ্চা সমান।
>
> *   *   *
>
> ওরা খুন করেছে গর্ভবতী
>
> *   *   *
>
> একের বদলা তাইরে এখন
> এখন দুটো, এখন দুটো
>   চালাও গুলি
>   জোরসে গুলি
> দোহাই তোদের সাবাড় কর্।

(রাম বসুর অনুবাদ)

ভার্সাই সৈন্যদের অমানুষিক তাণ্ডব অবশেষে রিগঁকে চরমপথ অবলম্বন করতে বাধ্য করল। রিগঁ ২২শে মে তাঁর সহকারী গ্যাস্টন দা কোস্টাকে আর্চবিশপ ও অন্য পঞ্চাশজন প্রতিভূকে মাজা জেলখানা থেকে আরো সুরক্ষিত লারোকেৎ জেলখানায় পাঠিয়ে দিতে বলেন। পুরোহিতদের কারো কারো মনে এ ধারণাও হয় যে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হবে। এই অঞ্চলটি ৬৬নং

ব্যাটেলিয়ানের আওতায়। ব্যাটেলিয়ানটি ওপেরা অঞ্চলে লড়েছে—তাদের অনেকে মারা গেছে এবং অনেককে বন্দী অবস্থায় গুলি করে মারা হয়েছে। অতএব তারা বদলা নিতে চায়। ক্রমশ ভার্সাই সৈন্যরা এগিয়ে আসছে এবং ফ্রন্ট লাইন থেকে বেশি বেশি সংখ্যায় আহতদের নিয়ে আসা হচ্ছে। পুলিশ-কর্তা ফ্যারে সেখানে উপস্থিত—গার্ডরা প্রতিভূদের তক্ষুনি মেরে ফেলার জন্য ফ্যারের উপর চাপ দিতে থাকে। ফর্তে ও জ'াতকে একটা চিঠি দিয়ে ফ্যারে, জেলারকে ছজন প্রতিভূকে গুলি করে মারার নির্দেশ দিলেন। ফর্তে বোধহয় ছজনের মধ্যে আর্চবিশপকে চেয়েছিল—কিন্তু জেলার কোন দায়িত্ব নিতে রাজী হল না। ফর্তে ফিরে এল—তখন ফ্যারে হাল্কা ভাবে বলে—ওরা যখন আর্চবিশপকে চাইছে—বেশ, তার নামই প্রথমে থাকুক। তখন কাগজটার উপর আর্চবিশপের নাম বেশ বড় করে লিখে দিলেন।

রাত্রি এগারোটায় যখন দেলেসক্লুজকে আর্চবিশপের মৃত্যুর খবর শোনানো হল, তখন তিনি লিখছিলেন। লিসাগ্যারে বলেন, দেলেসক্লুজ লেখা না থামিয়ে খবরটি শুনলেন। যখন খবর দিয়ে অফিসারটি চলে গেল, দেলেসক্লুজ তখন হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে বলে উঠলেন—কী ভয়ংকর এই যুদ্ধ! কী ভয়ংকর এই যুদ্ধ!

আর্চবিশপের প্রাণদণ্ডের পর ২৪শে মে বেলা তিনটায় রিগঁকে রুয়ে-গা-লুসাক্-এর একটা হোটেলে দেখা গেল—তাঁর পরনে মেজরের পোশাক। অনতিবিলম্বে ভার্সাই সৈন্যরা সে রাস্তায় এসে পড়ল। একজন মেজর যে হোটেলে লুকিয়ে রয়েছে—এ খবরটা ভার্সাই সৈন্যদের জানা ছিল। তারা হোটেলের মালিককে টেনে রাস্তায় বার করল এবং তক্ষুনি মেরে ফেলবে বলে হুমকি দিল। মালিকের স্ত্রী এসে রিগঁকে তাঁর স্বামীকে বাঁচাবার জন্যে কাতর অনুরোধ করতে লাগলেন। রিগঁ তখন নিজের আসল পরিচয় দিয়ে ভার্সাই সৈন্যদের কাছে ধরা দিলেন। 'কামউন দীর্ঘজীবী হোক' ধ্বনি দিয়ে রিগঁ মৃত্যুবরণ করলেন। ভার্সাই বাহিনীর এক মেজর তাঁর মাথায় বেশ কয়েকবার গুলি করে রিগঁকে হত্যা করল।

এই ভয়ংকর দিনগুলিতে মোপারনাস অঞ্চলের রুয়ে-ভার্ভেঁর রাস্তায় ভারলঁ্যা আর লিসবন হাজারো অসুবিধের মধ্যে প্রতিরোধ অব্যাহত রাখলেন। ২৪ মের বিকেলে লঁাক্সাবুর্গ বাগানের বারুদাগার উড়িয়ে দিয়ে তাঁরা পিছু হটলেন। বন্দী কমিউনার্ডদের দলে দলে হত্যা করতে করতে ভার্সাই বাহিনী ভারলঁ্যাদের ছায়ার মতো অনুসরণ করে আসছে। ভারলঁ্যার পেছনে মাত্র তিনটি ব্যারিকেড পাঁতেয়ঁ-র গুরুত্বপূর্ণ টিলাটিকে রক্ষা করছে এবং তাঁর রিজার্ভ বাহিনী বলতে আর কিছু নেই। সেনের বাম তীরে যুদ্ধ শেষ—শুধু রোবল্যুস্কি একা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পর্ত দ্য ইতালিয়ার কাছে বুৎ ও কাই

পাহাড়ের চূড়াতে শক্ত ঘাঁটি বানিয়ে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছেন। ইভ্রি ও বিসেত্রি দুর্গ থেকে গোলাবর্ষণ করে রোবল্যুস্কিকে মদত যোগাচ্ছিল। দেলেসক্লুজের নির্দেশ অমান্য করে এই দুর্গগুলোকে তিনি নিজের দখলে রেখেছিলেন—ছেড়ে আসেন নি।

২৪শে মে ম্যাকমোহনের বাহিনী সেনের দক্ষিণ তীরে গার দ্যু নর্দ, পর্ত সাঁদানি, কনসের্ভেতোয়া, ব্যাংক ও বুর্স দখল করে নিল। ব্যাংকে এসে যখন তারা পৌঁছল—ডেপুটি গভর্নর মার্কি দ্য প্লুয়ে চারশ কর্মচারী নিয়ে তাদের বিপুল সংবর্ধনা জানালেন। এই বাড়িটির কোন ক্ষতি হয় নি এবং নিকটবর্তী বিবলিওতেক্ ন্যাশনালও অক্ষত রয়েছে। লে আলএর বাজার এলাকায় স্ঁতু সতাশ গীর্জাকে ঘিরে প্রচণ্ড লড়াই চলছে। গীর্জাটি এখন 'লাল' ক্লাবে পরিণত। এখানে কমিউনার্ডরা কামান আর মেশিনগান নিয়ে লড়াই করছে। ওতেল দ্য ভিলের পথ এখন ভার্সাই বাহিনীর জন্যে উন্মুক্ত। রাত নটায় ভার্সাই বাহিনী টাউন হলের কংকালের দখল নিল। টাউন হলটি তখন জ্বলন্ত অঙ্গারবিশেষ।

এখন দেলেসক্লুজ এবং জননিরাপত্তা কমিটির অবশিষ্ট সদস্যরা বুলেভার ভলতেয়ারের মাঝামাঝি ১১নং মহল্লার মেয়রের অফিসকে কমিউনের অস্থায়ী দপ্তরে পরিণত করেছেন। দেলেসক্লুজের সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় কমিটির ভগ্নাবশেষ—কমিউনের ষোলজন নেতা। তখনো লোকজন আসছে যাচ্ছে—নির্দেশ চাইছে। চাইছে কামান, অস্ত্র, গোলাগুলি। যদিও দেবার মতো তাদের কিছুই নেই। দেলেসক্লুজদের ঘিরে রয়েছে এক বিশাল নরনারীর দঙ্গল। সবাই পরিশ্রান্ত—বাচ্চারা একটুকরো রুটি চিবুচ্ছে। ঘুমে ঢলে পড়ছে কেউ কেউ। তাদের দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছে ভলতেয়ারের প্রতিমূর্তি।

মেয়রের অফিসে বসে দেলেসক্লুজ প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে একটি প্রস্তাব রাখলেন : আমার মতে কমিউনের সদস্যরা বুলেভার ভলতেয়ারের উপর ন্যাশনাল গার্ডের সমস্ত ব্যাটেলিয়ান জড়ো করুক। তখন আমরা যে-কোন একটা জায়গা বেছে নিয়ে পালটা আক্রমণ শুরু করব।

তখনো প্যারীর পূর্বাঞ্চল কমিউনার্ডদের দখলে রয়েছে। এটা তাদের নিজস্ব এলাকা—এখানকার প্রতিটি মানুষ কমিউনকে নিজের বলে মনে করে। ভার্সাই বাহিনীর উপর পালটা আক্রমণ হানছে সেরেজিয়ের ১০১নং শক্ ব্যাটেলিয়ান। প্রুশীয় অবরোধের দিন থেকে এই ব্যাটেলিয়ান লড়াইতে অভ্যস্ত। এই ব্যাটেলিয়ান যেন বিপ্লবের জীবন্ত ছবি—যেখানে পারছে সেখানেই ভার্সাই বাহিনীর উপর পালটা আক্রমণ চালাচ্ছে। ব্রুনেল লড়ছেন কমিউনের নওজোয়ান ব্যাটেলিয়ান নিয়ে। ভার্সাই সেনাপতি সিসে আর এগুতে না পেরে শুধু গোলা ছুঁড়ছে। রোবল্যুস্কির নেতৃত্বে

কমিউনের সেরা বাহিনী এখন বুৎ ও কাইতে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। দেলেসক্লুজ তাঁকে ১১নং মহল্লায় হটে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন—রোবল্যুস্কি তা শোনেন নি। রোবল্যুস্কির একটির পর একটি সহায়ক দুর্গগুলির পতন ঘটতে লাগল। দুর্গের সৈন্যরা এসে পাহাড়ের উপর রোবল্যুস্কির বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে। সকাল থেকেই সিসের পঞ্চাশটা কামান গোলাবর্ষণ করছে—সামনের রাস্তা পরিষ্কার করার জন্যে। সারা সকাল ধরে গোলা-বর্ষণ চলল—তবুও রোবল্যুস্কি সিসে-কে পথ ছেড়ে দিলেন না। বিকেল হবার আগেই তিনি বুঝলেন যে শত্রুর সাঁড়াশি অভিযান পেছন থেকে তাঁকে ঘিরে ফেলবে—তখন তিনি ঠিক করলেন যুদ্ধ করতে করতে সেন অতিক্রম করে চলে যাবেন।

একরকম অলৌকিক উপায়েই দেড় মাইল পিছু হটে তিনি পঁদোস্তালিজে গিয়ে পৌঁছলেন এবং সেখান থেকে নদী পার হয়ে ১০১ নং ব্যাটেলিয়ানের অবশিষ্টাংশকে নিয়ে নিরাপদ অঞ্চলে পৌঁছলেন। তিনি ১১নং মহল্লায় পৌঁছে দেলেসক্লুজের সঙ্গে দেখা করলেন। দেলেসক্লুজ তাঁকে কমিউনের অবশিষ্ট বাহিনীর পুরো দায়িত্বভার নিতে বললেন। রোবল্যুস্কি জানতে চাইলেন: আপনাদের কি কয়েক হাজার নির্ভীক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক আছে? সেদিনই দেলেসক্লুজ সমস্ত বাহিনী পরিদর্শন করেছেন। তিনি বললেন, বড়জোর কয়েকশ ঐরকম লোক রয়েছে। এ অবস্থায় রোবল্যুস্কি কমিউনের বাহিনীর দায়িত্ব নিতে রাজী হলেন না। তিনি একজন সাধারণ সৈন্যের মতো লড়াই করার অনুমতি চাইলেন। একটা রাইফেল তুলে নিয়ে রোবল্যুস্কি ব্যারিকেডের দিকে এগিয়ে গেলেন।

বিনা যুদ্ধে ভার্সাই সৈন্যরা এক ইঞ্চি জমিও আর দখল করতে পারছে না। দীর্ঘ সংগ্রামের পর কমিউনার্ডরা কনসের্ভেতোয়া ব্যারিকেড ছেড়ে চলে এল। কিন্তু একটা গুলিভরা মেশিনগান নিয়ে তখনও একজন তরুণী ব্যারিকেডে রয়ে গেছে। যেই ভার্সাই সৈন্যরা নাগালের মধ্যে এসেছে সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি সমস্ত গুলি ভার্সাই বাহিনীর উপর উজাড় করে দিল।

বার্গ দ্যু টেম্পলের ব্যারিকেডের কামান চালাচ্ছে একটি কিশোর। ব্যারিকেডের পতন ঘটার পর সমস্ত কমিউনার্ডদের গুলি করে মারা হল—কিশোরটি তিন মিনিট সময় চেয়ে নিয়ে মার সঙ্গে দেখা করতে গেল। মার কাছে সে তার ঘড়িটি রেখে আসতে চায়। ভার্সাই অফিসারটি ভেবেছিল ছেলেটি

আর আসবে না। কিন্তু ঠিক তিন মিনিট পরে ছেলেটি এসে হাজির। 'এই যে আমি' বলে মৃত সাথীদের পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

এরকম শত শত ছেলে মেয়ে কমিউনকে বাঁচাবার জন্যে নিজেদের আহুতি দিচ্ছে। শাতো দো-তে নাবিকের পোশাক পরিহিতা একটি অষ্টাদশী তরুণী সারাদিন মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করল। সকলকে তাক লাগিয়ে দিল একটি বাচ্চা ছেলে। অবিরাম বুলেট-বৃষ্টির মধ্যে সে তার মৃতসাথীর মাথার টুপিটি কুড়িয়ে আনল। আলসাস অঞ্চলের একজন সওদাগর শাতো দো-তে লড়তে গিয়ে আহত হলেন। তাঁর দেশকে ভার্সাই সরকার জার্মানির কাছে বিকিয়ে দিয়েছে। তাই তিনি কমিউনার্ডদের সঙ্গে।

বাস্তিল এবং সাতু-হুযের রক্ষাব্যূহে প্রতিরোধ জারী রেখেছেন পোতোৎ, লিসবন, ভারল্যাঁ আর ভারমোরেল। পরিবেষ্টিত পোতোৎ বাঘের মতো লড়ছেন সাঁ লাজারে। ভার্সাই বাহিনীর আত্মসমর্পণ করার আহ্বানের জবাবে শুধু একটাই উত্তর ভেসে আসছে—কমিউন দীর্ঘজীবী হোক। সাঁলজারের সতেরো জন গার্ডই নিহত হলেন। পথচারীদের দিকে তাকিয়ে ভার্সাই বাহিনীর এক বিচলিত অফিসার বিড়বিড় করে বলতে লাগল—নিজেদের দোষ—নিজেদেরই দোষে মারা পড়ল—কেন তারা আত্মসমর্পণ করল না!

কমিউনের একের পর এক নেতা গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যাচ্ছেন। বাস্তিলের ব্যারিকেড থেকে এলিজাবেথ ডিমিট্রিয়েফ ফ্রাঙ্কেলকে বয়ে আনলেন। লিসবনের আঘাত মারাত্মক—তাঁর একটা পা কেটে বাদ দিতে হল। কঁকর্দে এতক্ষণ ক্রনেল ভার্সাই বাহিনীকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন—শাতো দো অঞ্চলকেও তিনি তাঁর নওজোয়ান ব্যাটেলিয়ান দিয়ে আগলে রেখেছিলেন। গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনিও এখন অচল। তাঁর তরুণ অনুগামীরা তাঁকে নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নিয়ে গেল।

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর মতো দেলেসক্লুজ এক ব্যারিকেড থেকে আর-এক ব্যারিকেডে ছুটোছুটি করছেন সারাদিন। সবাইকে উৎসাহ দিচ্ছেন—নেতৃত্ব দিচ্ছেন আর ভাল করে লড়ার জন্যে অনুনয় করছেন দেলেসক্লুজ। যখন বহুগুণ বেশি সংখ্যায় বলীয়ান ভার্সাই বাহিনীর চাপ অসহনীয় হয়ে পড়েছে—তখন দেলেসক্লুজ উপলব্ধি করছেন—সংগঠিত এবং সংহত প্রতিরোধ ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে কমিউনের প্রতিরক্ষাবাহিনী নানা ব্যারিকেডে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে।

তিনি তাঁর বোনকে শেষ চিঠি লিখতে বসলেন: বোন আমার, আমি বিজয়ী প্রতিক্রিয়ার জয়লব্ধ খেলনায় পরিণত হতে চাই না। তুমি আমার জন্যে তোমার সমস্ত জীবন বিলিয়ে দিয়েছ—আজ তোমার আগে চলে যাচ্ছি বলে আমায় মার্জনা করো। অনেক পরাজয় দেখার পর, নতুন করে আর

একটা পরাজয় বরণ করার মতো সাহস আমার নেই। আমার সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে দিয়ে তোমায় আমি সহস্রবার আলিঙ্গন করছি। চির বিশ্রাম নেবার আগে তোমার স্মৃতিটুকু আমার শেষ পাথেয়। বিদায়! বিদায়।

সেদিন বিকেল সাতটায় লিসাগ্যারে দেলেসক্লুজকে ১৮৪৮-এর বিপ্লবীদের মতো পোশাক পরতে দেখলেন। সদ্য পালিশ-করা বুটজুতো পায়ে—মাথায় টপ হ্যাট—পরনে কালোপ্যাণ্ট—গায়ে ফ্রক্ কোট আর একটি লাল স্যাশ্ কোমরে বাঁধা। একটা বেতের লাঠির উপর ভর দিয়ে তিনি অতিকষ্টে হাঁটছেন। তাঁকে জনা পঞ্চাশেক লোক নিয়ে বুলেভার ভল্‌তেয়ার ব্যারিকেডের দিকে যেতে দেখা গেল। পথে তিনি মৃত্যুপথযাত্রী আহত ভারমোরেলকে দেখতে গেলেন। ভারমোরেলের হাত চেপে ধরে তিনি বিদায় নিলেন। দুজনেরই চোখে বিদায়ের অশ্রু—মুখের উপর গোধূলির স্বর্ণাভা।

দেলেসক্লুজ এবার একা এগিয়ে গেলেন—লিসাগ্যারে এবং গার্ডদের চোখের সামনে তিনি ধীরে ধীরে ব্যারিকেডের উপর অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ালেন। অস্তগামী সূর্যের শেষ কিরণে তাঁর পাণ্ডুর মুখ তখন উদ্‌ভাসিত। এক মুহূর্ত পার হয়ে গেল, একটি গুলির শব্দ। দেলেসক্লুজ মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। চারজন তক্ষুনি দৌড়ে গেল। তাদের মধ্যে তিনজনই গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেল, বাকী জন তাঁকে তুলে নিয়ে এল—তিনি তখন আর নেই। বৃদ্ধ জ্যাকোবিন গৌরবের তরী বেয়ে ওপারে চলে গেলেন। পরাজয়ের লজ্জা আর তাঁকে সইতে হল না।

কমিউনের এখন কোন নেতা নেই। রাত্রির অন্ধকারে তাঁরা বর্তমান প্লাস দ্য লা রিপাব্লিক ও বাস্তিলের বেশির ভাগ ছেড়ে বেলাভিলের খিঞ্জি মহল্লায় চলে এসেছেন। আবার দামাল ছেলে তার মায়ের কোলে ফিরে এসেছে। কমিউনের জননী বেলভিলের শ্রমজীবী-পল্লীর গলিখুঁজি কমিউনার্ডদের কত পরিচিত—কতদিনের চেনা। বেলভিলের পেছনে তখন জ্বলন্ত প্যারীর রক্তিমাভা বুকে নিয়ে বয়ে চলেছে সেন নদী।

১০

চারদিন ধরে বন্ধু জনসনের বাড়িতে অবরুদ্ধ অবস্থায় এডুইন চাইল্ড তাস খেলে কাটিয়েছে। 'বন্দীদশা' থেকে মুক্তি পেয়েই চাইল্ড দোকান অক্ষত আছে কিনা দেখতে গেল। হায় এ কী অবস্থা! চারদিকে শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস। শাঁতলে থেকে ওভেল দ্য ভিল পর্যন্ত একটা বাড়িরও ছাদ নেই। একটা বাড়ির উঠোন থেকে কমিউনার্ডদের তিন ওয়াগন ভর্তি মৃতদেহ উদ্ধার করা হল।

প্যারীর অন্য প্রান্তে তখন মঁসিয়ে পারী তাঁর স্ত্রী আর শ্যালকের মৃতদেহ তিনদিন ধরে আগলে রয়েছেন। অবশেষে এক ছুতোরকে যোগাড় করে কোনরকমে তিনি একটা কাফন বানালেন। অথচ কফিন-টানা ঘোড়া খুঁজে পেলেন না। অবশেষে ২৫শে মে একটা শববাহী গাড়ি তাঁর দুয়ারে এসে থামল। তাতে ইতিমধ্যে তিনটি মৃতদেহ রাখা হয়েছে। যেহেতু কবরখানা নগরপ্রাচীরের বাইরে এবং ভার্সাই কর্তৃপক্ষ যতদিন না কমিউনার্ডদের শায়েস্তা করার কাজ শেষ করছে, ততদিন কারও শহরের বাইরে যাওয়া চলবে না। অতএব মঁসিয়ে পারী শবানুগমন করতে পারলেন না।

২৬শে মে, শুক্রবার, কমিউনের প্রেস-বিভাগের কর্তা ভেরমেলেনের মা ভোর চারটের সময় ছেলের বাড়িতে এসে হাজির। তিনি সারারাত ধরে বাতিনেল থেকে বেরিয়ে প্যারীর পথে পথে হেঁটেছেন। কিছুক্ষণ আগে রুয়ে দ্য পাসির কাছে কমিউনার্ড সন্দেহে একদল শিশু, নারী আর বয়স্কদের ভার্সাই সৈন্যদের হাতে নিহত হতে দেখেছেন।

এই দিনটা শুধু একঘেয়ে হত্যা আর রক্তপাতে ভরা। এটাকে আর যুদ্ধ বলা চলে না। ভার্সাই সৈন্যরা এখন অবশিষ্ট কমিউনার্ডদের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলেই নরনারী-শিশুবৃদ্ধনির্বিশেষে সবাইকে পাইকারী হারে গুলি করে মারছে।

এইদিন বৃষ্টি নামল। এই বৃষ্টি আগুনের বিস্তার বন্ধ করল। ভার্সাইয়ের অগ্নি নির্বাপকরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। অর্থমন্ত্রকের আগুন নিভে গেল— এক চুলের জন্যে লুভ্‌র মিউজিয়মও রক্ষা পেল। কিন্তু লিসাগ্যারের প্রশ্ন —এই বৃষ্টিতে কি মানুষের ভেতরের আগুন নিভবে? ভার্সাই সৈন্যরা জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুনে আর প্রতিটি কমিউনার্ডের হৃদয় যে জ্বলন্ত অঙ্গার!

ওয়াশবার্ন একজন ভার্সাই অফিসারের কথা শুনে মর্মাহত হলেন। তার উপর নাকি সরকারের আদেশ রয়েছে: যারাই বিদ্রোহের হাতিয়ার তুলে নিয়েছে—তাদের সবাইকে গুলি করে মারতে হবে।

হফম্যান বলছেন—যে-কোন লেফটানেন্ট খুশিমতো যে-কোন বন্দীকে গুলি করে মারছে—জিজ্ঞাসাবাদের ভড়ংটুকুও নেই। হফম্যানের এক বন্ধু বললেন: একদল ভার্সাই সৈন্য একটা বাড়ির দরজায় এসে জিজ্ঞেস করল এ বাড়িতে কোনও কমিউনার্ড লুকিয়ে রয়েছে কি? বাড়িউলি বলল—না। এমন কেউ এখানে নেই। তারা বাড়ি তল্লাশ করে একজনকে খুঁজে পেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করে মারল—এর পর বাড়িউলির পালা।

বেঞ্জামিন উইলসন বলেছেন: বাড়ি বাড়ি ঢুকে ভার্সাই সৈন্যরা কমিউ-নার্ডদের খুঁজে বার করছে—পাইকারী হারে সবাইকে গ্রেপ্তার করছে। তারা বলছে, বাছাই হবে নাকি, বন্দীদের ভার্সাইতে নিয়ে হবে। অবশ্য বাছাই অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে করা হত। রেভারেণ্ড গিবসন বলছেন:

মোঁমাত্রে'র এক জায়গায় পঁচিশজন নারীকে গুলি করে মারা হয়। তারা নাকি ভার্সাই সৈন্যদের উপর গরম জল ঢেলে দিয়েছিল।

২৬শে মে সকালবেলা, ভার্সাই বাহিনীর অফিসারদের প্রাতরাশের টেবিলের সামনে বামপন্থী ডেপুটি মিলিয়েরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। মিলিয়েরের অপরাধ—তিনি জার্মানির সঙ্গে শান্তি-চুক্তির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। ৩১শে অক্টোবরের অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত মিলিয়ের, ক্লেমাশুর বিভিন্ন আপোস-প্রচেষ্টার সহযোগী ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনো কমিউনের সমর্থক ছিলেন না।· ভার্সাইয়ের মেজর গার্সিন জানান—মিলিয়ের-এর বহু লেখা সে পড়েছে এবং তার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া জেগেছে। এই যথেষ্ট।

মিলিয়েরকে পাঁতেয়ঁ-র দিকে মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হল এবং পাঁতেয়ঁ-র সিড়িতে তাঁকে নতজানু হতে বাধ্য করা হল। গার্সিনের ভাষায় যেসব পাপ তিনি করেছেন—তার জন্যে তাঁকে সমাজের কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা হয়। তারপর মিলিয়েরকে গুলি করে মারা হয়। 'জনগণ দীর্ঘজীবী হোক!' মানবতা দীর্ঘজীবী হোক!' ধ্বনি দিয়ে মিলিয়ের মৃত্যুবরণ করলেন।

ডাঃ ফানো কমিউন-সমর্থক না হয়েও সাঁ্যা সুলপিস্ হাসপাতালে আহত গার্ডদের সেবা করছিলেন। ভার্সাই সৈন্যদের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে তারা যখন ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলছিল, তখন একজন আহত ব্যক্তি সৈন্যদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। তাই তারা বাধ্য হয়ে—ডাক্তার এবং রুগী সকলকেই গুলি করে মারে।

হাসপাতালে আহত কমিউনার্ডদের গুলি করে মারার বর্ণনা ডাঃ পাওয়েলের বিবৃতি থেকেও পাওয়া যায়। তিনি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে বলছেন: কত কষ্টে যে একজন আহতকে বাঁচাতে পেরেছি। আমারই চোখের সামনে বোজঁ হাসপাতালে ভার্সাই সৈন্যরা গুলি করে সব আহত কমিউনার্ডকে মেরে ফেলল।

হাজারে হাজারে বন্দী কমিউনার্ডদের ভার্সাই অভিমুখে জেনারেল গালিফের পাহারায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এটা প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় পরিণত। ২৬শে মে এরকম একটা অভিজ্ঞতার কথা গঁকুর তাঁর জর্নালে লিপিবদ্ধ করেন:

পাসি রেল স্টেশনের কাছে সৈন্য-পরিবৃত বন্দীদের দেখলাম—নারী পুরুষ উভয়ই রয়েছে তাদের মধ্যে। তাদের সংখ্যা গোনার পর একজন অফিসার কর্নেলকে জানাল—ষাটজন নারীসহ বন্দীর সংখ্যা চারশত সাত জন। সমাজের সব স্তর থেকে তারা উঠে এসেছে—মজুর, সোস্যালিস্টদের মতো টুপি-মাথায় বুর্জোয়া, রক্ষী-বাহিনীর সদস্য—যারা উর্দি বদলানোর সময়

পারেনি এবং কয়েকজন পদাতিক বাহিনীর সৈনিক—বিবর্ণ সাদা মুখ—নির্বোধ ভয়ংকর নির্বিকার এবং নীরব।

মেয়েদের মধ্যে সব রকমের—সব পেশার মেয়েরা রয়েছে। গৃহবধূ, চাকুরিজীবী আর গণিকা। একজনের পরনে ন্যাশনাল গার্ডদের উর্দি এবং সদ্যপ্রাপ্ত আঘাতের চিহ্ন আর একজনের মাথায়।

মেয়ে-বন্দীদের একজনকে দেখে গঁকুর মুগ্ধ এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মন হয়ে উঠল করুণ। মেয়েটি সকলের চেয়ে সুন্দরী—তার দুই গালে চোখের জলের দাগ। তার চোখ মুখ ভার্সাই সৈন্যদের প্রতি ক্রোধ আর উপেক্ষায় থমথমে।

প্লাস দ্য লা কঁকর্দ থেকে সাঁজেলিজের মোড় পর্যন্ত বন্দী বৃদ্ধ শিশু-নারী ও বালিকাদের এক দীর্ঘ মিছিল চলেছে ভার্সাইয়ের দিকে। ডাঃ পাওয়েল এই মিছিল দেখে বললেন: জানি না এদের কজন জীবিত অবস্থায় ভার্সাই পৌঁছবে। সঙ্গে কোন অ্যাম্বুলেন্সও নেই। একদল অশ্বারোহী সৈন্য এদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

পর্ত দ্য লা মুয়েৎ এ গ্যালিফের হেডকোয়ার্টার। এখানে বন্দীদের মধ্য থেকে বাছাই করা হচ্ছে। গালিফে বন্দীদের উদ্দেশে বলে উঠল: আমি গ্যালিফে। মোঁমাত্রের তোমরা আমাকে নিষ্ঠুর বলে জান—কিন্তু তোমরা জান না আমার নিষ্ঠুরতার শেষ কোথায়। যাদের বাছাই করা হয়—তারা জানে একটা উদ্দেশ্যেই তাদের অন্যদের থেকে আলাদা করা হয়েছে। একজন বাছাই-হওয়া মেয়ে ছুটে এসে গ্যালিফের সামনে হাঁটু গেড়ে জানাল যে সে নির্দোষ। তার জবাবে গ্যালিফের অবিস্মরণীয় উক্তি: মাদাম, প্যারীর সব কটি থিয়েটারই আমার দেখা; আপনার অভিনয় আমার মনে বিন্দুমাত্রও রেখাপাত করবে না।

বধযোগ্য বন্দীদের নির্বাচনপদ্ধতি গ্যালিফের অত্যন্ত সরল। পাকাচুল দেখলেই তার নিস্তার নেই—সে নিশ্চয় ১৮৪৮ সাল থেকে ব্যারিকেডের লড়াইতে অভ্যস্ত। যারা পকেটঘড়ি সুদ্ধ ধরা পড়েছে—তারা নিশ্চয়ই কমিউনের নেতৃস্থানীয় কেউ। এভাবে গ্যালিফের সদর দপ্তরে কতজনকে বাছাই করা হয়েছে—তার সংখ্যা কখনো সঠিক জানা যাবে না। তা ছাড়া, সৈন্যবাহিনীর পুরনো লোক বলে শনাক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারা হত। ভার্সাইয়ে পাঠানোর আগেই অনেকের তাৎক্ষণিক বিচার এভাবে শেষ হয়ে যেত। কোন দুর্বলদেহী মানুষ ভার্সাই পর্যন্ত আদৌ হেঁটে যেতে পেরেছে কিনা—এ বিষয়ে ডাঃ পাওয়েলের মনে গুরুতর সন্দেহ।

ভার্সাইয়ের পথে বহু পৈশাচিক দৃশ্যের একটা নমুনা আলফাঁস দোদের চোখে পড়ল: দক্ষিণাঞ্চলের একটা মোটাসোটা লোক হাঁপাতে হাঁপাতে বন্দীদের সঙ্গে চলেছে। সে আদৌ চলতে পারছে না। তখন দুজন অশ্বারোহী সৈন্য এসে তার দুহাত দুটি আঁকশি দিয়ে এবং কোমরে দড়ি দিয়ে

ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। এক রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড গড়াতে গড়াতে ভার্সাইয়ের দিকে চলল। বন্দীরা সব একসঙ্গে বলে উঠল—ওকে গুলি করো। ওকে এভাবে নিয়ে যেও না। ওকে শেষ করে দাও।

তখন একজন অশ্বারোহীর দয়া হল—তাকে সে গুলি করে মেরে ফেলল।

কর্নেল স্ট্যানলিও কম দেখেন নি। তিনি ২৮শে মে বিকেলে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে দেশের দিকে পাড়ি দিলেন। শেষ চিঠিতে তিনি বাড়ির লোককে লিখছেন : এরা প্রায় পাঁচ হাজার লোককে গুলি করে মেরেছে। মনে হয়, এবার এরা থামবে।

তাঁর ধারণা ভুল। আরো বহু লোককে হত্যা করা হবে—এই তো সবে শুরু।

১১

২৮শে মে-র ভোরবেলা। চারদিক কুয়াশায় ঢাকা। শুরু হল ঝিরঝিরে বৃষ্টি। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আরো জোরে নামল। নালানর্দমায় ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা মৃতদেহের উপর থেকে মাছির ঝাঁক উড়ে পালাল। তৃষ্ণায় কাঠ মানুষ আকণ্ঠ জল পান করে আবার যুদ্ধে মাতল। বাস্তিলের ব্যারিকেড ঘিরে যুদ্ধ চলছে—মরীয়া হয়ে লড়ছে কমিউনার্ডরা। ১৮৭১ সালে প্যারীর শ্রমিক লড়ছে সে জায়গায় যেখানে তার বাবা-কাকারা ব্যারিকেড খাড়া করে লড়েছিল ১৮৪৮ সালে।

উত্তরের উর্কখালের কাছাকাছি লা ভিলেৎ অঞ্চলের শ্রমিকপল্লী থেকে শুরু, আর পূবে বুলেভার ভলতেয়ার বরাবর পর্তদ্য ভাঁসাঁতে শেষ—এই অর্ধবৃত্তাকার এলাকাটি ২০নং মহল্লা—কমিউনের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি। বেলভিল আর মেনিলমঁত এই এলাকার অংশ যেখানকার প্রতিটি মানুষ কমিউনার্ড। তারা সবাই কমিউনের শেষ লড়াই লড়তে রাস্তায় নেমেছে—শিশু নারী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাই আজ ব্যারিকেডের পাশে।

এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর নারী ব্যাটেলিয়ান প্লাস ব্লঁশে থেকে হটে গিয়ে প্লাস পিগেলির ব্যারিকেডে এসে আবার রুখে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু শত্রুর সংখ্যা যে তাদের তুলনায় অনেকগুণ বেশি। বীরবিক্রমে লড়াই করার পর পরিবেষ্টিত অবস্থায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল তারা। তাদের দলনায়ক কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য লেবেক্‌কে তৎক্ষণাৎ গুলি করে মারা হয়। তাহলে ইট-বওয়া মজুররাও আজকাল সেনাপতি! লেবেকের উদ্দেশে একজন ভার্সাই অফিসারের মন্তব্য। বাড়ির ইট-গাঁথা ছিল লেবেকের পেশা। প্রত্যক্ষদর্শী

একজন ব্রিটিশ মেডিকেল ছাত্র নারী-কমিউনার্ডদের বীরত্বে মুগ্ধ। দুজন ভার্সাই সৈন্যকে মেরেছে—এমন একজন নারীকে বন্দী করা হয়। সে জানাল: তার দুটো ছেলে মারা গেছে ইসিতে—তার স্বামী কিছুক্ষণ আগে তারই পাশে দাঁড়িয়ে মারা গেছে। এখনো তার প্রতিশোধ নেওয়া বাকি। অবশ্যই তাকে আর ভার্সাই সৈন্যরা জীবিত রাখে নি।

২৭শে মে, শনিবার। প্রচণ্ড বারিবর্ষণের মধ্যে জড়ো হল এক হাজার কমিউনার্ড ২০ নং মহল্লায়। শেষ প্রতিরোধ গড়ার জন্যে তারা খালধার বরাবর রুয়ে দ্য ক্রিমি, রুয়ে দ্য লালইর ধরে অজস্র ব্যারিকেড বানাল। মহল্লার মেয়রের অফিস তাদের প্রধান সরবরাহ-কেন্দ্র, এবং রুয়ে আজো রাস্তার উপর সিতে ভাঁসেন বাগানবাড়িটি তাদের সদর দপ্তর। সেখানে বসে দেলেসক্লুজের মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত রেনভিয়ে কমিউনের ৩৯৫ নম্বর অর্থাৎ শেষ ইশতাহার প্রচার করলেন: ২০ নং মহল্লার অধিবাসীরা, হাতিয়ার ধরো। তোমরা জান, আমরা যদি আত্মসমর্পণ করি, তাহলে আমাদের ভাগ্যে কী রয়েছে। হাতিয়ার ধরো। বিশেষ করে রাত্রিতে সবাই সজাগ থেকো। এগিয়ে চলো। প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক। কমিউন দীর্ঘজীবী হোক।

বুৎ সোমেঁর কমিউনের শেষ শক্তিশালী ঘাঁটি ম্যাকমোহনের সাঁড়াশি আক্রমণে বিপন্ন। উত্তর দিক থেকে লাদ্মিরো জ্বলন্ত ডক এলাকা এবং লা ভিলেৎ-এর গোরুর হাট পেরিয়ে এগিয়ে আসছেন। নগরের রক্ষাপ্রাচীর এবং বুৎ সোমেঁর মাঝখান দিয়ে কমিউনকে পিছন থেকে তিনি আক্রমণ করলেন। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হবার পর তাঁর অগ্রগতি গেল থেমে। কমিউনের ঘাঁটির উপর এবার সামনে থেকে চড়াও হলেন ক্লিশঁ। বেয়নেট চার্জ করে ভার্সাই সৈন্যরা কমিউনার্ডদের হটানোর চেষ্টা করল। ঢালু পথ বেয়ে ওপরে ওঠার সময় অনেক ভার্সাই সৈন্য মারা গেল। যতক্ষণ গোলা-গুলি ছিল কমিউনার্ডরা ততক্ষণ লড়েছে—রাত দশটা পর্যন্ত ভার্সাই সৈন্যরা আর এক পা-ও এগুতে পারেনি।

রণাঙ্গনের মধ্যবর্তী ফ্রন্টে ভোর হবার আগেই ভিনয়ের বাহিনী কমিউনের ঘাঁটির উপর বিরামহীন গোলাবর্ষণ করার পর এগুতে লাগল। ভোর চারটে নাগাদ কমিউনার্ডদের দ্বিতীয় শক্ত ঘাঁটি পের লাশেজের কবরখানার গেটে ভিনয়ের বাহিনী পৌঁছে গেল। সমস্ত প্যারীতে এই একমাত্র নিষ্কলঙ্ক জায়গা—যেখানে যুদ্ধ এখনো ক্ষত সৃষ্টি করে নি। প্যারীর নয়নাভিরাম স্থানগুলির অন্যতম এই কবরখানা—যার পায়ের নীচে গোটা প্যারী ধোঁয়ায় কালো হয়ে রয়েছে। কবরখানার ভিতরে রয়েছে কয়েকটি কামান সহ কয়েকশ কমিউনার্ড।

কমিউনার্ডরা কবরখানার নিরেট উঁচু দেয়ালের আড়ালে নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিল। এমনকি তারা কামানগুলোর মুখও প্রাচীরের

ছিদ্রপথে বাইরের দিকে বার করে রাখতে ভুলে গেছে। ভিনয়ের বাহিনী কবরখানার প্রাচীরের পাশ দিয়ে এসে কমিউনার্ডদের ঘিরে ফেলল। ভোর ছটায় ভার্সাই বাহিনী খুব কাছ থেকে সরাসরি কামান দেগে মেন গেটের ব্যারিকেড উড়িয়ে দিল। গোলাবারুদ নিঃশেষিত হওয়াতে কমিউনের গোলন্দাজরা ব্যারিকেডকে বাঁচাতে পারেনি। তারপর জোয়ারের জলের মতো কবরখানায় ঢুকে পড়ল ভিনয়ের বাহিনী। শুরু হল নারকীয় তাণ্ডব, কবরখানার নীরবতা খানখান হয়ে গেল গোলাগুলির শব্দে—মুহুর্মুহু বিস্ফোরণের সঙ্গে আহতদের আর্তনাদ আর মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ নিশ্বাস এক-সঙ্গে মিশে গেল। শত্রু-মিত্র উভয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে একই কবরে গড়িয়ে পড়তে লাগল এবং মৃত্যুর পর একই কবরে সমাহিত হল। বুর্জোয়াদের পারিবারিক স্তম্ভ—বিখ্যাত লেখক, গায়ক ও চিত্রকরদের স্মৃতিস্তম্ভের মার্বেল পাথর গোলা-গুলির আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ। নিষ্কলঙ্ক সাদা মর্মরের গা বেয়ে বইছে রক্তের স্রোত। সমস্ত জায়গাটা কসাইখানায় পরিণত। লুই নেপোলিয়নের জারজ ভ্রাতা ডিউক অব মর্নির সদ্যোনির্মিত সমাধিসৌধের চাতাল থেকে কমিউনের কামান শেষবারের মতো গর্জন করে চিরদিনের জন্যে থেমে গেল। শুরু হল নিষ্করুণ হাতাহাতি লড়াই। সমস্ত কবরখানার আনাচে-কানাচে চলল কমিউনার্ডদের মরীয়া লড়াই। অবশেষে পের লাশেজের শেষ কমিউনার্ডকে তারা বালজাকের সমাধিবেদীর সামনে হত্যা করল।

কমিউনের শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। সে সময় লণ্ডনের 'ডেলি মেল' কাগজের প্যারীর প্রতিনিধি বার্তা পাঠাচ্ছেন: এখনো মাঝে মাঝে দূর থেকে বিক্ষিপ্ত গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে; পের লাশেজের কবর-স্তম্ভের আনাচে-কানাচে বিনা চিকিৎসায় আহত হতভাগ্যেরা মারা যাচ্ছে; ভূগর্ভের গোলকধাঁধায় ছ হাজার ভীতসন্ত্রস্ত, নিরাশায় নিমজ্জিত বিদ্রোহী ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাগ্যহীনদের রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দলে দলে মেশিনগানের সামনে গুলিবিদ্ধ হবার জন্যে—তখন দেখতে বীভৎস লাগে কাফেভর্তি মদ,- বিলিয়ার্ড বা ডোমিনো-ভক্তদের ভিড়; বীভৎস লাগে বুলেভারে স্বৈরিণী নারীদের চলাফেরা; ফ্যাশানদুরস্ত রেস্তোরাঁতে বিশেষ ঘরগুলি থেকে রজনীর শান্তিভঙ্গকারী প্রমোদোৎসবের হট্টগোল।

আলফাঁস দোদে তখন প্যারীর পনেরো মাইল দূর সাঁপ্রোসে। সেখানে বসে তিনি কমিউনের মৃত্যুকালীন আর্তনাদ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছেন। প্যারী থেকে হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে আসছে কামানের গুড়গুড় শব্দ—মেশিনগানের একঘেয়ে খটাখট শব্দ। তখন নাইটিঙ্গেলের গান আর ঝিঁঝিঁর কোরাসে ভরা মে মাসের বসন্তরাত্রির সব জাদু সঙ্গে সঙ্গে উড়ে যায়। দোদে একবার কর্সিকার কাছে ডুবোপাহাড়ের ধাক্কায় এক ইতালীয় জাহাজকে ডুবে যেতে দেখেছিলেন। জাহাজটি ডুবে যাবার আগে রকেট ছুঁড়ে সাহায্য

প্রার্থনা করেছিল। আজ আবার সেই ঘটনার কথা তাঁর মনে এল। দোদে লিখছেন: শুনছ না তোমরা—শেষ রকেটটি ছুঁড়ে কমিউন যে ডুবে যাচ্ছে! শুনছ না তোমরা তার রকেটের শব্দ—তোমরা কি কেউ যাবে না তাকে উদ্ধার করতে?

মার্কস পরিবারের উপর নেমে এসেছে শোকের কালো ছায়া। বেদনায় অধীর কাল মার্কস—কমিউন যে রক্তের নদীতে ডুবে যাচ্ছে। মার্কস-কন্যা জেনি লিখছেন: ঐ জংলী ভাঁড় তিয়েরের হুকুমে সবচেয়ে সেরা আর সাহসী বীরদের ওরা এভাবে খুন করছে। অসহায়ের মতো আমাদের বসে দেখতে হচ্ছে এই দৃশ্য। বাবা আর সহ্য করতে পারছেন না—তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

১২

হুইট সানডে। ২৮শে মে সকালে তিয়েরের রক্তপিপাসু নেকড়ের পাল আবার শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক সপ্তাহ ধরে কমিউন চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে লড়েছে—আজ তার শক্তি নিঃশেষিত। অন্তিম মুহূর্ত আগতপ্রায়।

রুয়ে আজোতে দু হাজার কমিউনার্ড আত্মসমর্পণ করেছে। দলে দলে আহত কমিউনার্ডদের ২০ নং মহল্লায় আনা হচ্ছে—ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই, নার্স নেই, বিছানা নেই, কম্বল নেই। আহত পানীয়বাহিকার চোখে জল। পরমুহূর্তে আহত সিংহীর মতো সে গর্জন করে উঠল—কিছুতেই আত্মসমর্পণ নয়—কিছুতেই নয়। কমিউনের শেষ জীবিত নেতারা—ভারল্যাঁ, ফেরি, গাঁবু, ত্রাঁকেৎ ও রেনভিয়ে পঞ্চাশজন কমিউনার্ডকে সঙ্গে নিয়ে অবশিষ্ট ব্যারিকেডটির দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল এক দৈত্যাকৃতি গ্যারিবল্ডি-শিষ্য—হাতে তার এক বিশাল লালপতাকা। তখন বেলা দশটা। তাঁদের আড়াল করে রুয়ে রাঁপঁনোর ব্যারিকেড থেকে লিসাগ্যারে ঠাণ্ডা মাথায় নির্ভুল নিশানায় আক্রমণকারীদের উদ্দেশ্যে গুলি চালাতে লাগলেন। শেষ গুলিটি খরচ হবার পর ধীর পায়ে ব্যারিকেড ছেড়ে উধাও হয়ে গেলেন—কমিউনের অমর চারণ।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়েছেন ভারল্যাঁ। অবশেষে তিনি রুয়ে লাফায়েৎ-এর কাছে ভার্সাই সৈন্যদের হাতে বন্দী হলেন। তাঁর হাত দুটি পিছমোড়া করে বেঁধে মোঁমাত্র্ পর্যন্ত তাঁকে মার্চ করিয়ে রুয়ে-দ্য-রোজিয়ের 'প্রায়শ্চিত্ত-কেন্দ্রে' নিয়ে যাওয়া হল। সারা রাস্তায় তাঁকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে তারা

অনবরত মেরেছে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোর পর তাঁকে আর চেনা যাচ্ছে না—মুখ বীভৎসভাবে ফুলে গেছে—একটা চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে—তাঁর আর দাঁড়িয়ে থাকারও শক্তি নেই। তাঁকে বাগানে বয়ে নিয়ে যাওয়া হল এবং একটা চেয়ারে বসিয়ে গুলি করে মারা হল।

লুইজ মিশেলও ধরা পড়লেন। কমিউনের পতনের সময় লুইজ মিশেল এক বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর মায়ের খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারলেন যে তাঁর মাকে ভার্সাই সৈন্যরা লুইজ মিশেলের প্রতিভূ হিসেবে ধরে নিয়ে গেছে এবং তাঁর জীবন বিপন্ন। লুইজ মিশেল ধরা দিলেন এবং তাঁকে বন্দী করে ভার্সাই নিয়ে যাওয়া হল।

সেদিন বিকেলে এডুইন চাইল্ড ম্যাকমোহনের প্যারীবাসীদের উদ্দেশে প্রচারিত একখানি ইশতাহার পড়লেন: ফরাসী সৈন্যবাহিনী আপনাদের উদ্ধার করতে এসেছে। প্যারী এখন মুক্ত। আজ বিকেল চারটের সময় আমাদের সৈন্যরা বিদ্রোহীদের শেষ ঘাঁটি দখল করে নিয়েছে। আজ যুদ্ধ শেষ হল। এবারথেকে শৃঙ্খলা আর নিরাপত্তার স্বাভাবিক পরিবেশে আবার কাজকর্ম শুরু হবে।

অবশ্য তখনো শহরের বাইরে ভ্যাঁসেন দুর্গ থেকে কমিউনের একদল অফিসার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তারা পরের দিন (২৯শে মে) আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণকারী চব্বিশজন অফিসারের মধ্যে নজনকে গুলি করে মারা হয়।

১৩

শেষ কমিউনার্ড'টি আত্মসমর্পণ করার পর শুরু হল তিয়ের-ঘোষিত প্রায়শ্চিত্তের পালা। নিহত আর্চবিশপের মৃতদেহ পের লাশেজের কবরখানায় ভার্সাই সৈন্যরা খুঁজে পেল। এবং সেই হুইট সানডের সকালে তারা একশ সাতচল্লিশ জন বন্দী কমিউনার্ড'কে কবরখানার পুবদিকের দেয়ালে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারল। সাড়ম্বরে এবং নিখুঁতভাবে উদ্‌যাপিত হল প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানটি। অস্ত্রসমর্পণের জন্যে সকলকে আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দেওয়া হল। তারপর যদি কারো কাছে অস্ত্র পাওয়া যায়—তার মৃত্যু অবধারিত। বুর্জোয়া সমাজপতিবৃন্দ শিবারবে ঘোষণা করল: কোন দয়ামায়া দেখানো চলবে না।

বুর্জোয়াদের মুখপত্র 'লা ফিগারো' সময়োচিত হুঁশিয়ারি জানাল: প্যারীর আত্মা দুষিত হয়ে গেছে। এখন তার পবিত্রকরণের সময় এসেছে। এখন করুণার অপর নাম মূঢ়তা।

বুর্জোয়া মহলে প্রতিহিংসার কথা বার বার উচ্চারিত হতে থাকে। অবিলম্বে শুরু হল কমিউনার্ড সন্দেহে ধরপাকড়। জুনের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিনলক্ষ লোকের নাম কমিউনার্ড বলে চিহ্নিত করা হল। কমিউনার্ডদের শনাক্ত করা অত্যন্ত সহজ। যাদের ডান কাঁধে কালো দাগ—ধরে নিতে হবে যে তারা রাইফেল কাঁধে নিয়েছে। আর যাদের পায়ে সৈন্যদের বুট—তারা তো সংশয়াতীতভাবে কমিউনার্ড। যাদের হাতের চেটো কালো হয়ে গেছে—তারা নিশ্চয় ঘরে আগুন দিয়েছিল। একজন বিখ্যাত লেখক অ্যালিস্টার হর্নিকে একটা ঘটনার কথা বলেন। রুয়ে সঁত অনরেতে লেখকের ঠাকুরমা, বাড়ির চিমনির কালিঝুলি মুক্ত করার জন্যে একজন চিমনি-পরিষ্কারককে কাজে লাগিয়েছিলেন। তখনো পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়নি। চিমনি পরিষ্কার করে মজুরটি যেই বাড়ির বার হল—ভদ্রমহিলার ভীতিবিহ্বল দৃষ্টির সামনে ভার্সাই সৈন্যরা মজুরটির হাত পরীক্ষা করল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিকটবর্তী দেওয়ালে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারল। সারা জীবন এই দৃশ্য দুঃস্বপ্নের মতো মহিলাটিকে তাড়া করে ফিরেছে।

এভাবে কত লোককে যে গুলি করে মারা হয়েছে—তার ইয়ত্তা নেই। উন্মত্ত প্রতিহিংসা নিয়ে ভার্সাই সৈন্যেরা হন্যে হয়ে কমিউনের জীবিত নেতাদের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ একজনকে তারা কমিউনের নেতা বিলিওয়ারি বলে সন্দেহ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে তার মাথা চৌচির করে দিল। পরে দেখা গেল, হতভাগ্যটির নাম কন্‌স্ট্যাণ্ট—একজন মোজা-ব্যবসায়ী। প্রকৃত বিলিওয়ারি আরো পরে ধরা পড়েন। এইভাবে 'লা ফিগারো' কাগজে নানা সময়ে ক্লুস্যার, ভালে, ফ্যেরে, লঁগে, গাঁবু, লেফ্রাঁসে ও কুর্বের নাম ধৃত ও মৃতের তালিকায় ছাপা হয়েছে। এমনকি মার্কসের কাছেও প্লাস ভাঁদোমে ক্রনেলের সঙ্গিনী সহ ধৃত এবং নিহত হবার সংবাদ পৌঁছে যায়—যদিও ক্রনেল শেষ জীবন ইংলণ্ডের প্রবাসেই অতিবাহিত করেন।

হত্যা শুধু নয়—বর্বরভাবে হত্যার দৃশ্য দেখে রেভারেণ্ড গিবসন স্তম্ভিত। তিনি একদিন দেখতে পান যে একজন বুড়ো লোককে ভার্সাই সৈন্যরা সঙ্গীন দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারল এবং তারপর সঙ্গীনে বিদ্ধ মৃতদেহটি সমবেত সকলের দর্শনের জন্যে সৈন্যরা মাথার উপর তুলে ধরল।

দু-একটি হত্যা নয়। গণহত্যা। শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে মানুষ খুন করে বুর্জোয়া সমাজপতিরা প্যারীর আত্মাকে নিষ্কলঙ্ক করার মহান ব্রত উদ্‌যাপন করে। গণহত্যার জন্যে বেছে নেওয়া হয়—মোপারনাসের কবরখানা এবং রোববারের বিকেলে যেসব পার্কে প্যারীবাসী সচরাচর বেড়াতে ভালবাসে, যেমন পার্ক মঁসো ও লাঁক্সাবুর্গের সুন্দর উদ্যান। সৈন্যদের ব্যারাক এবং এমনকি রেলস্টেশনও এ কাজে ব্যবহৃত হয়।

২৮শে মে গঁকুর লোবাউ ব্যারাকের কাছে বেড়াচ্ছেন। এমন সময় ছাব্বিশজন বন্দীকে ব্যারাকের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যারাকের ফটক বন্ধ হয়ে গেল। কী ঘটতে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে গঁকুরের কোন ধারণা ছিল না। এক পথচারী বুর্জোয়া বলে উঠল—আর দেরি নেই, এক্ষুনি বন্দুকের শব্দ শুনতে পাবেন।

—বন্দুকের শব্দ! কেন?—গঁকুরের জিজ্ঞাসা।

—এরা এক্ষুনি বন্দীদের গুলি করে মারবে।

পথচারীর কথা শেষ হওয়ার আগেই দেয়ালের ওপর থেকে ভেসে এল মেশিনগানের অবিশ্রান্ত গুলি ছোঁড়ার শব্দ। কয়েক মিনিট পরেই গেট খুলে গেল এবং দুটি ঢাকা ওয়াগন ব্যারাকে প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে একজন যাজক ছাতা হাতে টলতে টলতে বেরিয়ে এল।

লাঁক্সাবুর্গ উদ্যানে কমিউনার্ডদের ছজনের এক-একটি দলকে গুলি করে মারা হত। কয়েকদিন ধরে সেই গুলির শব্দ প্যারীর চারদিকে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মাত্র দুদিনে দু হাজার তিনশ কমিউনার্ডকে গুলি করে মারা হয়। তিয়ের জেলা শাসকদের এক তারবার্তায় জানালেন—মৃতদেহে মাটি চাপা পড়েছে, এই ভয়াবহ দৃশ্য একটা শিক্ষা হয়ে থাকবে। 'লা পতিং' কাগজে একটা খবর বেরুল: তুইয়েরির কাছে সেনের স্রোতের সঙ্গে এক দীর্ঘ রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে।

৩১ মে এমিল জোলা লিখছেন: আমি এইমাত্র প্যারী পরিক্রমা শেষ করলাম। কী ভয়ংকর দৃশ্য। আমি শুধু ব্রিজের নীচে স্তূপীকৃত মৃতদেহের কথা বলছি। এই দৃশ্য কখনো ভুলব না। এভাবে রক্তাক্ত নরমাংসের স্তূপ ইতস্তত জড়ো করে রাখা হয়েছে।

পচা মাংসের গন্ধে প্যারীর বাতাস ভারী। আকাশে উড়ছে মাংসভুক্ পাখির ঝাঁক। বীজাণুবাহী মাছিতে গোটা প্যারী শহর ছেয়ে গেছে। মহামারীর আশঙ্কায় সবাই কম্পমান।

সারারাত ধরে সংকারের গাড়ি রাস্তায় রাস্তায় টহল দিচ্ছে। প্যারীর বাইরের দুর্গগুলিতে এবং বুৎ সোমেঁ বিরাট বিরাট চিতা জ্বলছে। নিহত লোকদের অনেককে ব্যারিকেডের তলায় পুঁতে ফেলা হল। নতুন রাস্তাগুলির নীচে মানুষের মৃতদেহ সমাহিত—এই সংবাদ শুনে রেভারেণ্ড গিবসন স্তম্ভিত। অনেক ক্ষেত্রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগেই তাদের সমাহিত করা হয়েছে—এই কথাও কারো অজানা নয়।

ভার্সাইয়ে যারা শেষ পর্যন্ত পৌঁছল—সেখানে তাদের জন্যে এক নতুন ধরনের বিভীষিকা অপেক্ষমান। সকলকে গাদা করে রাখা হল ঘোড়ার আস্তাবলে বা সামরিক শিবিরে। সেখানে না আছে জল—না আছে খাদ্য—না কোন চিকিৎসার বন্দোবস্ত। ভিড়ের চাপে অনেকে মরে গেল। সামরিক

শিবির কাঁ সাতোরিতে নারী আর শিশুদের রাখা হয়েছে এবং তারা অচিরেই ভার্সাইয়ের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের দর্শনীয় হয়ে দাঁড়াল। খোলা জায়গায় মাটির উপর আবর্জনা আর পুরীষের মধ্যে নারী আর শিশুদের রাত্রিবাস করতে হত। যখন মহামারীর আশঙ্কা দেখা দিল, তখনই কেবল বন্দীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে ফ্রান্সের বিভিন্ন দুর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এখন তাদের বিচার হবে।

এই নির্মম প্রতিহিংসালীলার যেন শেষ নেই। ফ্রান্সের বাইরে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হল। লণ্ডন শহরে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদসভায় জন স্টুয়ার্ট মিল বক্তৃতা করলেন।

'দি টাইম্‌স্' ২৯শে মে লিখল: এই ভীষণ অপরাধীদের সম্পর্কে এত দয়া কখনো দেখানো হয়নি বলে তিয়ের যখন দাবি করেন—তখন কি তিনি পুরোপুরি সত্যি কথা বলছেন? গত দুদিন ধরে যুদ্ধের নামে ভার্সাই সৈন্যরা যেভাবে বন্দী নারী আর শিশুদের অমানুষিকভাবে সঙ্গীনবিদ্ধ করে হত্যা করে চলেছে, স্মরণকালের মধ্যে ইতিহাসে এর নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না।

৩১শে মে, এই পত্রিকা আবার লিখল: ফরাসীরা নিজেদের ইতিহাস এবং বিশ্ব-ইতিহাসকে কলঙ্কিত করছে।

দি টাইম্‌স্ ১লা জুন লিখল: প্যারীতে যা চলছে, তা ভাবলে যে কোন মানুষ শিউরে উঠবেন। প্যারীতে আগুন দেওয়া, প্রতিভূদের হত্যা করা প্রভৃতি কমিউনের কার্যাবলী নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। কিন্তু প্রতিহিংসার নামে কমিউনার্ডদের প্রতি যে অমানুষিক আচরণ করা হচ্ছে—তা দেখে কমিউনার্ড-দের অন্যায় কাজের কথা আর আমাদের মনে পড়ে না। যেভাবে ভার্সাইয়ের সৈন্যরা জয়োল্লাসে পাইকারী হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে, তা দেখে, তিয়েরের যাবতীয় ঘোষণা এই মুহূর্তে নিতান্তই অশ্লীল মনে হচ্ছে।

এত অমানুষিক বর্বরতা বুর্জোয়া সমাজের পক্ষেও অসহনীয় হয়ে দাঁড়াল। ২রা জুন সরকারী মুখপত্র ভার্সাই সেনাদের প্রতি আবেদন জানাল: আর হত্যা নয়। এমনকি হত্যাকাণ্ড আর গৃহদাহের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদেরও মেরো না।

প্রায়শ্চিত্তের জন্যে কত প্রাণ বলি হল? কেউ জানে না তার সঠিক হিসেব। সরকারী সূত্রে জানা যায় যে, প্যারীর পৌরসভা সতেরো হাজার ব্যক্তিকে সমাহিত করার খরচ বহন করেছে। ফরাসী ঐতিহাসিকগণের হিসেবে সংখ্যাটি হবে কুড়ি হাজার আর পঁচিশ হাজারের মাঝামাঝি।

অ্যালিস্টার হর্নি বলছেন: ভেবে স্তম্ভিত হয়ে যাই যে এই নারকীয় কাণ্ডটি সভ্যতার আলোয় বর্জিত আফ্রিকার কোন একটা অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় নি—এটা ঘটেছে এমন একটা শহরে যাকে সভ্যতার রানী বলে কিছুদিন আগেও মনে করা হত।

১৪

তিয়েরের প্যারী ধীরে ধীরে আবার নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরে পাচ্ছে। গঁকুর দেখছেন আবার আমুদে লোকের হুল্লোড় রাস্তায় রাস্তায়, সঙ্গে তাদের লাস্যময়ী সহচরী। কাফেতে কাফেতে আবার জমাটি আড্ডা। থিয়েটারও চলছে পুরোদমে—আসন একটাও খালি থাকছে না। হাস্যে লাস্যে মুখর, গঁকুরের পরিচিত শহর আবার জেগে উঠেছে।

কিন্তু বেলভিলে বিরাজ করছে শ্মশানের স্তব্ধতা। প্রায় নির্জন পথ ধরে এখানে মানুষের নিঃশব্দ চলাফেরা। চোখে পড়ে শুধু শূন্য ঘরের দাওয়ায় বসে থাকা এক-একটি আনমনা নারীর মুখ। হয়তো ভাবছে সে পুরুষটির কথা—ঘর খালি করে যে চলে গিয়েছে এবং যে আর কোনদিন ফিরবে না। ভাঁটিখানায় বসে কয়েকজন মজুর নীরবে পান করে চলেছে। ভয়ংকর অস্বস্তিকর এই নীরবতা। তাদের ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে গঁকুরের মনে সন্দেহের খোঁচা—সত্যিই কি এরা হার স্বীকার করেছে!

শহরের রাস্তায় আবার বিদেশী পর্যটকদের ভিড়। কমিউন-বিধ্বস্ত প্যারী দেখার জন্য টমাস কুক কোম্পানির বিশেষ বন্দোবস্তের দৌলতে ব্রিটিশ ভ্রমণকারীরা দলে দলে আসছে। ভ্রমণবিলাসীদের মনে প্যারী জাগিয়েছে এক নতুন চমক। তাদের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল রেসকোর্স ময়দানে ফরাসী বাহিনীর বিজয়মিছিল। মিছিল পরিচালনা করলেন গ্যালিফে—মঞ্চের উপর ম্যাকমোহন এবং তিয়ের পরস্পরের গলা জড়িয়ে আনন্দে কেঁদে ফেললেন। রক্ষা পেয়েছে 'সমাজ-সভ্যতা' কতকগুলি ধ্বংস-লিপ্সু উন্মাদের হাত থেকে—এবার সবাই আনন্দ করো।

'ঈভনিং স্ট্যাণ্ডার্ডের' সাংবাদিকের মনে হল—না, কিছুই বদলায়নি। প্যারী সেই প্যারীই আছে। শুধু এক ঝড়ো হাওয়া দিন কয়েকের জন্যে বয়ে গিয়েছিল—তার ক্ষয়ক্ষতি সামলে নিয়ে প্যারী আবার রমণীয় হয়ে উঠেছে। কমিউন একদল স্বপ্নপ্রবণ মানুষের উন্মত্ত প্রগল্ভতা ছাড়া আর কিছু নয়। ব্যর্থ তারা—নিশ্চিহ্ন তারা—সাক্ষী রাস্তার দুধারের সারিবদ্ধ কবর। কিন্তু পথের বাঁকে এসে তাঁকে থমকে দাঁড়াতে হল—যেখানে সদ্যোনির্মিত কবরের মাটি ঠেলে জেগে রয়েছে একখানি মুষ্টিবদ্ধ হাত—আকাশের দিকে উদ্যত।

১

কমিউনের মুখপত্র : 'জুর্নাল অফিসিয়েল'

(ফ্রান্সের প্রধান গ্রন্থাগার ও গবেষণা-ভবন বিবলিওথেক নাশিওনালে সংরক্ষিত কপিগুলোর সারসংক্ষেপ)

১৯শে মার্চ, ১৮৭১।—প্রথমে আক্রমণ না করার জন্যে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যে কেন্দ্রীয় কমিটি দৃঢ়-সংকল্প। "কখনো আক্রমণ নয়, প্রতি-আক্রমণ কেবলমাত্র সর্বশেষ চরম অবস্থায়।" কেন্দ্রীয় কমিটি সামরিক আইন প্রত্যাহার করেছে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে ভার্সাই সরকার ও সেই সঙ্গে প্যারী মহল্লাগুলির মেয়র ও ডেপুটিদের [যাঁদের মধ্যে আছেন ক্লেমাঁসো (Clemencau), শোয়েলশের (Schcelcher) ও লুই ব্লাঁ (Louis Blanc)] অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে প্যারীর জনগণের উদ্দেশে এই ঘোষণা করছে: "এ সেই নির্দেশ যা তোমরা আমাদের উপর ন্যস্ত করেছ। যেখানে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ শুরু হবে সেখানেই আমাদের কর্তব্য শেষ। তোমার মন স্থির করো। নিজেকে তুমি স্বাধীন করেছ। আমরা কিছুদিন অখ্যাত ছিলাম, অখ্যাত হিসেবেই তোমাদের মধ্যে ফিরে যাব; সরকারকে দেখিয়ে দেব যে ওতেল-দ্য-ভিলের সিঁড়ি দিয়ে মাথা উঁচু করে নেমে আসা যায়, এবং তাতে এই নিশ্চয়তা আছে যে নীচে নেমে তোমাদের অনুগত ও বলিষ্ঠ বাহুর আলিঙ্গন লাভ করব।" —এইজন্যেই নির্বাচন, এবং এই নির্বাচনের মাধ্যমে ন্যাশনাল গার্ডদের প্রজাতন্ত্রী ফেডারেশনের (কেন্দ্রীয় কমিটি) জায়গায় অধিষ্ঠিত হবে 'কমিউন'।

নির্বাচনের দিন ধার্য হয়েছে ২২ মার্চ

বিভিন্ন মহকুমার (Department) উদ্দেশে মর্মস্পর্শী আবেদন; তার মধ্যে প্যারী মফঃস্বলকে তার আদর্শ অনুসরণের জন্য আবেদন জানিয়েছে: "বর্তমান পরিবেশ এবং অপরিহার্য প্রচেষ্টার তুঙ্গে দাঁড়িয়ে প্যারীর জনগণ সদ্য দেখিয়েছে যে তার প্রতি নির্ভর করার অধিকার পিতৃভূমির আছে......রাজধানীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মফঃস্বল ইউরোপ ও জগতের সম্মুখে প্রমাণ করবে যে সমগ্র ফ্রান্স আভ্যন্তরিক সমস্ত বিভেদ, সমস্ত প্রকার রক্তপাত এড়াতেই চায়। ...আমাদের একটিমাত্র আশা; একটিমাত্র লক্ষ্য; পিতৃভূমির উদ্ধার ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সুনিশ্চিত বিজয় এক এবং অবিচ্ছেদ্য।"

সকল প্রকার রাজনৈতিক অভিযোগে অভিযুক্তদের ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে।

গতকাল সন্ধ্যায় শোভাযাত্রাসহকারে শার্ল-ভিক্টর হুগোর মরদেহ অর্লেআঁ স্টেশন থেকে পের-লাশেজ (Pire-Lachaise) কবরখানায় আনা হয়। সেই শবশোভাযাত্রায় ছিলেন পিতা ভিক্টর হুগো, ভ্রাতা ফ্রাঁসোয়া-ভিক্টর এবং কতিপয় বন্ধুবান্ধব।

২১শে মার্চ।—তিয়ের তাঁর জেলখানায় ব্লাঙ্কিকে সতর্কভাবে পাহারা দিচ্ছেন, কিন্তু সেই জেলখানা থেকেই তিনি কমিউনের উদ্দেশে এক বাণী পাঠিয়েছেন: "রক্ষীবাহিনী অটুট থাকতে, দুর্গগুলি খাড়া থাকতে এবং প্রাকার চূর্ণ না হতেই প্যারীকে শত্রুর হাতে তুলে দিতে যাদের বুক কাঁপে নি, তারাই আমাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবার মানুষ খুঁজে পেয়েছে…।"

সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে স্টক-একসচেঞ্জ খোলা থাকবে। ফ্রান্স-ব্যাংক খোলা আছে এবং তার কাজকর্ম চালাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি জেনারেল লেকোঁতে (Lecompte) এবং ক্লিমেণ্ট টমাসের (Clément Thomas) হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কোনো রকম দায়িত্ব অস্বীকার করেছেন।

২২শে মার্চ।—মেয়রদের সঙ্গে কোনোরূপ বোঝাপড়ায় আসতে না পারার জন্য তাঁদের সাহায্য ছাড়াই নির্বাচনের কাজ চালাতে কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২৩ মার্চ, মহল্লায় মহল্লায় তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের ভোটদানের মাধ্যমে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা ধার্য হয়েছে ৯০, প্রতি ২০ হাজারে ১জন এবং ১০ হাজারের বেশি ভগ্নাংশের জন্য ১জন। সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ ২১ নং মহল্লার লোকসংখ্যা ১,৪৯,৬১১, এর প্রতিনিধির সংখ্যা হবে ৭। সবচেয়ে কম লোকসংখ্যা ২৫ নং মহল্লার,—৪২,১৩৭, প্রতিনিধির সংখ্যা হবে ২।

কেন্দ্রীয় কমিটি প্রাশিয়ান জেনারেলের সদর দপ্তর থেকে একটি বার্তা পেয়েছেন: "…প্যারী যে-সমস্ত ঘটনাবলির রঙ্গমঞ্চ হয়ে উঠেছে সেইসব ঘটনা জার্মান সৈন্যদের সম্পর্কে যতক্ষণ না শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠবে ততক্ষণ পর্যন্ত জার্মান সৈন্যদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ ও নিষ্ক্রিয় মনোভাব প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" এর উত্তরে কেন্দ্রীয় কমিটি এই কথা বলেছেন: কেন্দ্রীয় কমিটি প্যারীতে যে বিপ্লব ঘটিয়েছে তার চরিত্র মূলত পৌরশাসন সংক্রান্ত, কোনো ভাবেই এ জার্মান সৈন্যদের বিরোধী নয়।"

দর্জি এবং পাথর-খোদাইকারদের সংগঠন এক ইশতাহারের মাধ্যমে সমস্ত সদস্যকে এক সভায় সমবেত হতে আহ্বান জানিয়েছেন। "…যে কঠিন যুগের মধ্যে দিয়ে আমরা চলছি, তা শ্রমিক হিসেবে নিশ্চয়ই আমাদের সামাজিক

অবস্থান সম্পর্কে গুরুতর চিন্তাভাবনায় ফেলেছে। আজ আমাদের প্রশ্ন তুলতে হবে, যারা কিছুই উৎপাদন করে না, উৎপাদনকারী হিসাবে আমরা কি তাদের অপরের শ্রমে সুখেস্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়ে যেতেই দেব ; এ পর্যন্ত আমরা যে ব্যবস্থা অনুসরণ করে আসছি, আমাদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধবাদী হওয়া সত্ত্বেও কি তা চিরকাল টিকেই থাকবে ? গণতন্ত্রের পবিত্র উদ্দেশ্যের প্রতি অনুরক্ত থেকে আমরা প্রমাণ করব যে, যা কিছু আমাদের ন্যায্য তার প্রত্যেকটি সম্পর্কে আমরা যোগ্য।"...

২৪ মার্চ।—নির্বাচন পিছিয়ে দিন ধার্য করা হয়েছে ২৬ মার্চ, রবিবার।

নির্দেশাদির জন্য নিস্‌, লিওঁ, লিল্‌ এবং বর্দো থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে প্রতিনিধি পাঠানো হয়েছে।

২৫ মার্চ।—নিম্নলিখিত প্রতিনিধিদের হাতে ('জেনারেল' উপাধিসহ) সামরিক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে : ক্রনেল, উদ্‌ এবং দ্যুভাল।

নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণের কাছে কেন্দ্রীয় কমিটির আবেদন : "...বিনা রক্তপাতেই আমরা এক বিপ্লব ঘটিয়েছি : তা ছিল আমাদের পবিত্র কর্তব্য। এর প্রমাণ হচ্ছে : আমাদের দাবি কী কী ? একমাত্র সম্ভাব্য এবং বিতর্কের ঊর্ধ্বে স্থাপিত সরকার হিসেবে রিপাবলিককে রক্ষা করা। প্যারীর জন্যে সমান অধিকার, তার অর্থ নির্বাচিত সাধারণ কাউন্সিল। পুলিশ প্রেফেক্টের পদটির লোপ...স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেওয়া ; এবং প্যারীর শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে একমাত্র ন্যাশনাল গার্ড আমাদেরই অধিকার ; আমাদের নেতা নির্বাচনের অধিকার...আমাদের উদ্দেশ্য ন্যায়সংগত, আমাদের স্বার্থ আপনাদেরই স্বার্থ ; তাই তার বিজয় লাভের জন্যে আমাদের সঙ্গে যোগ দিন। যারা টাকার জন্যে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে তেমন কিছু লোকের কথায় কান দেবেন না, তারা চায় আমাদের মধ্যে বিভেদের বীজ ছড়াতে ; এবং পরিশেষে বক্তব্য, যদি আপনার বিশ্বাস অন্য রকম হয়, তাহলে আসুন, সাদা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে আপনি প্রতিবাদ জানান, এটাই হচ্ছে সমস্ত সৎ নাগরিকের কর্তব্য...যে কাজ সমাপ্ত করার পর আমরা বিদায় নেব, তার আগে ন্যায় এবং সত্যের খাতিরে আমরা এই আবেদন প্রচারে উদ্যোগী হয়েছি। আমাদের কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছে।"

কমিউনের বিরুদ্ধে একটি বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে ; হাজার খানেক জড়ো-করা লোকের বিক্ষোভটি ঘটে ২২ মার্চ প্লাস ভাঁদোমের কাছে র‍্যু দ্য লা পেই-তে। ন্যাশনাল গার্ডদের ২ জন নিহত এবং ৮ জন আহত হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের বহু হতাহত হয়েছে।

জনসাধারণের জন্যে তুইলরি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

২৬ মার্চ।—লিওঁ-তে ২৪ ব্যাটালিয়নের মধ্যে ১৮টি ব্যাটালিয়ন প্যারীর ২১৫টি ব্যাটালিয়নের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়েছে।

প্যারীর মহল্লাগুলোর মেয়র এবং ডেপুটিরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে ২৬ মার্চ ভোট দেবার জন্যে নির্বাচকদের উদ্‌বুদ্ধ করার ব্যাপারে তাঁরা কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

'উইকলি লয়েড' অনুসারে বিসমার্ক ঘোষণা করেছেন যে, প্রজাতান্ত্রিক মতামতের কাছে নতি স্বীকার করার চেয়ে প্রুশীয় বাহিনী প্যারীতে ঢুকছে, ন্যাশনাল গার্ডদের নিরস্ত্র করছে এইটে দেখাই (ফরাসী) ন্যাশনাল অ্যাসেম্‌ব্লি পছন্দ করত। কিন্তু বিসমার্কের কথা অনুসারে, ফ্রান্সের আভ্যন্তরিক ব্যাপার-স্যাপারে তাঁর কোন এক্তিয়ার নেই; কেন্দ্রীয় কমিটিই এখনো ক্ষমতার অধিকারী এবং তা তাঁর সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে।

তিয়েরের সরকার যে সম্মান-পদক (Legion d'honneur) দিয়েছেন তা সাড়ম্বরে প্রত্যাখ্যান করার জন্যে ভোজের (Vosges) সৈন্যবাহিনীর (গ্যারিবল্‌দির বাহিনী) প্রথম বিগ্রেডের ভূতপূর্ব কম্যাণ্ডান্ট স্তেফানো কানজিও (Stefano Canzio) জেনোয়া থেকে লিখে পাঠিয়েছেন।

২৮ মার্চ।—অবরোধকালে গ্রাণ্ড হোটেলটি সরকারীভাবে দখল করা হয়েছিল, এখন সেটির যথাবিধি কাজকর্ম আবার শুরু হয়েছে।

২৯ মার্চ।—২৬ মার্চের নির্বাচনে নির্বাচিত প্যারীর কমিউন তার প্রতিষ্ঠার অধিবেশনে ঘোষণা করেছে যে "ন্যাশনাল গার্ড এবং কেন্দ্রীয় কমিটিই পিতৃভূমি ও রিপাবলিকের উপযুক্ত বলে নিজেদের প্রমাণ করেছে।"

আলজেরিয়ার প্রতিনিধিরা প্যারীর কমিউনের সঙ্গে যুক্ত হবার অভিপ্রায় ঘোষণা করেছেন।

৩০ মার্চ।—১৮৭০ সালের অক্টোবর এবং ১৮৭১ সালের জানুয়ারি ও এপ্রিলের কিস্তির বাড়িভাড়া মকুব করা হয়েছে। নয় মাসের যে টাকা দিতে হত তা ভবিষ্যতের কিস্তির সঙ্গে ধরা হবে।

ভাড়াটেদের দাবি অনুসারে বাড়িছাড়ার নোটিস তিন মাসের জন্যে মুলতুবি রাখা হয়েছে।

বন্ধকী-দোকানে জমা দেওয়া জিনিসপত্র বিক্রি স্থগিত রাখা হয়েছে।

কমিউন নয়টি ভারপ্রাপ্ত দপ্তর গঠন করেছে: প্রশাসনিক, রাজস্ব, বিচার, শান্তিরক্ষা, খাদ্য-সরবরাহ, শ্রম, বৈদেশিক সম্পর্ক, জনসেবা, শিক্ষা।

জিরঁদ-এর প্রিফেক্ট বিনা ওয়ারেন্টে প্রজাতান্ত্রিক স্পেনের ডেপুটি জোজে গুইজাজোলাকে (José Guisarola) গ্রেপ্তার করিয়েছে; তিনি নিজের দেশে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। আশঙ্কা হচ্ছে এই যে, সরকার তাঁকে না স্পেনীয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়।

দুই লক্ষ নাগরিক এসেছিলেন প্যারীর কমিউনকে সংবর্ধনা জানাতে, কমিউনের প্রতিনিধিরা অধিবেশনে সমবেত হয়েছিলেন ওতেল দ্য ভিল-এ।

বিজ্ঞান আকাদেমির গত অধিবেশনে সদস্যদের অনেকেরই মুখ নতুন করে

দেখা গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে আছেন তেনার (Thénard) বেক্‌কেরেল (Becquerel) পিতা ও পুত্র প্রভৃতি।

৩১ মার্চ।—২৬ মার্চের নির্বাচনের মহল্লা অনুযায়ী বিস্তারিত বিবরণ। নিম্নলিখিত সদস্য বিভিন্ন মহল্লা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন: দেলেসক্লুজ (১১ ও ১৯ নং থেকে); ভারলঁ্যা (৬, ১২ ও ১৭ নং থেকে), তেইজ (১২ ও ১৮ নং থেকে); ব্লাঁকি (১৮ ও ২০ নং থেকে); ফ্লুরঁ্যাস (১৯ ও ২০ নং থেকে)। ভালেস নির্বাচিত হয়েছেন ১৫ নং থেকে।

পশুমেলা সম্পর্কে অডিনান্স পাস করা হয়েছে। মেলা হবে ৪, ৫ ও ৬ এপ্রিল রিশাব-লনোয়ার বুলভারে।

ন্যাশনাল গার্ডের ব্যাটালিয়নগুলোর বিভিন্ন পদ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণ করতে হবে।

লাল ঝাণ্ডা যদি কমিউনের ঝাণ্ডা হয়, তাহলে তা ১ অঁারি থেকে ৭ম শার্ল পর্যন্ত পবিত্র রাজকীয় জাতীয় পতাকার উত্তরাধিকারী হবে।

১ এপ্রিল।—কমিউনের সদস্যদের সাধারণ সভা হবে প্রতিদিন রাত্রি আটটায়।

ভার্সাইয়ের আয়ত্তে যে সৈন্য আছে তাদের সংখ্যা ৪৫ হাজারের বেশি হবে না।

অভিনেতা সাম্‌সঁ-র মৃত্যু। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি রাশেল ও দুই ব্রঅঁার শিক্ষক ছিলেন।

২ এপ্রিল।—সামরিক সর্বাধিনায়কের (Jénéral en chef) পদবি ও পদটি তুলে দেওয়া হয়েছে। উদ্যকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যুদ্ধের, বের্জরেকে সদর দপ্তরের এবং দ্যুভালকে সামরিক কম্যাণ্ডের।

প্যারীর কমিউন "বিবেচনা করেছে যে প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে কাজ না করে যেমন বেতন নেওয়া চলতে পারে না, তেমনি অতিমাত্রায় উচ্চ বেতনও নেওয়া চলতে পারে না। কমিউন তাই আইন করছে যে, বিভিন্ন সরকারী কাজে সর্বোচ্চ বেতন ধার্য হল বছরে ৬ হাজার ফ্রাঁ।"

ওতেল দ্য ভিলে কমিউন প্রতিষ্ঠার অধিবেশনে কমিউনের ডিন বেলে এক বক্তৃতায় বলেছেন: "কমিউন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্যারীর কমিউনের মুক্তি যে প্রজাতন্ত্রের সমস্ত কমিউনের মুক্তি, এতে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।...স্থানীয় যা কিছু কমিউন তা হাতে নেবে; কমিউন হবে আঞ্চলিক সবকিছুর পরিচালক, জাতীয় সবকিছুর শাসনকর্তা।"

৩ এপ্রিল।—ভাঁভ্ (Varves) ও শাতিঅঁ থেকে ভার্সাইয়ের আক্রমণ। মফঃস্বলের সঙ্গে প্যারীর ডাক চলাচল শুরু হয়েছে।

ডেপুটি শার্ল ফ্লকে (Charles Floquet) এবং এদুয়ার লক্‌রোয়া

(Edouard Lockroy) তিয়েরের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে জানিয়েছেন যে তাঁরা প্যারীতেই থাকতে চান।

বিজ্ঞান আকাদেমির অধিবেশন। প্রবন্ধ পাঠ করেছেন সেদিও (Sedillot), এলি দ্য বোমঁ (Elie de Beaumont), এবের্ (Hebert), নিউকম্ব (ওয়াশিংটন) (ইনি বিবরণ দিয়েছেন চাঁদের গতি সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ), শালে (Chasles), সঁ্যাৎ-ক্লের-দ্যভিল (Sainte-Claire-Deville) প্রভৃতি।

৫ এপ্রিল।—পিটারসবুর্গের ছাত্ররা মস্কোর ছাত্রদের সংবর্ধনা জানিয়ে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের পক্ষে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। গামবেতার উদ্দেশে টেলিগ্রাম পাঠানো হলে পুলিশ তা আটক করেছে এবং রাশিয়ার বড়ো বড়ো শহরে অসংখ্য গ্রেপ্তার শুরু করেছে।

সেন নদীতে প্রমোদতরণীবিহার বন্ধ করা হয়েছে।

নর্মাঁদিতে গো-মড়ক শুরু হয়েছে। প্যারীর জন্য গো-মাংস আসছে পর্তুগাল থেকে।

৬ এপ্রিল —চারটি কোম্পানির ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারের নির্বাচন হয়েছে। যুদ্ধের দায়িত্ব যাঁর প্রতি ন্যস্ত তিনি লিজিয়নের কমাণ্ডার-পদে (প্রতি মহল্লা থেকে একজনকে) সাময়িকভাবে মনোনীত করেছেন, ন্যাশনাল গার্ডের কেন্দ্রীয় কমিটি সেই মনোনয়নগুলো অনুমোদন করেছেন।

বৈদেশিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি পাস্‌শাল গ্রুসে (Paschal Grousset) প্যারীতে সমস্ত বিদেশী শক্তির প্রতিনিধিদের সরকারীভাবে প্যারীর কমিউন সরকারের গঠনতন্ত্র জানিয়ে দিয়েছেন।

বারের (Barrere) ঘোষণা করেছেন: "আমি ভার্সাই থেকে ফিরছি খুবই ভারাক্রান্ত মনে, ভয়াবহ ঘটনাবলিতে ক্ষুব্ধ হয়ে এবং সেইসবই আমি নিজের চোখে দেখেছি। ভার্সাইতে বন্দীদের সঙ্গে যে-রকম ব্যবহার করা হচ্ছে তা জঘন্য। নির্মমভাবে তাদের প্রহার করা হচ্ছে। আমি বন্দীদের দেখেছি রক্তাক্ত, কান ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে, মুখ আর ঘাড় এমনভাবে ক্ষতবিক্ষত যেন কোনো হিংস্র জন্তু নখ দিয়ে আঁচড়েছে। এই অবস্থায় আমি কর্নেল আঁরিকে দেখেছি এবং তাঁর সম্মান, তাঁর গৌরবের জন্যে এ কথাও বলব যে, এই বর্বরদের দঙ্গলকে অবজ্ঞা দেখিয়ে গঠিত, শান্তভাবে নির্বিকার চিত্তে তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছেন। সরকারের চোখের সামনেই এক সামরিক পুলিসি কোর্ট কাজ করে চলেছে। বলতে হয় যে, বন্দী-করা আমাদের নাগরিকদের মৃত্যু যেন কচুকাটা করে চলেছে। যেসব অন্ধকার গর্তে তাদের রাখা হচ্ছে সেগুলো শুয়োরের ভয়াবহ খোঁয়াড়, সেগুলোর তত্ত্বাবধানের ভার পুলিসের উপরে। আমি মনে করি নাগরিক হিসেবে আমার কর্তব্য হবে এই নিষ্ঠুরতাকে আপনাদের গোচর করা। শুধু এই নিষ্ঠুরতার স্মৃতিই এখনো বহুকাল আমার ক্রোধ জাগিয়ে তুলবে।"

৭ এপ্রিল।—বিভিন্ন জেলার প্রতি কমিউনের আবেদন : "...আপনাদের প্রচেষ্টা আমাদের প্রচেষ্টার সঙ্গে মিলিত হোক ; আমরা বিজয়ী হব, কারণ আমরা ন্যায় এবং অধিকারের প্রতিনিধি, তার অর্থ, স্বেচ্ছামূলক এবং ফলপ্রসূ এক সংহতির আনুকূল্যে আমরা প্রতিনিধিত্ব করি সকলের সুখের, প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতার।"

গতকাল থেকে পশুমেলা শুরু হয়েছে। ক্রেতার সংখ্যা অসংখ্য।

৮ এপ্রিল।—জেনারেলের পদটি তুলে দেওয়া হয়েছে। নাগরিক দমব্রস্কি নাগরিক বের্জরের জায়গায় প্যারীর কমাণ্ডার হয়েছেন। বের্জরে অন্য কাজে নিযুক্ত হয়েছেন।

তামাকের ঘাটতি নেই, ঘাটতি হবে না।

মার্কিন অ্যাম্বুলেন্সের অধ্যক্ষ রাঞ্জি (Ranzi) ১৫৮ নং ব্যাটালিয়নের আহতদের শুশ্রূষা করার সময় শাতিওঁর সামনে নিহত হয়েছেন।

৯ এপ্রিল।—শাতিঅঁতে ভার্সাইয়ের হাতে বন্দী জেনারেল দ্যুভাল এবং ব্যাটালিয়নের দুজন নেতাকে জেনারেল ভিনোয়ার নির্দেশে পতি-বিসেত্র্-এ গুলি করে মারা হয়েছে।

১১ এপ্রিল।—প্যারীর নাগরিকদের প্রতি আবেদন : "...প্রতিরোধের জন্যে এবং আমাদের ভাইদের প্রতিশোধের জন্যে আমরা প্রস্তুত হচ্ছি...যদি অস্ত্রশস্ত্র, বেয়নেট সবকিছু আমাদের যথেষ্ট নাও থাকে তাহলেও বিশ্বাস-ঘাতকদের চূর্ণ করার জন্যে আমাদের জন্যে থাকবে রাস্তার পাথর।"

বিজ্ঞান আকাদেমির অধিবেশন। শিকড় ছাড়াই কচুরিপানার একটি গেঁড়ে ফুল ধরায় অস্বাভাবিক উদ্ভিদ্-প্রকৃতি সম্পর্কে শেভ্র্যলের (Chevreul) মন্তব্যাদি।

১২ এপ্রিল।—এখন থেকে কমিউনের প্রতিটি অধিবেশনের আলোচিত বিষয়বস্তু 'জুর্নাল অফিসিয়েল'-এ প্রকাশিত হবে।

৮নং মহল্লার কমিউন এমপ্লয়মেণ্ট ব্যুরোগুলোকে বাতিল করে দিয়েছে, সেগুলো অসাধু ব্যবসায় এবং ফাটকাবাজির উপায় হয়ে উঠেছিল। তার বদলে খোলা হয়েছে নতুন নতুন স্যুপ-ক্যানটিন ; প্রত্যেকের সাধ্যমতো আগাম ও ধারের কাজের বদলে যারা এখানে প্রয়োজনীয় খাদ্যের জন্যে সাহায্য নিতে বাধ্য হবে, তাদের সকলকে সেই সাহায্য দেওয়া হবে।"

১৩ এপ্রিল। প্যারীর কমিউন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে 'জুর্নাল অফিসিয়েল'-এ বকেয়া আদায় সম্পর্কে সরকারী নির্দেশ প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত বকেয়া আদায় সংক্রান্ত সমস্ত প্রচেষ্টা বন্ধ থাকবে।

সামরিক সংস্থা হিসেবে দমকল বাহিনীকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং 'প্যারীর কমিউনের অসামরিক দমকল সংস্থা'—এই নামে পুনর্গঠিত করা হয়েছে।

জেনারেল অ্যাসেমব্লিতে শিল্পীদের সভাপতিরূপে মনোনীত নাগরিক গুস্তাভ কুর্বেকে (Gustave Courbet) কমিউন ভার দিয়েছে, তিনি যেন ভিল দ্য প্যারীর মিউজিয়মগুলোকে যত কম সময়ের মধ্যে সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করেন, সাধারণের জন্যে গ্যালারিগুলো খুলে দেন এবং সেসব জায়গায় স্বাভাবিক যে কাজকর্ম হয় তার আনুকূল্য করেন।

১৭ নং মহল্লার প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিনিধি নাগরিক রামা (Rama) শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের উদ্দেশে এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। তাতে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, "প্রত্যেকের জন্যে পুরোপুরি এবং সমানভাবে বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিতে হবে; ধর্মীয় এবং ধর্মবিজ্ঞান সংক্রান্ত শিক্ষা পরিবারের স্বাধীন উদ্যোগ ও পরিচালনার হাতে পুরোপুরি ছেড়ে দিতে হবে। তার পরেই শিক্ষক এবং শিক্ষিকাদের স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষামূলক অথবা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে; সেই পদ্ধতি যার উদ্ভব সবসময়েই ঘটা জিনিসের পর্যবেক্ষণ থেকে, তার দৈহিক, নৈতিক, বুদ্ধিগত প্রকৃতি যাই হোক না কেন। নৈতিক শিক্ষা হবে একই সঙ্গে কেজো এবং তাত্ত্বিক, তা হবে সমস্ত রকম ধর্মীয় অথবা ধর্মবিজ্ঞানগত নীতি থেকে মুক্ত, যাতে সে শিক্ষা দিতে পারা যাবে সবাইকেই—কারো ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত না করে…।"

১৪ এপ্রিল।—১নং মহল্লার কমিউন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা মনে করেন যে গোপন ব্যালটে ভোট দেওয়াটা মূলত নীতিবিগর্হিত; খাঁটি গণতন্ত্র এবং স্বাধীন নির্বাচন একমাত্র সেখানেই সম্ভব যেখানে নির্বাচকরা তাদের কাজের দায়িত্ব স্বীকার করে নেয়। তাঁরা এই অভিমত পোষণ করেন যে, আগামী নির্বাচনগুলোতে নামে নামে ভোট অথবা প্রকাশ্য ভোটকে যেন একমাত্র মেনে নেওয়া হয়।

সেন, সেন-এ-ওয়াজ, সেন-এ-মার্ন এবং ওয়াজ-এর এলাকাগুলোর বিভিন্ন অংশে প্রুশীয়রা অবরোধ ঘোষণা করেছে; এই-সমস্ত এলাকা ৩য় জার্মান বাহিনীর সৈন্যদের অধিকৃত ছিল।

"যে গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তা সত্ত্বেও, ১৮৭১ সালের রোমের পুরস্কার প্রতিযোগিতার জন্যে চারুকলার জাতীয় শিক্ষালয়ে সব রকমের প্রস্তুতি চলছে।"

১১ এপ্রিল নাগরিকদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল; বিপ্লবকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং রক্ষা করতে দৃঢ়সংকল্প স্বদেশপ্রেমিক নাগরিকদের পরিচালনা ও নির্দেশের জন্যে প্রতিটি মহল্লায় কমিটি গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে নাগরিকদের ডাকা হয়েছিল। বেশির ভাগ মহল্লায় সঙ্গে সঙ্গে কমিটি গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটি পরিবর্তিত হবে এমনভাবে যাতে তা সমস্ত মহল্লার কমিটিগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৩ এপ্রিল; সম্মেলনেই অর্থসাহায্য পাওয়া যায় ২০ ফ্রাঁ। প্যারীর কমিউনের কাছে

একটা স্মারকলিপি পাঠানো হয়েছে, তাতে স্বাক্ষর করেছেন নাগরিকদের কেন্দ্রীয় কমিটির ৮ জন প্রতিনিধি-সদস্য (তাঁদের মধ্যে আছেন এলিজাবেথ দিমিত্রিয়েফ)।

১৫ এপ্রিল।—বোভো এলাকায় অ্যাভেরিঅরে প্যারীর সংবাদপত্রগুলোর জন্যে সংবাদ-দপ্তর নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সোজাসুজি লণ্ডন-বোম্বাই টেলিগ্রাফ লাইনের কাজ শুরু হয়েছে।

জুর্নাল অফিসিয়েল-এর একজন সংবাদদাতা (শার্ল ক্যাঁতাঁ) লিখছেন: "ফ্রান্সের মফঃস্বল এলাকা শুধু সেইসব খবরই পাচ্ছে যা ভার্সাই শোনাতে চায়; ভার্সাই মফঃস্বলকে ধাপ্পা দিচ্ছে, প্যারী সম্পর্কে জঘন্য কুৎসা রটাচ্ছে। তিন রকমের কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে: প্রিফেক্টদের কাছে পাঠানো বিজ্ঞপ্তি; এই বিশেষ কাজে হাভাস (Havas) এজেন্সিকে কাজে লাগানো হয়েছে। প্রতিদিন জঘন্য মিথ্যা সংবাদ মফঃস্বলের সংবাদপত্রগুলোকে পাঠানো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এই কৌশলের ফলও পাওয়া যাচ্ছে। এলাকা-গুলোর লোকজন ভয় পেয়ে প্যারীতে আসতে সাহস করে না। আমার এক বন্ধু গত পরশু লিল্ থেকে যাত্রা করছিলেন। এমন বিপজ্জনক যাত্রা যাতে না করেন তার জন্যে তাঁর পরিবারের লোকজন কান্নাকাটি শুরু করেছিল। অপর একজন স্যাঁতোমের (Saint-Omer) থেকে ফিরে এসেছেন। তাঁকে সরকারীভাবে পুলিশ বাধা দিয়েছে; বলা হয়েছে, তিনি প্যারীতে ঢুকতেই পারবেন না, যদি বা ঢোকেন বেরুতে পারবেন না।"

১৬ এপ্রিল।—প্যারীর রাস্তায় দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে সামরিক অথবা বেসামরিক ঘোড়সওয়ার-হরকরাদের জোরে ঘোড়া ছোটানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

১৭ এপ্রিল।—নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলোর জন্যে কমিউন শ্রমিকদের ট্রেড-ইউনিয়নগুলোকে আহ্বান করার আদেশ জারি করেছে:

মালিকদের পরিত্যক্ত কারখানাগুলোর একটি তালিকা এবং সেইসব কারখানায় যে যে জিনিস আছে তার হিসাব তৈরির জন্যে একটি ভারপ্রাপ্ত সংস্থা গঠন করা;

এইসব কারখানাকে অবিলম্বে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে কার্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করা;

মালিকরা ফিরে এলে শ্রমিক ইউনিয়নগুলোকে কারখানা পুরোপুরি হস্তান্তরের শর্তাদি এবং সেই বাবদ দেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দেশ সংক্রান্ত আইন তৈরির জন্তে সালিশি-জুরি গঠন করা।

এই সংখ্যায় ভেজ্‌লে-র "কমিউন" সংক্রান্ত ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে; ১২শ শতাব্দীতে ৭ম লুই-এর সময়ে ক্ষণস্থায়ী কিন্তু সত্যিকারের এক কমিউনের অস্তিত্ব ছিল।

১৮ এপ্রিল।—কমিউন ১৮৭১ সালের ১৬ জুলাই থেকে তিন বছরের জন্যে সমস্ত রকমের ঋণ স্থগিত রেখেছে।

বিজ্ঞান আকাদেমির অধিবেশন। এলি দ্য বোমঁ বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহার সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ পেশ করেছেন, সেই বাতির কাচে অংশত ইউরেনিয়ম দেওয়া হয়েছে এবং তাতে আলট্রাভায়োলেট বিকিরণ বন্ধ করা যাচ্ছে।

লুভ্‌র মিউজিয়ম খোলা হয়েছে।

১৯ এপ্রিল—কোর্টমার্শালের নিয়মকানুন এবং শাস্তিবিধি সম্পর্কে নির্দেশ জারি করা হয়েছে, স্বাক্ষর করেছেন কর্নেল রসেল।

২০ এপ্রিল।—কতিপয় মহল্লায় পরিপূরক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কুর্বে নির্বাচিত হয়েছেন ৬ নং মহল্লা থেকে।

১৬ এপ্রিল লণ্ডনের হাইড পার্কে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্যারীর কমিউনের উদ্দেশে প্রেরিত শুভেচ্ছাবাণীটির পক্ষে ভোট দিয়েছে তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার শ্রোতা। শুভেচ্ছাবাণীটি শেষ হয়েছে এই কথা দিয়ে :

"...আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এই দেখে যে, অসংখ্য বাধাবিপত্তি ও সংগ্রামের মধ্যেও, আপনারা সামাজিক সংস্কারের গুরুত্ব সম্পর্কে ও প্রজাতন্ত্রী কার্যকলাপের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সম্পৃক্ত সব-কিছু নিয়ে, বিচার-বিবেচনা করছেন। আমাদের একটি দুঃখ এই যে, চ্যানেলের এই পারে আমাদের রাজনৈতিক শিক্ষা এখনো এমন পরিপক হয়নি যাতে আমরা আপনাদের মহান আদর্শের অনুসরণে সামিল হতে পারি।"

২২ এপ্রিল।—বিব্‌লিওথেক্ নাশিওনাল আবার খোলা হয়েছে। প্রশাসক : জুল ভঁাসঁ (Jules Vincent)।

২৩ এপ্রিল।—৩ নং মহল্লায় ধর্মীয়-শিক্ষাবর্জিত বিদ্যালয়ের পত্তন করা হয়েছে।

২৪ এপ্রিল।—নিম্নলিখিত নীতির ভিত্তিতে ট্রাইবুনালের গঠন সম্পর্কে কমিউন নির্দেশ জারি করেছে ; বিচার হবে যুগ্ম বিচারক নিয়ে : ম্যাজিস্ট্রেটরা নির্বাচিত হবেন ; পাবলিক প্রসিকিউটররা মনোনীত হবেন ; আত্মপক্ষ সমর্থনের স্বাধীনতা থাকবে।

চিকিৎসা-ব্যবস্থা পুনর্গঠনের পরিকল্পনার জন্যে ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৩ এপ্রিল।

২৬ এপ্রিল।—নাগরিক বেলে (Beslay) তিয়েরকে একটি দীর্ঘ খোলা চিঠি পাঠিয়েছেন, সেটিকে প্যারীর দেয়ালে দেয়ালে সাঁটা হয়েছে। চিঠিটি শেষ হয়েছে এই কথা বলে : "...আপনি অতীতের লোক ; ফ্রান্সের আজ প্রয়োজন সেইসব লোকের যারা ভবিষ্যতের প্রতিনিধি। আপনি পদত্যাগ করুন।"

বিজ্ঞান আকাদেমির অধিবেশন। বিজ্ঞানের ভাষায় গ্রীক ভাষা থেকে গৃহীত শব্দাবলি সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেন এগের (Egger) ; শেভ্রাল্, শাল্ (Chasles), এলি দ্য বোমঁ আলোচনায় যোগ দেন।

২৭ এপ্রিল।—প্যারীতে বসবাসকারী বিদেশী, "যাঁরা প্রজাতন্ত্রের অতিথির পবিত্র নামের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা কোনো রকম সরকারী দখলদারির অন্তর্ভুক্ত হবেন না"।

১২ নং মহল্লার পৌর সভার কমিউন সদস্যরা প্রজাতন্ত্রীদের একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত করেছেন ; "এই কমিটি সমস্ত অবৈধ মাতৃত্বের অধিকারিণীদের খোঁজখবর করবেন এবং তাঁদের সম্পর্কে কমিউনের সদস্যদের কাছে রিপোর্ট পেশ করবেন। অবিলম্বে এঁদের কষ্টের লাঘব করার জন্যে তাঁরা চাপ দেবেন।"

দু হাজার ফ্রী-ম্যাসনের এক প্রতিনিধি-দল কমিউনের সঙ্গে দেখা করেছেন। এই প্রতিনিধি-দল ঘোষণা করেছেন যে, "সলোমনের নতুন মন্দির কমিউন এমন এক কীর্তি যা ফ্রী-ম্যাসনদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, তার অর্থ ন্যায় এবং শ্রমই সমাজের ভিত্তি হওয়া উচিত।" নাগরিক জুল ভালেসের স্কার্ফ দিয়ে পতাকাকে ভূষিত করে প্রতিনিধি-দল প্রস্থান করে।

তিয়ের-এর জেলখানায় বন্দী ব্লাঙ্কির সঙ্গে, কমিউন-কর্তৃক প্রতিভূ হিসেবে আটক-রাখা প্যারীর আর্কবিশপ দারবোয়া (Darboy), প্রেসিডেন্ট বঁজ্যাঁ (Bonjean), মাদলেইনের পাদ্রী দাগোরী (Daguerry), এবং ভাইকার-জেনারেল লাগার্দের (Lagarde) বিনিময় সম্পর্কে কমিউন এবং তিয়ের-এর মধ্যে শর্তাদি আলোচনার বিবরণ জানিয়ে এক দীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ভাইকার জেনারেল লাগার্দকে পাঠানো হয়েছিল তিয়ের-এর সঙ্গে আলোচনার জন্যে, কিন্তু তা সন্তোষজনক হয়নি। এদিকে প্যারীতে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেও তিনি কিন্তু ভার্সাইতেই রয়ে গেছেন।

২৫ এপ্রিল।—২৪ এপ্রিল রাইখস্ট্যাগের অধিবেশনে বেবেলের এক বক্তৃতা শোনা গেছে ; তাতে তিনি ঘোষণা করেছেন "...আমাদের তথাকথিত লিবারেল সংবাদপত্রগুলো ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে এক জাতীয় যুদ্ধে পরিণত করে তুলেছিল। সেই একই সংবাদপত্রগুলো আজ প্যারীর কমিউনের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করে চলেছে এবং গৃহযুদ্ধ বাধাবার জন্যে তাকে অভিযুক্ত করছে। এটা মিথ্যা কলঙ্ক রটনা। কমিউন সব সময়েই সংযম রক্ষা করে চলেছে। আমার কথা শুনে আপনারা বৃথাই হাসছেন। এমন দিন আসবে যখন আপনাদের এই কথাগুলো ভাবতে হবে।"

৩০ এপ্রিল।—৮ নং মহল্লায় প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার করা হয়েছে। বিঅাঁফেইজ্যাঁস্ সরণিতে একটি "নতুন বিদ্যালয়" খোলা হয়েছে।

ওতেল দ্য ভিল্-এ ফ্রী-ম্যাসনদের নতুন প্রতিনিধি-দল। তাঁরা ঘোষণা

করেছেন যে, কমিউনের পক্ষে যোগ দেবার জন্যে তাঁরা ভার্সাই সৈন্যদের নিয়ে আসতে চান। যদি এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহলে তাঁরা যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্যে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবেন।"

মঞ্চশিল্পীদের ফেডারেশন গঠিত হয়েছে। ভারপ্রাপ্ত কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে ২জন লেখক, ২জন গীতিকার, ৩জন মঞ্চশিল্পী, ৩জন বাদ্যশিল্পী, ২জন গায়ক এবং লেখক পল বুরানি (Paul Burani), গীতিকার আঁতঁন্যাঁ লুই (Antonin Louis), লেখক আলফ্রে ইস্‌ক-ভাল (Alfred Isch-wall) ও ফেডারেশনের তিন জন উদ্যোক্তাকে নিয়ে।

সমস্ত বন্ধকী দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

১ মে।—শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে জরিমানাকে বাতিল করার নিয়ম জারির জন্যে রেলপথের সাধারণ নিয়ামক বিভিন্ন কোম্পানির ডিরেক্টরদের লিখে জানিয়েছেন: "শ্রমিককে—তা সে যেমনই হোক—তার অধিকার এবং তার শ্রমের ফলের অখণ্ড অধিকার ফিরে পেতেই হবে।"

২ মে।—একটি জনরক্ষা কমিটি (Salut public) গঠিত হয়েছে। প্রয়োজন-বোধে এই কমিটি কমিউনের সদস্যদের বিচার করবে।

জার্মান সমাজতন্ত্রীরা ফরাসী শ্রমিকদের উদ্দেশে একটি বাণী পাঠিয়েছেন: "...ফরাসী শ্রমিকবৃন্দ! সমগ্র জগতের মুক্তির জন্যে যে সৈন্যদল এগিয়ে চলেছে, আপনারা তার অগ্রবাহিনী। জগৎ আজ আপনাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে। তার সহানুভূতি আপনারা লাভ করেছেন। সে আপনাদের উপর নির্ভর করে আছে।"

৩ মে।—ভার্সাইয়ের আক্রমণের সামনে ইসি-র দুর্গ বীরবিক্রমে প্রতিরোধ করে চলেছে।

৪ মে।—শিক্ষা-প্রতিনিধি এদুআর ভেইঅঁ। মিউজিয়মের বক্তৃতামালা আবার শুরু করিয়েছেন (অ্যাডমিনিস্ট্রেটর—এর্‌নেস্ত মলে)। একইভাবে তিনি মাজারিন নামে ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারটিও খুলিয়েছেন।

৬ মে।—গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিনিধি কুর্নে-র নির্দেশ অনুযায়ী নিম্ন-লিখিত দৈনিক সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করা হয়েছে: ল্য পেতি মনিত্যর; ল্য বঁ সাঁ: লা পেতিত্‌ প্রেস্‌; ল্য পেতি জুর্নাল; লা ফ্রাঁস; ল্য তঁ।

৮ মে।—প্যারীর প্রতিরক্ষা এবং আহতদের সেবার জন্যে নারী-সংঘের ইশতাহার: "...শান্তি নয়, বরং শেষ পর্যন্ত লড়াই-ই প্যারীর নারী-শ্রমিকদের দাবি। কোনো রকম আপস আজ বিশ্বাসঘাতকতা হবে। তা হবে শ্রমিকের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার অস্বীকৃতি। চূড়ান্তভাবে সামাজিক পুনর্নবীকরণ, বর্তমানে-বজায়-থাকা সমস্ত রকম বিচার-বিভাগীয় সুবিধা নস্যাৎকরণ, সমস্তরকম বিশেষ অধিকার এবং শোষণের বিলোপসাধন, মূলধনের রাজত্বের স্থলে শ্রমের রাজত্ব স্থাপন—এক কথায় নিজের দ্বারাই শ্রমিকের

মুক্তিসাধনকে আমরা সংবর্ধনা জানাচ্ছি। ...প্যারীর নারীরা ফ্রান্স এবং জগতের সামনে প্রমাণ করবে যে তারাও...কমিউনের অর্থাৎ জনগণের রক্ষার ও বিজয়ের জন্যে তাদের ভাইদের মতোই রক্ত দিতে পারে।" —স্বাক্ষর করেছেন কার্যকরী ভারপ্রাপ্ত কমিটির প্রতিনিধি: ল্য মেল, জাকিয়ে, ল্যফেভ্‌র্ (Lefévre), ল্যলু (Leloup), দ্‌মিত্রিয়েফ্।

৮নং মহল্লার শিক্ষা-সংগঠন সম্পর্কে নতুন বিস্তারিত সংবাদ।

৯ মে।—ভার্সাই সরকার বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্যে প্যারীর জনগণের উদ্দেশে এক আবেদন প্রচার করেছে।

১০ মে।—চারুকলার সংগঠনের সংস্কার সাধন সম্পর্কে শিল্পীদের (চিত্রকর, ভাস্কর, খোদাইকার, স্থপতি, লিথোগ্রাফ-খোদাইকার, শ্রমশিল্পের শিল্পী) ফেডেরাল কমিশনের এক সুদীর্ঘ প্রতিবেদন। প্রস্তাবিত মুখ্য সংস্কারগুলো এই:

১. স্বাধীনতার আদর্শের সংরক্ষণকারী শাসনতন্ত্রের উদ্বোধনের সঙ্গে সংগতিহীন কাজকর্মের ব্যয়বরাদ্দ রদ করতে হবে;

২. সর্বজনীন শিক্ষার কাজে ব্যয়বরাদ্দ বাড়াতে হবে;

৩. সরকারী সাহায্য ও উৎসাহদানের ব্যয়বরাদ্দ রদ করতে হবে, যাতে শিল্পীদের সর্বজনীন অধিকারের ভিত্তিতে আহ্বান করা যায় এবং তাদের সমস্ত সরকারী খেতাবের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া যায়;

৪. চূড়ান্ত বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থাপত্যকর্মে ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস করতে হবে।

কমিউনের সমস্ত নির্দেশ শিল্পীদের সমাবেশে পেশ কর[illegible]। ব্যক্তিগত দুঃখদুর্দশার প্রতিকারের জন্যে বিশেষ সংঘের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চা[illegible]বে।

একজন স্থপতি নিম্নলিখিত হারে সম্মানদক্ষিণা পাবেন: প্রথম ৫০০ ০০০ ফ্রাঁ-তে শতকরা ৫; দ্বিতীয় ৫০০ ০০০ ফ্রাঁ-তে শতকরা ৪; তৃতীয় ৫০০ ০০০ ফ্রাঁ-তে শতকরা ৩ এবং ১৫০০ ০০০ ফ্রাঁ-র উর্ধ্বে সমস্ত কাজের জন্যে শতকরা ২।

১২ মে।—৩নং মহল্লায় বিদ্যালয়গুলোর ধর্মনিরপে[illegible] তুইলারিতে (Tuileries) ১০ মে কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভি[illegible]ঠানে ভর্তি [illegible] হয়েছিল যে একাধিক স্থানে—মার্শালদের কক্ষে, থিয়েটারের [illegible] কক্ষে এবং বাগানের মধ্যে—ঐক্যবাদনের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল[illegible]র অস[illegible]চেষ্টা যথেষ্ট সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

১৩ মে।—আন্তর্জাতিক আহত-ত্রাণ সমিতি জেনেভা কনভেনশন নির্মম-ভাবে লঙ্ঘন করার জন্যে তিয়ের-সরকারের নিকট প্রতিবাদ জানানোয় তিয়ের এই ভয়াবহ উত্তর দিয়েছেন:

"কমিউন জেনেভা কনভেনশনের সঙ্গে যুক্ত নয়, সুতরাং তার সম্পর্কে ভার্সাই সরকার জেনেভা কনভেনশন মানবে না।"

১৬ মে।—লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকা ভার্সাই-এর এই চিত্রটি এঁকেছেন:

"ভার্সাই আর-এক কবলেন্‌ৎস্ (Coblentz)···পার্থক্য শুধু একটি: সেটা ছিল অতীতের অভিজাতদের কবলেন্‌ৎস; আজ এটা বুর্জোয়াদের কবলেন্‌ৎস। তার পালা এসে গেছে···সন্দেহপ্রবণ, মামলাবাজ এবং দাম্ভিক উচ্চস্তরের বুর্জোয়ারা, বলতে গেলে, কবলেন্‌ৎসে ফরাসী দেশত্যাগীরা যতটা না ছিল, ভার্সাইতে তার চেয়ে অনেক বেশি মাটির সঙ্গে সম্পর্কহীন। ওরা ওখানে জড়ো হয়েছে অনেক সংখ্যায়, কিন্তু ওরা বিচ্ছিন্ন···যে সাম্রাজ্য ওদের ধনী করেছে তারই ঘাড় ভাঙছে অবজ্ঞায় আর ঘৃণায়, নিজেদের ঘোষণা করছে লেজিটিমিস্ট, অর্লেয়ানিস্ট এবং প্রয়োজনবোধে রিপাবলিকান—যদি রিপাবলিক তাদের অপেরার আসন, প্যারীর শান্তি এবং আবার ব্যবসা চালিয়ে তোলার মতো উপদ্রবহীনতা ফিরিয়ে এনে দিতে পারে।"

একটি নর্দমার মুখ থেকে বেরুবার সময় কিছু গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

১৭ মে।—কমিউনের তিনটি সৈন্যবাহিনীর জেনারেলদের সঙ্গে যুক্ত বেসামরিক কমিশার প্রতিনিধির নাম ঘোষণা করা হয়েছে: দমব্রস্কির সঙ্গে দেলেসক্লুজ, লা সেসিলিয়ার সঙ্গে জআনার্ (Johannard), রোবলুস্কির (Wroblewski) সঙ্গে লেও মেইঅ।

বিচার বিভাগের প্রতিনিধির নির্দেশক্রমে নোটারি, বেলিফ এবং কমিউনের প্রত্যেক সরকারী কর্মচারীকে বিনামূল্যে তাদের করণীয় কার্যের ব্যবস্থা কর[illegible]।

লুভ্‌[illegible]মের প্রশাসক হিসেবে স্থপতি ও শিল্পী অ্যাকিল উদিনোর (Achille Oudinot) নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর সহকারী হয়েছেন শিল্পী জুল [illegible] (Jules Herean) এবং ভাস্কর দালু।

লুক্সেমবুর্গ [illegible]মের প্রশাসক হিসেবে নকশাকার অঁাদ্রে জিল-এর নাম ঘোষ[illegible]ছে। তাঁর সহকারী হয়েছেন স্থপতি জঁা শাপ্যুই এবং চিত্রশিল্পী [illegible]

রুটির [illegible]রাতের কাজ নিষিদ্ধ করায় বারো থেকে পনেরো শো রুটি কারখা[illegible]ক লাল ঝাণ্ডা এবং নিশান নিয়ে ওতেল-দ্য-ভিল-এ এসেছিল কমি[illegible]ধন্যবাদ জানাতে।

এ পর্যন্ত শাঁজেলিজের গিয়নোল (Guignol) পুতুলনাচের আসর ভালভাবেই চলছিল। কিন্তু কামানের গোলা এসে পড়তে থাকায় সেটাকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

১৮ মে।—মহল্লাগুলোর পৌরসভার নিকট ভেইঅঁা নির্দেশ পাঠিয়েছেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর আরও ক্লাসের সংখ্যা বাড়ানোর জন্যে নতুন নতুন বাড়ির গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁরা যেন সচেষ্ট হন।

মিউজিয়মের প্রশাসক আর্ট-গ্যালারিগুলো খোলার ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সেখানে প্রবেশাধিকার কতিপয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

৩নং মহল্লায় একটি অনাথাশ্রম খোলা হয়েছে।

১৯ মে।—নিম্নলিখিত সংবাদপত্রগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে: লা পাত্রি; লা কমিউন; লেকো দ্য পারী; ল্যাঁদেসাঁদাঁস ফ্রঁসেজ; লাভ্‌লির নাসিওনাল; ল্য পিরাৎ; ল্য রেপ্যুবলিক্যাঁ; লা রেভ্যু দে দ্য মঁদ্‌; লেকো দ্য ল্যুল্‌ত্রামার্‌ এ লা জ্যুস্‌তিস্‌।

মিউজিয়মের প্রশাসকের সিদ্ধান্ত ডেইঅ্যা সংশোধন করেছেন এবং সিদ্ধান্ত করেছেন যে, কোনোরকম বাধা-নিষেধ ছাড়াই প্রতিটি দর্শকের জন্যে গ্যালারিগুলো খোলা থাকবে: "...জনসাধারণের শাসনে সমস্ত আর্ট-গ্যালারি, লাইব্রেরি, সংগ্রহশালা ইত্যাদি মুখ্যত জনসাধারণের জন্যেই খোলা রাখতে হবে। পড়াশোনা করার ইচ্ছাটাই দরজা খুলে রাখার পক্ষে যথেষ্ট।"

৩নং মহল্লা বিনামূল্যে চিকিৎসাসংক্রান্ত পরামর্শদানের ব্যবস্থার আয়োজন করেছে।

২০ মে।—ফেডেরাল স্কাউটদের একটি ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে। তারা স্পেনীয় গেরিলাদের পন্থানুসরণ করবে।

২১ মে।—থিয়েটারগুলোকে অনুদান দেওয়া হবে না। শিক্ষা-প্রতিনিধি-দলকে ভার দেওয়া হয়েছে যাতে একক কোনো পরিচালকের বা কোম্পানির শাসনের ইতি হয় এমন ব্যবস্থা করতে এবং অনতিবিলম্বে তার স্থলে সমিতির শাসন প্রবর্তিত করতে।

২২ মে।—বালিকা বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা-সংগঠন এবং তদারকির উদ্দেশ্যে ভারপ্রাপ্ত একটি কমিশন গঠনের জন্যে নাগরিকা লেও, জাক্‌লার, পেরিয়ে, রক্ল্যুস্‌ (Reclus) এবং সাপিয়াকে মনোনীত করা হয়েছে।

শিল্পীদের ফেডারেশন ১৫ নং ব্যাটালিয়ন গড়ে তুলেছে। প্রতিদিন ১০টার সময় কঁসেরভাতোয়ার-এর প্রাঙ্গণে সমবেত হওয়ার জন্যে উক্ত ফেডারেশনকে আহ্বান করা হয়েছে।

র্‌ল্যু লঁমঁর (Lhomond) বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া তরুণদের ২২ মে'র পর প্রাত্যহিক সেখানে উপস্থিত হতে হবে।

৬নং মহল্লার কমিউনের সদস্যগণ সেই মহল্লার অসংখ্য খালি বাড়ি গোলাবিধ্বস্ত এলাকার অধিবাসীদের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

ভূতপূর্ব সামরিক-প্রতিনিধি ক্ল্যুজার্টের (Clusret) বিরুদ্ধে শুনানির জন্যে কমিউনের অধিবেশন বসেছে। কর্তব্যকর্মে অবহেলার জন্যে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ভার্সাই সৈন্যরা প্যারী শহরে ঢুকে পড়েছে। রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ শুরু হয়েছে। প্যারীর জনগণ ও ন্যাশনাল গার্ডদের উদ্দেশে জননিরাপত্তা কমিটি

এক আবেদন করেছেন : "…অস্ত্র হাতে নাও, নাগরিকগণ, অস্ত্র হাতে নাও। তোমাদের প্রতিনিধিরা লড়াই করবে এবং প্রয়োজন হলে প্রাণ দেবে। কিন্তু সমস্ত গণবিপ্লবের জননী, যে ন্যায়বিচার এবং সংহতির আদর্শ একদিন গোটা জগতের নিয়ম হবে, তারই স্থায়ী প্রাণকেন্দ্র মহান ফ্রান্সের নামে শত্রুর বিরুদ্ধে এগিয়ে চলো। তোমাদের বৈপ্লবিক শক্তি শত্রুকে আজ দেখিয়ে দিক প্যারীকে বেচা যায়, কিন্তু প্যারীকে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া যায় না, কিংবা তাকে জয় করা যায় না। কমিউন তোমাদের উপর নির্ভর করছে। তোমরাও নির্ভর করো কমিউনের উপরে।"

২৩ মে।—ক্লুজার্টের' দায়িত্ব সম্পর্কে কমিউনের অধিবেশনে আলোচনা চলছে। পরিশেষে তিনি মুক্তিলাভ করেছেন।

ভার্সাইয়ের ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি ১৬ মে ঘোষণা জারি করেছে ; "সমগ্র ফ্রান্সে গণ উপাসনার অনুরোধ জানানো হবে, যাতে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হবে আমাদের গৃহবিরোধ উপশমের জন্যে এবং যে ব্যাধিতে আমরা পীড়িত হচ্ছি তার অবসানের জন্যে।" স্বাক্ষর : জ্যুল গ্রেভি ; প্রতি-স্বাক্ষর তিয়ের্।

২ মে পুলিস-কর্তাদের কাছে তিয়ের লিখেছিলেন : "…যারা উদ্বিগ্ন হচ্ছে তারা খুবই ভুল করছে। প্যারীর প্রবেশমুখে আমাদের সৈন্যবাহিনী কাজ করে চলেছে। যখন এই কথা লিখছি, আমরা দুর্গে পর্যন্ত আঘাত হানছি। লক্ষ্যবস্তুর এত কাছে আমরা কখনো পৌঁছোইনি। কমিউনের সদস্যরা এখন পালাতে ব্যস্ত। মেও-তে (Meunx) অঁরি রোশফোর-কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।" তিয়ের্ যাই বলুক না কেন, কমিউনের সদস্যরা সমবেতভাবে বীরের মতো তাঁদের কর্তব্য সাধন করেছেন।

২৪ মে।—কমিউনের নেতৃবৃন্দ অনেকগুলো আবেদন প্রচার করেছেন। ভার্সাই সৈন্যদের উদ্দেশে কমিউনের আবেদন : "ভাইয়েরা, উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে জনগণের মহান সংগ্রামের সময় উপস্থিত হয়েছে। শ্রমিকদের পক্ষ ত্যাগ কোরো না। তোমাদের ১৮ মার্চের ভাইদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো। যে জনগণের তোমরা অংশ তার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হও। অভিজাত, সুবিধাভোগী, মানবতার জল্লাদ যারা তাদের নিজেদের আত্মরক্ষা করতে দাও, এবং তাহলে ন্যায়বিচারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা সহজতর হবে। তাদের পক্ষ ছেড়ে এসো। আমাদের ঘরে এসো। আমাদের কাছে, আমাদের পরিবারের মধ্যে এসো। সানন্দে তোমাদের অভ্যর্থনা জানানো হবে। তোমাদের স্বদেশপ্রেমে প্যারীর জনগণের আস্থা আছে। রিপাবলিক দীর্ঘজীবী হোক। কমিউন দীর্ঘজীবী হোক।"

জনগণের উদ্দেশে অপর আবেদন : "হাতিয়ার ধরো! ব্যারিকেডে ব্যারিকেডে প্যারী কণ্টকিত হয়ে উঠুক, এবং হাতে-হাতে তৈরি করা এই অবরোধের পেছন থেকে শত্রুর দিকে ছুটে যাক তার যুদ্ধের হুংকার, তার গর্বের, তার

চ্যালেঞ্জের হুংকার, কিন্তু তা বিজয়েরই হুংকার; কারণ তার ব্যারিকেড সমেত প্যারী দুর্ভেদ্য, দুর্জয়...বিপ্লবী প্যারী, মহান দিনগুলোর প্যারী তার কর্তব্য করুক; কমিউন এবং জননিরাপত্তা কমিটি তার কর্তব্য করবে।"

ফ্রী-ম্যাসনদের সংগ্রামের আহ্বান: "ভাইসব, আমাদের পবিত্র নীতিগুলোর রক্ষক কমিউন আমাদের ডাকছে তার কাছে। তোমরা তা শুনেছ এবং আমাদের সম্মানিত পতাকা বন্দুকের গুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়েছে, শত্রুর কামানের গোলায় চূর্ণ হয়েছে। তোমরা বীরের মতো তার জবাব দিয়েছ; সমস্ত রকম সাহচর্য দিয়ে সাহায্য করো...তারাই সুখী যারা জিতবে. তারাই মহনীয় যারা এই পবিত্র যুদ্ধে প্রাণ দেবে!"

প্যারীর বিভিন্ন এলাকায় ভার্সাই সৈন্যরা এগিয়ে আসছে কমিউনের সমর্থকদের নির্বিচারে হত্যা করতে করতে। তাদের গোলায় অর্থ ও নৌ-দপ্তরের বাড়িতে আগুন লেগে গেছে। রু দ্য ভোজিরার্-এর বাড়িগুলোর জানলা থেকে ন্যাশনাল গার্ডদের দিকে বন্দুক ছোঁড়া হয়েছে।

শেষ সংবাদ

আজ মঁমার্ত্র্-এর মহিলা নাগরিকদের একটি ব্যাটালিয়ন ভার্সাইয়ের গোলাবর্ষণের সামনে চার ঘণ্টা দাঁড়িয়েছিলেন এবং ন্যাশনাল গার্ডদের সাহায্য না এসে পৌঁছনো পর্যন্ত একই সময়ে নিজেদের হাতে তৈরি বহু ব্যারিকেড রক্ষা করেছেন। আমরা দেখেছি এই দেশপ্রেমিকাদের মধ্যে অনেকেই মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। যেসব কাপুরুষ তাদের জানালার আড়াল থেকে, চিলেকোঠা থেকে মুক্তিপাগল মানুষদের দিকে গুলি ছুঁড়ছে, তাদের সঙ্গে এইসব বীর রমণীদের কী বিরাট পার্থক্য!

[য়্যুরোপ—নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৭০ সংখ্যা]

২

ভয়াবহ কমিউন-ব্যাধি থেকে সমাজকে চূড়ান্তভাবে রোগমুক্ত করার জন্যে ১৮৭৩-এর জুলাই মাসে জাতীয় সভা একটা বিরাট সৌধ নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। 'পবিত্র-আরোগ্য' ভবন নির্মিত হবে মেঁমার্ত্রে'র সেই জায়গায় যেখানে ১৮৭১-এর ১৮ই মার্চ কমিউনের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু কমিউনের মরণোত্তর সৌধ নির্মাণের আগে চাই কমিউনের অবশেষকে নির্মূল করা; ধৃত চল্লিশ হাজার কমিউনার্ডের বিচার দ্রুত নিষ্পন্ন হওয়া দরকার। ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত কমিউনার্ডদের বিচারের মহোৎসব চলতে থাকে।

১৮৭১-এর অগস্ট মাসে ভার্সাই-প্রাসাদ-সংলগ্ন রাইডিং স্কুলে বিচার শুরু হল। প্রথম দফায় পনেরো জন কমিউন-সদস্য আর কেন্দ্রীয় কমিটির দুজন সদস্যকে সামরিক আদালতে হাজির করা হয়। তাঁদের মধ্যে তিওফিল ফের এবং লুলিয়েকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ভিক্টর হুগোর হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও ফের-এর প্রাণদণ্ড কার্যকর হয় এবং লুলিয়ের ক্ষেত্রে প্রাণ-দণ্ডাদেশ মকুব করা হয়। 'প্রতিভূ'-প্রথার প্রবর্তক উর্বেকে সশ্রম কারাদণ্ডে করা হয়। নির্বাসিত হলেন অসি, বিলিওয়ারি, গ্রুসে এবং আরও দণ্ডিত চারজন।

ভাঁদোম স্তম্ভকে ধ্বংস করার উস্কানি দেবার অপরাধে কুর্বের ছ মাসের কারাবাস হয় এবং ভাঁদোম স্তম্ভের পুনর্নির্মাণের জন্যে কুর্বের আড়াই লক্ষ ফ্রাঁ জরিমানা হয়। কুর্বে সুইজারল্যাণ্ডে পালিয়ে যান।

এক বিরাটসংখ্যক কমিউনার্ড ভার্সাই অবরোধের বেড়াজাল ভেদ করে বিদেশে চলে যান। এ বিষয়ে মার্কসের কাছ থেকে তাঁরা প্রভূত সহায়তা লাভ করেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতেই বিচার সম্পন্ন হয়। সবসুদ্ধ তেইশটি ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকর হয়, এবং বাহাত্তরটি ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ডাদেশ মকুব করা হয়। মার্জনালাভের পূর্বে গাস্টন্ দা কোস্টাকে সাত মাস মৃত্যু-কুঠুরিতে অপেক্ষা করতে হয়। সবসুদ্ধ ২৫১ জনকে সারাজীবনের জন্যে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১,১৬০ জনকে সুরক্ষিত জায়গায় নির্বাসন দেওয়া হয়। ৩,৪১৭ জনের জন্যে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিউ ক্যালিডোনিয়া দ্বীপে বিনাশ্রম কারাবাস বরাদ্দ করা হয়। আরো পাঁচহাজার জনকে অল্পস্বল্প সাজা দেওয়া হয়।

রোশফোর কমিউন ছেড়ে চলে যাওয়া সত্ত্বেও নিউ ক্যালিডোনিয়াতে নির্বাসিত হন। অভিযুক্ত কমিউনার্ডদের মধ্যে কয়েকজনের নির্ভীক এবং অকুণ্ঠিত আচরণ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান বিচারকরা। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

এঁকের জবানবন্দী

আমি বেলভিলের একজন মুচি। আমার প্রতিবেশীরা আমায় কমিউনে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছে। দুঃখ-কষ্ট সয়েছি আমি তার জন্যে—ব্যারিকেডেও লড়েছি। মরি নি, তার জন্যে আমি দুঃখিত—তাহলে কমিউনের পতন দেখতে হত না আমায়। আমি একজন বিদ্রোহী—একথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই।

(সারাজীবনের জন্যে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত)

তিওফিল ফেরের জবানবন্দী

ফের নিজের জবানবন্দী লিখিতভাবে আদালতে পেশ করেন :

১৮ নম্বর মহল্লার ১৩ হাজার সাতশ লোক আমায় নির্বাচিত করেন। নির্বাচনের এই রায় আমি বিশ্বস্তভাবে পালন করার চেষ্টা করেছি। এখন কমিউনের পতন ঘটেছে—অতএব কমিউনার্ড হিসাবে পরাজয়জনিত সব দুর্ভোগই হাসিমুখে আমায় সইতে হবে।

কমিউনের পতন ঘটেছে—অতএব কমিউনার্ডরা পরাজিতদের জন্যে বরাদ্দ সব যন্ত্রণাই ভোগ করতে বাধ্য। তাদের চরিত্র-আদর্শ, নীতি-অভিপ্রায়—সবকিছুরই অপব্যাখ্যা এখন চলতে থাকবে। কমিউনার্ডরা নিহত, বন্দী; অথবা আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছেন। সুতরাং কুৎসারটনাকারীদের মুখের মতো জবাব দিতে আপাতত তাঁরা অসমর্থ। অপরদিকে তাঁরাই বিচারক সেজে বসেছেন যাঁরা কমিউনকে ধ্বংস করার জন্যে অস্ত্র হাতে নিয়েছেন—অতএব নিরপেক্ষ বিচারের এখানে অবকাশ কোথায় ?

অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়েছে আমার উপর—আমার পরিবারের লোকজনও নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পায় নি। আমি আত্মপক্ষ সমর্থনের সব সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তাই একজন প্রকৃত প্রজাতন্ত্রী হিসেবে আমার উচিত হচ্ছে—শুধু নিজের নাম-ধাম-পরিচয়টুকু জানানো ছাড়া আর কোন প্রশ্নের জবাব না দেওয়া। আমি কমিউনার্ড—তাই তারা আমার মাথা চাইছে। নিক তারা—কাপুরুষতা দেখিয়ে আমি প্রাণ বাঁচাতে চাইনে। মুক্ত মানুষ আমি—মুক্ত মানুষের মতোই মরতে চাই। আমার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার ভার ইতিহাসের উপর রইল। আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে আগামী দিনের মানুষ। এবার আমি চুপ করলাম এবং এই বিচারপ্রহসন চলবে—আমার ভূমিকা ছাড়া।

(ফেরকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়)

লুইজ মিশেল

তিনি উপস্থিত অনুপস্থিত সব কমিউনার্ডদের কৃতকর্মের দায়িত্ব নিজে মাথা পেতে নেন এবং কমিউনের শত্রুদের উদ্দেশে পুঞ্জীভূত ঘৃণা উদ্‌গিরণ করেন তাঁর দৃপ্ত ভাষণে। কমিউনের মর্যাদার প্রতীক মিশেল—নিজের পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন মিশেল—ঘোষণা করেন : হ্যাঁ, তিনিই প্যারীতে আগুন লাগিয়েছেন। কারণ, আক্রমণকারীদের আগুনের বেড়া দিয়ে প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর বন্ধুদের পাশে মৃত্যুবরণই তাঁর একমাত্র অভিপ্রায়। আদালতের উদ্দেশে তিনি বলেন : আমাকে যদি

তোমরা বাঁচিয়ে রাখ—তাহলে জেনো—আমি আমার ভাইদের মৃত্যুর প্রতিশোধ না নিয়ে থামব না।

ফের-এর মৃত্যুতে শোকার্ত মিশেল কালো অবগুণ্ঠন পরে আদালতে আসতেন।

(মিশেলকে নুমেয়াতে এক অপরাধী উপনিবেশে নির্বাসন দেওয়া হয়)

লুইজ মিশেলের উদ্দেশে ভিক্টর হুগোর কবিতা

যেহেতু দেখেছ তুমি যুদ্ধ আর হত্যার তাণ্ডব
মানুষ ত্রি-কাঠবিদ্ধ। ছিন্নভিন্ন প্যারী
তাই তো তোমার কণ্ঠে সম্ভ্রম-জাগানো কোমলতা
মহৎ ও দামাল প্রাণ যা যা করে, তুমি করেছিলে তাই
করেছ সংগ্রাম তুমি, দেখেছ স্বপ্ন ও পেয়েছ যন্ত্রণা
তাই হাঁক দিয়েছিলে : আমিই করেছি খুন
তারপর, এইসব ক্লান্ত করে দিলে
চেয়েছিলে মৃত্যু তুমি
মারাত্মক, মানুষের অতীত যা, তাই ছিল আয়ত্তে তোমার
নিজের বিরুদ্ধে গিয়ে করেছিলে অসত্য ভাষণ—
পুড়িয়েছি প্রাসাদ আমিই—বলেছিলে
সকলের কানে যায় যেন
যারা দীন, যারা পিষে মরে পায়ের তলায়
গৌরবে তাদের তুমি উদ্‌ভাসিত করে দিয়ে গেলে
তুমি বললে : যেহেতু আমি খুন করেছি, সেহেতু
খুন করো এখন আমাকে।

[রাম বসুর অনুবাদ]

১৮৭১-এর ২৮শে নভেম্বর তারিখে ফেরের প্রাণদণ্ড হয়। ১৮৭২-এর ফেব্রুয়ারিতে লেকোঁত আর টমাসকে হত্যা করার অপরাধে তিন জনের মৃত্যুদণ্ড হয়। ১৮৭১-এর এপ্রিলে আর্চবিশপের হত্যায় লিপ্ত থাকার অপরাধে জাঁর্তকে গুলি করে মারা হয়। ১৮৭১-এর জুলাইতে ফাঁসোয়া আর সেপ্টেম্বরে আর-একজনকে একই অপরাধে গুলি করে মারা হয়। ১৮৭৪-এর জুন মাস পর্যন্ত সরকারী জল্লাদ আইনানুগ হত্যালীলা চালাতে থাকে। ১৮৭২ সালে কুড়ি হাজার কমিউনার্ড মুক্তি লাভ করেন।

কমিউনার্ডদের মুক্তি দেওয়া হোক—এই দাবি ক্রমশ ফরাসীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। ১৮৮০ সালে সমস্ত কমিউনার্ডের নিঃশর্ত মুক্তি ঘোষণা করা হয়।

৩

কমিউনের পতনের পর কয়েক বছর দক্ষ কারিগরের অভাব প্যারীর মানুষ দৈনন্দিন জীবনে অনুভব করতে থাকে। ঘরের চালে টালি বসানোর কারিগর, মুচি, জলকলমিস্ত্রী প্রভৃতি পেশার অর্ধেক লোককে শহরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বেলভিলের শ্রমজীবী-পল্লীর বহু রাস্তায় শুধু বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ছাড়া আর কাউকে চোখে পড়ে না।

কমিউনার্ড বলে যাঁরা অভিযুক্ত এবং যাঁদের বিচার হয়েছিল

১। শ্রমিক—২৯০১ জন
২। মিস্ত্রী—২৬৬৪ জন
৩। রাজমিস্ত্রী—২২৯৩ জন
৪। মিস্ত্রীর যোগানদার—১৬৫৯ জন
৫। ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী—১৫৯৮ জন
৬। জুতো-নির্মাতা—১৪৯১ জন
৭। কেরানী—১০৬৫ জন
৮। রঙমিস্ত্রী—৮৬৩ জন
৯। কম্পোজিটার—৮১৯ জন
১০। পাথর কাটে যারা—৭৬৬ জন
১১। দর্জি—৬৮১ জন
১২। কাঠমিস্ত্রী—৬৩৬ জন
১৩। স্বর্ণকার—৫২৮ জন
১৪। ছুতোর—৩৮২ জন
১৫। চর্মশিল্পী—৩৪৭ জন
১৬। ভাস্কর—২৮৩ জন
১৭। টিনমিস্ত্রী—২২৭ জন
১৮। শিক্ষক—১০৬ জন

৪

কমিউনকে বিস্মৃতির অতলে লুপ্ত হতে দিলেন না কার্ল মার্কস। তিনি জানতেন কমিউনের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, তবুও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কমিউনের গুরুত্ব অপরিসীম। ১৮৭১-এর ১৭ই এপ্রিল বন্ধু কুগ্যালম্যানকে মার্কস লিখছেন: প্যারীর লড়াইয়ের সাথে সাথে ধনিকশ্রেণী আর তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই নতুন স্তরে উন্নীত হয়েছে। আশু ফলাফল যাই হোক না কেন, তার বিশ্বজনীন ঐতিহাসিক তাৎপর্য হারিয়ে যেতে পারে না। কমিউনের পরাজয়ের কয়েক দিনের মধ্যে তিনি 'ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ' বইখানি লেখেন। বইখানির আবেগোদ্দীপ্ত রচনাভঙ্গী এবং ওজস্বিনী ভাষার জন্যে তার স্থান সম্ভবত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর ঠিক পরে।

লেনিন কমিউনের শিক্ষা গভীরভাবে অনুশীলন করেন—তার সাফল্য আর ব্যর্থতাকে পর্যালোচনা করেন। তিনি অভিনন্দিত করেন কমিউনার্ডদের তুলনাহীন বীরত্বকে। ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের ব্যর্থতার সঙ্গে তিনি কমিউনের ব্যর্থতার তুলনা করেন। তাঁর মতে, কমিউনার্ডদের দুটি ভুল সবচেয়ে মারাত্মক।

১৯০৮ সালের ১৮ই মে তারিখে কমিউন-বার্ষিকী উপলক্ষে তিনি লেখেন:

প্যারীর সর্বহারারা মাঝপথে গিয়ে থেমে পড়েছিল। শ্রমজীবীদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে যারা বঞ্চিত করেছে—তাদের তারা উৎসাদিত না করে—তারা তথাকথিত ন্যায়বিচারের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। ব্যাংক অব ফ্রাঁ-র দখল নেওয়া হয়নি।

দ্বিতীয়ত, শত্রুর প্রতি নির্মম না হয়ে কমিউনার্ডরা অহেতুক উদারতার প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। তাঁরা তক্ষুনি ভার্সাই আক্রমণ না করে ভার্সাই সরকারকে শক্তিসঞ্চয়ের সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

রুশ বিপ্লবের ক্ষেত্রে লেনিন আর তাঁর অনুগামীরা এই ভুল দুটোর পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেননি। দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপ আর অহেতুক দয়া-প্রদর্শন—রুশ বিপ্লবকে কমিউনের পরিণতির দিকে নিয়ে যেত। লেনিন তা হতে দেননি। কমিউনের শিক্ষা তিনি এক মুহূর্তের জন্যেও ভোলেননি এবং অপরকে ভুলতে দেননি। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত রাষ্ট্র যেদিন কমিউনের আয়ু-সীমা অতিক্রম করেও টিকে রইল—লেনিন বললেন—কমিউনের পর এক দিন পার হল। (Commune plus one)

বিপ্লবোত্তর গৃহযুদ্ধের সময় শ্রেণীশত্রুদের প্রতি নির্মমতার অভিযোগ উঠলে—প্রবীণ বলশেভিকরা শ্রমিকদের বলতেন: শ্রমিক-ভাইরা, তোমরা প্যারীর কমিউনের কথা মনে করে দেখো। যদি আমরা পরাজিত হই—বুর্জোয়ারা আরো একশ গুণ বেশি অত্যাচার করবে।

গ্রন্থ-তালিকা

1. Alfred Cobban —A History of Modern France Vol 2 : 1799-1871
2. Alistair Horne —The Terrible Year The Paris Commune (1871)
3. Alistair Horne —The Fall of Paris
4. Andre Castelot —Paris, The Turbulent City
5. Andre Maurios —Victor Hugo
6. Alexis De Tocquevilles —Recollections
7. Bertolt Brecht —The Days of the Commune
8. Christopher Dawson —The Gods of Revolution
9. Christopher Hitchens —Karl Marx on the Paris Commune
10. D. W. Brogan —The Development of Modern France (1870-1939)
11. Edward E. Mason —The Paris Commune
12. Edith Thomas —The Women Incendiaries
13. Emil Ludwig —Bismarck
14. Lord Elton —The Revolutionary Idea in France
15. Edmond and Jules Goncourt—Pages from the Goncourt Journal
16. E J. Hobsbawm —The Age of Revolution
17. Emile Zola —The Downfall (LADEBAC'LE)
18. Frank Jellinek —The Paris Commune
19. Gordon Wright —France in Modern Times
20. Guy Chapman —The Third Republic of France
21. Georges Duvean —1848 : The Making of a Revolution
22. G. D. H. Cole —A History of Socialist Thought
23. Georges Lefebvre —The Coming of the French Revolution
24. Henri Lefebvre —The Explosion : Marxism and the French Revolution
25. Henri Perruchot —Manet
26. Heinrich Gemkow —Karl Marx - A Biography
27. Henri Labouchere —Diary of the Besieged Resident in Paris
28. Jean Renoir —Renoir—My Father

29. Jean T. Joughin —The Paris Commune in French Politics
30. John Plamanatz —From Marx to Stalin
31. John Plamanatz —German Marxism and Russian Communism
32. John B. Wolf —France (1814-1919)
33. Journal Official —(Daily Organ of the Commune)
34. Karl Marx —Class Struggle in France
35. Do —The Eighteenth Brumaire o Louis Bonaparte
36. Do —Civil War in France
37. Marx and Engels —On Paris Commune
38. Marx-Engels —Selected Correspondence
39. Lenin —On Paris Commune
40. Lenin —An Outline of Paris Commune
41. La Pasionaria —They Shall Not Pass
42. Lissagaray —History of the Paris Commune
43. Paul Verlaine —Confession of a Poet
44. R. P. Dutt —The Internationale
45. Roger L. Williams —The Commune of Paris
46. Roger L. Williams —The World of Napoleon III
47. R. C. Shukla —Some English Language Historians on Paris Commun
48. Sam Dol Goff —Bakunin on Anarchy
49. Victor Hugo —Ninety-Three
50. Washburn E. Benjamin —Recollections of a Minister (1866-77)
51. William Z. Foster —History of the International
52. Soviet Publication on Commune —Harbinger of a New Society
53. Chinese Publication on Commune —Lessons of Paris Commune
54. অবন্তীকুমার সান্যাল —গানে গানে প্যারী কমিউন
55. বিনয় সরকার —প্যারিসে দশ মাস
56. সুনীল মুন্সী —ব্যারন হস্‌মানের নগর-উন্নয়ন-চিন্তা